শাসন-ব্যবস্থা

[ব্রিটিশ, মার্কিন, সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা সংবলিত]

সিটি কলেজেব বাণিজ্য বিভাগেব অধ্যক্ষ
অরুণকুমার সেন, এম. এ (সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত),
এম এস-সি. (ইকন্., লণ্ডন), ব্যাবিষ্টাব এ্যাট-ল
প্রণীত

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট · কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
দি সেণ্ট্রাল বুক্ এজেন্সীর পক্ষে
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সেন, বি. এস সি.
১৭নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ — জুলাই, ১৯৫৪

মুদ্রাকর :
দেবেশ দত্ত, বি. কম.
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮১নং সিমলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার 'পৌরবিজ্ঞান' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পর বিভিন্ন স্থান হইতে বি. এ. ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলায় একখানি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য একরূপ অবিরামভাবেই অনুরোধপত্রাদি আসিতে থাকে। ফলে আমাকে গ্রন্থরচনাকার্য সুরু করিতে হয়। রচনাকালে গ্রন্থখানি যাহাতে বি. এ. ছাত্রছাত্রী ছাড়াও সাধারণ পাঠকের উপকারে আসে সে-দিকেও যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরিভাষার অপ্রতুলতাহেতু পদে পদে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও প্রয়োজনীয় বিতর্কমূলক আলোচনার কোন অংশকে উপেক্ষা করি নাই। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রায় সকল আধুনিক আলোচনাই সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থখানি যাহাতে ব্যক্তিগত মতামতে ভারাক্রান্ত বা পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সে-দিকেও যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়াছি। তবুও গ্রন্থখানিতে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া যাইতে পারে। আশা করি, সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দ এবং পাঠকগণ ভবিষ্যতে গ্রন্থখানিকে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকদের জন্য অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন।

২৬শে জুলাই, ১৯ ৪
সিটি কলেজ, কলিকাতা

অরুণকুমার সেন

অথ ৭ পাৰ্ট

সূচীপত্র

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

Syllabus for *Three-year* **Degree Course** (*C. U.*)

SELECT FOREIGN CONSTITUTIONS

(a) Great Britain—Characteristics of the British Constitution—the Rule of Law. Conventions Position and Powers of the British Crown.

The Privy Council—The Ministry and the Cabinet.

Characteristics of the British Cabinet—its functions—the position and powers of the Prime Minister—Relation between the Cabinet and Parliament.

Constitution and functions of the House of Lords, and the House of Commons—Relationship between the two Houses—Privileges of the Houses—How Bills are passed—Control of Parliament over finance.

British Party System. A brief outline of the British Judicial system—Local Government in Great Britain.

(b) U.S.A.—Chief features of the Constitution of the U.S.A. Position and Powers of the President—The Cabinet. Powers and functions of the Two Houses of Congress. Party system—The Federal Judiciary and its functions, Process of Amendment of the Constitution.

(c) Switzerland—Chief feature of the Constitution—Nature of the Federation—Distribution of Powers. The Federal Executive. The Federal Council—its peculiarity, its relation to Federal Legislature. Direct popular Legislation: the Initiative and Referendum—Federal Judiciary.

(d) U.S.S.R.—Chief features of the Constitution. Constitution and functions of the Council of Ministers. Functions of the Supreme Soviet—the Presidium. The one-party Rule—Role of the Communist Party—The Judiciary.

ভূমিকা : শাসন-ব্যবস্থা পরিচয়—শাসন ব্যবস্থা চারিটির তুলনামূলক আলোচনা

যে শাসন-ব্যবস্থা চারিটির পর্যালোচনা করা হইবে, তুলনামূলক আলোচনায় তাহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়েরই সন্ধান বহু পরিমাণে মিলে।

ইহাদের মধ্যে ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন; ইহা প্রায় ৯০০ বৎসর ধরিয়া (একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নর্মাণ্ডির উইলিয়ামের সময় হইতে) ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অপরদিকে সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসই সর্বাপেক্ষা অল্পদিনের। সোবিয়েত রাষ্ট্রের জন্ম হয় মাত্র ১৯১৭ সালে এবং বর্তমান সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৩৬ সালে।

জীবনেতিহাস

জীবনেতিহাসের দিক দিয়া এই দুই শাসন-ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থানে আছে সুইজারল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা। বর্তমান সংবিধান ধরিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার পূর্ববর্তী। বর্তমান মার্কিনী সংবিধান প্রবর্তিত হয় ১৭৮৯ সালে এবং বর্তমান সুইস সংবিধান ১৮৪৮ সালে। আবার ১৮৪৮ সালে প্রবর্তিত সুইস সংবিধানকে 'বর্তমান' বলিয়া বর্ণনা করাও ভুল, কারণ উহার আমূল পরিবর্তনসাধন করা হয় ১৮৭৪ সালে। অপরদিকে কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার বিবর্তনের সূত্রপাত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় মাত্র ১৭৭৭ সালে। সুতরাং সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ব্রিটেনের পরই পুরাতন।

কোন্ কোন্ দেশ গণতান্ত্রিক ?

প্রচলিত অর্থে শাসন-ব্যবস্থা চারিটির মধ্যে প্রথম তিনটিকেই গণতান্ত্রিক বলিয়া গণ্য করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাতেই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের (liberal democracy) রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা এই অর্থে গণতন্ত্র নয়। অনেকে সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থাকে একনায়কতান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন। ইঁহাদের মতে, গণতন্ত্রে বিকল্প সরকারের সম্ভাবনা সকল সময়ই থাকিবে, যাহা সোবিয়েত ইউনিয়নে নাই। ইহার প্রতিবাদ করিয়া সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থার সমর্থকরা বলেন, যেখানে শোষণ ও শ্রেণীসংঘর্ষ আছে মাত্র সেখানেই একাধিক দল থাকিবার প্রয়োজন হয়। শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে—যেখানে শোষণের অবসান করা হইয়াছে—পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিবার কোন প্রয়োজনই নাই। সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত ও পরিচালিত একটিমাত্র

দলই থাকিবে। অতএব, সোবিয়েত সংবিধান কর্তৃক একমাত্র কমিউনিষ্ট দলকে স্বীকৃতি গণতন্ত্রের অস্বীকার নহে। উহা কাম্য সমাজ-ব্যবস্থার সহিত গণতান্ত্রিক আদর্শের সমন্বয়সাধনের পরিচায়ক মাত্র।

আবার ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডকে প্রচলিত অর্থে বা উদারনৈতিক গণতন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হইলেও ইহাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের প্রতিফলনের ব্যাপারে বিশেষ পরিমাণভেদ লক্ষ্য করা যায়। গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ সর্বাধিক প্রতিফলিত হইয়াছে সুইস শাসন-ব্যবস্থায়। ঐ দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ (relics of direct democracy) এখনও বিশেষমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। গণভোট, গণ-উদ্যোগ ছাড়াও গণ-সমাবেশের ব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ডে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ অংগ-রাজ্যেও 'প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ' (direct democratic checks) ব্যবস্থা প্রচলিত। সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রচলিত অর্থে গণতন্ত্র না হইলেও ঐ দেশে গণভোট ও পদচ্যুতির ব্যবস্থা আছে। এই দিক দিয়া ব্রিটেনের স্থান সর্বনিম্নে, কারণ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থার অংগীভূত হয় নাই। অপরদিকে কিন্তু ব্রিটিশ ও সুইস গণতন্ত্রকে প্রগতিশীল (progressive) এবং মার্কিনী গণতন্ত্রকে রক্ষণশীল (conservative) বলিয়া গণ্য করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সাম্য যদি গণতন্ত্রের মূলভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় তবে উহা ব্রিটেন ও সুইজারল্যাণ্ডের সমাজজীবনে যতটা প্রতিভাত হইয়াছে, মার্কিন সমাজজীবনে ততটা হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও প্রভূত পরিমাণে উদ্যোগের স্বাধীনতা (freedom of enterprise) এবং বৃহদায়তন শিল্প (big business) সংগঠনের নীতি আঁকড়াইয়া আছে।

গণতান্ত্রিক উপাদানের পরিমাণ ও প্রকৃতি

ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থায় অবশ্য অগণতান্ত্রিক উপাদানের পরিমাণ কম নহে। রাজতন্ত্র এবং অভিজাততান্ত্রিক লর্ড সভা, প্রিভি কাউন্সিল প্রভৃতি অতীতের উত্তরাধিকার হিসাবে এখনও ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার অংগীভূত হইয়া আছে। এইজন্য বলা হয় যে, ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উপাদানের সংমিশ্রণ।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় অগণতান্ত্রিক উপাদান

ব্রিটিশ জাতি বিশেষভাবে রক্ষণশীল। তাহারা সময়ের সহিত তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে সমর্থ হইলেও পুরাতনকে সহসা বিদায় দিতে চায় না। অর্থহীন পুরাতন প্রথাকেও তাহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। এইজন্য আজও দেখা যায় বাকিংহাম প্রাসাদের সম্মুখে সেই পুরাতন সজ্জায় সজ্জিত রক্ষীদল, অতি প্রাচীন গৃহ ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রীর বসবাস, এই বৈদ্যুতিক আলোর যুগেও সেই প্রাচীন লণ্ঠন লইয়া

প্রগতি ও রক্ষণশীলতার সংমিশ্রণ

পার্লামেণ্ট কক্ষে কেহ গোলাবারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছে কি না তাহা খোঁজা, ইত্যাদি। এইজন্যই আবার লর্ড সভা, প্রিভি কাউন্সিলের মত অভিজাততান্ত্রিক সংস্থার অস্তিত্ব আজও বজায় আছে।

তবুও এই রক্ষণশীলতা সমাজজীবনে অগ্রগতির পরিপন্থী হয় নাই। অর্থনৈতিক সাম্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে ইহা তাহারই প্রমাণ।

রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র

শাসন-ব্যবস্থা চারিটির মধ্যে একমাত্র ব্রিটেনই রাজতন্ত্রকে স্থান দিয়াছে; অপর তিনটি দেশের শাসন-ব্যবস্থাই সাধারণতান্ত্রিক। সংবিধান অনুসারে এই তিনটি দেশ অন্য কোনপ্রকার শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র

লিখিত ও অলিখিত সংবিধান

আবার ব্রিটেনই একমাত্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, এবং বাকী তিনটি দেশ যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান লিখিত হয় বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান লিখিত। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান অলিখিত হইবে এমন কোন কথা নাই; কিন্তু তবুও ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। অবশ্য লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণ পরিমাণগত। কারণ, যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই অলিখিত রীতিনীতি লিখিত সংবিধানের এবং লিখিত উপাদান অলিখিত শাসনতন্ত্রের অংগীভূত হয়। ব্রিটেনের অলিখিত শাসনতন্ত্রে ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের বিল প্রভৃতি সনদ এবং বিভিন্ন সময়ে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিমাণ কম নহে। অপরদিকে সুইজারল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় অলিখিত রীতিনীতিও মোটেই গুরুত্বহীন নহে। সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে অবশ্য অলিখিত অংশের পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। তবুও উহাতে অলিখিত রীতিনীতির প্রকাশ সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যাইতে পারে। মোটকথা, সংবিধান কোন স্থিতিশীল ব্যবস্থা নয়, সময়ের সংগে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে উহাকেও গতিশীল হইতে হয়—সম্প্রসারিত হইতে হয়। এই গতিশীলতা বা সম্প্রসারণ-পদ্ধতিতে (growth process) লিখিত ও অলিখিত অংশ পরস্পরের সহিত জড়াইয়া পড়িতে বাধ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়ন এই তিনটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও উহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। সনাতন যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য দিয়া বিচার করিলে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। ঐ দেশে ক্ষমতা বণ্টন, সংবিধানের প্রাধান্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কর্তৃত্ব—এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই পূর্ণভাবে

বিদ্যমান। সুইজারল্যাণ্ডে ক্যাণ্টনগুলি কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উল্লেখযোগ্য কর্তৃত্ব না থাকায় উহা পরম্পরাগত মানদণ্ডে 'সার্থক যুক্তরাষ্ট্র' (perfect federation) বলিয়া স্বীকৃতি পাইতে পারে না। সোবিয়েত ইউনিয়নে সংবিধান সংশোধনে অংগরাজ্যগুলির (ইউনিয়ন-রিপাবলিক) সম্মতির প্রয়োজন না হওয়ায় এবং শাসনতান্ত্রিক আইনকানুনের ব্যাখ্যার বিচারালয়ের প্রাধান্য উপেক্ষিত হওয়ায় উহাকে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত বিপক্ষে অভিমত প্রদান করা হয়। মোটকথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে-অর্থে যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন সে-অর্থে যুক্তরাষ্ট্র নহে। সুইজারল্যাণ্ড এই অর্থে যুক্তরাষ্ট্র হইলেও উহাতে যুক্তরাষ্ট্রিকরণ (federalisation) সম্পূর্ণ নহে।

তবুও এই তিনটি দেশকেই যুক্তরাষ্ট্র বলিয়াই গণ্য করিয়া তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। সকল যুক্তরাষ্ট্র যে ঠিক একই প্রকৃতির এবং সম্পূর্ণ একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হইবে এরূপ অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয় না। উপরন্তু, আজিকার দিনে যখন যুদ্ধ, যুদ্ধের আতংক, অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতির দরুন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই পার্থক্য ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, তখন বিভিন্ন পর্যায়ের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও যে পার্থক্য দিন দিন গুরুত্বহীন হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং অংশগুলির উহার উপর নির্ভরশীলতা হইল বর্তমান দিনের রীতি। এ-ক্ষেত্রে সোবিয়েত সংবিধানে কেন্দ্র বিশেষ শক্তিশালী এবং সুইজারল্যাণ্ডে ক্যাণ্টনগুলি কেন্দ্রের উপর তাহাদের সংবিধান-সংরক্ষণের জন্য নির্ভরশীল—এ-অভিযোগ অনেকাংশে তাৎপর্যহীন।

সোবিয়েত ইউনিয়ন ও সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র কি না

অলিখিত সংবিধানের আকার নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাই লিখিত সংবিধান তিনটির আকারের তুলনামূলক বিচার করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনুচ্ছেদের সংখ্যার দিক দিয়া সোবিয়েত সংবিধানই বৃহত্তম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানই ক্ষুদ্রতম। সোবিয়েত সংবিধানে ১৭৫টি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ৭টি অনুচ্ছেদ এবং ২২টি সংশোধন আছে। সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানে অনুচ্ছেদের সংখ্যা হইল ১২১টি. ইহা ছাড়া কয়েকটি পরিবর্তনশীল ধারা আছে।

সংবিধানগুলির তুলনামূলক আকার

লিখিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে একটি অধিকারের সনদ আছে, সুইজারল্যাণ্ডে অধিকারের সনদ না থাকিলেও কয়েকটি অধিকার সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সোবিয়েত সংবিধানে শুধু অধিকারের সনদই নাই—কর্তব্যের তালিকাও আছে। এই চারিটি সংবিধানের মধ্যে আর কোনটিতে নাগরিকের কর্তব্য উল্লিখিত হয় নাই।

শাসন-ব্যবস্থাগুলিতে অধিকার সংরক্ষণ

অলিখিত ব্রিটিশ সংবিধানে অধিকারের সনদ নাই, কিন্তু ১৬২৮ সালের 'অধিকারের আবেদনপত্র', ১৬৮৯ সালের 'অধিকারের বিল' প্রভৃতি দলিলপত্র উহার অংগীভূত। তবে ইংল্যাণ্ডে নাগরিক-অধিকার প্রধানত রূপ গ্রহণ করিয়াছে বিচারালয়ের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। ঐ দেশে 'আইনের অনুশাসন' (Rule of Law) প্রবর্তিত বলিয়া ধরা হয়, এবং আইন-বহির্ভূত পদ্ধতিতে নাগরিকের অধিকার হরণ করিলে বিচারালয় উহাতে বাধাপ্রদান করে। তবে এই আইনের অনুশাসন পার্লামেণ্টের প্রাধান্যের (Supremacy of Parliament) নির্ভরশীল বলিয়া ইংল্যাণ্ডে নাগরিক-অধিকার অপর তিনটি দেশের মত মৌলিক (fundamental) নহে—অর্থাৎ, পার্লামেণ্ট নাগরিক-অধিকার বজায় রাখিয়া আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য নহে। অবশ্য বলা হয় যে, বিরোধী দলের জন্য পার্লামেণ্ট নাগরিক-অধিকার হরণ করিতে সাহসী হয় না, এবং বিরোধী দলই হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতার (বা নাগরিক-অধিকারের) সতর্ক প্রহরী। তবুও ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। সংবিধানের পরিবর্তে পার্লামেণ্টের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় উহা মৌলিক নহে, নির্দিষ্টও নহে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এই স্বাধীনতা বা অধিকার সংরক্ষণের জন্যই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে 'পবিত্র' বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, এবং উহারই ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হইয়াছে। অন্য তিনটি শাসন-ব্যবস্থায় এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বিশেষ স্বীকৃত হয় নাই। মোটকথা, ইংল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং সুইজারল্যাণ্ড ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে গণ্য করে নাই; বরং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধনই কাম্য বিবেচনা করিয়াছে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগের ফল হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং বিচার বিভাগের সহিত উহাদের কাহারও সম্পর্ক নাই। সুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের (যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ) সদস্যগণ আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন এবং আইনসভার অধীন থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইংল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়নে শাসন বিভাগের

শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রনৈতিক অংশ (political part of the executive) দুই অংশে বিভক্ত—যথা, (১) রাজা (বা রাণী) এবং ক্যাবিনেট ও মন্ত্রি-পরিষদ, (২) প্রেসিডিয়াম ও মন্ত্রি-পরিষদ। ইংল্যাণ্ডে ক্যাবিনেট ও মন্ত্রি-পরিষদ এবং সোবিয়েত ইউনিয়নে মন্ত্রি-পরিষদই হইল প্রকৃত শাসন বিভাগ (real executive)। ইংল্যাণ্ডে রাজা (বা রাণী) এবং সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রেসিডিয়ামকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional Head) বলিয়া গণ্য করা চলে। উভয়

ক্ষেত্রেই প্রকৃত শাসন বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল। সোবিয়েত ইউনিয়নে অবশ্য আইনসভা (সুপ্রীম সোবিয়েত) অধিবেশনে না থাকিলে মন্ত্রি পরিষদের দায়িত্ব হইল প্রেসিডিয়ামের নিকট।

আইনত, একমাত্র মার্কিন রাষ্ট্রপতিই একক শাসক, অপর সকল প্রকৃত শাসন বিভাগই বহুজন লইয়া গঠিত। সোবিয়েত ইউনিয়নে আবার নিয়মতান্ত্রিক শাসন বিভাগ 'প্রেসিডিয়াম'ও বহুজন লইয়া গঠিত। ইহার সদস্যসংখ্যা ৩২।

রাষ্ট্রপ্রধানের পদ

চারিটি দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ আছে, অপর দুইটি দেশে নাই। তবে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের বাৎসরিক সভাপতিকে সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি হিসাবে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের সভাপতিই সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি হিসাবে পরিগণিত।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা বিভাগ শাসন বিভাগের ঊর্ধ্বে নহে। অপর তিনটি দেশে আইনসভার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংল্যাণ্ডে

ব্যবস্থা বিভাগ—প্রাধান্য

পার্লামেন্টের প্রাধান্যকেই একমাত্র মৌলিক আইন বলিয়া গণ্য করা হয়। সোবিয়েত দেশেও রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা হইল ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েত।

প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিপরিষদসম্পন্ন, কিন্তু দ্বিতীয় পরিষদের ক্ষমতা ও মর্যাদা সকল দেশে সমান নহে। ইংল্যাণ্ডে নিম্নতর কক্ষ কমন্স সভাই সর্বেসর্বা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর কক্ষ—সিনেট অধিক মর্যাদার অধিকারী; সুইজারল্যাণ্ড ও

গঠন

সোবিয়েত ইউনিয়নে উভয় কক্ষই সমক্ষমতাসম্পন্ন। তবে সুইজারল্যাণ্ডে জাতীয় পরিষদ বা নিম্নতর কক্ষের মর্যাদা কিছুটা অধিক। ইংল্যাণ্ডই দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার জননী, কিন্তু বর্তমানে ইংল্যাণ্ডই তাহার দ্বিতীয় পরিষদ লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে; এমনকি মধ্যে মধ্যে উহার বিলোপসাধনের চিন্তাও করিতেছে। এরূপ গতি অন্য তিনটি শাসন-ব্যবস্থার কোনটিতে লক্ষ্য করা যায় না।

ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিচার বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ঐ বিচারালয়গুলিকে পার্লামেণ্ট প্রণীত সকল

বিচার বিভাগ—প্রাধান্য

আইনকেই মানিয়া লইতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালত কিন্তু কোন আইনসভা প্রণীত আইন মানিয়া লইতে বাধ্য নয়। উহা যে-কোন আইনকে অবৈধ বা সংবিধান-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। এই ক্ষমতাবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত নিজেকে ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের ঊর্ধ্বে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। অন্য দুইটি দেশের আইনসভা

প্রণীত আইন সকল ক্ষেত্রেই বলবৎ হয় না, তবে এই বৈধতা বিচারের ভার সুইজারল্যাণ্ডে প্রধানত আইনসভার হস্তে, এবং সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত। অতএব, ইংল্যাণ্ডের মত এই দুই দেশেও বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই।

বিচার বিভাগের গঠন ব্যাপারেও দেশ চারিটির মধ্যে বিশেষ প্রকারভেদ দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডে বিচারকগণ রাজশক্তি কর্তৃক—অর্থাৎ, শাসন বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতন আদালতের বিচারপতিগণ শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং কয়েকটি রাজ্যের আদালতের ক্ষেত্রে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হন। সুইজারল্যাণ্ডে বিচারকগণ আইনসভা দ্বারা এবং কয়েকটি ক্যাণ্টনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ দ্বারাও নির্বাচিত হন। সোবিয়েত ইউনিয়নে বিচারকগণ হয় সোবিয়েতসমূহ না-হয় জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হন।

গঠন

নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারক মনোনয়নের পদ্ধতি বিচার বিভাগের উৎকর্ষের সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, সুইজারল্যাণ্ডে বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং সোবিয়েত ইউনিয়নে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। ইহাদের মধ্যে সোবিয়েত ইউনিয়ন ও ইংল্যাণ্ডে দলীয় ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া পরিগণিত হয়। সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রশক্তি ও সামাজিক সংগঠনের সকল সংস্থা পরিচালিত হয় কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে। ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক দল পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে ও বাহিরে একপ্রকার কঠিন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। রক্ষণশীল দলের মধ্যেও এই ঐক্যের কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায়। এ-দেশে দলীয় পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় পার্থক্য এতটা সুস্পষ্ট নহে। ফলে বিদলীয় বা নিদলীয় নেতৃবৃন্দকেও শাসনকার্যের সহিত জড়িত করা হয়। দল দুইটির মধ্যে মূল পার্থক্য আবার সংগঠনগত, নীতিগত নহে। সুইজারল্যাণ্ডে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ প্রবল নহে বলিয়া দলীয় ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ নহে।

দলীয় ব্যবস্থা

*　　*　　*　　*　　*　　*

চারিটি দেশের শাসন ব্যবস্থার এই সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনার পর প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। এ-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ না করাই ভাল। কারণ, উহা ব্যক্তিগত মূল্যবিচার (value-judgement) হইতে বাধ্য। প্রয়োজন মনে করিলে ছাত্রছাত্রীরা আলোচনার ভিত্তিতে নিজ নিজ অভিমত গঠন করিয়া লইবে। তবে একটি বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে চাই। শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ শুধু সংবিধানগত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে শাসক ও রাষ্ট্রভৃত্যদের

কোন্ শাসন ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ

উৎকর্ষেরও উপর। ব্যবস্থা, শাসন ও বিচার বিভাগের সদস্য হিসাবে শাসকগণ এবং রাষ্ট্রভৃত্যগণ যদি সেবাধর্মকে বরণ করিয়া নিরপেক্ষভাবে আপনাপন কর্তব্য পালন করিয়া যান তবে যে-কোন শাসন-ব্যবস্থাই কাম্য হইয়া উঠিতে পারে। অতএব, কোন্ শাসন-ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ তাহা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হইল কোন্‌টি উপরি-উক্ত অর্থে সুপরিচালিত। এ-বিচারের ভার ছাত্রছাত্রীদের উপর ছাড়িয়া দিলাম।

ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা

ভূমিকা : ব্রিটেন বা গ্রেট ব্রিটেন ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের সমবায়ে গঠিত। ইহার সহিত উত্তর আয়ারল্যাণ্ড লইয়া গঠিত যে রাষ্ট্র তাহাকে বলা হয় যুক্তরাজ্য বা গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)। যুক্তরাজ্য অন্যতম এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হইলেও যুক্তরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা এবং ব্রিটেন বা গ্রেট ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এক নহে। যুক্তরাজ্যের মধ্যে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের জন্য স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট (Northern Ireland Parliament) আছে। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সরকারী দপ্তরগুলি এই পার্লামেন্টের নিকটই দায়িত্বশীল। উপরন্তু, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিচার-ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র।

যুক্তরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ও ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা এক নহে

১৯২২ সালের পূর্বে যুক্তরাজ্য ছিল গ্রেট ব্রিটেন ও (সমগ্র) আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য (United Kingdom of Great Britain and Ireland)। ঐ সালে দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের ২৬টি কাউন্টি যুক্তরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'আয়ারল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্র' (Irish Republic) গঠন করে।

ঠিক যুক্তরাজ্যের অংশ বলিয়া পরিগণিত নয় অথচ যুক্তরাজ্যের সহিত শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য সূত্রে আবদ্ধ এরূপ কয়েকটি দ্বীপ আছে (The Channel Islands and Isle of Man) যাহারা ব্রিটিশ 'রাজশক্তির অধীন প্রদেশ' (Crown Dependencies) বলিয়া অভিহিত। ইহাদেরও স্বতন্ত্র আইনসভা, স্বতন্ত্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র বিচার-ব্যবস্থা ও আদালত আছে।

এইভাবে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড এবং 'রাজশক্তির অধীন প্রদেশসমূহের' শাসন-ব্যবস্থা গ্রেট ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা হইতে কিছুটা পৃথক হইলেও সমগ্র যুক্তরাজ্যের জন্য চূড়ান্ত শাসনকর্তৃত্ব যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের (United Kingdom Parliament) উপর ন্যস্ত। ইহা প্রতিরক্ষা, আন্তঃরাষ্ট্র সম্বন্ধ, ডাক ও তার, মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সমগ্র যুক্তরাজ্যের জন্য আইন পাসের অধিকারী। এই যুক্তরাজ্যের পার্লামেণ্টকেই সাধারণত 'ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট' বলিয়া অভিহিত করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে ইহার এইরূপ চূড়ান্ত কর্তৃত্বের জন্য ইহাতে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টসম্পন্ন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডেরও প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আছে। উত্তর আয়ারল্যাণ্ড যুক্তরাজ্যের বা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ১২ জন করিয়া সদস্য প্রেরণ করিয়া থাকে। গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর

তবে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব যুক্তরাজ্য বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপরই ন্যস্ত

আয়ারল্যাণ্ডের সমবায়ে গঠিত যুক্তরাজ্যকে অন্যতম বহুজাতীয় রাষ্ট্র (a multi-national State) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু গ্রেট ব্রিটেনের কথা ধরিলেও শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই বহুজাতীয় নীতির বেশ কিছুটা প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মত গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন অংশের জন্য স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা করা হয় নাই সত্য, কিন্তু ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের শাসন-পদ্ধতিকে কিছুটা স্বতন্ত্র করিতে হইয়াছে। ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ড উভয়ের জন্যই একজন করিয়া ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট-মন্ত্রী (Cabinet Minister) আছেন, এবং ইহার উপর স্কটল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে বিচার-ব্যবস্থাও ইংল্যাণ্ডের বিচার-ব্যবস্থা হইতে অনেকাংশে পৃথক। তবে সমগ্র যুক্তরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সাধারণ প্রকৃতি (general pattern) অভিন্ন। এই সাধারণ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলে—যথা, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক নীতিতে আস্থা, ব্যক্তির অধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের (rights of the individual and social justice) প্রতি আকর্ষণ এবং শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনে বিশ্বাস।

যুক্তরাজ্য অন্যতম বহুজাতীয় রাষ্ট্র

শাসন-ব্যবস্থায় বহুজাতীয় নীতির প্রতিফলন

যুক্তরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার মূল প্রকৃতি

এই চারিটি উপাদানের শেষের তিনটিকে 'ব্রিটিশ জীবন-পদ্ধতির' (British way of life) উপাদান বলিয়াও বর্ণনা করা হয়। ইহাদের সমন্বিত ফল হিসাবেই উদ্ভূত হইয়াছে ব্রিটিশ ধরনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা (Parliamentary Government of the British Type), এবং এই শাসন-ব্যবস্থা বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইহাকে ব্রিটিশ ধরনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা বলা যায়

ইহাকে 'ব্রিটিশ ধরনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা' বলা হয় এই কারণে যে পার্লামেণ্ট বা পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা নূতন কিছু সংস্থা বা পদ্ধতি নহে—শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ইহা ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্যের দানও নহে। প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্ট বা পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ন্যায়ই পুরাতন। সুদূর অতীত হইতে মানুষ স্বায়ত্তশাসনের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যেখানে যখনই পার্লামেণ্ট বা আইনসভা স্থাপন করিয়াছে সেখানে তখনই পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই দিক দিয়া ইয়োরোপে সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ একসময় না এক-

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা ব্রিটেনের দান নহে

সময় পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাকেই বরণ করিয়াছে। ব্যাপক অর্থে এই দিক দিয়া আবার প্রাচীন গ্রীস ও সাধারণতান্ত্রিক রোমের স্ব-শাসনের (self-rule) ব্যবস্থাকেও পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা চলে। সুতরাং পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা ইয়োরোপীয় শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অংগীভূত।

মধ্যযুগের পর এই ঐতিহ্যে কিছুটা ছেদ পড়িলেও ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের স্বাধীনতা ঘোষণা ইহাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলে। ইংল্যাণ্ড কিন্তু তাহার এই ঐতিহ্যকে কোনদিনই বিসর্জন দেয় নাই; বরং যে যে নূতন দেশে ইংরাজরা বসতি স্থাপন করিয়াছে সেখানেই ইহাকে সংগে করিয়া লইয়া গিয়াছে। ফলে সেখানেও গড়িয়া উঠিয়াছে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা, এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অভিহিত হইয়াছে 'পার্লামেণ্টসমূহের জননী' (Mother of Parliaments) বলিয়া।

ব্রিটিশ ধরনের পার্লামেণ্টীয় সরকারই ব্রিটেনের দান

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি হইল জনসাধারণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে পার্লামেণ্ট বা আইনসভার প্রাধান্য—যে প্রাধান্য শাসনযন্ত্রের অন্যান্য অংগ মানিয়া লইতে বাধ্য। এই মূলনীতি হইতে দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে ব্রিটেনে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার যে প্রকারভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই হইল 'ব্রিটিশ ধরনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা'। ইহাতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী হইতে প্রাপ্ত দায়িত্ব কমন্স সভা ও সরকারী দলের মধ্য দিয়া ক্যাবিনেটের হস্তে, এবং ক্যাবিনেটের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রীর হস্তে কেন্দ্রীভূত।

এই শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়ত, প্রধান মন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব পার্লামেণ্টের উপর নির্ভর করিলেও, পার্লামেণ্টের জীবনমরণও কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেট ও প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইহার ফলে প্রয়োজনমত নির্বাচকমণ্ডলী হইতে প্রাপ্ত দায়িত্ব আবার নির্বাচকমণ্ডলীতেই বর্তায়। পার্লামেণ্ট ও ক্যাবিনেটের মধ্যে সংঘর্ষের সালিস বিচারের ভার দেওয়া হয় নির্বাচকমণ্ডলীকেই। নির্বাচকমণ্ডলী আবার নিজ মতামত জ্ঞাপন করিয়া দলীয় সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বা বিতাড়িত করে।

তৃতীয়ত, মীমাংসা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন (compromise and moderation) —যাহা 'ব্রিটিশ জীবন-পদ্ধতির' অন্যতম দ্যোতক তাহা ঐ শাসন-ব্যবস্থাতেও বিশেষ মাত্রায় প্রতিফলিত। এই মীমাংসা ও মধ্যপন্থার ভিত্তিতেই ক্যাবিনেটের সংহতি বজায় থাকে, বিরোধী দলেরও সংহতি বজায় থাকে এবং এই দুই সংস্থার মধ্যে বুঝাপড়ার মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থাও ক্রমবিকাশের ধারা বাহিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার অংগীভূত করিয়া লয়।

ইহা যে এত সহজভাবে সম্ভব হয়, তাহার আরও কারণ হইল লিখিত শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের অনস্তিত্ব। গ্রেট ব্রিটেনের কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই বলিয়াই পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতার সহায়তায় ব্রিটিশ জাতির প্রতিভা যুগের প্রয়োজনমত তাহাদের শাসন-ব্যবস্থাকে গড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে।

এখানে আবার যুক্তরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা এবং ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যে কিছুটা স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা আছে তাহা ব্রিটেনের মত ক্রমবিকাশমান হইতে পারে নাই, কারণ যুক্তরাজ্যের ঐ অংশের স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা লিখিত আইন বা সংবিধান (Government of Ireland Act, 1920) দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং উহার পার্লামেণ্টও সার্বভৌম বা চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নহে। শুধু-যে প্রতিরক্ষা, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপার প্রভৃতি যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের হস্তে সংরক্ষিত আছে, তাহাই নহে; উপরন্তু লিখিত 'সংবিধান' অনুসারে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে বা বিনা ক্ষতিপূরণে সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারে না।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রেট ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থাতেই প্রতিভাত

অতএব, ব্রিটিশ ধরনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা 'গ্রেট ব্রিটেনের' শাসন-ব্যবস্থাতেই বিশেষভাবে প্রতিভাত, এবং এই গ্রেট ব্রিটেন বা ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অনেক সময় ইহাকে ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

(HISTORICAL SURVEY)

[ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের বিবর্তন—ইংরাজ জাতির উদ্ভব—এ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ ; রাজা ও বিজ্ঞজন সভা বা উইটান—নর্মান যুগ : 'বৃহত্তর পরিষদ' (*Magnum Concilium*) ও 'ক্ষুদ্র পরিষদ' (*Curia Regis*)—মহাসনদ (Magna Carta)—মণ্টফোর্ট কর্তৃক আহূত পার্লামেণ্ট—আদর্শ পার্লামেণ্ট—লর্ড সভা ও কমন্স সভার উদ্ভব—কমন্স সভার শক্তিসঞ্চয়—অধিকারের প্রার্থনা (Petition of Rights) ও বিপ্লব—অধিকারের বিল (Bill of Rights) ও পার্লামেণ্টের প্রাধান্য—ক্যাবিনেট প্রথার প্রবর্তন ।

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর প্রায় অন্যান্য সমস্ত দেশের শাসনতন্ত্র হইতে স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ হইল, কোন এক সময়ে সংঘটিত রাষ্ট্রবিপ্লব বা বিরাট একটা রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এই দেশের শাসনতন্ত্র নূতনভাবে রচিত হয় নাই ; বরং ইংরাজ জাতির উদ্ভবের প্রথম হইতে তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের সংগে সংগে ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র গঠিত ও বিবর্তিত হইয়াছে ; এবং বর্তমানকালেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সংগে সংগে ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হইতেছে।* অধ্যাপক ফাইনারের ভাষায়, ইহা হইল বিবর্তিবিহীন ক্রমবিকাশমান সংবিধান।** এই কারণে ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের মূল উৎস এবং ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজিতে গেলে ইংরাজ জাতির সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক জীবনের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিতে হয়।

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে ইংল্যাণ্ডে কেল্টীয় উপজাতিরা বাস করিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪ অব্দে জুলিয়াস সিজার ইংল্যাণ্ড বিজয় করিলেও সেখানে রাজত্ব বিস্তার করেন নাই ; এবং চারিশত বৎসর ধরিয়া রোম্যানরা ইংল্যাণ্ডে বসবাস করিবার পর যখন তাহারা দেশ

* "It has been a leading characteristic of English constitutional history that her political institutions have been incessantly in process of development, a singular continuity marking the whole of the transition from her most ancient to her present form of government." Woodrow Wilson

** "...a constitution of never-ending evolution"

ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন রোমক সভ্যতার বিশেষ কোন চিহ্নই রহিল না। তাহার পর পঞ্চম শতাব্দীতে এ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা মূল ইয়োরোপীয় ভূখণ্ড হইতে ইংল্যাণ্ডে গিয়া বসবাস করিতে থাকে। বহুদিন ধরিয়া বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও যুদ্ধ চলিতে থাকায় তাহারা একে একে দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকে এবং ওয়েসেক্সের উপজাতির লোকেরা অবশেষে অপর সমস্ত উপজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রাজত্ব স্থাপন করে। এইভাবে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন উপজাতির সমবায়ে ইংরাজ জাতির উদ্ভব হয়।*

ইংরাজ জাতির উদ্ভব

এ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে জন্মগত উত্তরাধিকার সূত্রেই রাজা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইতে থাকেন। এই সময় তাঁহারা 'উইটান' (Witan) বা বিদ্বজ্জন সভার মাধ্যমে রাজত্ব চালাইতেন। এই উইটান সভায় রাজপরিবারের লোক, বিশপ এবং 'শায়রে'র 'অল্ডারম্যানরা উপস্থিত থাকিতেন। তখন কোন স্থায়ী রাজধানী ছিল না; ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে উইটানের অধিবেশন বসিত এবং রাজা তাহার সভাপতিত্ব করিতেন। নীতিগতভাবে উইটানের কাজ ছিল নূতন কোন নিয়মকে মানিয়া লওয়া, কোন সন্ধি ও মিত্রতা স্থাপন এবং নূতন করধার্যের সম্মতি দেওয়া।

উইটান' বা বিদ্বজ্জন সভা

উইটানে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকায় ইহাকে প্রতিনিধিমূলক সংসদ বলা যায় না। তবু ইহার মাধ্যমেই রাজা তাঁহার সমস্ত রাজত্বের সংগে সম্পর্ক বজায় রাখিতেন। প্রায়ই দিনেমারদের আক্রমণ সহ্য করিতে হইত বলিয়া স্যাক্সন রাজারা বিশেষ শক্তিশালী হইতে পারেন নাই।

তাহার পর ১০৬৬ সালে নর্মাণ্ডির উইলিয়াম ইংল্যাণ্ড বিজয় করিয়া ঐ বৎসরের বড়দিনের উৎসবের দিনে ওয়েষ্টমিনস্টারে অভিষেককার্য সম্পন্ন করিয়া ইংল্যাণ্ডের রাজা হইয়া বসেন। নর্মান বিজয়ের পর ইংল্যাণ্ডে রাজার ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সামন্তপ্রথা (Feudal System) পূর্ণভাবে প্রবর্তিত হয়। উইলিয়াম এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা গির্জা, শায়র এবং কাউন্টিগুলির উপর অধিকতর ক্ষমতাপ্রয়োগ করিয়া সমস্তই নিজেদের আয়ত্তে আনিবার প্রয়াস পান। এই সময়ে ভূম্যধিকারীদের ক্ষমতা খুব কম থাকায় রাজা তাঁহার ইচ্ছাকে রাজ্যের ইচ্ছা হিসাবে চালাইতে পারিতেন। নর্মান-শাসনের সময়ে পূর্বতন উইটান 'বৃহত্তর পরিষদ' (*Magnum Concilium*) নামে পরিচিত হয়। ইহার অধিবেশন অধিকাংশ সময়েই ওয়েষ্টমিনস্টারে বসিত। ইহাই তখন রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত

নর্মান যুগ

* "Thus from a mixture of kinds began
That heterogenous thing an Englishman." Defoe

ছিল এবং রাজা আইন প্রণয়ন ও নূতন করধার্যের সময় এই পরিষদের মন্ত্রণা গ্রহণ করিতেন।

বৃহত্তর পরিষদ ছাড়াও আর একটি পরিষদ ছিল তাহাকে 'ক্ষুদ্র পরিষদ' (*Curia Regis*) বলা হইত। বৃহত্তর পরিষদের অধিবেশন অনেকদিন অন্তর বসিত। অপরপক্ষে রাজা তাঁহার ইচ্ছামত যখন-তখন ক্ষুদ্র পরিষদের সভা আহ্বান করিতেন। আইন, রাজস্ব, রাজ্যের সাধারণ নীতি—এই সকল বিষয় বৃহত্তর পরিষদে আলোচিত হইত এবং শাসন-কার্য প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র পরিষদ ব্যস্ত থাকিত। এইভাবে বৃহত্তর পরিষদ হইতে পার্লামেণ্টের এবং ক্ষুদ্র পরিষদ হইতে প্রিভি কাউন্সিল ও উচ্চতর আদালতেব উদ্ভব হয়।

পার্লামেণ্ট এবং প্রিভি কাউন্সিল ও উচ্চতর আদালতের উদ্ভবের সূচনা

দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালে সর্বপ্রথম বিচার বিভাগ হইতে শাসন বিভাগকে পৃথক করা হয় এবং পূর্বতন ক্ষুদ্র পরিষদকে ভাঙিয়া প্রিভি কাউন্সিল ও উচ্চতর আদালত হিসাবে কাজ করিবার জন্য ছুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে বৃহত্তর পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কারণ, পূর্বে বিশপ, অল্ডারম্যান এবং বড বড ভূম্যধিকারীদের ডাকা হইত, এখন কিন্তু ছোট ছোট ভূম্যধিকারী ও নাইটদেরও এই পরিষদে ডাকা হইল। কিন্তু ১২১৩ সালে রাজা জন যখন প্রত্যেক কাউন্টি হইতে চারজন করিয়া ভাল নাইট পাঠানোর জন্য শেরিফদের উপর আদেশ দিলেন তখনই প্রতিনিধিত্বের নীতি প্রথম প্রবর্তিত হইল। যদিও তখনকার দিনে প্রতিনিধিত্বের অর্থ ছিল রাজার প্রয়োজনীয় করসংগ্রহের পদ্ধতিতে সম্মতি দেওয়া।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকিকরণ

ইহাব পব আসিল রুণীমিড নামক স্থানে সম্পাদিত ১২১৫ সালের বিখ্যাত 'মহাসনদ' (Magna Carta)। এই সনদে রাজা জন অংগীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, বৃহত্তর পরিষদের সম্মতি ব্যতীত রাজা কতকগুলি বিশেষ কর আদায় করিতে পারিবেন না। যদিও প্রচার করা হয় যে, ম্যাগনা কার্টা জনগণের অধিকারের মহাসনদ কিন্তু এই সনদ মূলত ছিল ভূম্যধিকারী ও পুরোহিতদের স্বার্থরক্ষার দলিল। তাহা সত্ত্বেও ম্যাগনা কার্টা ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অগ্রগতিতে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ।

মহাসনদ

ম্যাগনা কার্টার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে আবার রাজার সহিত করধার্যের ব্যাপার লইয়া ভূম্যধিকারীদের গোলমাল সুরু হয় এবং

তাহাদের নেতা সাইমন-ডি-মণ্টফোর্ট ১২৬৫ সালে মহাপরিষদের (Great Council) এক অধিবেশন আহ্বান করেন। এবার তিনি কেবল ভূম্যধিকারী, পুরোহিত ও নাইটদেরই ডাকিলেন না—প্রত্যেক শায়র হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধিকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেকের ধারণা যে সাইমনই বর্তমান পার্লামেণ্টের প্রতিষ্ঠাতা; কিন্তু তিনি যে-অধিবেশন ডাকিয়াছিলেন তাহা প্রতিনিধিস্থানীয় না হইয়া মূলত দলীয় সম্মেলনই হইয়াছিল। তাহার পর ১২৯৫ সালে প্রথম এডওয়ার্ড যে-অধিবেশন ডাকিলেন ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে তাঁহাকেই 'আদর্শ পার্লামেণ্ট' বলা হয়।*

মণ্টফোর্ট কর্তৃক আহূত পার্লামেণ্ট

আদর্শ পার্লামেণ্ট

এই পার্লামেণ্টে গির্জার পুরোহিত, ভূম্যধিকারী এবং শায়রের অধিবাসীরা স্বতন্ত্রভাবে ভোট দিতেন—যদিও একই কক্ষে পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসিত। এই পার্লামেণ্টে পুরোহিত ও ভূম্যধিকারীরা নিজেদের স্বার্থে একজোটে ভোট দিতেন এবং অপরপক্ষে শায়রের সাধারণ অধিবাসীরা স্বতন্ত্রভাবে ভোট দিতেন। ইহা হইতেই বর্তমান লর্ড সভা ও কমন্স সভার উদ্ভব হয়।

লর্ড সভা ও কমন্স সভার উদ্ভব

উদ্ভবের পর প্রথমদিকে কমন্স সভার আইন প্রণয়ন করিবার কোন অধিকার ছিল না। রাজা, বিশপ ও ভূম্যধিকারিগণ পরস্পরের সমবায়ে আইন প্রণয়ন করিতেন এবং সাধারণ সভার সভ্যেরা মাত্র রাজার নিকট আবেদন করিতে পারিতেন এবং করধার্যের সম্মতি দিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সাধারণ পরিষদ ক্ষমতা দখল করিতে থাকে। বিশেষ করিয়া গোলাপের যুদ্ধের (War of Ro-es) সময়ে যখন ভূম্যধিকারীরা পরস্পর বিবাদে মত্ত ছিলেন তখনই সাধারণ সভা বিশেষ শক্তিসঞ্চয় করে।

কমন্স সভার শক্তিসঞ্চয়

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে পার্লামেণ্টের সহিত রাজার আবার বিরোধ সুরু হয়। সেই সময় (১৬২৮ সাল) লর্ড সভা ও কমন্স সভা একযোগে এক অধিকারের আবেদন (Petition of Rights) পেশ করে এবং একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজা চার্লস্ এই সম্মতি দেন যে, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত তিনি কোন কর আদায় করিবেন না বা কোন

অধিকারের প্রার্থনা

* "The meeting of the Great Council in 1295 has become famous as the Model Parliament, so called because of the full character of its membership." Gooch, *Source Book of the Government of England*

নজরানা লইবেন না। কিন্তু চার্লস্ কিছুদিন পরেই সেই সর্ত ভংগ করেন। তাহার ফলে দেশের মধ্যে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে এবং জনগণ চার্লস্‌কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। ১৬৪০ সাল হইতে ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত রাজার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের যে-বিদ্রোহ তাহা মূলত বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীশ্রেণী ও ব্যবসায়ে উৎসাহী জমিদারশ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম—সাধারণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নহে।

অধিকারের বিল

১৬৮৮ সালে হ্যানোভার বংশের উইলিয়াম এবং মেরী ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। যাহাতে পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার জন্য পার্লামেন্ট বিশেষ সচেষ্ট হইল এবং পরবর্তী বৎসরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'অধিকারের বিল' (Bill of Rights) বিধিবদ্ধ করিল। ইহার ফলে আইনসংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। আরও স্থির হইল যে পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা কর আদায় এবং নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। পরবর্তীকালে প্রথম জর্জ ও দ্বিতীয় জর্জ রাজা হইয়া শাসনসংক্রান্ত কোন কার্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না, কারণ তাঁহারা কেহ ইংরাজী জানিতেন না। ক্যাবিনেটের বৈঠকেও তাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন না। এইভাবে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টের শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে।

ওয়ালপোল ও ক্যাবিনেট নীতির প্রবর্তন

দ্বিতীয় চার্লসের সময় বর্তমান মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হইলেও প্রথম জর্জ ও দ্বিতীয় জর্জের আমলে ক্যাবিনেট প্রথার কয়েকটি মূলনীতি প্রবর্তিত হয় এবং বলা হয় যে, স্যর রবার্ট ওয়ালপোলই ইংল্যাণ্ডের প্রথম 'প্রধান মন্ত্রী'। ১৭৪২ সালে যখন সাধারণ সভায় তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উঠে তখন তিনি পদত্যাগ করিয়া মন্ত্রিসভা যে পার্লামেন্টের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার এই মূল নীতি প্রবর্তিত করেন।

রাষ্ট্রনৈতিক দল, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ইত্যাদির উদ্ভব

ইহার পর রাষ্ট্রনৈতিক দল এবং রাজা বা রাণীর অনুগত বিরোধী দল প্রভৃতির উদ্ভব, ভোটাধিকারের প্রসার, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রবর্তন ইত্যাদির সংগে সংগে পার্লামেন্টীয় সরকার ইংল্যাণ্ডে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। এবং ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডেও ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে পার্লামেন্টীয় সরকার প্রবর্তিত হয়। এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদীর্ঘ পনর শত বৎসরের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র বর্তমান পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র দীর্ঘ পনর শত বৎসর ধরিয়া সমাজ-বিবর্তনের সংগে সংগে ক্রমবিকশিত হইয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কোন রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ফলে গণপরিষদ বা সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইহা আহূত সভা (convention) দ্বারা ইহা রচিত হয় নাই।

প্রথম বা এ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে রাজারা 'উইটান' বা বিজ্ঞজন সভার মাধ্যমে রাজত্ব চালাইতেন। এই উইটানই পরে 'বৃহত্তর পরিষদ' নামে পরিচিত হয় এবং ইহা হইতেই শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের উদ্ভব ঘটে। 'ক্ষুদ্র পরিষদ' নামে আর একটি সভা হইতে প্রিভি কাউন্সিল ও উচ্চতর আদালতের সৃষ্টি হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশে যে-সকল ঘটনা সহায়তা করে তাহাদের মধ্যে ১২১৫ সালের মহাসনদ, ১২৯৫ সালের আদর্শ পার্লামেণ্ট, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল, ১৭৪২ সালের ক্যাবিনেট প্রথার মূলনীতি প্রবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটিয়াছে, রাজা বা রাণীর বিরোধী দলের সৃষ্টি হইয়াছে, ভোটাধিকারের প্রসার ঘটিয়াছে, ইত্যাদি। এইভাবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে বর্তমান দিনের ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের উৎস

(SOURCES OF THE BRITISH CONSTITUTION)

['শাসনতন্ত্র' শব্দের অর্থ—ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অর্থ—ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের উৎস : (১) সনদ, (২) বিধিবদ্ধ আইন, (৩) আইনের ব্যাখ্যা, (৪) শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত পুস্তক, (৫) প্রথাগত আইন এবং (৬) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি—শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির অর্থ—ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি—শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মান্য করিবার কারণ]

ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের উৎস কি তাহা বুঝিতে হইলে 'শাসনতন্ত্র' শব্দটির অর্থ কি তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। 'শাসনতন্ত্র' শব্দটির অর্থ দুইভাবে করা যায়।

'শাসনতন্ত্র' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়

প্রথমত, কোন দেশে শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুনকে বুঝাইবার জন্য শাসনতন্ত্র শব্দটিকে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সমস্ত নিয়মকানুনের মধ্যে আদালতগ্রাহ্য আইন এবং আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি উভয়ই থাকে। এই

আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি আদালত আইন বলিয়া স্বীকার না করিলেও উহাদিগকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই কারণে যে ঠিক আইনের মত ঐগুলিও শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে শুধু আইনের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই যথেষ্ট নহে, আইনের চারিদিক ঘিরিয়া যে-সমস্ত রীতিনীতি গড়িয়া উঠে এবং যাহা অনেক সময় আইনের অর্থকে কার্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে সেইগুলির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা যখন ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের কথা বলি তখন আমরা এই ব্যাপক অর্থেই 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের একাংশ যেমন উত্তরাধিকার আইন, জন-প্রতিনিধি আইন, পার্লামেণ্ট আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ আইন (Statutes), আদালতের সিদ্ধান্ত, বিশেষ অধিকার এবং অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রণীত আদেশ ও নিয়মাবলী দ্বারা সৃষ্ট, আবার অপরাংশ তেমনি—কমন্স সভা ও লর্ড সভা অনুমোদিত বিল রাজা বা রাণী নাকচ করিতে পারেন না, ক্যাবিনেট কমন্স সভার নিকট যৌথ-ভাবে দায়ী, ইত্যাদি রীতিনীতি (Constitutional Conventions) লইয়াও গঠিত।

'ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র' কথাটির অর্থ

ব্রিটেনের বাহিরে অন্যান্য প্রায় সমস্ত দেশেই সাধারণত 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অর্থে শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই বিধিবদ্ধ আইনকে যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের সম্পর্ক প্রভৃতি মৌলিক নীতিগুলি নির্ধারিত হয়। শাসনতন্ত্র বলিতে ইহাকে আবার অনেকে যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে, এই বিধিবদ্ধ মৌলিক আইনটি সাধারণ আইন হইতে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন—অর্থাৎ, সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সহজসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এইজন্য পেইন (Thomas Paine), টক্‌ভিল (Tocqueville) প্রভৃতি লেখক যাঁহারা শাসনতন্ত্র বলিতে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বিধিবদ্ধ মৌলিক আইনকে বুঝেন, তাঁহাদের মতে, ব্রিটেনের কোন শাসনতন্ত্র নাই—কারণ, ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে কোন একটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন আইনে বিধিবদ্ধ করা নাই।*

অন্যান্য দেশে 'শাসন-তন্ত্র' শব্দের অর্থ

পেইন, টক্‌ভিল প্রভৃতির মতে ব্রিটেনের কোন শাসনতন্ত্র নাই

* In England "no such thing as a Constitution exists or ever did exist." Paine
"In England the Constitution.. ...does not exist (elle n'existe point)." Alexis de Tocqueville

পার্লামেণ্ট সাধারণ আইনের মত শাসনতান্ত্রিক নিয়মকানুনকেও যে-কোন সময় পরিবর্তন করিতে সমর্থ।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, অন্যান্য দেশে যেমন অধিক মর্যাদাসম্পন্ন শাসনতান্ত্রিক আইন গৃহীত হইয়াছে, ব্রিটেনে তেমন হয় নাই কেন? সাধারণত বিপ্লব বা বহিঃশক্তির হস্ত হইতে স্বাধীনতালাভের পর বিপ্লব বা সংগ্রামকারীরা নিজেদেব ধ্যানধাবণা ও আদর্শ অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই তাহারা শাসনতান্ত্রিক নীতিগুলিকে লিপিবদ্ধ করে এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন হইতে অধিক মযাদা দেয়। প্রধানত এই কারণেই ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ এবং সাধাবণ আইন হইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র কোন একস্থানে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহাব মূল কাবণ হইল, ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র কোন নির্দিষ্ট সময় একটা বিশেষ বাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের মুখে রচিত হয় নাই। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সংগে সংগে বিভিন্ন সময়ে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন রচিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এখনও ইংল্যাণ্ডের অনেক শাসনতান্ত্রিক নিয়ম রীতিনীতি ও প্রথার উপর নির্ভরশীল। সামগ্রিকভাবে ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র প্রণীত না হইলেও বিভিন্ন কালের সনদ, চুক্তি, বিধিবদ্ধ আইন, বিচারের নজির, প্রথাগত আইন এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্য দিয়াই ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখিতে পাই।

ব্রিটেনে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন লিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র না থাকিবার কারণ

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে নূতন করিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া গড়িবার সুযোগ যে একেবারে ঘটে নাই এমন নয়। ১৬৭২ সালের গৃহযুদ্ধ (Civil War) এবং ১৬৪৯ সালে প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ডের পর যখন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন চেষ্টা করা হইয়াছিল নূতনভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার। ইহার পরবর্তী সময়ে যখন পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হইল তখন সংগ্রামকারী ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ে উৎসাহী ভূম্যধিকারিগণ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে বেশী দূব অগ্রসর হইলেন না। বর্তমান সময়ে বলা হয় যে, পার্লামেণ্ট আইনত যে-কোন কাজ করিতে সমর্থ হইলেও কাবক্ষেত্রে উহাব ক্ষমতা জনমত, নির্বাচন এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ।

প্রয়োগের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে লিখিত শাসনতন্ত্র বা অলিখিত শাসনতন্ত্র সুবিধাজনক এই তর্কের খুব মূল্য আছে

বলিয়া মনে হয় না। লিখিতই হউক বা অলিখিতই হউক সমস্তই নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতি ও গতির উপর। বৈষম্যমূলক সমাজে প্রতিপত্তিশীল শ্রেণীর সুযোগসুবিধা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সমস্ত দেশে শাসনতান্ত্রিক মৌলিক আইনরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় সেখানেও সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে শাসনতন্ত্রকে নানাপ্রকার রীতিনীতি, আইনকানুনের সাহায্যে শাসকশ্রেণীর প্রচলিত ধ্যানধারণার সহিত সামঞ্জস্যবিধান করা হয়।

স্বাধীনতা লিখিত শাসনতন্ত্রের উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে সমাজের গতি ও প্রকৃতির উপর

এখন ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র কি কি উপাদান লইয়া গঠিত তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(১) সনদ (Charters): শাসনতন্ত্রের উৎসসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রেই উল্লেখ করিতে হয়, বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ঐতিহাসিক সনদ, চুক্তিপত্র বা দলিলের কথা। ১২১৫ সালের মহাসনদ, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদনপত্র, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল প্রভৃতি দলিলপত্র ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের উৎস : সনদ

(২) বিধিবদ্ধ আইন (Statutes): উপরি-উক্ত সনদগুলি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আইন প্রণয়ন করিয়াও শাসনতন্ত্র রচনার পথ সুগম করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৩২, ১৮৬৭ ও ১৮৮৪ সালের সংস্কার আইনসমূহ, ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইন, ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনস্টার আইন, ১৯৩১ সালের রাজমন্ত্রী আইন এবং ১৯৪৭ সালের রাজকীয় কার্যবাহ আইনের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিধিবদ্ধ আইন

(৩) আইনের ব্যাখ্যা (Judicial Decisions): আদালতে বিচারের সময় বিচারকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সনদ, বিধিবদ্ধ আইন বা প্রথাগত আইনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও নূতন আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই ডাইসি বলিয়াছেন যে ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র বিচারকগণ কর্তৃক রচিত (judge-made constitution)।

বিচারকগণ কর্তৃক আইনের ব্যাখ্যা

(৪) শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত পুস্তক (Textbooks on Constitution): শাসনতন্ত্র সম্পর্কে রচিত পুস্তকসমূহও ইংল্যাণ্ডে শাসনতন্ত্রের এক উল্লেখযোগ্য স্থানাধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে এই সকল পুস্তকের মূল্য অসামান্য। ইহার

মধ্যে মে'র (May) 'পার্লামেণ্টারী প্রাক্টিস্' (Parliamentary Practice), বেজ্‌হটের (Bagehot) 'ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র' (The English Constitution), অ্যান্‌সনের (Anson) 'শাসনতন্ত্রের আইন ও রীতি' (Law and Custom of the Constitution), ডাইসির (Dicey) 'শাসনতন্ত্রের আইন' (Law of the Constitution), আইভর জেনিংসের (Ivor Jennings) 'ক্যাবিনেট গভর্ণমেণ্ট' (Cabinet Government) এবং ল্যাস্কির 'ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টারী গভর্ণমেণ্ট' (Parliamentary Government in England) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুস্তক

(৫) প্রথাগত আইন (Common Law): প্রথাগত আইন দেশের প্রচলিত রীতিনীতির মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে পরবর্তীকালে আদালতের মাধ্যমে আইন বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথম এই আইনগুলিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু বর্তমানে উহারা সাধারণ নিয়মকানুনে পরিণত হইয়া ব্রিটেনে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষক ও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।* জুরির সাহায্যে বিচারের অধিকার, রাজা বা রাণীর বিশেষ ক্ষমতা, বক্তৃতাপ্রদান ও সভাসমিতি করার স্বাধীনতা প্রভৃতি এই প্রথাগত আইনের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথাগত আইন

(৬) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (Conventions): উপরি-উক্ত উপাদানগুলি ব্যতীত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের একটা বৃহদংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রাজার সহিত মন্ত্রীদের এবং মন্ত্রীদের সহিত পার্লামেণ্টের সম্পর্ক, পার্লামেণ্টের আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি, পার্লামেণ্টের অধিবেশন ইত্যাদি বহু বিষয় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মূলগতভাবে ইংল্যাণ্ডের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত সংবিধান না থাকিলেও শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত উপাদানগুলি অন্যান্য সমস্ত দেশের রচিত সংবিধান অপেক্ষা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (Conventions of the Constitution) **:** ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (conventions)

* "From the judicial recognition of the 'customs of the realm' there has grown up a body of principles which stand as a bulwark of British freedom and an essential part of the British Constitution." Carter, Ranney and Herz, *The Government of Great Britain*

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার বলা যায়। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (Conventions of the Constitution) কথাটি প্রচলিত করেন অধ্যাপক ডাইসি। ইহার পূর্বে উহাদিগকে মিল (J. S. Mill) ও অ্যান্‌সন (Sir William Anson) যথাক্রমে 'শাসনতন্ত্রের অলিখিত বিধান' (Unwritten Maxims of the Constitution) এবং 'শাসনতান্ত্রিক প্রথা' (the Customs of the Constitution) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা অবশ্য সকলেই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কোন দেশের শাসনতন্ত্র বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন আইনে লিপিবদ্ধ করা হউক বা না-হউক, সময় এবং সমাজের পরিবর্তনের সংগে সংগে শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নানাপ্রকারের রীতিনীতি গড়িয়া উঠে, এবং উহারা আইনের শুষ্ক কাঠামোকে রক্তমাংসে পরিপূরিত করিয়া শাসনতন্ত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলে; উহারাই সম্প্রসারণশীল ধ্যানধারণার সহিত শাসনতন্ত্রকে খাপ খাওয়াইয়া লয়।* সুতরাং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির গুরুত্ব ও প্রভাব অন্যান্য দেশে ইংল্যাণ্ড হইতে কোন অংশে কম নয়। তবে যে-সমস্ত দেশের শাসনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে সেখানে রচনাকায অবস্থার সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়াই করা হইয়াছে, বিবর্তনমূলক ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় যাহা সম্ভব হয় নাই।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির গুরুত্ব

ইংল্যাণ্ডে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আসিয়াছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্য দিয়াই। যদিও বিধিবদ্ধ আইনের সাহায্যে অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে তথাপি ইংল্যাণ্ডের আইনের কাঠামো এখনও বহুলাংশে পুরাতন ভিত্তির উপর স্থাপিত। অতএব যে উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত এই আইনের কাঠামো রচিত হইয়াছিল উহা হইতে ভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঐ কাঠামোকে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্য দিয়া পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সংগতিসাধন করানো হইয়াছে। এই রীতিনীতির সাহায্যেই রাজশক্তির আইনগত ক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে বজায় রাখিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করা হইয়াছে। আবার যখন পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হইল তখন প্রয়োজন হইল শাসন বিভাগের সহিত পার্লামেণ্টের সহযোগিতার। ইহার ফলে রীতিনীতির ভিত্তিতে ক্যাবিনেট শাসন পদ্ধতি গড়িয়া উঠিল। এমন অনেক শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যাহা ইংল্যাণ্ডে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু অন্যান্য দেশে উহা আইনের অন্তর্ভুক্ত।

ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির স্থান

* "The short explanation of constitutional conventions is that they provide the flesh which clothes the dry bones of the law ; they make the legal constitution work ; they keep it in touch with the growth of ideas." Jennings

উদাহরণস্বরূপ আয়ারল্যাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ দেশে 'মন্ত্রিসভার দায়িত্ব' আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত, ব্রিটেনের মত রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। ব্রিটেনেও এমন অনেক বিষয় আছে যাহা পূর্বে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিতে আবদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে আইনে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনস্টার আইনের দ্বারা ডোমিনিয়নগুলির আইন করার স্বাধীনতা আইনগতভাবে স্বীকারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্বে উহা রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হইত। অনুরূপভাবে কমন্স সভা ও লর্ড সভার মধ্যে সম্পর্ক রীতিনীতির উপর নির্ভর করিত। বর্তমানে ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা ঐ সম্পর্ক নির্ধারিত হইতেছে।

এখানে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলিতে কি বুঝায় এবং আইনের সহিত উহাদের পার্থক্য কোথায়, তাহা আরও একটু পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলিতে বুঝায় শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত এমন সমস্ত নিয়মপদ্ধতিকে যাহা পারস্পারিক বুঝাপড়া ও চুক্তির মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যাহা শাসনকার্য পরিচালনকার্যে ব্যাপৃত সমস্ত ব্যক্তি বাধ্যতামূলক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।*

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির অর্থ

আদালতে যে-অর্থে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই সংকীর্ণ অর্থ ধরিয়া লইয়া দেখা যাইবে যে, আইনের সহিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। আইন হইল সেই সমস্ত নিয়মকানুন যাহা সাধারণত বিবাদ-বিসংবাদের বিচারের জন্য আদালত কর্তৃক স্বীকৃত, গৃহীত ও প্রযুক্ত হয়। এই অর্থে বিধিবদ্ধ আইন (statutes), বিশেষ অধিকারবলে দেওয়া আদেশসমূহ (statutory and prerogative orders) এবং বিচারালয়ের মীমাংসা (judicial decisions) হইল আইন। আইনকে এইভাবে দেখিলে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিকে সরাসরি আইনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত। এই রীতিনীতি ভংগ করিলে কেহ আদালতে অভিযুক্ত হয় না। আনুষ্ঠানিকভাবে দেখিতে গেলে, আইনের সহিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির তিন প্রকারের পার্থক্যের

আইন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য

* "The conventions of the constitution determine the manner in which the rules of law, which they presuppose, are applied, so that they are, in fact, the motive power of the constitution." Edmund Burke

By convention is meant "a whole collection of rules which, though not part of the law, are accepted as binding and which regulate political institution in a country and clearly form a part of the system of Government." K. C. Wheare

কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, আইন সাধারণত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি হইতে অধিক মর্যাদা পায়। আইন ভংগ করা হইলে যেভাবে আইনভংগকারীকে সরাসরি দায়ী করা যায়, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ভংগ করিলে সেইভাবে দায়ী করা যায় না। আইনকে মান্য করা প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া মনে করা হয়। দ্বিতীয়ত, কোন আইন ভংগ করা হইয়াছে কি না, তাহা বিচার করিবার জন্য সাধারণ আদালত থাকে এবং যাহাতে আইন মানিয়া চলা হয় তাহার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যদিও সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য রহিয়াছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিকে মানিয়া চলা, রীতিনীতিগুলিকে ভংগ করা হইলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার বিচারের কোন ব্যবস্থা নাই। তৃতীয়ত, আইন নির্দিষ্টভাবে রচিত বা আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হয়, কিন্তু শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রায় প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে এবং নূতন নূতন প্রথার উদ্ভবের ফলে পরিবর্তিত হয়।

তিন প্রকারের পার্থক্য

এইভাবে আইন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে প্রভেদ দেখানো হইলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আইন এবং রীতিনীতির প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্যই। বস্তুত, অনেক সময় কোন্‌টি মাত্র প্রথা এবং কোন্‌টি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি তাহা নির্ধারণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। ইংল্যাণ্ডের ক্যাবিনেট শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় রীতিনীতির গুরুত্ব আইনের মতই সর্ববাদী স্বীকৃত। অনেক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আছে যাহা আইন অপেক্ষাও বেশী স্পষ্ট ও নির্ধারিত। যেমন, ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনস্টার আইনের মুখবন্ধে গেট ব্রিটেনের সহিত ডোমিনিয়নের সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটি রীতিনীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহা ইংল্যাণ্ডের প্রথাগত আইন হইতে অনেক বেশী নির্দিষ্ট। এমনকি অনেক শাসনতান্ত্রিক নিয়ম-পদ্ধতি আছে যাহাদিগকে আইন না শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা হইবে, সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে।* যেমন, পার্লামেণ্টের আভ্যন্তরীণ কার্যপরিচালনার জন্য এমন অনেক নিয়মপদ্ধতি আছে যাহা আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত না হইলেও পার্লামেণ্ট বলবৎ করিতে সমর্থ। আইনকে আদালতগ্রাহ্য নিয়মকানুন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিকে আদালতের এলাকা-বহির্ভূত নিয়মপদ্ধতি বলিয়া অভিহিত করার অসুবিধা হইল যে, এমন অনেক আইন আছে যেখানে আদালতের এক্তিয়ার নাই। যেমন, ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইনের

ব্রিটেনে আইন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য অতি অস্পষ্ট

* "...the conventions are not really very different from laws. Indeed, it is freqeuntly difficult to place a set of rules in one class or the other" Jennings, *Cabinet Government*

অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কমন্স সভার স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং কোন আদালতে ঐ সিদ্ধান্তের বিচার হইতে পারে না।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির শ্রেণীবিভাগ

ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) রাজশক্তির ক্ষমতা ও ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ; (খ) পার্লামেণ্টের আভ্যন্তরীণ কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ; এবং (গ) ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি।

ক। রাজশক্তির ক্ষমতা এবং ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

১৬৮৮ সালের বিপ্লবের ফলে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও বৈদেশিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ, সৈন্যবাহিনী পরিচালনা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি ক্ষমতা আইনগতভাবে রাজার হস্তেই ন্যস্ত রহিল। এখন সমস্যা দাঁড়াইল, কি উপায়ে পার্লামেণ্টের প্রাধান্যের সহিত শাসন বিভাগের এই ক্ষমতার এরূপ সামঞ্জস্যবিধান করা যায় যাহাতে শাসনকার্য পরিচালনায় কোন বিঘ্ন না ঘটে? এই সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব হইল।

শাসন বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতে হইলে যে-সমস্ত আইন প্রবর্তন এবং কর-নির্ধারণের প্রয়োজন হয় তাহা যাহাতে পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয় তাহার জন্য রাজার পক্ষে এমন সমস্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল যাঁহারা কমন্স সভার অধিকসংখ্যক সদস্যের সহযোগিতা পাইতে সমর্থ হইবেন। ক্রমে রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটিল এবং কমন্স সভার গরিষ্ঠ দলের নেতাদের লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করা আবশ্যক হইল। ইহার পর দেখা যায় ভোটাধিকারের প্রসার, রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির সংগঠন ও নিয়মানুবর্তিতার দৃঢ়তা এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যে হস্তক্ষেপ। ফলে সরকারের উপর কমন্স সভার কর্তৃত্ব কমিয়া যাইয়া নির্বাচক-মণ্ডলীর গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গেল। এই সমস্ত পরিবর্তনের সংগে সংগে নানা-প্রকারের শাসনতান্ত্রিক প্রথা (usage) এবং রীতিনীতির (conventions) উদ্ভব হইল।

রাজশক্তি ও ক্যাবিনেট প্রথা সংক্রান্ত রীতিনীতির দৃষ্টান্ত

প্রথম শ্রেণীর শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির—অর্থাৎ, রাজশক্তির ক্ষমতা ও ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত রীতিনীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। লর্ড সভা ও কমন্স সভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলে রাজা বা রাণী সম্মতি দিতে বাধ্য ; কমন্স সভায় যে দল অধিকাংশ সদস্যদের সমর্থন পায় সেই দলের মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার থাকে এবং এই দলের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল নেতাকে রাজা বা রাণী প্রধান মন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন। রাজা বা রাণী মন্ত্রীদের পরামর্শ

অনুযায়ী শাসন পরিচালনা বিষয়ে কার্য করিতে বাধ্য থাকেন; শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভা কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকে এবং উক্ত সভার আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করে; বৎসরে কমপক্ষে একবার পার্লামেণ্টের সভা আহ্বান করিতে হয়।

এই প্রকারের নির্দিষ্ট ধরনের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (conventions) ছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক প্রথা (usage) আছে যাহা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট এবং ঐগুলিকে মানিয়া চলা সম্পর্কে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা বর্তমান। প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ এবং পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়ার আইনগত ক্ষমতা যে রাজা বা রাণীর রহিয়াছে উহা কার্যত কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে সে-সম্পর্কেও মতবিরোধ রহিয়াছে। বলা হয় যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার পরামর্শ দিলে রাজা বা রাণী ঐ পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য। কারণ, অন্যথায় রাজা বা রাণী রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদের সহিত জড়িত হইয়া পড়িবেন এবং ইহাতে তাঁহার নিরপেক্ষতা বজায় থাকিবে না। অনেকের মতে, আবার রাজা বা রাণীর অধিকার রহিয়াছে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করিবার। ১৯২৩ সালের অ্যাসকুইথ (Asquith) মত প্রকাশ করেন যে, রাজা প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। এই বিষয় সম্পর্কে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, গত একশত বৎসরের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত নাই যেখানে রাজা ক্যাবিনেটের পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়ার পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী হইয়াছেন। অনুরূপভাবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, যেহেতু ১৯০২ সালে লর্ড সলস্‌বেরীর (Lord Salisbury) পদত্যাগের পর হইতে আজ যাবৎ লর্ড সভার কোন সদস্যকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয় নাই, সেই হেতু রাজা সমস্ত সময়ই কমন্স সভার সদস্যের মধ্য হইতে প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য। এই প্রকারের বহু শাসনতান্ত্রিক নজির (precedents) প্রচলিত আছে যাহা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও শাসনতান্ত্রিক প্রথা

দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রধানত পার্লামেণ্টের কার্য পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে—যেমন, নিয়ম আছে যে লর্ড সভা যখন আদালত হিসাবে আপিলের বিচার করিবে সেই সময় আইনজ্ঞ লর্ডগণ ব্যতীত অন্য লর্ডগণ উপস্থিত থাকিবেন না, ইত্যাদি।

খ। পার্লামেণ্ট সংক্রান্ত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

লর্ড সভা বা কমন্স সভার বিতর্কের নিয়ম, বিল পাসের পদ্ধতি, অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি অধিকাংশই স্থায়ী নির্দেশের (Standing Orders) দ্বারা স্থিরীকৃত। এইগুলি আদালতে প্রযোজ্য না হইলেও লর্ড সভা ও কমন্স সভার ক্ষমতা রহিয়াছে

ঐগুলিকে বলবৎ করিবার। সুতরাং অনেকের মতে, এইগুলি আইন এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যস্থান অধিকার করিয়া আছে।

তৃতীয় শ্রেণীর শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্দেশ্য হইল ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত সম্পর্ক নির্ধারিত করা। প্রকৃতপক্ষে, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলির স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়। পরে ১৯৩১ সালে ওয়েষ্টমিনস্টার আইনে ডোমিনিয়নগুলির আইন করিবার স্বাধীনতা সম্পর্কিত কয়েকটি রীতিনীতি বিধিবদ্ধ করা হয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ডোমিনিয়নের সহিত ব্রিটেনের সম্পর্ক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। এই সমস্ত রীতিনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে যুক্তরাজ্য এবং ডোমিনিয়নগুলির প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে মিলিত হইয়া যে-সমস্ত চুক্তি করিয়াছেন তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া। এই সমস্ত চুক্তি সম্মেলনের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের প্রধান মন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীরা মিলিত হইয়া আর্থিক ও পররাষ্ট্র প্রভৃতি সাধারণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে নীতি স্থির করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা চালান। ইহার মধ্য হইতে নূতন রীতিনীতি গড়িয়া উঠিবে কি না, এই সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

গ। ডোমিনিয়নগুলি সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে মান্য করা হয় কেন? (Why are the Conventions Obeyed?): এখন প্রশ্ন, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে মানিয়া চলা হয় কেন? পূর্বে ধারণা ছিল যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মান্য করা হয় শাস্তির ভয়ে (for fear of impeachment)। এ-ধারণা কিন্তু গ্রহণীয় নহে। কারণ, মাত্র আইনভংগ করিলেই লোককে শাস্তিভোগ করিতে হইতে পারে, রীতিনীতি ভংগ করিলে নহে। রীতিনীতি ভংগের জন্য যদি শাস্তি প্রদান করা যায় তবে ঐ সকল রীতিনীতি আইনে পরিণত হয়। এই কারণে ডাইসি প্রমুখ লেখক 'শাস্তির ভয়ে শাস্তির রীতিনীতি মান্য করা হয়' এই যুক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ডাইসির মতে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলা হয়, কারণ কোন শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অমান্য করা হইলে দেখা যাইবে অনতিবিলম্বে কোন আইন ভংগ করা হইতেছে।*

১। পূর্বে বলা হইত, উহাদিগকে মান্য করা হয় শাস্তির ভয়ে

* "...the sanction which constrains the boldest political adventure to obey the fundamental principles of the constitution and the conventions in which these principles are expressed, is the fact the breach of these principles and of these conventions will almost bring the offender into conflict which the courts and the law of the land." A. V. Dicey

ব্যাখ্যা হিসাবে ডাইসি কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, শাসনতান্ত্রিক রীতি আছে যে প্রত্যেক বৎসর পার্লামেন্ট অন্তত একবার অধিবেশনে বসিতে বাধ্য। এখন ধরা যাউক, পার্লামেন্ট কোন বৎসর মিলিত হইল না। ডাইসির মতে, ইহার ফলে বাৎসরিক সৈন্য আইন (Army Act) এবং রাজস্ব ও ব্যয় সংক্রান্ত আইন পাস হইবে না। স্বাভাবিক-ভাবেই সমস্ত স্থায়ী সৈন্যবাহিনী বেআইনী হইয়া যাইবে এবং বেআইনীভাবে ছাড়া কোন কর ধার্য এবং সরকারের ব্যয়নির্বাহ করা সম্ভব হইবে না। আবার যদি কোন মন্ত্রিসভা কমন্স সভায় পরাজিত এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন পাইতে অসমর্থ হইয়া পদত্যাগ না করে তাহা হইলে ঠিক অনুরূপভাবে মন্ত্রীরা আইন ভাঙিতে বাধ্য হইবে।

২। ডাইসির মতে, মান্য করা হয় আইনের সহিত সংঘর্ষের ভয়ে

ডাইসির এই যুক্তির খুব একটা মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পার্লামেন্ট সার্বভৌম বলিয়া ইচ্ছা করিলে সেনাবাহিনী সম্পর্কে স্থায়ী আইন পাস করিতে পারে। ঠিক একইভাবে পার্লামেন্ট একাধিক বৎসরের জন্য রাজস্ব ও ব্যয় সংক্রান্ত আইন পাস করিতে সমর্থ।* এমনকি পরাজিত মন্ত্রিসভা প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত পদত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারে যদি অবশ্য অর্থ এবং রক্ষিবাহিনী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিল পূর্বেই পাস করাইয়া লইতে সমর্থ হয়। ইহা ব্যতীত আরও অনেক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আছে যাহার সহিত আইনের কোন সম্পর্ক নাই। প্রচলিত রীতি হইল, আইনজ্ঞ লর্ডগণ (Law Lords) ছাড়া অন্য লর্ডগণ লর্ড সভার আপিল বিচারের কার্যে অংশ-গ্রহণ করিবেন না ; কিন্তু যদি অন্যান্য লর্ড আপিল বিচারের কার্যে অংশগ্রহণ করিতে চান তাহা হইলে কোন আইন ভংগ করা হইবে না। আবার কমন্স সভায় বিরোধী দলের মর্যাদা ও অধিকার শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসারে স্বীকৃত, কিন্তু সরকারী দল যদি বিরোধী দলকে স্বীকার না করে তাহা হইলে আইন ভংগ করা হইবে না। সুতরাং আইনভংগের শাস্তির ভয়ে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলা হয়, এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নহে।

ডাইসির অভিমতের সমালোচনা

এইজন্য বর্তমানে বলা হয় যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলিবার পিছনে কার্য করে জনমতের চাপ। রাষ্ট্রনৈতিক ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট দলগুলি এই রীতিনীতি-গুলিকে মানিয়া চলে। প্রতিষ্ঠিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ভংগ করিলে জনমত তাহা অনুমোদন করিবে না এবং নির্বাচনের সময়

৩। সাম্প্রতিক অভিমত অনুসারে, মান্য করিবার কারণ হইল জনমতের চাপ

* Lowell, *Government of England* Vol I

রীতিনীতি ভংগকারী দল নির্বাচকদের সমর্থন পাইবে না। রাজা বা রাণী শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলেন, কারণ নিরপেক্ষতা বজায় না রাখিতে পারিলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিবার সম্ভাবনা। কমনওয়েলথ সম্পর্কিত রীতিনীতি মানিয়া চলা হয়, কারণ কমনওয়েলথ দেশগুলির সংহতির আর্থিক ও আত্মরক্ষার প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া।

৪। সাম্প্রতিক লেখকগণ-প্রদত্ত আরও একটি কারণ

সাম্প্রতিক লেখকগণের অনেকের মতে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অংশত মান্য করা হয় এই কারণে যে এইগুলি ভংগ করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইগুলি আইনে পরিণত হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইনের উল্লেখ করা হয়। ১৯০৯ সালে লর্ড সভা যদি শাসনতান্ত্রিক রীতি মান্য করিয়া কমন্স সভা কর্তৃক অনুমোদিত রাজস্ব বিলকে প্রত্যাখ্যান না করিত তবে লর্ড সভার ক্ষমতাহ্রাসের জন্য ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন পাস হইত না।*

রীতিনীতিগুলিকে মান্য করিবার আসল কারণ

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলিবার কারণ হিসাবে উপরি-উক্ত যুক্তি প্রদর্শন করা হইলেও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে আসলে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলা হয় তাহার কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐগুলিকে মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক বলিয়া। এই ইচ্ছা আপনা হইতে জন্মায় না। যখন শাসনতন্ত্র এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্দেশ্য এবং সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে সমস্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে মতৈক্য থাকে তখনই ঐ ইচ্ছা বর্তমান থাকে এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন দলের মধ্যে বুঝাপড়া হওয়া সম্ভবপর হয়।**

কিন্তু যখন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং উহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মূলগত মতদ্বৈধতা দেখা যায় তখন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বুঝাপড়া সম্ভবপর হয় না এবং সুবিধামত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র অনেক পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে সামাজিক বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র আজ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত ধনতন্ত্র প্রসারলাভ করিতেছিল ততদিন পর্যন্ত সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে সকলেই

* Carter, Ranney and Herz, *The Government of Great Britain*

** "...men regard constitutional principles as 'binding and sacred' because they accept the ends they are intended to secure." Laski

মোটামুটিভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ধনতন্ত্র সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে এবং বেকারাবস্থা, দারিদ্র্য, অনাহার প্রভৃতি অধিকাংশ লোককে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই তাহারা ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন চাহিতেছে অন্যদিকে ধনিকশ্রেণী সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। কিন্তু ধনতন্ত্রের পক্ষে জনসাধারণকে পূর্বে যে সুযোগসুবিধা দেওয়া সম্ভব ছিল তাহা এখন আর সম্ভব হইতেছে না। এমনকি পূর্বে যে-সমস্ত পার্লামেণ্টীয় রীতিনীতিকে মানিয়া লওয়া হইত তাহাও শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে বর্তমান সময়ে মানিয়া লওয়া অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতৈক্য থাকিতে পারে না। অধিকাংশ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং ঐগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিভিন্ন ব্যাখ্যার সপক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট নজির দেখানোও সম্ভব। আসল ভয়ের কারণ হইল, প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির পক্ষে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ব্যাখ্যা করা অতি সহজ।

বর্তমান সময়ে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ব্যাখ্যা লইয়া মতদ্বৈধতা

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উৎস কোথায় এবং ঐগুলি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসংগে শাসনতান্ত্রিক প্রথা (usage) এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির (conventions) মধ্যে পার্থক্যের আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলিতে বুঝায় এমন সমস্ত নিয়ম যাহা বাধ্যতামূলক বলিয়া স্বীকৃত, আর শাসনতান্ত্রিক প্রথা (usage) হইল সেই সকল নিয়ম যাহা সাধারণত অনুসৃত হয়, কিন্তু বাধ্যতামূলক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উৎপত্তি দুইভাবে হইতে পারে: (ক) সংশ্লিষ্ট দলগুলি চুক্তি করিয়া কতকগুলি নিয়মকে বাধ্যতামূলক বলিয়া মানিয়া লইতে পারে —যেমন, ডোমিনিয়ন সংক্রান্ত অধিকাংশ রীতিনীতি এই ধরনের; (খ) কোন নিয়ম বহুদিন ধরিয়া অনুসৃত হইতে হইতে পরে 'বিশেষ কারণবশত' বাধ্যতামূলক হইয়া পড়ে। 'বিশেষ কারণবশত' কথাটির আবার তাৎপর্য আছে। কোন আচরণ বহুদিন ধরিয়া অনুসৃত হয় বলিয়া অথবা কোন নিয়মের পক্ষে পূর্বের নজির আছে বলিয়াই যে উহা শাসনতান্ত্রিক রীতি হিসাবে বাধ্যতামূলক তাহা নয়। প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক

শাসনতান্ত্রিক প্রথা এবং রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উৎস কি এবং কিভাবে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়

মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই মাত্র বাধ্যতামূলক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি উদ্ভূত হইতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র বিশেষ আইনাকারে বিধিবদ্ধ অবস্থায় নাই; উহার শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিও অন্যান্য আইন হইতে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন নহে। এই কারণে অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে ব্রিটেনের কোন শাসনতন্ত্রই নাই। এই অভিমত অবশ্য সম্পূর্ণই অযৌক্তিক, কারণ একাংশে অলিখিত হইলেও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের পূর্ণ রূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই শাসনতন্ত্র অনুসারে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লইয়া গঠিত: ১। সনদ, ২। বিধিবদ্ধ আইন, ৩। আইনের ব্যাখ্যা ৪। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক, ৫। প্রথাগত আইন, এবং ৬। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি।

ব্রিটেনে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির সহিত আইনের সম্পর্ক অতি নিবিড়। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিই আইনের শুষ্ক কাঠামোকে রক্তমাংসে পরিপূরিত করিয়া জীবন্ত করিয়া তুলে। ফলেই শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়। ব্রিটেনে অনেক পরিবর্তনই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি মোটামুটি তিন শ্রেণীর: (ক) রাজশক্তির ক্ষমতা ও ক্যাবিনেট সংক্রান্ত রীতিনীতি, (খ) পার্লামেণ্ট সংক্রান্ত রীতিনীতি এবং (গ) ডোমিনিয়নগুলি সংক্রান্ত রীতিনীতি।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে মান্য করা হয় কেন? এ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত আছে। প্রথমত বলা হয়, উহাদিগকে মান্য করা হয় শাস্তির ভয়ে। এ যুক্তি গ্রহণীয় নহে, কারণ লোকে মাত্র আইনভংগের ফলেই শাস্তি পাইতে পারে—রীতিনীতি ভংগের জন্য নহে। ডাইসির মতে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ভংগ করিলে অনতিবিলম্বে আইনভংগের প্রয়োজন বলিয়াই রীতিনীতিগুলিকে মান্য করা হয়। এ-যুক্তিও গ্রাহ্য নহে, কারণ পার্লামেণ্ট সার্বভৌম বলিয়া যে আইন ভংগ করা অপরিহার্য পূর্বাহ্নেই তাহার সংশোধন করিয়া লইতে পারে। অতএব, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলিবার প্রকৃত কারণ হইল জনমতের চাপ। রীতিনীতিগুলি ভংগ করা হইলে উহারা অনেক সময় আইনে পরিণত হইয়া যায় বলিয়াও উহাদিগকে মান্য করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য

(CHARACTERISTICS OF THE CONSTITUTION)

[ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : ১। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রিক, এবং ২। অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয় ; ৩। ব্রিটেনে পার্লামেন্টীয় সরকার প্রবর্তিত ; ৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বিশেষ প্রযোজ্য নহে ; ৫। পার্লামেন্টের আইনগত প্রাধান্য সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য ; ৬। ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিকতামুক্ত নহে ; ৭। এই শাসন-ব্যবস্থা, আইনের অনুশাসনের উপর স্থাপিত, এবং ৮। ব্রিটেন অন্যতম উদারনৈতিক কিন্তু সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র। 'আইনের অনুশাসনের' বিশদ আলোচনা—ডাইসি-প্রদত্ত ব্যাখ্যার আইনের অনুশাসনের তিনটি নীতি : (ক) আইনের প্রাধান্য, (খ) আইনের চক্ষে সাম্য, এবং (গ) ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র আদালত কর্তৃক নির্ধারিত জনসাধারণের অধিকারেরই ফল, উহার উৎস নহে। ডাইসির ব্যাখ্যার সমালোচনা।]

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নোক্তগুলিকে প্রধান বলা যাইতে পারে : প্রথমত, ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা হইল এককেন্দ্রিক, ভারত বা মার্কিন দেশের শাসন-ব্যবস্থার মত যুক্তরাষ্ট্রীয় নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় ও আংশিক বা আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। আইনত কেন্দ্রীয় ও আংশিক সরকারগুলি নিজস্ব এলাকার মধ্যে স্বাধীন; কেহই কাহারও অধীনে থাকে না। ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেয় লিখিত সংবিধান বা শাসনতন্ত্র। আর এই সংবিধানকে উভয় সরকার মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে। কোন সরকার সংবিধানের ধারাকে অমান্য করিয়া কোন কায বা আইন প্রণয়ন করিলে উহাকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

১। ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় নহে

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃতি

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পার্থক্য করিলে দেখা যাইবে যে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত শাসন সম্পর্কিত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে আইনত ন্যস্ত থাকে। এইরূপ রাষ্ট্রে যে-সমস্ত আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকার থাকে (এবং বর্তমান রাষ্ট্রগুলি যে-বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা অসম্ভব) তাহাদের ক্ষমতা ও অস্তিত্ব নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। আইনত স্থানীয় সরকারগুলির স্বাধীন ক্ষমতা বা পৃথক সত্তা থাকে না। ব্রিটেনে কেন্দ্রীয় সরকার বা পার্লামেণ্ট

এককেন্দ্রিক সরকারের প্রকৃতি

আইনত সর্বেসর্বা এবং সমগ্র শাসনক্ষমতা উহার হস্তে ন্যস্ত। সমস্ত কাউন্টি, বরো এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারই সৃষ্টি করিয়াছে অথবা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই সরকারগুলি যে-সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করে তাহাও কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদত্ত। ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন উহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারে তেমনি আবার সংকুচিতও করিতে পারে। এমনকি উহাদের অস্তিত্বের অবসানও ঘটাইতে পারে।

বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য

তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমান পৃথিবীতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কার্যক্ষেত্রে দিন দিন ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। ইহার মূলে রহিয়াছে ব্যাপক যুদ্ধ, আর্থিক সংকট, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত আর্থিক ক্ষমতা। ইহাদের ফলে যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ড ক্যানাডা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বাধীনতা ও ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে।

২। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে অলিখিত এবং সুপরিবর্তনীয় বলা হয়

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে অলিখিত এবং সুপরিবর্তনীয় বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ভারতে যেমন সাধারণ আইন হইতে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন বিধিবদ্ধ মৌলিক বা শাসনতান্ত্রিক আইন আছে, ব্রিটেনে তাহা নাই। কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন শাসনতন্ত্রকে লিখিত বা অলিখিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে অলিখিত বলিয়া বর্ণনা করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে। যদিও ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা প্রধানত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই শাসনতন্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে যাহা লিখিত ও বিধিবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল, ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন, ভোটাধিকার সংক্রান্ত আইন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবুও বলা যায়, সামগ্রিকভাবে বিধিবদ্ধ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই, কোন একখণ্ড কেতাব হাতে করিয়া বলা যায় না, 'ইহাই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র'।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শাসনতন্ত্রের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে সর্বাপেক্ষা সুপরিবর্তনীয় বলিয়া গণ্য করা হয়।* ইহার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিবার জন্য কোন জটিল বা বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। পার্লামেণ্ট যে-উপায়ে সাধারণ

* "The British is the most flexible constitution among free states." Finer (এখানে free শব্দটি দ্বারা প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহকে বুঝানো হইতেছে।)

আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন করে ঠিক সেইভাবেই শাসনতন্ত্র বিষয়ক আইন পাশ করিতে পারে। আরও বলা হয় যে, ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা বহুলাংশে আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া বিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া উহার পরিবর্তন সহজসাধ্য। নূতন রীতিনীতি ও প্রথার প্রবর্তনের দ্বারা শাসনতন্ত্রকে সংস্কার করা বা অবস্থার সহিত খাপ খাওয়ানো যেমন সহজ, দুষ্পরিবর্তনীয় বিধিবদ্ধ শাসনতন্ত্রের সংস্কার করা তেমন সহজ নহে। কিন্তু বিষয়টিকে শুধু এইভাবে বিচার করিলে ভুল হইবে। অধ্যাপক হোয়ারকে (Prof Wheare) অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে কোন দেশের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য কি কষ্টসাধ্য তাহা কেবলমাত্র নির্ধারিত আইনগত সংশোধন-পদ্ধতির সরলতা বা জটিলতার উপর নির্ভর করে না, উহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে দেশের মধ্যে যে শ্রেণীর লোক সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশালী তাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। এই দিক দিয়া দেখিলে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যেমন সহজ, তেমনি আবার কঠিনও।* ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়, রাজা বা রাণী, লর্ড সভা, গির্জা, প্রধান সংবাদপত্রগুলি এবং মতামত সংগঠনের অন্যান্য যন্ত্র যাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কোন সংস্কার করা অত্যন্ত কষ্টকর। অর্থাৎ, প্রগতিশীল পরিবর্তনের পথে অনেক বাধাবিপত্তি বর্তমান, এবং ফলে শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে দুষ্পরিবর্তনীয়। উদাহরণ দিয়া অধ্যাপক ফাইনার বলিয়াছেন, ১৯১১ সালে পার্লামেণ্ট আইন পাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের যে-কোন ধারার সংশোধন অপেক্ষা সহজ হয় নাই। অপরপক্ষে, যে সমস্ত নিয়মপ্রণালী ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে তাহা সমস্তই প্রায় অলিখিত এবং প্রথাগত। তাহাদের প্রকৃতি এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহাদের ব্যাখ্যার পরিবর্তন করা অত্যন্ত সহজ। এই দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে অবশ্য সুপরিবর্তনীয় বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র একদিকে যেমন সুপরিবর্তনীয় অন্যদিকে তেমনি দুষ্পরিবর্তনীয়

তৃতীয়ত, ব্রিটেনে পার্লামেণ্টীয় সরকার প্রবর্তিত। পার্লামেণ্টীয় সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : (১) নিয়মতান্ত্রিক শাসক ও প্রকৃত শাসকবর্গের মধ্যে পার্থক্য, এবং (২) পার্লামেণ্ট বা আইনসভার নিকট প্রকৃত শাসকবর্গের দায়িত্বশীলতা। ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইলেন রাজা বা রাণী (প্রিভি কাউন্সিল

৩। পার্লামেণ্টীয় সরকার

* "Constitutional change in England is as easy, as difficult, as any other political change." Greaves

সহ), এবং প্রকৃত শাসকবর্গ হইলেন মন্ত্রিগণ (ক্যাবিনেট ও মন্ত্রি-পরিষদ)। এই পার্থক্যের ভিত্তিতেই ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে, সপ্তদশ শতাব্দীর স্বৈরাচার বিংশ শতাব্দীর জনগণের শাসনে পরিণত হইয়াছে। এই রূপান্তর আবার সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে পার্লামেণ্টের নিকট মন্ত্রি-পরিষদের দায়িত্বশীলতায়। ইংল্যাণ্ডে শাসনকার্য শুধু জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ দ্বারা পরিচালিতই হয় না, এই প্রতিনিধিবর্গ আবার শাসনকার্য পরিচালনায় বৃহত্তর সংখ্যক প্রতিনিধি বা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন।

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় প্রযোজ্য নহে

চতুর্থত, ব্রিটেনে তথাকথিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি (Doctrine of Separation of Powers) বিশেষ প্রযোজ্য নহে। স্যর উইলিয়ম হোলডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় বলা যায়, "ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সহিত ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার কার্যক্ষেত্রে খুব বেশী মিল কোন কালেই হয় নাই,* কেবল আইন বিভাগই আইন সংক্রান্ত কার্য করে, শাসন বিভাগ শাসনকার্য করে, অথবা বিচার বিভাগ বিচারকার্য করে, এই কথা বলা ঠিক হইবে না।" অধ্যাপক রবসন (R A. Robson) অনুরূপ উক্তি করিয়া বলিয়াছেন যে ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিন প্রকার অর্থ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির তিন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে—(১) একই ব্যক্তি সরকারের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এই তিন বিভাগের মধ্যে একটির অধিকের সহিত জড়িত থাকিবে না, (২) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না, এবং (৩) এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য করিবে না। এই তিন অর্থের কোনটিতেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। প্রথমত দেখা যায়, একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকে। রাজা বা রাণী একদিকে শাসন বিভাগের প্রধান, আবার অন্যদিকে পার্লামেণ্টেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। শাসন বিভাগের কার্য পরিচালনার ভার থাকে মন্ত্রীদের উপর। এই মন্ত্রিগণ আবার পার্লামেণ্টের সদস্য। প্রকৃতপক্ষে, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ব্যতীত চলিতে পারে না। লর্ড চ্যান্সেলার একাধারে মন্ত্রী এবং যুক্তরাজ্যের

* "The doctrine of the separation of powers has never to any extent corresponded with the facts of English Government " Sir William Holdsworth

(United Kingdom) সর্বোচ্চ আপিল আদালত লর্ড সভার সভাপতি। এই লর্ড সভা আবার আইন পরিষদ বা পার্লামেণ্টের উচ্চতন কক্ষ। সুতরাং আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমান। তবে আইনজ্ঞ লর্ডগণ ছাড়া সাধারণ লর্ডগণ লর্ড সভার বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করেন না।

ইংল্যাণ্ডে একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত

এখন দেখা প্রয়োজন, কতদূর এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। ব্রিটেনে যে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূল বৈশিষ্ট্য হইল শাসননীতি এবং শাসনকার্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট মন্ত্রিবর্গের দায়িত্বশীলতা। পার্লামেণ্টের আস্থা হারাইলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই আস্থা না হারান ততক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রীরা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে সর্বেসর্বাই থাকেন, কারণ তাঁহারা হইলেন কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁহাদের অনুমতি এবং উদ্যোগের ফলেই বিল উত্থাপিত এবং পাস হয়। পার্লামেণ্টের যেমন মন্ত্রীদের পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা আছে, মন্ত্রিসভার তেমনি পার্লামেণ্টকে ভাঙিয়া দিবার অধিকার আছে। বর্তমানে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, মন্ত্রিসভাই পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া পার্লামেণ্টের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করে। বিচার বিভাগের বেলায় বলা হয়, এই বিভাগ শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত। আইন এবং জনমতের দ্বারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই স্বাধীনতা ভোগ করে বলিয়াই শাসন বিভাগ যাহাতে তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার না করে এবং সরকারী কর্মচারীরা যাহাতে সাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা বিচার বিভাগের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। যদিও পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের অনুরোধক্রমে রাজশক্তি বিচারকদের পদ হইতে অপসারণ করিতে পারেন, কিন্তু বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকার অনুরোধ কোন সময়ই করা হয় না। ১৭০১ সালে উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণ আইন (The Act of Settlement, 1701) বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে বিচারকগণ যতদিন সততার সহিত কার্যসম্পাদন করেন ততদিন তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। বিচারালয়ের কার্য হইল আইনের ব্যাখ্যা করা। এই ব্যাখ্যা পছন্দ না হইলে অবশ্য পার্লামেণ্ট আইনের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে।

ইংল্যাণ্ডে এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার কার্যে হস্তক্ষেপ করে

তবে আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাব হইতে বিচার বিভাগ মুক্ত থাকে

অবশেষে পরীক্ষা করা প্রয়োজন যে, এক বিভাগ অন্য বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগ

করে কি না। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে; আর্থিক ও সামাজিক জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই আজ রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতেছে। ইহার ফলে পার্লামেণ্ট কার্যের সুবিধার জন্য অনেক ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর আইন করিবার ভার অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পার্লামেণ্ট অনেক সময় আইনের মূল নীতিগুলি ঠিক করিয়া দিয়া শাসন বিভাগের উপর অন্যান্য অংশকে পূরণ করিবার ভারার্পণ দিয়াছে। অর্পিত ক্ষমতা বলে শাসন বিভাগ যে-সমস্ত নিয়ম (regulations) রচনা করে তাহার দ্বারা অবস্থা বিশেষের সহিত আইনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ হয়। তাহা ছাড়া ইহাতে সময়সংক্ষেপও হয় এবং মন্ত্রীদের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবার সুযোগ থাকে। তবে পার্লামেণ্ট এইরূপ শাসন বিভাগ-সৃষ্ট আইনের উপর তত্ত্বাবধান না করিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। শাসন বিভাগ যেমন বর্তমান সময়ে আইন প্রণয়ন করে তেমনি পার্লামেণ্ট অনেক সময়ে আইনের দ্বারা বিশেষ সমস্যার সমাধান করিয়া শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিচার বিভাগও শাসন বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং শাসন বিভাগ বিচার বিভাগীয় কায পরিচালনা করে। বর্তমান রাষ্ট্রে অনেক বিচার বিষয়ক সমস্যার সমাধান বা বিচার করে শাসকবর্গ। মন্ত্রীরা অথবা শাসন বিভাগীয় আদালত বা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ ট্রাইবিউন্যাল এই বিচার করিয়া থাকেন; অপরদিকে বিচারকদের মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তদারক করা, ইত্যাদি শাসন সংক্রান্ত কায করিতে হয়।

ইংল্যাণ্ডে এক বিভাগ অন্য বিভাগের কায করিয়া থাকে

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নহে। একমাত্র বলা হয় যে বিচার বিভাগ মোটামুটিভাবে অন্যান্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে এই নীতি মণ্টেস্কু (Montesquieu) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিয়াছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণেতৃবর্গ এই নীতিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার চূড়ান্ত উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসল কথা হইল, বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ অসম্ভব। ইহা ব্যতীত ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিবার যন্ত্রমাত্র। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যদি হয় সমস্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করা না-হয় ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করা তবে সরকার সেই উদ্দেশ্যসাধনেই কার্য করিবে। আর রাষ্ট্র যদি চায় কোন শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি করিতে, তবে সরকারের পক্ষে এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা ছাড়া গত্যন্তর

স্বাধীনতা নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতির উপর, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যের উপর নহে

থাকে না। এই সত্য উপলব্ধি না করার ফলেই আমরা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বর্তমান না থাকায় ব্রিটেনে পরম্পরাগত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিও (traditional principle of checks and balances) কার্যকর হইতে পারে না। তবুও দেখা গিয়াছে, কার্যক্ষেত্রে ঐ দেশে শাসন ও আইন বিভাগ পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করা হয়, ইহা কিভাবে সম্ভব হইল? উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায়, ইহার মূলে আছে দুইটি নীতি—পার্লামেণ্টের প্রাধান্য ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। পার্লামেণ্ট সার্বভৌম বলিয়া উহা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে; আবার পার্লামেণ্টের অধিক ক্ষমতা-সম্পন্ন পরিষদ কমন্স সভা নির্বাচকগণের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উহাকে ভাঙিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া শাসন বিভাগ বা ক্যাবিনেট উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। অতএব, ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থাতেও নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং ভারসাম্যের যন্ত্র হইল পার্লামেণ্টের প্রাধান্য এবং নির্বাচকগণের কর্তৃত্ব দ্বারা ঐ প্রাধান্যের সীমাবদ্ধতা।

ইংল্যাণ্ডে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির কার্যকারিতা

এইবার পার্লামেণ্টের প্রাধান্য লইয়া কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। পার্লামেণ্টের আইনগত প্রাধান্যকে ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, আইনত পার্লামেণ্টের উপর কোন বাধানিষেধ নাই।* ইহা যে-কোন রকমের আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারে, এমনকি ইহা বহুদিনের প্রচলিত প্রথাকেও বিলুপ্ত করিতে সমর্থ। প্রয়োজন বোধ করিলে পার্লামেণ্ট নিজের মেয়াদ বাড়াইয়া লইতে পারে। ১৯৩৫ সালে যে-পার্লামেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিল উহা আইন করিয়া পাঁচবার নিজের মেয়াদ বাড়াইয়া লইয়াছিল। আদালত আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই পার্লামেণ্ট কর্তৃক রচিত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। পার্লামেণ্টের সমস্ত আইনই আদালতের কাছে বৈধ।** আদালতের কোন সিদ্ধান্ত পছন্দ না হইলে পার্লামেণ্ট

৫। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টের আইনগত প্রাধান্য

* "The supremacy of Parliament is the corner-stone of the British Constitution." K. C. Wheare

"It is a fundamental principle with English lawyers that Parliament can do everything but make a woman man, and a man woman." De Lolme

** "A most important principle of our constitutional practice is that judges do not comment on the policy of Parliament, but administer the law, good or bad as they find it." *Hansard, May 3, 1950*

উহাকে নাকচ করিতে পারে। পার্লামেণ্ট আবার দণ্ড-নিষ্কৃতি আইন (Indemnity Acts) পাস করিয়া অতীতের অবৈধ কার্যকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। যুদ্ধের সময় শাসন বিভাগ যে-সমস্ত বেআইনী কাজ করে—তাহা এই উপায়েই আইন-সংগত করা হয়। শুধু ইহাই নহে, অতীতে সম্পাদিত যে-কোন বৈধ কার্যকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া পার্লামেণ্ট শাস্তিদানেরও ব্যবস্থা করিতে পারে।

ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের ন্যায় পার্লামেণ্টের প্রাধান্যও বিবর্তনের ফল। বলা হয়, ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রশক্তি ১৬৮৮ সালের গৌরবজনক বিপ্লবের পর কখনও রাজার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় নাই—ইহা রাজা, লর্ড সভা ও কমন্স সভার মধ্যে বণ্টিতই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া রাজক্ষমতা অবশ্য হস্তান্তরিত হয় পার্লামেণ্টের আস্থার উপর নির্ভরশীল ক্যাবিনেটের নিকট এবং পার্লামেণ্টের প্রাধান্য রূপান্তরিত হয় কমন্স সভার প্রাধান্যে। তবুও আইনের দিক দিয়া (রাজা বা রাণী সহ) পার্লামেণ্টেরই প্রাধান্য বর্তমান আছে, মাত্র কমন্স সভার নহে।

পার্লামেণ্টের এই আইনগত প্রাধান্য যুক্তরাজ্য এবং উপনিবেশগুলি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ১৯৩১ সালে ওয়েষ্টমিনস্টার আইন পাস হওয়ার পর কোন ডোমিনিয়নের সম্মতি ও অনুরোধ ব্যতীত পার্লামেণ্ট সংশ্লিষ্ট ডোমিনিয়ন সম্পর্কে আইন পাস করিতে পারে না। আইনের দিক দিয়া পার্লামেণ্ট অবশ্য ওয়েষ্টমিনস্টার আইনের বিলোপসাধন করিতে পারে, কিন্তু আইনের এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের সহিত বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই। বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের পক্ষে ওয়েষ্টমিনস্টার আইনকে বিলুপ্ত করিয়া কোন ডোমিনিয়ন সম্পর্কে আইন পাস করা কার্যক্ষেত্রে অসম্ভব। সুতরাং অন্তত ডোমিনিয়নগুলি সম্পর্কে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কার্যত ডোমিনিয়নগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রাধান্য নাই

এখন দেখা প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা পার্লামেণ্টের প্রাধান্য সীমাবদ্ধ কি না। পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত নীতিগুলি মানিয়া চলিল কি না, এই প্রশ্ন ব্রিটিশ আদালতের নিকট অবান্তর। উহাদের নিকট পার্লামেণ্ট আইন করিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য পার্লামেণ্ট নিজের এলাকার মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থিত নিজের নাগরিক সম্পর্কে যথাসম্ভব আন্তর্জাতিক আইনের নীতি মানিয়া লইয়া আইন প্রণয়ন করে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নাগরিকগণ বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যে-সমস্ত অপরাধ করে উহাদের সম্পর্কে কোন ক্ষমতা পার্লামেণ্ট প্রয়োগ করে না।

আন্তর্জাতিক আইন এবং পার্লামেণ্টের প্রাধান্য

যুক্তরাজ্যের মধ্যে অবস্থানকালে কমনওয়েলথ্ রাষ্ট্রের নাগরিক বিদেশীয়দের মত যুক্তরাজ্যের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিদেশী রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাজ্যে পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষভাবে ক্ষমতা ভোগ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্লামেণ্ট মিত্রপক্ষীয় সরকারগুলিকে যুক্তরাজ্যে অবস্থিত তাহাদের সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার দিয়াছিল। যুক্তরাজ্যের এলাকার মধ্যে মার্কিন সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অনুষ্ঠিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাও যুদ্ধের সময়ে স্বীকৃত হইয়াছিল—এমনকি উহা যুদ্ধের পরও অনেকদিন অব্যাহত থাকে। আইনের দিক হইতে যে যুক্তিতর্কই প্রদর্শিত হউক না কেন পার্লামেণ্টের সার্বভৌম ক্ষমতার সহিত এই অবস্থা কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

ইংল্যাণ্ডে বিদেশী রাষ্ট্রের ক্ষমতা

অবশেষে, পার্লামেণ্টের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইলে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে আরও কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেণ্টের আইন করিবার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে এই কর্তৃত্ব পার্লামেণ্টের হাত হইতে সরিয়া গিয়াছে। আইনের খসড়া-রচনা করা হইতে আরম্ভ করিয়া বিলকে আইনে পরিণত করা পর্যন্ত সমস্তই মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে হয়। দলীয় সংহতি ও নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচন এলাকার বিস্তৃতি, নির্বাচনের ব্যয়ভার, প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতা, ক্যাবিনেটের হাতে পার্লামেণ্টের কার্যসূচী নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি কারণের জন্য আইনত ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টের আস্থার উপর নির্ভরশীল হইলেও পার্লামেণ্টই বর্তমানে ক্যাবিনেটের নিয়ন্ত্রণাধীন। পার্লামেণ্ট কেবলমাত্র মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তকে আইনে রূপ দিবার আনুষ্ঠানিক উপায় ভিন্ন আর কিছুই নয়। উপরন্তু, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের উদ্দেশ্যে শাসন বিভাগের হস্তে আইন করার ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতাবলে শাসন বিভাগ যে-সমস্ত নিয়মকানুন তৈয়ারি করে তাহার পরিমাণ ও জটিলতা এত বেশী যে পার্লামেণ্টের সভ্যদের তাহা অনুধাবন করিবার যোগ্যতা এবং সময় কোনটাই নাই। ফলে কার্যক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা কমিয়া গিয়া শাসন বিভাগের ক্ষমতা বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, যদিও বলা হয় যে ইহা দ্বারা পার্লামেণ্টের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কারণ পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলেই শাসন বিভাগের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে পারে।

ইংল্যাণ্ডে কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধি

শাসন বিভাগের এই শক্তিবৃদ্ধি অবশ্য অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা ভুল। বর্তমান সময়ে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের সামগ্রিক উন্নতিবিধান করিতে হইলে শাসন বিভাগের হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুত, বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা সংকটের সম্মুখীন হওয়ায় ঔপনিবেশিক মুনাফা বাজারের জন্য যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ প্রভৃতি সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। এই সমস্ত সমস্যার চাপে এবং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে শাসন বিভাগকে দৃঢ় এবং অধিকতর শক্তিশালী করা হইতেছে। একসময় যেমন রাজার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা খর্ব করিয়া তৎকালীন উদীয়মান ব্যবসায়ীশ্রেণী পার্লামেন্টের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল, আজ আবার তেমনি ধনিকশ্রেণী উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছে পার্লামেন্টের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিয়া শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য।

ধনতান্ত্রিক দেশে শাসন বিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ইহার কারণ

আবার আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কার্যক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ক্ষমতা রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতেও সীমাবদ্ধ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনমতের দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং জনমতের বিরুদ্ধে অথবা জনসাধারণের নৈতিক বোধকে অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। উপরন্তু, রাষ্ট্রের কার্য জটিল হওয়ায় পার্লামেন্টের কর্তব্য হইতেছে সংশ্লিষ্ট স্বার্থের সহিত আলাপ-আলোচনার পর আইন প্রণয়ন করা। এইজন্য মন্ত্রীরা কোন আইন উপস্থাপিত অথবা নিয়মকানুন করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান স্বার্থের সহিত পরামর্শ করেন। ইহা ব্যতীত ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের দায়িত্ব রহিয়াছে নির্বাচনী ইস্তাহারে যে-সমস্ত অংগীকার করা হয় উহাকে কার্যকর করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পার্লামেন্ট তাহার সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে নির্বাচকমণ্ডলী বা জনমতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। সুতরাং আইনত পার্লামেন্ট সার্বভৌম হইলেও সরকার গণভোটমূলক হইয়া দাঁড়ানোর ফলে ঐ প্রাধান্য হস্তান্তরিত হইয়াছে জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট।* এখানে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে ইংল্যাণ্ডের মত ধনতান্ত্রিক সমাজে যে জনমতের দ্বারা সরকার পরিচালিত হয় তাহা হইল ধনিকশ্রেণীর দ্বারা সংগঠিত। সংবাদপত্র, রেডিও, সিনেমা, গির্জা ইত্যাদি জনমত গঠন বা প্রকাশের মাধ্যমসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধনিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই কারণেই অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সরকারের কাজে অনেক বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করা হয়।

পার্লামেন্টের আইনগত প্রাধান্যের সীমাবদ্ধতা

জনমত ও ধনিকশ্রেণী

* "The real principle of our constitution now is purely plebiscital." Lord Cecil

ষষ্ঠত, ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হইলেও উহাতে অগণতান্ত্রিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, রাজতন্ত্র হইল অন্যতম অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য বলা হয় যে রাজা বা রাণী নিয়মতান্ত্রিক শাসক মাত্র, কোন প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার হস্তে নাই। অতএব, ইংল্যাণ্ড হইল 'মুকুট সমন্বিত সাধারণতন্ত্র'।* দ্বিতীয়ত, লর্ড সভা হইল আর একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ উত্তরাধিকারসূত্রে আসনপ্রাপ্ত নির্বাচকদের লইয়া গঠিত হইবে, ইহা গণতন্ত্র দ্বারা কোনমতেই সমর্থিত নহে। লর্ড সভার ক্ষমতা হ্রাস করিয়াও এ-অভিযোগ দূর করা যায় নাই। তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকারগুলিতে (local governments) এখনও অনেক সময় বাহির হইতে সদস্য গ্রহণ (Co-option) করা হয়। ইহাকেও অগণতান্ত্রিকতার সূচক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

বস্তুত, ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় কোন নীতিই চূড়ান্তভাবে অনুসৃত হয় না; গণতান্ত্রিকতার আদর্শও উহার ব্যতিক্রম নহে।

৭। 'আইনের অনুশাসন' ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য

সপ্তমত, বলা হয় যে 'আইনের অনুশাসন' ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইংরাজ সমাজের ভিত্তি হইল অধিকার, শক্তি নহে। জনসাধারণ কেবল আইনের দ্বারাই শাসিত এবং সরকারের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা আইনের বন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। নাগরিকের স্বাধীনতা শাসনকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার দ্বারা কোন সময়ই ব্যাহত হইতে দেওয়া হয় না।

পরিশেষে, 'আইনের অনুশাসন' উদারনৈতিক গণতন্ত্রেরই (Liberal Democracy) দ্যোতক। অর্থাৎ, ব্রিটেন অন্যতম উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—উহা ব্যক্তির অধিকারের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই অধিকারসমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল সম্পত্তির অধিকার (property rights)। সুতরাং ধনসম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও উদ্যোগের স্বাধীনতা (freedom of enterprise) ব্রিটিশ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলভিত্তি। তবুও বলা হয়, ব্রিটেন অন্যতম সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র; ইহা সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্থ-ব্যবস্থাকে উত্তরোত্তর বর্ধমান হারে নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে আইনের অনুশাসনও দিন দিন তাৎপর্যহীন হইয়া পড়িতেছে, অন্তত উহার অর্থ পরিবর্তিত হইতেছে। এখন এই আইনের অনুশাসন সম্বন্ধেই বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

* "England is a Crowned republic." Mr & Mrs. Webb

আইনের অনুশাসন (Rule of Law) **:** 'আইনের অনুশাসন' কথাটির বিশেষভাবে প্রচলন করেন ডাইসি (A. V. Dicey) ; তাঁহার প্রভাব এখনও রাষ্ট্রনীতিবিদ, আইনাজ্ঞ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে বর্তমান। সুতরাং আইনের অনুশাসন কথাটির কি অর্থ এবং উহা বর্তমান সময়ে কতদূর প্রযোজ্য ?—তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, ডাইসি যে-তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন তাহা ইংল্যাণ্ডে বহু পূর্বেই চালু হইয়াছিল। তবে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সংগে সংগে 'আইনের অনুশাসন' বা 'আইনের প্রাধান্য' কথাটির বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে।

ডাইসি 'আইনের অনুশাসন' কথাটির প্রচলন করেন

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ১২১৫ সালের মহাসনদে বলা হইয়াছে যে কোন স্বাধীন প্রজাকে (Freeman) বিনা বিচারে বা দেশের আইন ব্যতীত আটক বা কারাবদ্ধ করা যাইবে না। যাজকদের সহযোগে জমিদারশ্রেণী রাজার স্বৈরী ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এই সুবিধা আদায় করে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথাগত আইনের (Common Law) প্রাধান্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়। ইতিমধ্যে পার্লামেণ্ট নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য রাজার স্বৈরী ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। অবশেষে ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের পর ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিলের দ্বারা পার্লামেণ্টের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আইনের অনুশাসনের অর্থ দাঁড়ায় যে, রাজশক্তি এবং রাজকর্মচারীর ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক রচিত আইন অথবা প্রথাগত আইন হইতে প্রাপ্ত এবং উহার দ্বারা সীমাবদ্ধ। পার্লামেণ্ট অবশ্য প্রথাগত আইনকে বাতিল করিতে সমর্থ।

বিভিন্ন সময়ে আইনের অনুশাসনের বিভিন্ন অর্থ

এইভাবে পার্লামেণ্টের যে-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা জনসাধারণের প্রাধান্য বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ, যাহারা রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া পার্লামেণ্টে প্রাধান্য লাভ করিল তাহারা ছিল বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীশ্রেণী ও ব্যবসায়ে উৎসাহী মধ্যমশ্রেণীর জমিদারগণ। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী রাজাকে নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া শাসনক্ষমতাকে হস্তগত এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা। ইহার পর দেখা যায় ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্রের দ্রুত প্রসার এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রচলন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কার্য দেশের শৃংখলা, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করায় সীমাবদ্ধ। আইন সমান দৃষ্টিতে সকলকে দেখিবে, এবং সকলেরই বিনা

পার্লামেণ্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও আইনের অনুশাসন

বাধায় চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার এবং পণ্য ও শ্রম বিনিময় করিবার অধিকার থাকিবে। এইভাবেই অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষিত এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে। ধনতন্ত্র অবশ্য প্রথমদিকে সমাজের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছে; কিন্তু মানুষ দেখিয়াছে যে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার ফলে সমাজে স্বাধীনতা ও সাম্যের পরিবর্তে দাসত্ব ও অসাম্যের সৃষ্টি হয়। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়া পড়ে দেশের সমগ্র সম্পদ, বেকার জীবন এবং দারিদ্র্যের বিভীষিকা বেশীর ভাগ লোকের জীবনকে রাখে পংগু করিয়া—স্বার্থের হানাহানি ও যুদ্ধ মানব-কল্যাণকে পদদলিত করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আইনের অনুশাসন

এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এই কথা বলিয়া সাধারণকে সান্ত্বনা দেওয়া নিছক পরিহাস করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রতিক্রিয়া হিসাবে বর্তমান রাষ্ট্রগুলি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকিয়াছে এবং মানুষের জীবনের সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে। সুতরাং সরকারের কার্য ও ক্ষমতা দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে আইনের অনুশাসনের অর্থও পরিবর্তিত হইয়াছে।

ডাইসি যে-আইনের অনুশাসনের কথা বলিয়াছেন তাহা উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিধ্বনি। দ্রুত প্রসারশীল ধনতন্ত্রের পক্ষপুটে প্রতিপালিত এবং হুইগ দলীয় নীতির সমর্থক ডাইসি ধনতন্ত্রের বিষময় ফলাফল এবং সাধারণ লোকের নিঃসম্বল জীবনযাত্রা এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই। তাঁহার সময়েই শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকদের যে কদর্য জীবনযাত্রা সুরু হইয়াছিল তাহাকে তিনি উপেক্ষাই করিয়া গিয়াছেন।

ডাইসির আইনের অনুশাসনের ভিত্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

আইনের অনুশাসনের যে-ব্যাখ্যা ডাইসি করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিলে উপরি-উক্ত মন্তব্য প্রমাণিত হয়। তিনি আইনের অনুশাসনের তিনটি নীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন: প্রথমত, সরকারের কোন স্বৈরী (arbitrary) বা বিশেষ ক্ষমতা (prerogative) নাই, এমনকি স্ববিবেকানুযায়ী কাজ করিবার ব্যাপক ক্ষমতাও (discretionary power) নহে। স্বৈরাচারিতার স্থলে দেশের ব্যবস্থাপিত আইনের (regular law) প্রাধান্যই বর্তমান। কোন নির্দিষ্ট আইনভংগের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারে দেশের সাধারণ আদালত-কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না-হওয়া পর্যন্ত কোন

ডাইসির আইনের অনুশাসনের তিনটি নীতি:
১। আইনের প্রাধান্য

ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া রাখা অথবা তাহার সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে।*

দ্বিতীয়ত, আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সমস্ত শ্রেণীর লোকই দেশের সাধারণ আইন (ordinary law of the land) মানিয়া চলিতে বাধ্য এবং সাধারণ আদালতের (ordinary courts) নিকট দায়িত্বশীল।

২। আইনের চক্ষে সাম্য

এই দিক হইতে 'আইনের অনুশাসনে'র অর্থ করা হইয়াছে যে সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ নাগরিকদের মতই একই আইন মানিয়া চলিতে হয় এবং সাধারণ আদালতের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ডাইসি এখানে ফ্রান্সের শাসন বিভাগ সম্পর্কিত আইন (*droit administratif*) হইতে ইংল্যাণ্ডের আইনের অনুশাসনের পার্থক্য দেখাইয়া ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফ্রান্সে যেমন সরকারের সহিত সাধারণ নাগরিকের বিবাদ-মীমাংসার জন্য পৃথক শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative Law) ও শাসন বিভাগীয় আদালত (Administrative Courts) আছে ইংল্যাণ্ডে তাহা নাই। ইংল্যাণ্ডের একজন সরকারী কর্মচারী যদি তাহার সরকারী কার্যসম্পাদন করিতে যাইয়া কোন আইন ভংগ করে তবে তাহাকে সাধারণ আদালতে অভিযুক্ত করা হয় এবং ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে বা অন্যভাবে অন্যায়ের প্রতিকার করিতে হয়। ফ্রান্সে এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের কোন এক্তিয়ার নাই।

শাসন বিভাগ সংক্রান্ত আইন ও আদালত ইংল্যাণ্ডে নাই

তৃতীয়ত, ডাইসির মতে, অন্যান্য দেশে যেমন বিধিবদ্ধ সংবিধান দ্বারা নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত, তেমনভাবে ইংল্যাণ্ডে জনসাধারণের অধিকার শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংগে সংগে ইংল্যাণ্ডের আদালতে জনসাধারণের অধিকারসমূহ নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ নির্ধারিত অধিকারসমূহকে ভিত্তি করিয়া আবার ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক আইন গড়িয়া উঠিয়াছে।** অর্থাৎ, ডাইসি বলিতে চাহিয়াছেন যে, ইংল্যাণ্ডে বিধিবদ্ধ শাসনতন্ত্রের দ্বারা জনসাধারণের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই। সরকারী

৩। জনসাধারণের অধিকার সাধারণ আইন দ্বারাই সংরক্ষিত

* "Englishmen are ruled by the law, and by the law alone ; a man may, with us, be punished for a breach of the law, but he can be punished for nothing else."
Dicey

**"...the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the Courts." Dicey

কর্মচারীই হউক বা সাধারণ নাগরিকই হউক—যে-কেহ যদি কোন অপর ব্যক্তির আইনগত অধিকারে বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে সাধারণ আইনেই প্রতিকার পাওয়া যায়; এবং এইভাবে প্রতিকার পাওয়া যায় বলিয়া জনসাধারণের অধিকার বিশেষভাবে সংরক্ষিত।

সমালোচনাঃ জেনিংস, ল্যাস্কি, রবসন প্রমুখ আধুনিক শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ডাইসির আইনেব অনুশাসনের ব্যাখ্যার বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। ডাইসির 'সংবিধানের আইন' (Law of the Constitution) প্রকাশিত হইবার পর ইংল্যাণ্ডের সমাজে ও শাসন-ব্যবস্থায় যে-সমস্ত পরিবর্তন আসিয়াছে তাহাতে এই সমালোচনাগুলিও বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইয়াছে।

ডাইসির মতে, আইনের অনুশাসনের প্রথম নীতি হইল সরকারের কোন স্বৈরী বা ব্যাপক বিবেচনামূলক ক্ষমতা নাই। আইন ভংগ না করা পযন্ত কোন নাগরিককেই কোন শাস্তি দেওয়া যায় না; এবং সেই আইনভংগেব বিচাব সাধারণ আইন অনুযায়ী দেশের সাধাবণ আদালতেই কবিতে হইবে। ডাইসি 'সাধারণ আইন' (regular law) বলিতে প্রথাগত ব' পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের কথাই ভাবিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে বাষ্ট্রের কার্যের পবিমাণ ও জটিলতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পার্লামেণ্টের পক্ষে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় এবং ফলে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের উপর নিয়মকানুন রচনা করিবার ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। বিশেষ কবিয়া ফৌজদারী বিধিতে এমন অনেক অপরাধ আছে যাহাদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকাবী বিভাগগুলি অনেক নিয়মকানুনের সৃষ্টি কবিয়াছে। তবে বলা হয় যে, এই নিয়মকানুনগুলি যথাসম্ভব সহজ এবং সাধারণেব মধ্যে প্রচারিত হওয়া দরকাব যাহাতে লোকে নিজে বা আইনজ্ঞের মারফত আইনের অর্থ বুঝিয়া আপন কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে। পার্লামেণ্টেব নিয়ন্ত্রণরক্ষার উদ্দেশ্যে আরও বলা হয় যে, পার্লামেণ্টের উচিত ঐ নিয়মকানুনগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবাব ব্যবস্থা করা যাহাতে পার্লামেণ্টের মতবিরুদ্ধ কোন কার্য সম্পাদিত না হয়।

ক। প্রথম নীতির সমালোচনা : বলা হয় শাসন বিভাগের ব্যাপক ক্ষমতা প্রথম নীতির বিরোধী

ইহা ছাড়া একজন নাগরিককে সাধারণ আইন ব্যতীতও তাহার পেশা সংক্রান্ত বিশেষ আইন মানিয়া চলিতে এবং বিশেষ ধরনের বিচারালয়ের (special tribunals) নিকট দায়ী থাকিতে হইতে পারে। যেমন, সাধারণ আইন ছাড়াও সৈন্যবাহিনী সামরিক আইন ও সামরিক বিচারালয় এবং যাজক সম্প্রদায়কে যাজকীয় আইন ও যাজকীয় বিচারালয়কে মানিয়া চলিতে হয়। কৃষি-শিল্পেও উৎপাদন এবং

পণ্যবিক্রয় নিয়ন্ত্রণের বাধ্যতামূলক নিয়মকানুন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কৃষি-পরিষদ আছে। এই পরিষদ নিয়মভংগকারীদের শাস্তি প্রদান করিতে পারে।

আবার ডাইসির মত যে ব্যাপক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা বা বিশেষ অধিকার আইনের অনুশাসন নীতির বিরোধী—বাস্তবের সহিত তাহার কোন সংগতি নাই। প্রত্যেক দেশের সরকারেরই নিজস্ব বিচারবিবেচনা অনুযায়ী কায করিবার স্বাধীনতা থাকে। বর্তমান সময়ে আবার অবস্থার চাপে শাসন বিভাগের এই ক্ষমতা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে।* যুদ্ধ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য বিভিন্নমুখী সমস্যার দ্রুত ও সম্যক সমাধানকল্পে শাসন বিভাগের হস্তে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কার্য করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিতে হইলে শাসন বিভাগের হস্তে পরিচালনার ক্ষমতাও দিতে হইবে। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সকলের মধ্যে ভালভাবে বণ্টন করিতে হইলে উহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা শাসন বিভাগের থাকা চাই। জাতীয় স্বার্থে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা প্রয়োজন মনে হইলে সরকারী বিভাগ যাহাতে উহা সময়মত করিতে পারে তাহার জন্য উহার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সর্বোপরি যুদ্ধ বা অন্য আপৎকালীন অবস্থায় শাসন বিভাগের হাতে সুদূরপ্রসারী ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে হইবে।

বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই শাসন বিভাগের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হইতেছে

বর্তমানে সরকারের সুদূরপ্রসারী ক্ষমতার উদাহরণস্বরূপ ১৯২০ সালের জরুরী ক্ষমতার আইন এবং যুদ্ধকালীন 'সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষা আইনসমূহে'র কথা বলা যাইতে পারে। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে যে দেশরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রণয়ন করা হয় তাহার মধ্যে ১৮বি কানুনটি (Regulation 18B) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কানুন অনুসারে স্বরাষ্ট্র সচিব কাহাকেও দেশরক্ষা কার্যকলাপের বিরোধী নির্দিষ্ট ধরনের সন্দেহজনক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিলে তাহাকে আটক বা বন্দী করিতে পারিতেন। মোটকথা বর্তমান সময়ে ইংল্যাণ্ডে এবং সকল দেশেই শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। এমনকি ১৮৮৫ সালে ডাইসির শাসনতান্ত্রিক আইন সম্পর্কে গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখনও শাসন বিভাগ অনেক বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করিত। ডাইসি এই সমস্ত ক্ষমতার দিকে নজর দেন নাই। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নীতিকে সমর্থন করিতেন এবং স্বাভাবিকভাবেই মনে করিতেন যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ঐ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আইনের প্রাধান্য বজায় থাকিলেই ব্যক্তি-

ডাইসির সময়েও শাসন বিভাগ বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করিত

* "Today the State regulates the national life in multifarious ways. Discretionary authority in every sphere is inevitable." Wade and Phillips, *Constitutional Law*

স্বাধীনতা বজায় থাকে এই কথা বর্তমানে স্বীকার করিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য। আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা প্রথমে দেখা উচিত। যে-সমাজে আর্থিক বৈষম্য বর্তমান সেখানে আইন সকলের স্বার্থের অনুকূলে কার্যকর হয় না।

ডাইসির মতে, আইনের অনুশাসনের দ্বিতীয় নীতি হইল আইনের দৃষ্টিতে সমতা। অর্থাৎ, সামান্য একজন পুলিস কর্মচারী বা ট্যাক্স আদায়কারী হইতে আরম্ভ করিয়া ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই সমভাবে দেশের সাধারণ আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সাধারণ আদালতের নিকট দায়িত্বশীল। ডাইসির প্রভাবে অনেক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া এই দ্বিতীয় নীতিটিরও পর্যালোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

খ। দ্বিতীয় নীতির সমালোচনা

আইনের দৃষ্টিতে সমতা বা সাম্য বলিতে ইহা বুঝায় না যে, সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরই একই প্রকারের অধিকার ও কর্তব্য থাকিবে—কারণ, মহাজন, শিশু, জমিদার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন প্রকারের কর্তব্য ও অধিকার থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি যে সশস্ত্র বাহিনী, ডাক্তার, গির্জার পুরোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ একদিকে তাহাদের পেশা বা বৃত্তি সংক্রান্ত বিশেষ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অপরদিকে তাহারা সাধারণ নাগরিক হিসাবে অন্যান্য সকলের মত সাধারণ আইন মানিতে বাধ্য। পেশা সংক্রান্ত আইন আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ ট্রাইবিউন্যাল বা আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। বলা হয়, এই বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য যে নির্দিষ্ট প্রকারের আইন থাকে তাহা আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতিকে ক্ষুণ্ণ করে না। কারণ, সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকলের ক্ষেত্রেই ঐ আইন সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন, সাধারণ আইন সমাজের সকলকেই সমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ ট্রাইবিউন্যাল বা আদালতকেও আইনের অনুশাসনের বিরোধী মনে করা হয় না, যদি অবশ্য ঐ আদালত সাধারণ বিচার-পদ্ধতির নিয়মকানুন মানিয়া চলিয়া আইনানুসারেই শাস্তি প্রদান করে।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অর্থ

এখন আলোচনা করা প্রয়োজন যে সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে সমতা কতদূর বর্তমান এবং আইন ও সাধারণ আদালত কর্তৃক উহারা কতদূর নিয়ন্ত্রিত। অধিকার ও কর্তব্যের কথা আলোচনা করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে সাধারণ নাগরিক এবং সরকারী কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষের বেলায় এক নিয়ম প্রযোজ্য নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন সামান্য পুলিস কর্মচারীর যে ব্যাপক গ্রেপ্তারী ক্ষমতা থাকে তাহা একজন সাধারণ নাগরিকের থাকে না।

সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকের মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে সমতা

সুতরাং 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র অর্থ এই নয় যে সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকের একই রকম ক্ষমতা থাকিবে।

ডাইসি যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা হইল যে, ইংল্যাণ্ডের কোন সরকারী কর্মচারী যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে অথবা অন্যভাবে অন্যায় কর্ম করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধারণ আদালতেই অভিযুক্ত করা যায়। অন্যায় প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উহার প্রতিকারবিধান করিতে বাধ্য থাকে; রাজশক্তি বা অন্য কোন ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশে কাজ করিয়াছে এই অজুহাত দেখাইয়া সে শাস্তির হাত হইতে অব্যাহতি পায় না।

এই ব্যবস্থার সহিত ফ্রান্সের শাসন বিভাগ সংক্রান্ত আইনের তুলনা করিয়া ডাইসি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ইংল্যাণ্ডে ফ্রান্সের মত সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসার জন্য শাসন বিভাগ সংক্রান্ত আইন এবং পৃথক শাসন বিভাগীয় আদালত না থাকায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা সাধারণ আদালত এবং সাধারণ আইন কর্তৃক অধিকতর দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত। ডাইসির এই মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া লর্ড হিউয়ার্ট-এর (Lord Hewart) মত অনেক শাসনতন্ত্রবিদ এবং আইনজ্ঞ আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাম্প্রতিক কালে কতকটা ফ্রান্সের অনুসরণে ইংল্যাণ্ডে যেভাবে শাসন বিভাগের হাতে আইন এবং বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে তাহাতে শাসকগণের স্বেচ্ছাচারিতার পথ সুগম হইতেছে।

ফ্রান্সের পদ্ধতির তুলনায় ব্রিটেনের পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা

কিন্তু ফ্রান্সের শাসন বিভাগীয় আইন এবং শাসন বিভাগীয় আদালত সম্পর্কে ডাইসি এবং লর্ড হিউয়ার্ট-এর মত তাঁহার সমর্থকগণ যে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। ফ্রান্সে ব্যক্তি সংক্রান্ত আইন (Private Law) এবং শাসন সংক্রান্ত আইনের (Administrative Law) মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করা হয়। ফলে ঐ দেশে বিচারালয়গুলিকেও সাধারণ এবং শাসন বিভাগীয় আদালত—এই দুই শ্রেণীতে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে-সকল ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারিগণ সরকারী কর্তব্য সম্পাদন করিতে যাইয়া অন্যায় করে, তাহার বিচার শাসন বিভাগীয় আদালতে হয়—সাধারণ আদালতে হয় না, এবং অন্যায়ের প্রতিকারের দায়িত্ব হইল সরকারের, সরকারী কর্মচারীর নয়। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যায়ের সহিত তাহার সরকারী কার্যের কোন সম্বন্ধ নাই সেখানে সাধারণ আদালতে তাহার বিচার হয় এবং প্রতিকার করিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। ফ্রান্সে এইভাবে

ফ্রান্সের শাসন বিভাগীয় আইন

ফ্রান্সে শাসনতান্ত্রিক আদালতগুলি সরকারী যন্ত্র হিসাবে কার্য করে না

সরকারী কর্মচারীর ব্যক্তিগত অন্যায় (*faute personnelle*) এবং কর্তব্যগত অন্যায়কে (*faute de service*) পৃথক করিয়া দেখা হয়। ডাইসি এবং তাঁহার সমর্থকগণের মতে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সরকারকে ব্যাপক সুবিধা দেওয়া এবং অনুষ্ঠিত অন্যায়ের শাস্তির হাত হইতে কর্মচারীদের রক্ষা করা হয়।

উপরি-উক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ফ্রান্সের শাসন বিভাগীয় আদালতগুলি সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অপপ্রয়োগের হাত হইতে সাধারণ নাগরিককে যেভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা ডাইসির বহু-প্রচারিত আইনের অনুশাসনের মাধ্যমেও ইংল্যাণ্ডে সম্ভবপর হয় নাই। শাসন বিভাগও তাহার বিভিন্ন ধরনের কার্য অধিকতর দক্ষতার সহিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বস্তুত, বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের উপর যে-সমস্ত কার্য ও সমস্যা সমাধান করিবার দায়িত্ব পড়িয়াছে, তাহাতে নূতন ধরনের বিচার-মীমাংসার ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নাই।

বর্তমানে ফ্রান্সে নাগরিক অধিকার ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা অধিকতর সংরক্ষিত

গত কয়েক বৎসরের ভিতর ইংল্যাণ্ডেও শাসনতান্ত্রিক আইন ও বিশেষ ধরনের আদালত দ্রুত প্রসারলাভ করিয়াছে। জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় শাসন, পরিবহণ, স্বাস্থ্য বীমা, বেকার বীমা প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত সরকারী কর্তৃপক্ষের সহিত বিবাদের বিচার সাধারণ আদালত করে না, বিচার করে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ অথবা মন্ত্রীদের দ্বারা নিযুক্ত বিশেষ ধরনের আদালত। সাধারণ আদালতের তুলনায় এইরূপ বিচার-পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, বিচারকার্য স্বল্প ব্যয়ে এবং অধিকতর দক্ষতার সহিত দ্রুত সম্পাদিত হয়। ইহা ব্যতীত বিচারকগণ সাধারণ আদালতের তুলনায় সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হন এবং সরকারের দৃষ্টিভংগিও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা সহজে অনুভব করিতে পারেন।

ইংল্যাণ্ডে শাসন বিভাগীয় আইন ও বিচারের প্রসার

বিশেষ ট্রাইবিউন্যালের পরিবর্তে সাধারণ আদালত এবং প্রথাগত আইনের উপর যাঁহারা বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী বলিয়াই উহা করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের প্রথাগত আইনের মূলনীতি হইল যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা-অধিকার অলংঘনীয় এবং সাধারণ আদালতের কার্য হইল উহাকে সম্যকভাবে রক্ষা করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্বের সহিত সাধারণের কল্যাণের বিরোধিতা এত সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, রাষ্ট্রের পক্ষে নিষ্ক্রিয়ভাবে হাত গুটাইয়া থাকা সম্ভব হইতেছে না। বিশেষ ট্রাইবিউন্যালের কথা ছাড়িয়া দিলেও ডাইসি বলিয়াছেন যে সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিক সমভাবে অন্যায়ের জন্য

ডাইসি-কর্তৃক প্রথাগত আইনের উপর গুরুত্ব আরোপের কারণ

সাধারণ আদালতের নিকট দায়ী হয়, তাহাও ঠিক নয়। ১৯৪৭ সালের 'রাজকীয় কার্যবাহ আইন' পাস হইবার পরও বিচার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু সুযোগসুবিধা পাইয়া আসিতেছে। যেমন, আইন আছে যে সরকারী দপ্তর সাধারণের মত মামলার সহিত সম্পর্কিত দলিল-পত্র আদালতের নিকট পেশ করিতে বাধ্য নহে; ইত্যাদি। ইহা ছাড়া সেদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট অতি অল্প সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যাইত না।*

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণের পক্ষে অভিযোগ আনয়ন করা দুষ্কর

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন, 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্যে'র উদ্দেশ্য যদি হয় জাতি, ধর্ম, সামাজিক প্রতিপত্তি প্রভৃতি নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা, তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের মত ধনবৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে উহা সম্ভব নহে। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বা একজন ধনী ব্যক্তি সামাজিক প্রতিপত্তি ও অর্থবলে যেভাবে আইন এবং আদালতের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা একজন ডক অথবা কারখানার শ্রমিকের মত সাধারণ লোকের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। ইহা ব্যতীত এইরূপ সমাজে জেল পুলিস আইন ও বিচারকগণ ধনী ও নির্ধন উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে পারে না। আদালত সকলের জন্য খোলা থাকিলেও সকলে আদালতে যাইতে পারে না। ইংল্যাণ্ডে ১৯৪৯ সালের আইন বিষয়ক সাহায্য এবং পরামর্শ আইনের (Legal Aid and Advice Act, 1949) দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তিদের মামলায় সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করা হইলেও, এই সংস্কারের দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হইয়াছে এরূপ মনে করা ভুল।

ইংল্যাণ্ডের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সকলের প্রতি ন্যায়বিচার সম্ভব নহে

ডাইসির আইনের অনুশাসনের তৃতীয় নীতি যে ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র সাধারণ বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ নাগরিকের অধিকারের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ব্যক্তিগত অধিকার শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তে সাধারণ আইন দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হইল পার্লামেণ্টের প্রাধান্য। যদিও এই নীতি প্রথাগত আইনের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ইহা বিচারালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সংগ্রাম, অধিকারের বিল এবং উত্তরাধিকারের নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে। আরও বহু বিষয় আছে যাহা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয় নাই—যেমন, পার্লামেণ্টের কার্যপদ্ধতি,

গ। ডাইসির আইনের অনুশাসনের তৃতীয় নীতির সমালোচনা

* ১৯৫৪ সালে Law Reform (Limitations of Actions) দ্বারা ঐ আইনের বিলোপসাধন করা হয়।

ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা, মন্ত্রীদের নিয়োগ ও কার্য ইত্যাদি সম্পর্কিত নিয়মকানুন প্রভৃতি। আবার, বিধিবদ্ধ আইন কর্তৃক প্রদত্ত পেনসন্, বীমা, অবৈতনিক শিক্ষা প্রভৃতি নানা প্রকারের অধিকারেব কথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ডাইসি চিন্তা করেন নাই। কেবল প্রথাগত আইনের ভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—যেমন, চলাফেরার স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, সমবেত হইবার স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, ইত্যাদিব দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিয়াছেন।

এই সকল অধিকার রক্ষাব উপায় হইল সাধারণ আদালত এবং ১৬৭৯ সালের বন্দী-প্রত্যক্ষিকবণ আইনেব (Habeas Corpus Act, 1679) ন্যায় সাধারণ আইন। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে পার্লামেণ্ট সাধারণ আইনকে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই রদবদল করিতে পারে এবং আদালত পার্লামেণ্টের আইনকে স্বীকার কবিয়া লইতে বাধ্য। বলাবাহুল্য, উপবি-উক্ত অধিকাবগুলি গণতন্ত্রেব পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঐগুলির উপর জনশৃংখলা আইন, জরুরী ক্ষমতা সংক্রান্ত আইন (Emergency Powers Acts), অসন্তোষ সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করিবার আইন (Incitement to Disaffection Act) প্রভৃতি বিধান যে-সমস্ত ব্যাপক বাধানিষেধ বসাইয়াছে তাহাতে নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। তবে বলা যায়, এ গতি মোটামুটি বিশ্বজনীন প্রকৃতির, মানুষেব অধিকার (Rights of Man) আজ সবত্রই ব্যাহত হইতেছে। সুতরাং ব্রিটেনেব শাসন-ব্যবস্থা সময়ের সহিতই তাল রাখিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন যে গণতান্ত্রিক আদর্শের পতাকা বহন করিতে পারে নাই, তাহাও পরিতাপের বিষয়—সন্দেহ নাই।

ইংল্যাণ্ড পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতার উপর নাগরিক-অধিকার নির্ভরশীল

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য: ব্রিটেন অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই গণতন্ত্র দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। ব্রিটেনের বর্তমান গণতান্ত্রিক রূপকে সামাজিক গণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমান দিনে যুক্তরাষ্ট্র ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসায় এ-বৈশিষ্ট্য কতকটা মূল্যহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয়। তবে উহা সম্পূর্ণ অলিখিত বা সম্পূর্ণ সুপরিবর্তনীয় নহে। বিভিন্ন সনদ, বিধিবদ্ধ আইন প্রভৃতি উহার লিখিত অংশ, এবং উহার সংস্কার-সাধনের পথে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী ও সংস্থাসমূহের রক্ষণশীলতা বিরোধিতা করিয়া থাকে।

চতুর্থত, ব্রিটেনে পার্লামেণ্টীয় বা দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকার্য শুধু জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিতই হয় না। এই প্রতিনিধিবর্গ আবার বৃহত্তর

সংখ্যক প্রতিনিধি বা পার্লামেন্টের নিকট দায়ীও থাকেন। ব্রিটেনে এই দায়িত্বশীলতা কার্যকর হয় সুসংগঠিত বিরোধী দলের মাধ্যমে।

পঞ্চমত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সহিত ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার কোন সময়েই বিশেষ মিল হয় নাই। ইহার কারণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে ইংরাজরা কখনই বিশেষ মূল্য দেয় নাই।

ষষ্ঠত, ব্রিটেনে আইনত পার্লামেন্টই সার্বভৌম। পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা বলিতে কমন্স সভার সর্বপ্রাধান্য বুঝায়। কিন্তু বর্তমানে কমন্স সভা অনেকাংশে ক্যাবিনেটের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তমত, ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাতেও অগণতান্ত্রিকতার ছাপ আছে। রাজতন্ত্র, লর্ড সভা প্রভৃতি ইহার পরিচায়ক।

পরিশেষে, 'আইনের অনুশাসন' ঐ শাসন-ব্যবস্থার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

'আইনের অনুশাসন' কথাটির সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন ডাইসি। তাঁহার মতে, ইহার তিনটি অর্থ আছে: ১। পার্লামেন্ট প্রণীত আইন এবং প্রথাগত আইনই ইংল্যাণ্ডে সর্বেসর্বা; ২। ইংল্যাণ্ডে আইনের চক্ষে সকলে সমান; ৩। দেশের শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণের অধিকারের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান দিনে আইনের অনুশাসনের এই তিনটি ব্যাখ্যাই বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ আইনের অনুশাসন নহে; রক্ষাকবচ হইল জনমতের উপর সংস্থাপিত পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজতন্ত্র

(MONARCHY)

[ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা—ব্যক্তিগত রাজা এবং প্রতিষ্ঠানগত রাজা—সিংহাসনে আরোহণ—রাজশক্তির বিশেষাধিকার এবং পার্লামেন্টের আইন-প্রদত্ত ক্ষমতা—১৯৪৭ সালের রাজকীয় কার্যবাহ আইন—রাজা বা রাণীর আইন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত, সম্মানবিতরণ ও ধর্ম সংক্রান্ত ক্ষমতা—রাজা বা রাণীর ক্ষমতার তাৎপর্য—ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণ]

ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র এক অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান; নবম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এগবার্টের (King Egbert) সময় হইতে ইহা একপ্রকার অবিচ্ছিন্নভাবেই চলিয়া আসিতেছে। একমাত্র ১৬৪৯ সাল হইতে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত এই স্বল্প সময়ের জন্য

ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধারণতন্ত্রের পর আবার পুরাতন রাজবংশকেই ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল। সমগ্র ইয়োরোপে মাত্র পোপের পদ (Papacy) ছাড়া ব্রিটিশ রাজতন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান আর নাই। আশ্চর্যের বিষয় যে, অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই গণতন্ত্রের ঢেউ রাজতন্ত্রকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে—কিন্তু ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র মাত্র টিকিয়াই নাই, ইহাকে জনসাধারণের অনুমোদনের উপর আজ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহার কারণ কি তাহা রাজতন্ত্রের ক্রমপরিণতির ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই বুঝা যায়। ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের পর হইতে রাজতন্ত্রকে ক্রমশ পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়ানো হইয়াছে।*

রাজা এবং রাজতন্ত্র (Monarch and Monarchy): এমন এক সময় ছিল যখন রাজা নির্বাচিত হইতেন। কোন রাজার মৃত্যু হইলে সাময়িকভাবে দেশ শাসকবিহীন হইয়া পড়িত। সমস্ত শাসনক্ষমতাও ন্যস্ত থাকিত রাজার হস্তে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। ক্রমশ রাজা বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং রাজপদ একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইল। ইহার ফলে ব্যক্তিগত রাজা (individual monarch) এবং প্রতিষ্ঠানগত রাজার (institutional monarch) মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হইল। এই পার্থক্যের ভিত্তিতেই ইংরাজদের মধ্যে 'রাজার মৃত্যু নাই', 'রাজার মৃত্যু হইয়াছে, রাজা দীর্ঘজীবী হউন', প্রভৃতি কথার প্রচলন হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে উক্তিগুলিকে অসংগত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত রাজা এবং রাজশক্তির মধ্যে পার্থক্য মনে রাখিলে উহাদের অর্থ অনুধাবন মোটেই কঠিন হইবে না।

রাজতন্ত্রের বিবর্তন

রাজপদে অধিষ্ঠিত কোন রাজা বা রাণীর মৃত্যু হইতে পারে—কিন্তু ইহাতে রাজশক্তির অবসান হয় না, রাজশক্তির হস্তে যে সমস্ত ক্ষমতা বা কার্য ন্যস্ত থাকে তাহা এক মুহূর্তের জন্যও অচল হইয়া পড়ে না। রাজা বা রাণীর মৃত্যু বা সিংহাসন ত্যাগের সংগে সংগে পরবর্তী নির্ধারিত উত্তরাধিকারী রাজপদে অধিষ্ঠিত হন ; এবং পরে সমারোহ করিয়া রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যক্তিগত রাজা এবং রাজশক্তির মধ্যে পার্থক্য

রাজ্যাভিষেকের তাৎপর্য লইয়া মতদ্বৈধতা আছে। অনেক লেখকের মতে, রাজ্যাভিষেকের ফলে জনগণ বিশেষ ব্যক্তিকে রাজা বা রাণী বলিয়া গ্রহণ করে এবং

* "Its (monarchy's) survival in Britain and in a shadowy way, throughout most of the British Commonwealth, has been a most remarkable feat of adaptation" Malcolm Muggeridge *Saturday Evening Post*

রাজা বা রাণী রাজকীয় কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সুতরাং রাজপদ হইয়া দাঁড়ায় চুক্তিগত (contractual), এবং চূড়ান্ত রাজকর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।* অতএব, রাজ্যাভিষেকই হইল প্রকৃত সিংহাসনারোহণ; এবং ইহার ফলেই রাজা বা রাণী শাসনক্ষমতার অধিকার লাভ করেন। অন্যান্য লেখকের মতে কিন্তু এই ধারণা একরূপ ভুল। তাঁহারা বলেন, রাজ্যাভিষেকের কোন আইনগত গুরুত্ব নাই। ইহার দ্বারা রাজা বা রাণীর ক্ষমতার তারতম্য হয় না। রাজ্যাভিষেক বাহ্যিক অনুষ্ঠান ভিন্ন কিছুই নয়, যদিও উহা ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির আবশ্যকীয় অংগ।

রাজ্যাভিষেকের তাৎপর্য লইয়া মতবিরোধ

ব্যক্তিগত রাজা এবং রাজশক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার পরও বহুদিন ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও রাজা প্রকৃত শাসক ছিলেন। কিন্তু বর্তমানের পূর্ণ ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় রাজা শাসন পরিচালনায় মন্ত্রীদের পরামর্শ ব্যতীত কার্য করিতে পারেন না।

সিংহাসনে আরোহণঃ ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী সিংহাসনে আরোহণ করেন উত্তরাধিকারসূত্রে। পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা উত্তরাধিকারের নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনস্টার আইনের (Statute of Westminster, 1931) মুখবন্ধ অনুসারে রাজা বা রাণীর সিংহাসন আরোহণের নিয়ম বা রাজকীয় উপাধির পরিবর্তন করিতে হইলে ডোমিনিয়নগুলির সম্মতি থাকা প্রয়োজন। ১৯৪৮ সালে এক রাজকীয় ঘোষণার দ্বারা 'ভারতের সম্রাট' এই উপাধি উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং উহাতে ডোমিনিয়নগুলি সম্মতি প্রদান করে। পরে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজত্বের কিছুদিন অতিবাহিত হইলে 'পাকিস্তানের সম্রাজ্ঞী' এই উপাধিও বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানের উত্তরাধিকার নিয়ম ১৭০১ সালের উত্তরাধিকার আইন (The Act of Settlement, 1701) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই আইনে বলা হইয়াছে যে, হ্যানোভারের শাসনকর্তার পত্নী সোফিয়া এবং তাঁহার প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী উত্তরাধিকারিগণ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনলাভ করিবেন। সুতরাং রোমান ক্যাথলিকগণ বা রোমান ক্যাথলিকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ সিংহাসন দাবি করিতে পারেন না। রাজবংশের মধ্যে পুত্রদের দাবি

উত্তরাধিকারসূত্রের তাৎপর্য

* At the coronation "the people accept their sovereign, and the sovereign takes the oath of royal duties...Here is the contractual nature of the monarchy; and the limitation of absolute sovereignty......" Finer

অগ্রগণ্য। পুত্র না থাকিলে কন্যাদের অধিকার থাকে সিংহাসনে আরোহণ করিবার। আবার পুত্র এবং কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বা জ্যেষ্ঠা কন্যার দাবি সর্বাগ্রগণ্য। রাজা যদি নাবালক বা অসমর্থ হন তাহা হইলে ১৯৩৭, ১৯৪৩ ও ১৯৫৩ সালের রাজ-প্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।

রাজশক্তির ক্ষমতা (Powers of the Crown): ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী যে-সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন তাহা কতকাংশে পার্লামেণ্টের আইন কর্তৃক প্রদত্ত বা নির্ধারিত, আর কতকাংশের উৎস হইল পুরাতন কালের প্রচলিত রীতিনীতি।

রাজশক্তির বিশেষাধিকার (Prerogatives of the Crown): রাজার বিশেষাধিকার (Prerogatives) বলিতে সাধারণত যে সমস্ত ক্ষমতা রাজা প্রাচীন রীতিনীতির ভিত্তিতে ভোগ করেন সেই সমস্ত ক্ষমতাকেই বুঝায়। রাজার যে-সমস্ত ক্ষমতা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা প্রদত্ত বা নির্ধারিত হয় তাহাকে ঠিক রাজার বিশেষাধিকার বলা যায় না।

ব্ল্যাকষ্টোনের (Blackstone) সংজ্ঞানুসারে, রাজকীয় মর্যাদাবলে অন্যান্য সকলের উপর রাজার যে বিশেষ প্রাধান্য আছে এবং যাহা প্রথাগত আইনের (Common Law) বহির্ভূত তাহাই রাজার বিশেষাধিকার। এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ রাজার বিশেষাধিকারকে প্রথাগত আইনের বহির্ভূত বলিয়া মনে করা ভুল। বস্তুত, রাজার বিশেষাধিকার প্রথাগত আইনের অংগীভূত; এবং যদি কোন প্রশ্ন উঠে যে কোন ক্ষমতা বিশেষাধিকারের অন্তর্ভুক্ত কি না, তাহার মীমাংসা আদালত করে।

ব্ল্যাকষ্টোন প্রদত্ত সংজ্ঞা

ডাইসি রাজার বিশেষাধিকারের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট এবং আদালত কর্তৃক স্বীকৃত। তাঁহার মতে, 'কোন নির্দিষ্ট সময়ে স্ববিবেচনানুযায়ী বা স্বেচ্ছাধীনভাবে কায করিবার ক্ষমতার যে-অবশিষ্টাংশ রাজার (রাজশক্তির) হস্তে আইনত ন্যস্ত থাকে তাহাই হইল তাহার বিশেষাধিকার।'* ডাইসির এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাজার বিশেষাধিকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

ডাইসি প্রদত্ত সংজ্ঞা

রাজার বিশেষাধিকারকে 'অবশিষ্টাংশ' (residue) বলা হইয়াছে, কারণ পার্লামেণ্ট আইন করিয়া যে-কোন সময়ে রাজার যে-কোন বিশেষাধিকারের অবসান করিতে পারে। সুতরাং পার্লামেণ্ট গড়িয়া উঠিবার পূর্বে রাজা যে-সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা

* "... the residue of discretionary or arbitrary authority which at any time is legally left in the hands of the Crown."

ভোগ করিতেন তাহার মধ্যে যতটুকু অংশ কোন নির্দিষ্ট সময়ে অব্যাহত থাকে, তাহাই রাজার বিশেষাধিকার।

কোন বিশেষাধিকার বর্তমান আছে কি না তাহা আদালত নির্ণয় করিতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষাধিকার কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে সে-সম্পর্কে বিচার করিবার এক্তিয়ার আদালতের নাই। বিশেষাধিকার আইনত রাজার হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশেষাধিকার আইনত রাজার হইলেও দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবার সংগে সংগে রাজা বা রাণীর এই বিশেষ ক্ষমতা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকার প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহার জন্য মন্ত্রীরা পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকেন। অর্থাৎ, কিভাবে রাজার বিশেষ ক্ষমতা মন্ত্রীরা প্রয়োগ করিতেছেন তাহা অনুসন্ধান, অনুমোদন বা নিন্দা করিবার অধিকার পার্লামেন্টের রহিয়াছে। তবে বিশেষাধিকার প্রয়োগের জন্য পার্লামেন্টের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানে রাজশক্তির বিশেষাধিকার সরকার প্রয়োগ করিয়া থাকে

ডাইসি যাহাকে 'রাজশক্তির স্ববিবেচনাধীন ক্ষমতা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই হইল রাজার বিশেষাধিকারের প্রধান অংগ। সুদূর অতীতে রাজা শাসন ব্যাপারে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। স্যাক্সন যুগে রাজার ক্ষমতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও নর্মান বিজয়ের পর এই ক্ষমতা এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে রাজা চরম শাসক, বিধানকর্তা এবং বিচারক হইয়া দাঁড়ান। পরবর্তী সময়ে রাজার এই ক্ষমতা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সংকুচিত করা হয় এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই সংকুচিত ক্ষমতা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমান সময়ে 'বিশেষাধিকার' বলিতে রাজা বা রাণী আজও আদি ক্ষমতার অবশিষ্টাংশ হিসাবে প্রথা ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ভিত্তিতে পার্লামেন্ট, শাসন পরিচালনা এবং আদালত সম্পর্কে যে-সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন তাহাদিগকে বুঝায়।

বিশেষাধিকারের বিবর্তন

বিশেষাধিকারের আরও দুইটি দিক আছে। সামন্তপ্রধান হিসাবে রাজা ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক এবং সমস্ত লোকের প্রভু। এইজন্য রাজা বা রাণীকে আজও গুপ্তধনের (treasure trove) মালিক এবং বিকৃতচিত্ত ব্যক্তিদের অভিভাবক হিসাবে গণ্য করা হয়। ইহা ছাড়া সরকার পরিচালনাকার্যের সুবিধার জন্য আইনানুগগণ 'রাজা দোষমুক্ত,' 'রাজা অমর' ইত্যাদি আইনগত তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'রাজার মৃত্যু নাই' বলিতে ব্যক্তিগত রাজার মৃত্যু নাই বুঝায় না; ইহার দ্বারা বুঝায় যে কোন রাজা বা রাণীর মৃত্যু হইলে রাজশক্তির অবসান হয় না, এবং

রাজসিংহাসন শূন্য থাকে না। রাজা বা রাণীর মৃত্যুর সংগে সংগে অন্য রাজা বা রাণী উত্তরাধিকারবলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অতীতে কোন রাজার মৃত্যু ঘটিলে সাময়িকভাবে দেশ সরকারবিহীন হইয়া পড়িত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই 'রাজা অমর' এই নিয়মের উদ্ভব হইয়াছে। কোন ব্যক্তিগত রাজার মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও দেশের শাসন-ব্যবস্থা, শান্তি ও শৃংখলা কোনরূপে ব্যাহত হয় না বা অচল হইয়া পড়ে না।

রাজার মৃত্যু নাই

পূর্বে এই নিয়ম রাজকর্মচারীদের বেলায় খাটিত না। রাজার কর্মচারী বলিয়া রাজার মৃত্যুর সংগে সংগে তাহাদের চাকরির অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। পার্লামেণ্ট অনুরূপভাবে রাজার মৃত্যুর ফলে ভাঙিয়া যাইত—কারণ, পার্লামেণ্ট রাজার ব্যক্তিগত আহ্বানের ফলে মিলিত হয়। বর্তমানে আইন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। পার্লামেণ্টের কার্যকালের মেয়াদ এখন আর রাজার মৃত্যুর সহিত জড়িত নাই। ১৯১০ সালের 'রাজমৃত্যু আইন' অনুসারে (The Demise of the Crown Act, 1910) কোন রাজার মৃত্যুর ফলে রাজকর্মচারীদের চাকরির কোন পরিবর্তন হয় না এবং নূতন করিয়া পদে নিয়োগের প্রয়োজন হয় না।

'রাজমৃত্যু আইন'

আবার 'রাজা দোষমুক্ত' এই তত্ত্ব হইতে 'রাজা অন্যায় করিতেই পারেন না', এমনকি অন্যায়ের চিন্তাও করিতে পারেন না, 'অশোভন কার্য রাজার পক্ষে অসম্ভব', রাজার ভিতর কোনরকম দুর্বলতা নাই, প্রভৃতি উক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও এক সময়ে লোকে রাজাকে ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করিত, কিন্তু বর্তমান যুগে এই ধারণা আর নাই। রাজাও অন্যান্য সকলের মত রক্তমাংসে গড়া মানুষ। সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যায় করা অসম্ভব—এইরূপ উক্তি বাস্তব জগতে মূল্যহীন বলিয়াই মনে হয়।

'রাজা অন্যায় করিতে পারেন না'

তৃতীয় হেনরী নাবালক থাকাকালীন 'রাজা অন্যায় করিতে পারেন না'* এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, যাঁহারা রাজার হইয়া কার্য চালাইতেছিলেন তাঁহারা যাহাতে রাজা দায়ী এই অজুহাতে নিজেদের দোষ এড়াইয়া যাইতে না পারেন। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের উদ্ভব হইয়াছে। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে রাজকার্য সম্পাদিত হয় মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী, সুতরাং কোন অন্যায় বা অবিচার অনুষ্ঠিত হইলে তাহার জন্য দায়ী করা হয় মন্ত্রীদের। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায়। সর্বোপরি তাঁহাদের পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। রাজা কোন

* 'The King can do no wrong'

অন্যায় করিতে পারেন না, কিন্তু যাঁহারা রাজকার্য সম্পাদন করিতে যাইয়া অন্যায় করেন তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। রাজার দোষ দেখাইয়া রাজকর্মচারীরা আইনভংগের অভিযোগ হইতে রেহাই পান না। তবে ১৯৪৭ সালের 'রাজকীয় কার্যবাহ আইন' (The Crown Proceedings Act, 1947) প্রবর্তিত হইবার পর বেআইনী কার্যের জন্য রাজশক্তির অংগ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে আইনত দায়ী করা যায়। এই আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে অনুষ্ঠিত কোন অন্যায়েব জন্য সংশ্লিষ্ট রাজকর্মচারীকে মাত্র ব্যক্তিগতভাবে আদালতে অভিযুক্ত কবা যাইত, এবং এখনও করা যায। কিন্তু রাজা তাহার নিয়োগকর্তা হিসাবে আইনত দাযী হইতেন না, কারণ রাজা অন্যায়ের চিন্তা করিতে পারেন না এবং অন্যায় করিবার অনুমতি প্রদানও করিতে পাবেন না। সুতবাং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিব অন্যায়ের প্রতিকাব হিসাবে যে-কর্মচারী অন্যায় করিয়াছে ব্যক্তিগতভাবে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা ভিন্ন আব কোন পন্থা ছিল না। অবশ্য কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হইলে অনুগ্রহ হিসাবে ক্ষতিপূরণেব ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কোনক্রমেই রাজাকে (Crown) আদালতে অভিযুক্ত কবা যাইত না। রাজা বা রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে চুক্তিভংগেব অভিযোগও আনয়ন করা যাইত না। প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় ছিল রাজাব কাছে প্রার্থনা জানানো যে, আদালতকে চুক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কবিবার অনুমতি দেওয়া হউক। স্বরাষ্ট্র সচিব উপযুক্ত মনে করিলে রাজা 'ন্যায় কবা হউক' ('Let right be done') এই আদেশ দিতেন। আদেশ পাওয়া গেলে আদালতে আবেদনের শুনানী হইতে পারিত। যদিও কার্যক্ষেত্রে রাজাদেশ অস্বীকৃত হইত না, তবুও আদেশ পাওয়া না-পাওয়া নির্ভর কবিত স্বরাষ্ট্র সচিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। তাহা ছাড়া আদেশ পাওয়া ব্যয়বাহুল্য এবং সময়সাপেক্ষ ছিল। ১৯৪৭ সালের রাজকীয় কার্যবাহ আইনের দ্বারা শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাইতে যে-সমস্ত অসুবিধা হইত তাহা বহুলাংশে দূরীভূত করা হইয়াছে।

রাজকীয় কার্যবাহ আইন

পূর্বে রাজার বিরুদ্ধে কোন ক্ষেত্রেই অভিযোগ আনয়ন করা যাইত না

বর্তমানে কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত রাজা (Crown) অন্যান্য সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মত দেওয়ানী দায়িত্বের হাত হইতে অব্যাহতি পান না। আদালতে সাধারণ পদ্ধতিতে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা চালানো যাইতে পারে। তাঁহার কর্মচারী বা প্রতিনিধি কর্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যায়ের (tort) জন্যও তাঁহাকে দায়ী করা যায়। চুক্তিভংগের ব্যাপারেও যেখানে অধিকারের প্রার্থনার (Petition of Right) দরকার

কিন্তু বর্তমানে আইনের দায়িত্ব হইতে রাজার সকল ক্ষেত্রে অব্যাহতি নাই

হয় সেখানে ক্ষতিপূরণের দাবি বলবৎ করিবার জন্য রাজার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা. করা যায়। এখানে মনে রাখিতে হইবে, রাজকীয় কার্যবাহ আইন ব্যক্তি হিসাবে রাজা বা রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

রাজা বা রাণী এখনও বহু ক্ষেত্রে বিশেষাধিকারবলে অনেক ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। যথা, বিশেষাধিকারবলে রাজা বা রাণী পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন ও স্থগিত রাখেন এবং পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেন, মন্ত্রী এবং বিচারকদের নিয়োগ করেন, যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপন করেন, নৌবাহিনী রক্ষা করেন, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন, ইত্যাদি। আবার কোন বিল পার্লামেণ্টের দুই কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইলে উহাতে অনুমতি দেওয়া বা না-দেওয়ার অধিকার তাঁহার রহিয়াছে।

রাজার বিশেষাধিকার এবং আইন-প্রদত্ত ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব বিশেষ নাই

বর্তমান সময়ে রাজার বিশেষাধিকার এবং পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন-প্রদত্ত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই রাজার ক্ষমতা দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে প্রযুক্ত হয়। আবার পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে আইন করিয়া রাজার যে-কোন বিশেষাধিকারের রদবদল করিতে পারে। আর তাহা ছাড়া পূর্বে রাজার বিশেষাধিকারের যে-গুরুত্ব ছিল তাহা আর নাই। কারণ, বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; নিত্য নূতন আইন পাস করিয়া পার্লামেণ্ট সরকারের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা দিতেছে।

ব্রিটেনে গণতন্ত্রের প্রসারের সংগে সংগে রাজক্ষমতার বৃদ্ধি অসংগত নহে

রাজার (Crown) অনেক বিশেষাধিকারকে একদিকে যেমন খর্ব করা হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে দিনের পর দিন পার্লামেণ্ট আইনের মাধ্যমে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াও চলিয়াছে। গণতন্ত্র প্রসারলাভ করিবার সংগে সংগে রাজা বা রাণীর ক্ষমতাও বাড়িয়া যাইতেছে।* ইহা আপাতদৃষ্টিতে অসংগত বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু আমরা যদি ব্যক্তিগত রাজা এবং রাজশক্তি হিসাবে রাজার মধ্যে পার্থক্য মনে রাখি তাহা হইলে উপরি-উক্ত অসংগতির মীমাংসা করিতে অসুবিধা হইবে না।

এখন দেখা যাউক, রাজা বা রাণী কি কি ক্ষমতা ভোগ করেন, শাসন-ব্যবস্থায় তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব কতটুকু এবং কেনই বা রাজতন্ত্রকে ইংল্যাণ্ডে টিকাইয়া রাখা হইয়াছে।

আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers): রাজা পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংগ। রাজা বা রাণী সহ পার্লামেণ্ট হইল ইংল্যাণ্ডের আইনসভা। অর্থাৎ,

* "...the powers of the Crown have expanded as democracy has grown" Ogg and Zink

রাজা বা রাণী লর্ড সভা এবং কমন্স সভার পরামর্শ ও অনুমতিক্রমে আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান ও অবসান করা এবং পার্লামেণ্টকে ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতাও আইনত রাজার হস্তে ন্যস্ত। পার্লামেণ্টের নূতন অধিবেশনে রাজা অভিভাষণ প্রদান করেন। যদিও এই অভিভাষণকে 'রাজকীয় অভিভাষণ' (Speech from the Throne) বলা হয় এবং রাজা নিজে অথবা তাঁহার হইয়া লর্ড চ্যান্সেলার লর্ড সভায় ইহা পাঠ করেন, আসলে অভিভাষণটির প্রণেতা হইলেন প্রধান মন্ত্রী এবং সংক্ষেপে সরকারের নীতি ও কর্মসূচীর কথাই এই অভিভাষণে বলা হয়। অভিভাষণের জন্য রাজা বা রাণীর কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকে না ; সমস্ত দায়িত্ব বহন করে মন্ত্রিসভা। অভিভাষণের কোন বিষয়ে রাজা বা রাণীর আপত্তি থাকিলেও তাঁহাকে মন্ত্রীদের মতানুসারে কার্য করিতে হয়। ১৮৮১ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া অভিভাষণের এক বিশেষ অংশে আপত্তি করিয়াছিলেন। রাণীর নিজস্ব কর্মসচিব পন্সনবী (Ponsonby) রাণীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, রাজকীয় অভিভাষণের সহিত রাণীর ব্যক্তিগত মতামতের কোন সম্পর্ক নাই ; উহা মন্ত্রীদের নীতির ঘোষণা মাত্র। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাজা আবশ্যকীয় অংশ গ্রহণ করেন। কোন বিল কমন্স সভা এবং লর্ড সভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও উহাকে আইন বলিয়া গণ্য করা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহাতে রাজা বা রাণীর সম্মতি পাওয়া যায়।

> রাজা পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংগ

> রাজকীয় অভিভাষণ রাজা বা রাণীর ব্যক্তিগত অভিমতের সহিত সম্পর্কহীন

অন্যান্যভাবেও রাজা বা রাণী আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। কোন কোন উপনিবেশ সম্পর্কে রাজা বা রাণী বিশেষাধিকার বলে 'স-পরিষদ রাজাদেশ' (Orders-in-Council) দ্বারা আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। যদিও পার্লামেণ্ট আইন করিয়া বিভিন্ন মন্ত্রীর হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করে, সরকারের কার্যকে আইনরূপে বলবৎ করিবার প্রধান উপায় হইল স পরিষদ রাজাদেশ।

> স পরিষদ রাজাদেশ

রাজা বা রাণীর এই সমস্ত আইনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে দুই একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। রাজা পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিতে পারেন কি না, অথবা মন্ত্রীরা পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার পরামর্শ দিলে এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারেন কি না ?

> রাজার পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতা

এই প্রশ্ন লইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং রাজা পঞ্চম জর্জের রাজত্বের সময় বহু বাক্‌বিতণ্ডার অবতারণা হয়। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন (The

Parliament Act, 1911) অনুসারে অর্থসম্বন্ধীয় ভিন্ন অন্য বিল পর পর তিনবার কমন্স সভায় গৃহীত হইলে এবং রাজার সম্মতি পাওয়া গেলে লর্ড সভার অনুমোদন ব্যতীতই উহা আইনে পরিণত হইবে। 'হোম রুল বিল' দুইবার কমন্স সভায় গৃহীত হয় কিন্তু দুইবারই লর্ড সভা উহাকে বাতিল করিয়া দেয়। তৃতীয় বার যখন কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হইয়া বিলটি ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ হইতেছিল ইউনিয়নিষ্ট দল তখন ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কিভাবে রাজার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা ঐ বিল পাস বন্ধ করা যায়। বিশিষ্ট শাসনতন্ত্র-বিদগণের মধ্যে কেভ (Mr. George Cave), সেসিল (Lord Hugh Cecil), এ্যান্‌সন (Sir William Anson), ডাইসি (Prof. A. V. Dicey) প্রভৃতি অনেকেই রাজার পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষপাতী হইলেন। স্যর উইলিয়ম এ্যান্‌সন মত প্রকাশ করিলেন যে, রাজার বিশেষাধিকার বহুদিন ব্যবহার না হওয়ার দরুন নষ্ট হইয়া যায় নাই; তবে তাঁহার কার্যের দায়িত্ববহনের জন্য মন্ত্রীদের পরামর্শ প্রয়োজন।* সুতরাং রাজা যদি কোন কোন বিষয় সম্পর্কে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত জানিতে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মন্ত্রিসভার অনুমতি লইতে হইবে; আর যদি মন্ত্রিসভা সম্মতি দিতে রাজী না হয় তাহা হইলে রাজার সহিত একমত এইরূপ অন্য এক মন্ত্রিসভা গঠনের দরকার। ডাইসিও এ্যান্‌সনের মত সমর্থন করেন।** এই মতের অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রয়োজন হইলে রাজা মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া অথবা পদত্যাগ করিতে বাধ্য করাইয়া পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিতে পারেন। অবশ্য এ্যান্‌সন একথা স্বীকার করেন যে, তাঁহার কার্যের দায়িত্ববহনের পরামর্শদাতা হিসাবে রাজাকে অন্য মন্ত্রী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

এ-সম্পর্কে এ্যান্‌সন ও ডাইসির মত

রাজা বা রাণীর পক্ষে মন্ত্রীদের পদচ্যুত করিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়া কতদূর সমীচীন বা যুক্তিযুক্ত সেই সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। রাজা বা রাণীকে দল-নিরপেক্ষ বলিয়া ধরা হয় এবং দলীয় রাষ্ট্রনীতির সহিত তাঁহার জড়িত হওয়া

* "I am not ready to admit that......prerogatives have been atrophied by disuse: but, on the other hand, they can be exercised only under certain conditions... ." Sir William Anson to *The Times*, 10 September, 1913

** "Allow me to express my complete agreement with Sir William Anson's masterly exposition of the principles regulating the exercise of the prerogative of dissolution." Dicey to *The Times*, 15 September, 1913

অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই অবস্থায় যে-মন্ত্রিসভা কমন্স সভার আস্থাভাজন থাকে তাহাকে পদচ্যুত করিলে রাজাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে দলীয় রাষ্ট্রনীতির মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে নির্বাচনের সময় পক্ষপাতিত্ব এবং পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভিযোগ আসিতে বাধ্য। সুতরাং বলা হয়, শাসনতান্ত্রিক রাজা বা রাণীর পক্ষে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়া বিপজ্জনক। ল্যাস্কি বলেন, এরূপ করিতে সমর্থ হইলে রাজা বা রাণী শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম সজীব শক্তি (a vital power) হইয়া উঠিবেন ; কিন্তু রাজা বা রাণী যাহাতে এরূপ সজীব শক্তিতে পরিণত না হন, বিগত একশত বৎসর ধরিয়া সে-প্রচেষ্টাই করিয়া আসা হইতেছে।

রাজার পক্ষে বিনা পরামর্শে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়া বিপজ্জনক

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পার্লামেণ্ট ভাঙিবার সিদ্ধান্ত করিত ক্যাবিনেট এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী রাজা বা রাণীকে পরামর্শ দিতেন। বর্তমানে যে-প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাজা বা রাণী পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেন।

বর্তমানে এ-বিষয়ে একমাত্র প্রধান মন্ত্রীই পরামর্শ দেন

রাজা বা রাণী পরামর্শ প্রত্যাখ্যান কবিতে পারেন কি না? আইনগত তাঁহার এ-ক্ষমতা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে রাজা বা রাণী পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই কার্য করিবেন ইহা প্রথায় পরিণত হইয়াছে। উক্ত বিগত একশত বৎসরের মধ্যে রাজা বা রাণী মন্ত্রীদের পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি ও বিবাদ-বিসংবাদ হইতে দূরে থাকিতে হইলে তাঁহার পক্ষে অন্য পন্থা গ্রহণ করা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এরূপ ধারণা এখনও প্রচলিত আছে যে, প্রয়োজন হইলে রাজা বা রাণী প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিতে সম্মত নাও হইতে পারেন। কোন্ অবস্থায় রাজা বা রাণী এইরূপভাবে কাজ করিতে সমর্থ তাহা বলা কঠিন।

বিগত একশত বৎসরে রাজা বা রাণী এ-পরামর্শ উপেক্ষা করেন নাই

রাজা বা রাণীর আর একটি বিশেষাধিকার লইয়াও বিশেষ মতবিরোধ আছে। কোন বিল পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে রাজা বা রাণী উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য কি না? ১৯১৩ সালে 'হোম রুল বিল' সম্পর্কে এই প্রশ্ন উঠিলে ব্যালফোর (Balfour), বোনার ল (Bonar Law), লর্ড সলসবেরী (Lord Salisbury) প্রভৃতি বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি মত প্রকাশ করিলেন যে, রাজার ক্ষমতা রহিয়াছে

বিল নাকচ করিবার।* রাজা পঞ্চম জর্জের নিজের এই মতের পক্ষে সমর্থন ছিল। কিন্তু অ্যাস্‌কুইথ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন, প্রথানুযায়ী রাজাকে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ এবং তদনুসারে কার্য করিতে হয়। পঞ্চম জর্জের পরামর্শদাতা লর্ড ইসার (Lord Esher) রাজক্ষমতার বিশেষ সমর্থক হইয়াও অ্যাস্‌কুইথের এই অভিমত অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপ্রাপ্ত কোন মন্ত্রী রাজাকে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর করিতে বলিলে, তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে। অন্যথায় ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রেরই অবসান ঘটিবে। প্রকৃতপক্ষে ১৭০৭ সালে রাণী অ্যানের পর কোন রাজা বা রাণী বিল না-মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নাই। বর্তমান সময়ে রাজা বা রাণী মন্ত্রীদের পরামর্শ ব্যতীত পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত কোন বিল নাকচ করিলে তাহা শাসনতন্ত্রবিরুদ্ধ কায বলিয়া পরিগণিত হইবে।** কোন মন্ত্রিসভাই যে-বিল ইহার সমর্থনে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাহাকে না-মঞ্জুর করিবার পরামর্শ দিতে পারে না। সুতরাং বিল না-মঞ্জুর করার অর্থ মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা। রাজার পক্ষে এইরূপ কার্য করা কতদূর যুক্তিসংগত তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

রাজা বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য কি না?

রাণী অ্যানের পর কেহ বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন নাই

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers): সমস্ত শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় রাজা বা রাণীর নামে। আইনকানুন যাহাতে বলবৎ করা হয় তাহা দেখা রাজা বা রাণীর কর্তব্য। শাসন বিভাগের প্রায় সমস্ত কর্মচারী, বিচারক, নৌবাহিনী, সৈন্যবাহিনী ও বিমান-বাহিনীর উচ্চতন কর্মচারী এবং মন্ত্রীদের তিনি নিয়োগ করেন। বিচারক ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীর পদ হইতে অপসারণের ক্ষমতাও তাঁহার রহিয়াছে। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক।

রাজা বা রাণীর নামেই সমস্ত শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা করার ভার রাজা বা রাণীর হস্তে ন্যস্ত। রাষ্ট্রদূত বা বিদেশস্থ প্রতিনিধিগণকে নিযুক্ত করা ও নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-গণকে গ্রহণ করা তাঁহার কর্তব্য। তাঁহার নামে যুদ্ধঘোষণা এবং শান্তিস্থাপন করা হয়। তবে যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য পার্লামেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করাও রাজক্ষমতার অন্তর্গত। কিন্তু যেখানে চুক্তির দ্বারা

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতার প্রয়োগে পার্লামেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন

* "It is all nonsense to talk about the King's veto being abolished." Salisbury

** "It (veto) may be said to have fallen into disuse as a consequence of ministerial responsibility." Wade and Phillips, *Constitutional Law*

দেশের আইনের অথবা ব্রিটিশ প্রজার অধিকারের পরিবর্তন অথবা রাজ্যক্ষেত্রের অংশ সমর্পণ অথবা সরকারী তহবিল হইতে অর্থপ্রদান করা হয় সেখানে পার্লামেণ্টের সম্মতি লইতে হয়। অনেকের মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিই পার্লামেণ্টের অনুমোদন লইয়া সম্পাদন করা উচিত। ইহা সত্ত্বেও অনেক চুক্তিই সম্পাদিত হয় কেবলমাত্র রাজক্ষমতাবলে।

এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, রাজা বা রাণী বলিতে রাজশক্তি বা রাজ-প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় মাত্র। সুতরাং শাসনসংক্রান্ত বা বৈদেশিক ব্যাপারে রাজার যে-সমস্ত ক্ষমতা আছে তাহা মন্ত্রীরাই প্রয়োগ করেন। অতএব মন্ত্রীরাই প্রকৃত শাসক যদিও পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহাদের দায়ী থাকিতে হয়। এমনকি কতিপয় ক্ষেত্র ভিন্ন রাজা বা রাণীর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয় মন্ত্রীদের সম্মতি লইয়া। মন্ত্রিসভা পরিবর্তনের সংগে ইহাদেরও পরিবর্তন করা হয়। যাহাতে রাজার পার্শ্বচরগণ সরকারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। রাজপরিবারের কর্মচারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন রাজা বা রাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী বা ব্যক্তিগত কর্মসচিব। তিনি রাজা বা রাণীকে সরকারী কাযে সহায়তা করেন। এই পদে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা অবশ্য মন্ত্রিসভার নাই।

রাজার ক্ষমতা বলিতে রাজ-প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বুঝায় মাত্র

বিচার ও রাজশক্তি (Justice and the Crown) : এমন এক সময় ছিল যখন রাজা বা রাণী প্রত্যক্ষভাবে বিচারসংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন এবং অনেক সময় বিচারালয়ের রায়কে বাতিল করিয়া নিজের সিদ্ধান্তকে বলবৎ করিতেন। এখনও তত্ত্বের দিক দিয়া সমস্ত বিচারালয়কে রাজা বা রাণীর বিচারালয় এবং রাজশক্তিকে 'ন্যায়বিচারের উৎস' (fountain of justice) বলিয়া অভিহিত করা হয়। আসলে কিন্তু রাজশক্তির বিচার বিষয়ে অতি অল্প ক্ষমতাই রহিয়াছে। পার্লামেণ্ট সমস্ত বিচারালয়ের গঠন, বিচারকদের চাকরির মেয়াদ ও মাহিনা ইত্যাদি স্থির করিয়া দেয়। পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের অনুরোধ ব্যতীত কোন বিচারককে পদ হইতে অপসারণ করা যায় না। ইহা সত্ত্বেও রাজশক্তির বিচার বিভাগের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে। বিচারকগণ রাজশক্তি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সমস্ত ফৌজদারী মামলা রাজশক্তির নামে আনয়ন করা হয়। অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং কোন দণ্ডাদেশ লঘু বা পরিহার করিবার ক্ষমতা রাজশক্তির আছে। ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলির আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলের বিচার সমিতির (Judicial Committee of the Privy

এখনও তত্ত্বের দিক দিয়া সমগ্র বিচারালয় রাজকীয় বিচারালয়

Council) পরামর্শক্রমে তিনি আপিল বিচার করিয়া থাকেন। তবে বেশীর ভাগ কমনওয়েলথ দেশ প্রিভি কাউন্সিলে আপিলের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছে।

রাজশক্তি ও সম্মান বিতরণ (The Crown and Conferment of Honours) : রাজা বা রাণীকে আবার সম্মানের উৎস বলা হয়। পূর্বে রাজা বা রাণী ইচ্ছামত নিজের প্রিয়পাত্রগণের মধ্যে সম্মানসূচক উপাধি বিতরণ করিতেন। এখন আর রাজা বা রাণী ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী কায করেন না, মন্ত্রীদের পরামর্শ লইয়া সম্মান প্রদান করেন। পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব হইল প্রধান মন্ত্রীর। তবে রাজা বা রাণী বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মানপ্রদানে আপত্তি তুলিতে পারেন অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মানপ্রদানের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন। সম্মানপ্রদান ব্যাপারে রাজা বা রাণীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অপসারিত হইলেও দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় নাই। অর্থের বিনিময়ে উপাধি ক্রয় করার অভিযোগও মাঝে মাঝে শুনা যায়। সম্প্রতি ১৯২২ সালের রাজকীয় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উপাধি গ্রহণকারীদের যোগ্যতা বিচারের জন্য প্রিভি কাউন্সিলের একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। দুর্নীতি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে সম্মান আইন (দুর্নীতি প্রতিরোধ) নামে একটি আইনও পাস করা হয়।

রাজাকে সম্মানের উৎস বলা হয়

রাজশক্তি ও খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠান (The Crown and the Established Churches) : ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের সহিত রাজশক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। আইনত ইংল্যাণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান হইলেন রাজশক্তি (Crown)। প্রধান যাজক ও অন্যান্য যাজককে রাজশক্তি নিযুক্ত করেন। কার্যত এই ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর। আবার খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের সভা মিলিত হয় রাজশক্তির অনুমতি-ক্রমে। অপরদিকে আবার খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানও রাজশক্তিকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। বলা হয়, অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগের (abdication) মূলে ছিল ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপের বিরোধিতা। তিনি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকে অংশগ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়াতেই শেষ পর্যন্ত অষ্টম এডওয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হয়।

আইনগত রাজশক্তি ইংল্যাণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান

রাজশক্তির ক্ষমতার তাৎপর্য (Significance of the Powers of the Crown) **:** আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, সংক্ষেপে যে-সমস্ত ক্ষমতাকে সাধারণত রাজক্ষমতা বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা ব্যক্তিগত রাজা বা রাণীর ক্ষমতা নয়, তাহা রাজশক্তির বা প্রতিষ্ঠানগত রাজা বা রাণীর ক্ষমতা। অন্যভাবে

বলিতে গেলে, ইহার অর্থ দাঁড়ায় ব্যক্তিগতভাবে রাজা বা রাণী এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না, যদিও তিনি আইনত এই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কার্যক্ষেত্রে রাজশক্তির ক্ষমতা প্রয়োগ করেন মন্ত্রিগণ। প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'রাজা কার্যের সুবিধার জন্য কল্পনা' ('a convenient working hypothesis') ভিন্ন অন্য কিছু নন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার পশ্চাতে থাকিয়া মন্ত্রীরা শাসনকার্য চালান। পার্লামেণ্ট দিনের পর দিন এই রাজশক্তির ক্ষমতা বাড়াইয়া চলিয়াছে। ইহা আপাতদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া মনে হইলেও ইহার মধ্যে মোটেই অসংগতি নাই।

ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের প্রসারের সংগে সংগে রাজশক্তির ক্ষমতা বাড়িয়া চলিয়াছে

পার্লামেণ্ট যখন রাজশক্তির হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করে তখন উহা জানে যে, ঐ ক্ষমতা দায়িত্বশীল মন্ত্রীবা প্রয়োগ করিবেন।* তবে এরূপ মনে করা ভুল যে, রাজা বা রাণীর শাসন ব্যাপারে কোন প্রভাবই নাই—তিনি জাঁকজমকসম্পন্ন সাক্ষিগোপাল (a magnificent cipher) মাত্র।**

রাজা জাঁকজমক-সম্পন্ন সাক্ষিগোপাল নহেন

প্রথমত মন্ত্রিসভা গঠন ব্যাপারে রাজার ক্ষমতাকে যতটা আনুষ্ঠানিক বলিয়া সাধারণত ধরিয়া লওয়া হয়, ততটা নয়। অবশ্য যখন কোন দল কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং দলের নেতা নির্দিষ্ট থাকে তখন রাজা বা রাণীর নিজ পছন্দ অনুসারে কার্য করিবার কোন অবকাশ থাকে না। দলীয় নেতাকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিতে হয়।

রাজার প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ ঘটিয়া থাকে

কিন্তু যখন দলীয় নেতা নির্দিষ্ট থাকে না অথবা কোন প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করেন অথবা তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং পরবর্তী নেতা কে হইবেন সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে—তখন রাজা বা রাণী নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ব্যবহারেব সুযোগ পান। আবার যখন সাধারণ নির্বাচনেব পর কোন দলই কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে না, অথবা কমন্স সভায় পরাজিত হইয়া সরকার পদত্যাগ করিলে কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না তখন রাজা বা রাণীর উদ্যোগে সম্মিলিত বা সংখ্যালঘু সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা যায়। ১৯৩১ সালের ম্যাক্‌ডোনাল্ডের নেতৃত্বে জাতীয় বা সম্মিলিত সরকার গঠন করা সম্ভব হইত না, যদি-না পঞ্চম জর্জ ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে বল্ডুইন এবং স্যর হার্বার্ট স্যামুয়েলের সমর্থন পাইতে সাহায্য

* ৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

** "It would be quite incorrect to suppose that because the Queen occupies a strictly constitutional role, she is therefore a puppet monarch" K. C. Wheare

করিতেন। (সম্প্রতি এই নিয়মের উদ্ভব হইয়াছে যে, কোন সরকার পরাজিত হইয়া পদত্যাগ করিলে রাজা বা রাণী বিরোধী দলের নেতার সহিত পরামর্শ করিবেন। যাহাই হউক, চরম সিদ্ধান্তের ভার থাকে রাজা বা রাণীর উপর) এবং মনোনয়ন সম্পর্কে কোন দৃষ্টান্তই সম্পূর্ণ প্রামাণিক নয়। সাধারণত রাজা বা রাণী শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে কার্য করিলেও বিশেষ অবস্থায় কি করিবেন সে-বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। নীতি-নির্ধারণ ও শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে রাজার প্রভাবকে উপেক্ষা করিবার নয়।) বেজহটের (Walter Bagehot) বর্ণনা অনুসারে রাজার মাত্র তিনটি অধিকার আছে—পরামর্শ দিবার, উৎসাহ প্রদান করিবার ও সতর্ক করিয়া দিবার অধিকার * তাহার মতে, রাজার কর্তব্য মন্ত্রীকে বলা, "আমি বিরোধিতা করিতেছি না, বিরোধিতা করা আমার কায নয় কিন্তু আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি।"**

রাজা বিশেষ অবস্থায় কি করিবেন সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই

বেজহটের মতে, রাজার তিনটি অধিকার

বেজহট যে-সময়ের কথা বলিতেছেন সেই সময়ে রাজা বা রাণী সম্পর্কে এই উক্তি খাটে না। মহারাণী ভিক্টোরিয়া অনেক মন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করিতেন না এবং তাঁহাদের সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিতেন। মন্ত্রীদের পদচ্যুত করা তাঁহার শাসনতান্ত্রিক অধিকার বলিয়া মনে করিতেন। মন্ত্রিসভায় 'রাণীর বক্তৃতা' লইয়া বিবাদ করিতেও দ্বিধা করিতেন না। সপ্তম এডওয়ার্ডও তাঁহার অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং মন্ত্রীরা তাঁহার মতবিরুদ্ধ কায করিলে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। আসল কথা হইল, কোন রাজা বা রাণীর পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার সহানুভূতি সকল সময় রক্ষণশীল নীতির প্রতি থাকিবেই। এইজন্য যখনই অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সরকার গঠিত হয় তখন রাজা বা রাণী ঐ সরকারের নীতিসমূহের বিরোধিতা করিতে প্রয়াস পান।

এখন দেখা প্রয়োজন, (বর্তমান সময়ে রাজা বা রাণী দৈনন্দিন শাসনকার্যকে) কতটা প্রভাবান্বিত করেন। এই আলোচনার জন্য দৈনন্দিন শাসনকার্যকে (মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: (১) আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য, (২) বৈদেশিক নীতি।

শাসনকার্যে রাজার প্রভাব:

আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের আবার দুইটি দিক আছে—আনুষ্ঠানিক (ceremonial

* "The Crown has three rights—the right to be consulted, the right to encourage, the right to warn."

** "I do not oppose, it is my duty not to oppose, but observe that I warn" *The English Constitution*

or formal), এবং ব্যবহারিক (practical)। আনুষ্ঠানিক দিক হইতে সমুদয় শাসনকার্য রাজা বা রাণীর নামেই পরিচালিত হয়। বিচারালয়সমূহ তাঁহার নামেই কার্য করে, তাঁহার সম্মতি পাইলে তবেই পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিল আইনে পরিণত হয়, শাসন বিভাগীয় ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সকল আদেশ-নির্দেশ তাঁহার নামেই বাহির হয়। এই সকল আনুষ্ঠানিক কার্যকে যতটা গুরুত্বহীন মনে করা হয় প্রকৃতপক্ষে ইহারা ঠিক ততটা গুরুত্বহীন নয়। ইহাদের ফলে সমগ্র শাসনকার্য যতটা মর্যাদা লাভ করে, মন্ত্রীদের নামে শাসনকার্য পরিচালিত হইলে তাহা কোনমতেই সম্ভব হইত না। মন্ত্রীদের নামে শাসনকার্য পরিচালিত হইলে উহার গায়ে দলীয় রাষ্ট্রনীতির মিশ্র রং কিছুটা লাগিতই, কিন্তু রাজা বা রাণীর নামে পরিচালিত হওয়ার দরুন উহার বিশুদ্ধ শুভ্রতা বজায় থাকে।*

১। আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্র—আনুষ্ঠানিক দিক

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাজা বা রাণীর ভূমিকার গুরুত্ব আরও অধিক। যদিও রাজা বা রাণী ক্যাবিনেটের সভায় যোগদান করেন না, তবুও তিনি সমস্ত বিষয়ে খবর রাখেন। ক্যাবিনেটের কার্য সংক্রান্ত কাগজপত্র তিনি পাঠ করেন, সভার কার্যসূচী তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং কার্য সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে অবহিত রাখেন। যেখানে আইনত তাঁহার অনুমতি লওয়া প্রয়োজন থাকে, সেখানে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন এবং পরামর্শ দিতে পারেন। যে-সমস্ত বিষয়ে তাঁহার অংশগ্রহণের প্রয়োজন থাকে না সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কেও তাঁহাকে অবহিত রাখা হয় এবং তিনি পরামর্শ দিয়া থাকেন। যদি প্রয়োজন হয়, তিনি যে-কোন সরকারী দপ্তরের নিকট সংবাদ লইতে পারেন। ইহা ছাড়া নিজস্ব কর্মসচিবের মাধ্যমেও তিনি সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং প্রয়োজন হইলে প্রধান মন্ত্রীকে ডাকিয়া নিজের মতামত প্রকাশ করেন।

২। আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্র—ব্যবহারিক দিক

এ বিষয়ে রাজা বা রাণীর বিশেষ সুবিধা হইল যে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, কিন্তু মন্ত্রীরা আসেন ও চলিয়া যান। সুতরাং রাজা বা রাণী যতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, সাধারণত মন্ত্রীদের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় রাজা বা রাণী শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে যদি কোন বিষয়ে পরামর্শ দেন বা অভিমত প্রকাশ করেন তাহা উপেক্ষা করা কঠিন। ইহা ছাড়া রাজা বা রাণী যে

* Since...in form everything is done by the King, the administration "has the quality of white light, and is free from variegated colour of party." Barker

পদমর্যাদা ও সম্মান উপভোগ করেন তাহাতে সাধারণত মন্ত্রীদের পক্ষে তাঁহার মতামতকে সমাদর না করিয়া থাকা সম্ভব নয়।) বার্কারের মতে, এই অর্থে রাজা বা রাণীকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রিয়াশীল অংশ (active part of the British Constitution) বলিয়া স্বচ্ছন্দেই গণ্য করা চলে।* এই প্রসংগে ল্যাস্কি বলেন, রাজা বা রাণী কর্মদক্ষ হইলে এবং উপযুক্ত পরামর্শ পাইলে সরকারী নীতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।**

পদমর্যাদাই রাজাকে প্রকৃত ক্ষমতা প্রদান করে

(আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের ক্ষেত্রে আর এক দিক দিয়া রাজা বা রাণীর ভূমিকার গুরুত্ব নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক শাসন-ব্যবস্থাতেই বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কিছু-না-কিছু ভারসাম্য রক্ষার সমস্যা থাকে। ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রবর্তিত নাই, কিন্তু সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন রহিয়াছে। এ-কার্যও সম্পাদিত হয় রাজা বা রাণীর দ্বারা।

৩। শাসন-ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রেই রাজা বা রাণীর ভূমিকাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। তবে এই সম্পর্কে অনেক সময় যে রাজা বা রাণীর ব্যক্তিগত নীতির উল্লেখ করা হয়, তাহা ভুল। নিয়মতান্ত্রিক রাজার ব্যক্তিগত মতামত অবশ্যই থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত নীতি যাহা মন্ত্রীরা অনুসরণ করিতে বাধ্য—এরূপ কিছু থাকিতে পারে না। এখানেও তিনি শান্তভাবে উপদেশ দেন এবং সতর্ক ও উৎসাহিত করিয়া থাকেন। তবে এই উপদেশ, সতর্কতা ও উৎসাহ (advice, warning and encouragement) আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকর, কারণ অভিজ্ঞতার মূল্য এখানে অনেক বেশী।) (উপরন্তু, রাজা বা রাণী হইলেন সকল বিদেশ, কমনওয়েলথ দেশ এবং সাম্রাজ্যিক দেশগুলির সহিত যোগসূত্র। তিনি কমনওয়েলথের প্রধান) (Head of the Commonwealth), ডোমিনিয়নগুলিরও রাজা বা রাণী। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কিন্তু যুক্তরাজ্যেরই (U. K.) প্রধান মন্ত্রী। সুতরাং মন্ত্রীদের পক্ষে রাজা বা রাণীকে উপেক্ষা করিয়া বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা এবং কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব।)

৪। বৈদেশিক নীতি

* Barker, *British Constitutional Monarchy*

** 'An energetic Monarch, skilfully advised, can still play considerable part in shaping the emphasis of policy.' Laski

(বলা হয় যে, রাজা বা রাণী তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে পারেন, তাঁহার মতকে গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে হয়। কারণ, অন্যথায় মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবে এবং রাজা বা রাণীর নাম রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদের সহিত জড়িত হইয়া পড়িবে) কিন্তু এইরূপ সংকটের সম্মুখীন না হইয়াই রাজা বা রাণীর যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করিবার।

রাজার মন্ত্রিসভাকে প্রভাবান্বিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে

অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই রাজা বা রাণীর প্রভাব নির্ভর করে একদিকে তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা, ব্যক্তিত্ব ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা এবং অন্যদিকে মন্ত্রীদের বিশেষত প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তার উপর। প্রধান মন্ত্রী দুর্বল হইলে অথবা মন্ত্রিসভার সংঘবদ্ধতা না থাকিলে রাজা বা রাণীর পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধা হয়। ইহা ব্যতীত মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাজা বা রাণী তাঁহার ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করিবেন তাহা নির্ধারিত হয় যাহাকে বলা হয় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা তাহার দ্বারা।) কিন্তু এই প্রথাগুলির ব্যাখ্যা নানাভাবে করা যাইতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত বিল নাকচ করিবার অথবা পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতা আছে কি না, এই সম্বন্ধে যথেষ্ট বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। এমনকি ১৯৩২ সালে রক্ষণশীলরা এক সভায় রাজার বিল নাকচ করিবার ক্ষমতা অবস্থাবিশেষে ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক কিথের (Prof. Keith) মতে, রাজা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অভিভাবকরূপে শাসনতন্ত্রে মৌলিক নীতিগুলিকে রক্ষাকল্পে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে, দৈনন্দিন শাসনকার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও রাজা বা রাণীর হাতে অনেক সংরক্ষিত ক্ষমতা আছে যাহা প্রয়োজন হইলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

রাজার প্রভাব নির্ভর করে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও প্রচলিত প্রথার উপর

(উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাজা বা রাণী দেশের শাসন ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন; তাঁহাকে দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের হস্তে ক্রীড়নক বলিয়া মনে করা হইলে বিশেষ ভুল করা হইবে।* ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, অতি স্বাভাবিক কারণেই রাজা বা রাণীর প্রভাব রক্ষণশীল শক্তির অনুকূলেই কার্য করিয়া থাকে।)

* "No one acquainted with the inner workings of the constitution can doubt the enormous powers retained and exercised by the Sovereign." Lord Esher

ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণ (Why Monarchy survives in England): ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার সপক্ষে যে-সমস্ত কারণ দেখানো হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :

১। ইংরাজ জাতির রক্ষণশীলতা

বলা হয় যে, ইংরাজ জাতি অত্যন্ত রক্ষণশীল। সুতরাং যে-প্রতিষ্ঠানকে তাহারা বহু বৎসর ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে বিশেষ কারণ না ঘটিলে তাহাকে সহজে পরিত্যাগ করিতে চায় না। তাই অধ্যাপক বার্কার বলিয়াছেন, "রাজতন্ত্রের অবিচ্ছিন্ন গতি আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন জাতীয় জীবনের অবিচ্ছিন্নতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।"

২। রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই

আবার বলা হয় যে, ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্র প্রসারের পথে রাজতন্ত্র বাধার সৃষ্টি ত করেই নাই; বরং উহার সহায়কই হইয়াছে। এই প্রসংগে বার্কার বলেন, বিগত ২৫০ বৎসর ধরিয়া রাজতন্ত্র সময়ের সংগে নিজেকে অদ্ভুতভাবে খাপ খাওয়াইয়া চলিয়াছে। ইহা যদি সম্ভব না হইত তাহা হইলে রাজতন্ত্র এতদিন টিকিত না।* আর তাহা ছাড়া উক্ত ২৫০ বৎসর ধরিয়া (১৬৮৮ সালের বিপ্লবের পর হইতে) ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, রাজা বা রাণীর কোন ব্যক্তিগত রাষ্ট্রনীতি নাই এবং নিজের মতামতকে জোর করিয়া চালনা করিবারও কোন ক্ষমতা নাই। তিনি দলাদলির ঊর্ধ্বে এবং নিরপেক্ষ। তিনি রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না।

৩। নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধানের প্রয়োজনীয়তা

পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থা একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional Head) ছাড়া চলিতে পারে না। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে দুইটি কার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হইল সরকার গঠনের জন্য প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করা এবং দ্বিতীয়টি পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইলেও রাজা বা রাণীর পরিবর্তে একজন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের পদের প্রবর্তন করিতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে, এই পরিবর্তনের ফলে ইংল্যাণ্ডের কোন বিশেষ সুবিধা হইবে না। দেশে ও সাম্রাজ্যে সংহতির প্রতীক হিসাবে রাজা বা রাণী যতটা কার্যকর অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে ততটা হওয়া সম্ভব নহে।**

* "The monarchy has survived because it has changed, and because it has moved with the movement of time." Barker

** "The advantage of constitutional monarchy is that head of the state is free of party ties A promoted politician cannot forget his past; and, even if he can, others cannot." Jennings

ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে রাজা বা রাণীর যে-ভূমিকা তাহার তুলনায় সরকারী কোষাগার হইতে রাজপরিবারের জন্য যাহা ব্যয় করা হয় তাহা অতি সামান্যই। ইংরাজরা এই অর্থব্যয়কে অপচয় বলিয়া মনে করে না। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় ব্যয়হ্রাসের যুক্তিতে রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামান্য আন্দোলন হইয়াছিল, আজ কিন্তু ঐরূপ কোন দাবির কথা শুনা যায় না।

৪। রাজপরিবারের জন্য ব্যয় অত্যল্প

পরামর্শদাতা হিসাবে রাজা বা রাণীর যে-ভূমিকা রহিয়াছে তাহাও অতি মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। যদিও সরকারী নীতি-নির্ধারণ এবং শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইল মন্ত্রীদের, তবুও রাজা বা রাণী পরামর্শ দান করিয়া এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সতর্ক করিয়া দিয়া মন্ত্রীদের সাহায্য করেন। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, আজীবন পদে অধিষ্ঠিত থাকার দরুন রাজা বা রাণীই হইয়া দাঁড়ান তাহার মূল উৎস।*

৫। পরামর্শদাতা হিসাবে রাজা বা রাণীর মূল্যবান ভূমিকা

ইংরাজদের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের উপর রাজপরিবারের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। বলা হয় যে, এই প্রভাবের ফলেই উহা কাম্যভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেকের মতে অবশ্য রাজতন্ত্রের প্রভাব সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। 'পাঞ্চ' পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক সম্প্রতি এক প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে রাজতন্ত্র চাটুকারিতা এবং উন্নাসিকতারই প্রশ্রয় দিয়া থাকে। অধ্যাপক ল্যাস্কিও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন এবং ভূতপূর্ব অষ্টম এডওয়ার্ড এবং বর্তমান উইণ্ডসরের ডিউকের জীবনীতে (A King's Story) উহা প্রমাণিত হইয়াছে।

৬। ইংরাজ সমাজের উপর রাজা বা রাণীর প্রভাব

বর্তমান যুগে শাসনকার্য শুধুমাত্র আদেশ দেওয়া এবং আদেশ তামিল করানোই নয়, উহাতে সমগ্র জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেশাত্মবোধ এবং সাধারণের কার্যের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থাকিলেই এই সহযোগিতা আসিতে পারে। ইংরাজদের দেশপ্রেমিকতা উদ্ভূত ও কার্যকর হয় রাজা বা রাণীকে কেন্দ্র করিয়া। রাজা বা রাণীই হইলেন সমস্ত ইংরাজ জাতির দেশাত্মবোধের মূর্ত প্রতীক। ল্যাস্কি

৭। রাজা দেশাত্মবোধের প্রতীক

* "The continuous tenure of a life-office makes a king......a central [illegible]ce of a longtime experience." Barker

বলেন, এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজশক্তির নামে ঘোষিত যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড নিয়মিতই জয়ী হইয়াছে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দেশের রাজতন্ত্রও স্থায়ী হয় নাই। আবার বলা হয় যে, সরকার যদি নিছক যুক্তিতর্ক ও নীতি-নির্ধারণের ব্যাপার লইয়া পড়ে তাহা হইলে জীবন শুষ্ক হইয়া উঠে। সুতরাং একটু সমারোহ, সামান্য আড়ম্বর, একটু নাটকীয় জাঁকজমক সরকারী কার্যের মধ্যে প্রয়োজন।* অধিকাংশ লোক নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন করে। তাহাদের নিকট এইরূপ জাঁকজমকের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। রাজকীয় আড়ম্বর জনসাধারণের এই অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে।** এইজন্যই রাজা বা রাণী ঘটা করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করেন, কোথাও বা ভিত্তিস্থাপন করেন আবার কোন সময় বা প্রদর্শনী দর্শন করিতে যান। এই বাহ্যাড়ম্বর পরিপূর্ণতা লাভ করে রাজ্যাভিষেকের সময়। সংবাদপত্রগুলিও এই সমস্ত অনুষ্ঠানকে ফলাও করিয়া জনসাধারণের নিকট পেশ করে।

রাজা বা রাণীর জনপ্রিয়তার মূলে আরও একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ বর্তমান। দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু এবং বেকার জীবনের বিভীষিকাময় রূপ দেখিয়া সাধারণ মানুষ আজ ত্রস্ত ও শংকিত। সমাধান বাহির করিতে অসমর্থ হইয়া আধুনিক যুগের ব্যক্তি নিজেকে যখন একান্ত নিঃসহায় মনে করে, তখন আশ্রয়ের সন্ধান করিতে থাকে। শিশু যেমন বিপদে পড়িলে পিতামাতার নিকট দৌড়াইয়া আসে, তেমনি বিপদে পড়িয়া ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণও রাজা বা রাণীকে পিতা বা মাতা অথবা ঈশ্বরের ন্যায় রক্ষক মনে করিয়া সান্ত্বনা পায়। এইজন্য একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা বা রাণী আছেন বলিয়াই জনসাধারণ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়। রাজা বা রাণীও মাঝে মাঝে খনি ও শিল্প অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন, সাধারণ শ্রমিকদের সংগে হাসিমুখে করমর্দন করেন এবং দুই একটি মিষ্ট কথা বলেন। ইহাতে জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার হয় যে, দুঃখদৈন্যের মধ্যে অন্তত একজন আছেন যিনি নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের মংগল কামনা করেন। রাজা বা রাণীকে ঈশ্বর বা পিতামাতার ন্যায় রক্ষক হিসাবে মনে করিবার মূলে রহিয়াছে বেতার, সিনেমা, গির্জা এবং সংবাদপত্রগুলির প্রচার।

৮। মনস্তাত্ত্বিক কারণ

* "The modern state . requires a symbol of unity, a magnet of loyalty, and an apparatus of ceremony, which will serve to attract men's feelings or sentiments into the services of community" Barker

** "Democratic Government is not merely a matter of cold reason and prosaic policies. There must be some display of colour, and there is nothing more vivid than royal purple and imperial scarlet." Jennings

আরও বলা হয় যে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যোগসূত্র এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক হিসাবে রাজা বা রাণীর বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারণ তাঁহার অবর্তমানে কমনওয়েলথের ঐক্য নষ্ট হইবে এবং সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যাইবে। কার্যত ডোমিনিয়নগুলি বর্তমানে নিজেদের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে, ইংল্যাণ্ড উহাদিগকে এখন আর নিয়ন্ত্রণ করে না। রাজা বা রাণী শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে উহাদের সম্পর্কিত ব্যাপারে যে সামান্য কার্য করেন তাহা সংশ্লিষ্ট ডোমিনিয়নের মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ীই করেন। সুতরাং ডোমিনিয়ন সম্পর্কে বিশেষ কোন কার্য করেন বলিয়া যে রাজা বা রাণীকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ঐক্যের প্রতীক বলিয়া মনে করা হয় তাহা নহে। এইরূপ মনে করিবার কারণ কতকটা ভাবগত।

৯। রাজশক্তি কমনওয়েলথ্ দেশগুলির মধ্যে যোগসূত্র

রাজতন্ত্র বহুদিনের প্রতিষ্ঠান। ডোমিনিয়নগুলির সহিত উহার সম্পর্ক বহুদিনের। অতএব ডোমিনিয়নগুলির বিশেষত শ্বেতকায় অধ্যুষিত ডোমিনিয়নস্থ অধিবাসীদের মধ্যে রাজা বা রাণী সম্বন্ধে দুর্বলতা থাকা এবং তাঁহাব প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করাই স্বাভাবিক। তবে ১৯২৬ সালের বলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration) এবং ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনস্টার আইন যে রাজশক্তির প্রতি সাধারণ আনুগত্যেব কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বর্তমানে উহা অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয় না। ভারত ও পাকিস্তান এই আনুগত্য স্বীকার না করিয়াও কমনওয়েলথের পূর্ণ সভ্য থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। তবে রাজা বা রাণীর প্রতি আকর্ষণ অটুট রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় না। রাজা বা রাণীকে অথবা তাঁহার প্রতিনিধিকে কমনওয়েলথ্ বা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য বা শুধু রাষ্ট্র-অতিথি হিসাবে ভ্রমণ করিবার জন্য পাঠানো হয়। বড়দিনের উৎসব প্রভৃতি বিশেষ সময়ে রাজা বা রাণীকে দিয়া কমনওয়েলথ্ এবং সাম্রাজ্যের জনসাধারণের জন্য বক্তৃতা প্রদান করানো হয়। যতই দিন দিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়া কমনওয়েলথ্ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, রাজা বা রাণীর এই ভূমিকার গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। জেনিংস প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণের মতে, সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে লোপ পাইয়াছে বলিয়াই কমনওয়েলথ্‌কে বাঁধিয়া রাখিবার এই প্রচেষ্টা। আসলে কিন্তু কমনওয়েলথ্ দেশগুলির সহিত ঐক্যের মূলভিত্তি হইল বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন। রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ঐ সকল দেশের শাসনকর্তৃপক্ষ সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই বন্ধনের ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যেই কমনওয়েলথের

রাজা বা রাণীর প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব

অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজশক্তির মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়।

ইংল্যাণ্ডে আজ রাজতন্ত্র প্রায় সমস্ত শ্রেণীর লোকের অনুমোদনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। শাসন-ব্যবস্থার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের কথা চলিতে থাকিলেও রাজতন্ত্রের অবসানের কথা বিশেষ একটা শুনা যায় না। ১৬৮৮ সালে রাজার সহিত বুঝাপড়া হইবার পর নূতন শাসকশ্রেণী রাজতন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রথমদিকে স্পেন ও ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন চলে তাহার ঢেউ ইংল্যাণ্ডে পৌছায়। প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন এইরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করে যে শাসকগোষ্ঠী ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে।

উপসংহার : শাসকশ্রেণী নিজ প্রয়োজনেই রাজতন্ত্রকে বজায় রাখিয়াছে

এই আন্দোলনের পর হইতেই ইংল্যাণ্ডের শাসকগোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র, বেতার, সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে রাজশক্তির মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। যাহাতে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধিয়া না উঠিতে পারে এবং কোনপ্রকার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংগঠিত না হয় তাহার জন্যই এই জনপ্রিয়তা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়।* এই মনোভাবের ইংগিত পাওয়া যায় বার্কারেরও এক উক্তির মধ্যে। তিনি বলিয়াছেন, রাজতন্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন এবং চাঞ্চল্যকর পরিবর্তনকে বাধা দিতে সহায়তা করে।**

এবং এই উদ্দেশ্যেই উহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে

সংক্ষিপ্তসার

ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের অনুমোদনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ঐ দেশে রাজা বা রাণী এবং রাজশক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। রাজশক্তিই সমস্ত ক্ষমতার আধার এবং ব্যক্তিগতভাবে রাজা বা রাণী মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে কায করিয়া থাকেন।

রাজা বা রাণী প্রধানত দুই প্রকার ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন : পার্লামেন্টের আইন-প্রদত্ত ক্ষমতা এবং পুরাতনকালের রীতিনীতিগত ক্ষমতা। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাসমূহকে রাজশক্তির 'বিশেষাধিকার' বলা হয়। এই ক্ষমতার পরিমাণ দিন দিন কমিয়া আসিতেছে এবং ইহা ব্যক্তিগতভাবে রাজা বা রাণীর পরিবর্তে সরকার কর্তৃকই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অপরদিকে কিন্তু রাজা বা রাণীর পার্লামেন্ট-প্রদত্ত ক্ষমতার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। এক্ষেত্রেও রাজা বা রাণীর ক্ষমতা হইল শাসন বিভাগের ক্ষমতা। রাষ্ট্রকার্য ক্রমবর্ধমান হওয়ার দরুনই এরূপ ঘটিতেছে।

* "The use of the Monarch's personal popularity is a familiar technique of the party opposed to fundamental change." Laski

** "It helps to prevent revolutionary dreams and sensational changes." Barker

মোটামুটিভাবে রাজা বা রাজশক্তির ক্ষমতাকে এইভাবে বিভক্ত করা যায়: (ক) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (গ) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা, (ঘ) সম্মান বিতরণের ক্ষমতা এবং (ঙ) খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ক্ষমতা।

রাজা বা রাণী মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে নিতান্ত জাঁকজমক-সম্পন্ন সাক্ষিগোপাল বলিয়া মনে করা ভুল। আভ্যন্তরীণ শাসনকাযের আনুষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার মূল্যবান ভূমিকা রহিয়াছে। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা ব্যাপারে এই ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বিশেষ কাযকর হইতে পারে। তবে সব কিছু নির্ভর করে যিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের উপর। তবুও বলা যায়, রাজা বা রাণী মন্ত্রিবর্গের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র নহেন।

ইংল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণ বহুবিধ। ইহার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক কারণই প্রধান। বলা যায়, প্রধানত সমাজ-ব্যবস্থার সহায়ক বলিয়াই ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রকে টিকাইয়া রাখা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রিভি কাউন্সিল

(PRIVY COUNCIL)

[প্রিভি কাউন্সিলের উদ্ভব—প্রিভি কাউন্সিল হইতে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার উদ্ভব—প্রিভি কাউন্সিলের বর্তমান কার্য—কমিটি—প্রিভি কাউন্সিলের গঠন]

বিবর্তন (Evolution): প্রিভি কাউন্সিলের উদ্ভব হয় নর্মান যুগের রাজার ক্ষুদ্রতর পরিষদ (*Curia Regis*) হইতে। রাজপরিবারের পদস্থ কর্মচারিগণ ও জমিদারশ্রেণীর লোকেরা এই পরিষদের সভ্য হইতেন এবং রাজা স্বেচ্ছানুযায়ী ইহাদিগকে মনোনীত করিতেন। এই পরিষদ রাজাকে পরামর্শ প্রদান এবং শাসনকায পরিচালনায় সাহায্য করিত। প্রথমদিকে ইহার শাসন, বিচার ও রাজস্ব সম্পর্কিত কার্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ক্রমশ এই পরিষদের শাসন ও বিচার সম্পর্কীয় কার্যের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষুদ্রতর পরিষদ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বিচার সম্পর্কিত কার্যের ভার ন্যস্ত হয় একটি বিভাগের উপর এবং অপর বিভাগটি শাসনকার্য পরিচালনায় রাজার স্থায়ী মন্ত্রিসভা হিসাবে কার্য করিয়া চলে। পরে দ্বিতীয় বিভাগটির

প্রিভি কাউন্সিলের উদ্ভব

নামকরণ করা হয় 'প্রিভি কাউন্সিল'। টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট যুগে এই কাউন্সিল বিশেষ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায় এবং শাসনসংক্রান্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকে। কাউন্সিলের সভ্যরা পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতেন না, দায়ী থাকিতেন রাজার নিকট। ক্রমশ যখন কাউন্সিলের সভ্য ও কমিটির সংখ্যা বাড়িয়া গেল তখন রাজার মন্ত্রণাসভা হিসাবে কাউন্সিলের পক্ষে কার্য করা কঠিন হইয়া পড়িল। ফলে রাজা সভ্যদের মধ্য হইতে মাত্র কয়েক জনকে নিজের মন্ত্রণাকক্ষে (consultation room) গোপনে পরামর্শ দিতে আহ্বান করিতেন। বর্তমানের ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার এইভাবে সূত্রপাত হয়।

ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার সূত্রপাত

যাঁহাদের রাজা পরামর্শের জন্য আহ্বান করিতেন তাঁহারা স্বতই রাজার অনুগত অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। গোপন পরামর্শের এই ব্যবস্থাকে পার্লামেণ্ট সুনজরে দেখিল না এবং চেষ্টা করিতে লাগিল কিভাবে মন্ত্রণাদাতৃগণকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করা যায়। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট রাজার মন্ত্রিগণকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করিবার ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে রাজার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা লর্ড ড্যান্‌বীকে পদ হইতে অপসারণ এবং শাস্তিপ্রদান করিয়া পার্লামেণ্ট এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করিল যে, কোন মন্ত্রী রাজার দোহাই দিয়া নিজ কার্যের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। কিন্তু অসুবিধা দাঁড়াইল এই যে, মন্ত্রীদের নিয়োগকর্তা হইলেন রাজা এবং রাজাজ্ঞা পালন না করিলে পদচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকিত। আবার রাজাজ্ঞা পালন করিলেও বিপদে পড়িতে হইত, কারণ পার্লামেণ্ট যদি মনে করিত যে মন্ত্রীরা দেশের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করিতেছেন তাহা হইলে শাস্তিপ্রদান করিতে পারিত।

এই সমস্যার মীমাংসার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় প্রথম চার্লসের রাজত্বের সময়। ১৬৪১ সালে পার্লামেণ্টের নিকট রাজার বিরুদ্ধে এই সুদীর্ঘ প্রতিবাদপত্র (Grand Remostrance) উপস্থিত করা হয়। এই প্রতিবাদপত্রে বলা হয় যে, রাজা এমন সমস্ত পরামর্শদাতা নিযোগ করিবেন যাঁহাদেব উপর পার্লামেণ্টের আস্থা আছে। অর্থাৎ, রাজার মন্ত্রণাদাতাদের মনোনীত করিবে পার্লামেণ্ট। কিন্তু চার্লস এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহার পরবর্তিগণও এই নীতি স্বীকার করিতে চাহিলেন না। কমন্স সভাও হাল ছাড়িয়া দিল না এবং প্রস্তাবকে মানিয়া লইবার জন্য আন্দোলন চালাইতে লাগিল। অবশেষে উইলিয়াম এবং মেরীর সিংহাসন আরোহণের পর দাবি স্বীকৃত হইল।

মন্ত্রীদের পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীলতার প্রতিষ্ঠা

বর্তমান অবস্থা (Present Position): এইভাবে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার উদ্ভবের ফলে প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্ব কমিয়া যায়। বর্তমানে ইহার আলোচনা বা পরামর্শদানকার্য বলিয়া কিছু নাই। ইহার ক্ষমতা কতক পরিমাণে হস্তান্তরিত হইয়াছে বিভিন্ন শাসন বিভাগের নিকট, আর অধিকাংশ গিয়াছে ক্যাবিনেটের হস্তে। বর্তমানে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ এবং নীতি-নির্ধারণ করে ক্যাবিনেট। তারপর যদি ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তকে আইনের রূপ দিতে প্রিভি কাউন্সিলের সাহায্য প্রয়োজন হয় তাহা হইলে উহার মারফত স-পরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) জারি করা হয়। এই কার্য আনুষ্ঠানিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা হইলেও অনেক কার্য সম্পাদন করা হয় স-পরিষদ রাজাজ্ঞার দ্বারা—যথা, যুদ্ধ ঘোষণা; পার্লামেণ্টের সভা আহ্বান, স্থগিত রাখা ও ভংগ করা; যুদ্ধকালীন নিরপেক্ষ বাণিজ্য বা অবরোধ; জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে আদেশ জারি করা; ইত্যাদি। যেখানে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন থাকে সেখানে রাজকীয় ঘোষণা (Royal Proclamation) জারি করা হয়। ইহা ব্যতীত মন্ত্রী ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী শপথ গ্রহণ করেন প্রিভি কাউন্সিলের সভায়। কাউন্সিলের অনেক কমিটিও আছে। ইহাদের মধ্যে বিচার কমিটির (Judicial Committee) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নৌবাহিনী, রাজকীয় আদালত, উপনিবেশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডোমিনিয়নের বিচারালয় হইতে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আপিল করা হয় এই কমিটিতে।

বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের কার্য আনুষ্ঠানিক মাত্র

প্রিভি কাউন্সিলের কমিটিসমূহ

বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিল বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ইহার সদস্যসংখ্যা তিন শতের উপর। অধিকাংশ কাউন্সিলরই বর্তমান বা ভূতপূর্ব কোন ক্যাবিনেটের সদস্য। নিয়ম হইল যে, ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মন্ত্রীই প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য হন। বর্তমানের প্রথা অনুসারে ক্যাবিনেটের সদস্য হউন আর না-হউন বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণ এবং রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিগণ (Ministers of State) প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদ পান। যেহেতু প্রত্যেক কাউন্সিলর জীবনকাল পর্যন্ত সদস্যপদে বহাল থাকেন, বর্তমান এবং পূর্বতন ক্যাবিনেটের সদস্যগণই হইলেন প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে সংখ্যাধিক। ইহা ছাড়া যাঁহারা কলা, বিজ্ঞান-সাহিত্য, আইন অথবা রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে অথবা বিচারক বা সরকারী চাকরিয়া হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদেরও প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদে মনোনীত করা হয়। ক্যাণ্টারবেরী ও ইয়র্কের প্রধান যাজক (Archbishops) দুইজনও প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য।

প্রিভি কাউন্সিলের গঠন

সকল সদস্যের পক্ষে মিলিত হইয়া কাউন্সিলের কার্য সম্পাদন করা একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং রাজ্যাভিষেকের মত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে সমস্ত সদস্যের মিলিত হইতে আহ্বান করা হয় না। সাধারণত কাউন্সিলের সভায় ৪-৫ জন সদস্য মিলিত হইয়া প্রয়োজনীয় কার্য পরিচালনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে থাকেন কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের কর্মসচিব (The Lord President of the Council and the Clerk of the Council) এবং যে-কার্য সম্পাদন করা হইবে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ২-৩ জন মন্ত্রী। রাজা বা রাণী অনেক সময়ই সভায় উপস্থিত থাকেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য নয়।

গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ভিন্ন বর্তমানে সমগ্র প্রিভি কাউন্সিল মিলিত হয় না।

এই প্রসংগে এই বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্যাবিনেটের প্রত্যেক সদস্যই শুধু প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নন, মন্ত্রীও বটে। কারণ, মন্ত্রীদের মধ্য হইতেই ক্যাবিনেটের সদস্যগণ নিযুক্ত হন। অতএব, অনেক সময় একই ব্যক্তিকে তিন প্রকার কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়: ক্যাবিনেটের সদস্য হিসাবে নীতি-নির্ধারণ করা, প্রিভি কাউন্সিলর হিসাবে ঐ নীতিকে আইনের রূপ দেওয়া এবং মন্ত্রী হিসাবে ঐ 'আইন'কে কার্যকর করা।*

সংক্ষিপ্তসার

নর্মান যুগের রাজার ক্ষুদ্রতর পরিষদ বিবর্তিত হইয়া বর্তমান প্রিভি কাউন্সিলের রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের কার্য আনুষ্ঠানিক মাত্র—উহা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তকে আইনের রূপ দান করে মাত্র। প্রিভি কাউন্সিলের অনেকগুলি কমিটি আছে। ইহার মধ্যে বিচার কমিটিই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কাউন্সিলের তিন শতাধিক সভ্যের মধ্যে মাত্র ৪-৫ জন উপস্থিত হইয়াই কার্য সম্পাদন করেন।

* "The cabinet minister deliberates, the privy councillor decrees and the minister executes though these three functions may very often be performed by the one and same person." Ogg

ষষ্ঠ অধ্যায়

মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট

(THE MINISTRY AND THE CABINET)

[ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার বিবর্তন—একদলীয় মন্ত্রিসভার গঠন—স্যর রবার্ট ওয়ালপোল ও ক্যাবিনেট নীতির প্রসার। মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট : মন্ত্রিসভার গঠন—প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ—মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেটের মধ্যে গঠন ও কার্যগত পার্থক্য—মন্ত্রিসভার সদস্য। ক্যাবিনেটের গঠন—ক্যাবিনেটের সদস্য—বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন ক্যাবিনেটের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি। ক্যাবিনেটের কার্য : (১) শাসননীতি নির্ধারণ, (২) শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ, ও (৩) বিভিন্ন দপ্তরের কার্যের সমন্বয়সাধন। কমিটি-ব্যবস্থা, ক্যাবিনেটের বৈঠক ও ক্যাবিনেটের দপ্তরখানা। মন্ত্রীদের দায়িত্ব : পৃথক ও যৌথ রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব—যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য—পৃথক দায়িত্বের স্বরূপ—মন্ত্রীদের আইনগত দায়িত্ব—রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব বলবৎ করার পদ্ধতি : প্রশ্নজিজ্ঞাসা, নিন্দাসূচক ও অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি। প্রধান মন্ত্রী : প্রধান মন্ত্রীর পদ ও মর্যাদা—দলীয় নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য—ক্যাবিনেটের সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক—রাজা বা রাণীর সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক—পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা। ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য।]

ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার বিবর্তন (Evolution of the Cabinet System) : ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি একদিনে প্রবর্তিত হয় নাই। বহু বৎসরের বিবর্তনের ফলে ঐগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ক্রমবিবর্তনের মূলে রহিয়াছে দুইটি ঘটনা : প্রথমটি হইল ১৬৮৮ সালের পর হইতে পার্লামেন্টের, বিশেষত কমন্স সভার, ক্ষমতাবৃদ্ধি ; আর দ্বিতীয়টি হইল রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের উদ্ভব এবং উহাদের শক্তি ও সংহতির প্রসার। কমন্স সভার শক্তিবৃদ্ধির সংগে সংগে মন্ত্রীদের সহিত উক্ত সভার সহযোগিতা শাসনকার্য পরিচালনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্যাবিনেট পার্লামেন্টের অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থনলাভ এবং শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের পর পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু রাজা পার্লামেন্টের বিভিন্ন দল হইতে তাঁহার মন্ত্রীদের মনোনীত করিতে থাকেন। বিভিন্ন দলীয় মন্ত্রীদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে রাজার সুবিধা হইলেও শাসনকার্যের অসুবিধা হইতে থাকে। অবশেষে তৃতীয় উইলিয়াম বাধ্য হন একদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে।

ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠার মূল কারণ

প্রথম একদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন

এইভাবে আধুনিক মন্ত্রিসভার প্রবর্তনের পথ অনেক পরিমাণে প্রশস্ত হয়, যদিও একদলীয় মন্ত্রিসভা এবং মন্ত্রীদের মধ্যে ঐক্যের নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। এই প্রসংগে প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে স্যর রবার্ট ওয়ালপোলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মন্ত্রিত্বের সময় ক্যাবিনেট শাসনপ্রথার কতকগুলি মূলনীতির উদ্ভব হয়। প্রথম জর্জ ইংরাজী ভাষা জানিতেন না এবং শাসনসংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না। মন্ত্রিসভার বৈঠকেও তিনি উপস্থিত থাকিতেন না; ওয়ালপোলের উপর সভাপতিত্ব করিবার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ওয়ালপোল বর্তমান সময়ের প্রধান মন্ত্রীর মত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহাকেই প্রথম প্রধান মন্ত্রী বলা যাইতে পারে। তিনি অন্যান্য মন্ত্রীর মনোনয়ন করিতেন, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদের সহিত রাজার সংযোগ স্থাপন করিতেন, সহযোগীদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করিতেন এবং কাহারও সহিত তাঁহার মতদ্বৈধতা ঘটিলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেন। ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার আরও একটি নীতির প্রবর্তন তিনি করেন। মন্ত্রিত্ব রক্ষার জন্য তিনি রাজার উপর নির্ভর না করিয়া কমন্স সভার সমর্থনের উপর নির্ভর করিতেন। অবশ্য এই সমর্থন পাইবার জন্য তিনি নানাপ্রকার সৎ ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিতেন। রাজার বিশ্বাসভাজন থাকা সত্ত্বেও ১৭৪২ সালে যখন কমন্স সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন হারাইলেন, তখন তিনি পদত্যাগ করিয়া দায়িত্বশীলতার নীতি প্রবর্তিত করিলেন। একদিকে ওয়ালপোল যেমন কমন্স সভার আস্থার উপর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে এই নীতি স্বীকার করিতেন, অন্যদিকে তিনি ইহাও দাবি করিতেন যে কমন্স সভার নিজ দলভুক্ত (অর্থাৎ, হুইগ দলভুক্ত) সদস্যগণের কর্তব্য হইল মন্ত্রিসভাকে সর্ববিষয়ে সমর্থন করা।

স্যর রবার্ট ওয়ালপোল এবং ক্যাবিনেট নীতির প্রসার

ওয়ালপোলই প্রথম প্রধান মন্ত্রী

এইভাবে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার যে মূল নীতিগুলি প্রবর্তিত হইল তাহা পরবর্তী যুগে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু কিছু সংশয় থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। আজও এই মূলনীতিগুলি অব্যাহত রহিয়াছে যদিও ইহাদের সহিত আরও নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হইয়াছে।

***মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট* (The Ministry and the Cabinet) :** মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট গঠনের প্রথম স্তর হইল প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করা—কারণ, অন্যান্য কাহাদের লইয়া সরকার গঠিত হইবে তাহা কার্যত ঠিক করেন প্রধান মন্ত্রী।

আইনত প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগের ভার রাজা বা রাণীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু রাজা বা রাণীর ক্ষমতা দলীয় রাষ্ট্রনীতির উপর নির্ভর করে। এখানে মূল কথা হইল যে, রাজা বা রাণীর পক্ষে এমন ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হয় যাহাতে প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহকর্মী মন্ত্রিগণ একযোগে কমন্স সভার অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থন পাইতে সমর্থ হন। তত্ত্বের দিক দিয়া প্রধান মন্ত্রী কমন্স সভা কিংবা লর্ড সভা যে-কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন। কিন্তু ১৯০২ সালে লর্ড সলস্‌বেরীর পদত্যাগের পর হইতে লর্ড সভার সদস্যদের মধ্য হইতে কোন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করা হয় নাই। বলা যায়, এই সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক রীতি (convention) সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে। ঐ সময় প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে লর্ড সভার নেতা লর্ড কার্জন এবং কমন্স সভার নেতা মিঃ বল্ডুইনের (Baldwin) মধ্যে কাহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইবে। রাজা পঞ্চম জর্জ শাসনতান্ত্রিক রীতির অনুসরণে কমন্স সভার নেতা মিঃ বল্ডুইনকেই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া মতবিরোধের সম্পূর্ণ অবসান ঘটান। সেই হইতে প্রধান মন্ত্রী যে কমন্স সভা হইতেই নিযুক্ত হইবেন তাহা সকলেই মোটামুটি মানিয়া লইয়াছে।

মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট গঠন : প্রথম স্তর হইল প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ

বর্তমানে কমন্স সভা হইতেই প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়

কমন্স সভার সদস্যদের মধ্য হইতে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কমন্স সভা বর্তমান সময়ে সমস্ত বিষয়ে প্রাধান্য ভোগ করে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত এবং মন্ত্রিসভার উত্থানপতন নির্ধারিত হয় এই কক্ষে।* এই অবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে কমন্স সভার সদস্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং রাজা বা রাণীকে কমন্স সভার দলগুলির অবস্থা বিচার করিয়া উহাদের মধ্য হইতে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হয়।

ইহার সপক্ষে যুক্তি

যখন কমন্স সভায় কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে এবং উক্ত দলের নেতা নির্দিষ্ট থাকেন তখন রাজা বা রাণীকে ঐ নেতাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু যখন দলের নেতা নির্দিষ্ট থাকে না অথবা কোন প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু বা পদত্যাগের পর পরবর্তী নেতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে অথবা যখন কোন দলই কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে না, তখন রাজা বা রাণী কতকটা স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অবকাশ পান। এই বিষয়ের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।**

প্রধান মন্ত্রী নিয়োগে রাজার ভূমিকা

প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের পর উঠে মন্ত্রিসভা এবং ক্যাবিনেট গঠনের প্রশ্ন।

* "The whole machinery of government is in the House of Commons and it is next door to an absurdity to conduct it from the House of Lords." Lord Rosebery

** ৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও মন্ত্রিসভা এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে গঠন ও কার্যের দিক দিয়া বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। সমস্ত মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত। আইনত ইহাদের নিযুক্ত করেন রাজা বা রাণী কিন্তু মনোনয়ন করেন প্রধান মন্ত্রী। ইহারা রাজ-কর্মচারী, কিন্তু ইহাদের পদ রাষ্ট্রনৈতিক। ইহারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রনৈতিক দল বা সম্মিলিত দলের সদস্য এবং কমন্স সভার নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্য হইল গঠন ও কর্মগত

মন্ত্রিসভার সদস্যদের মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে: (১) বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিবর্গ। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনকে রাষ্ট্রসচিব (Secretaries of State) আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণত স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণ এই আখ্যা পাইয়া থাকেন। (২) বহু পুরাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এমন কতকগুলি পদে নিযুক্ত মন্ত্রিগণ—যেমন, লর্ড প্রিভি সিল (Lord Privy Seal)। ইহাদের উপর কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের ভার থাকে না, তবে প্রধান মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে ইহাদের উপর বিশেষ বিশেষ কার্যভার অর্পণ করিতে পারেন। (৩) লর্ড চ্যান্সেলার—ইনি আইন ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা। (৪) এ্যাটর্ণী জেনারেল, সলিসিটর জেনারেল প্রভৃতি রাজশক্তির আইনজ্ঞ পদস্থ কর্মচারী। (৫) পার্লামেণ্টের কর্মসচিববৃন্দ এবং অধস্তন কর্মসচিববৃন্দ (Parliamentary Secretaries and Under-Secretaries)। ইহা ব্যতীত কোষাধ্যক্ষ, কম্পট্রোলার (The Comptroller), ভাইস চেম্বারলেন (The Vice-Chamberlain) প্রভৃতি রাজপরিবারের কয়েকজন কর্মচারী মন্ত্রিসভায় আছেন। অনেক সময় আবার দপ্তরের দায়িত্বশূন্য মন্ত্রীও (Ministers without Portfolio) নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। তবে এই প্রথা ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে।

মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য

মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা কত হইবে তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। রাষ্ট্রের কার্যাবলী বাড়িয়া যাওয়ায় নূতন নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইতেছে। ফলে মন্ত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময় এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। গত দুই মহাযুদ্ধের সময় এই সংখ্যা এক শতের অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় মন্ত্রিসভা প্রায় ৬০-৭০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রীর হস্তে নূতন পদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকিলেও উহা কতক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। আইন ব্যতীত কমন্স সভায়

মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা

কর্মসচিব বা অধস্তন কর্মসচিবদের সংখ্যা বাড়াইতে পারা যায় না। অন্যান্য নূতন পদ সৃষ্টি করিতে পারা যায় যদি অবশ্য পার্লামেণ্ট অর্থ মঞ্জুর করে। সাধারণত পার্লামেণ্ট নূতন পদসৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। বর্তমানের প্রথা অনুসারে যখন কোন বিভাগের কার্যের চাপ বাড়িয়া যায় তখন রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর কিছু কার্যের ভার অর্পণ করা হয়।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনয়ন ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর স্বাধীনতা অন্যান্যভাবেও সীমাবদ্ধ। প্রচলিত রীতিনীতি, নিয়ম, দলীয় পরিস্থিতি প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাকে কার্য করিতে হয়। প্রথা অনুসারে মন্ত্রীদের পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়া প্রয়োজন। তবে এমন দৃষ্টান্ত আছে যে, পার্লামেণ্টের সদস্য না হইয়াও মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোন একসময় নয় মাস ধরিয়া পার্লামেণ্টের সদস্য না হইয়াও মন্ত্রী ছিলেন। বাহিরের কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভার সভ্য করা হইলে তাঁহাকে পরে নির্বাচিত হইয়া কমন্স সভার সদস্য হইতে হয় অথবা লর্ড সভার সদস্য মনোনীত হইতে হয়। প্রধান মন্ত্রীকে দুই কক্ষের মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্যপদ বণ্টন করিয়া দিতে হয়। ১৯৫৭ সালের কমন্স সভা অযোগ্যতা আইন (House of Commons Disqualification Act, 1957) অনুসারে কমন্স সভার সদস্যদের মধ্য হইতে সর্বাধিক কতজন মন্ত্রী নিযুক্ত করা যাইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরোক্ষভাবে ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে মন্ত্রিসভায় লর্ড সভারও প্রতিনিধি থাকিবে। উপরন্তু, লর্ড সভাতেও মন্ত্রিসভার মুখপাত্র থাকা প্রয়োজন বলিয়া ঐ কক্ষ হইতেও মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত দলভুক্ত প্রধান রাষ্ট্রনীতিবিদগণ, পার্লামেণ্টীয় রাষ্ট্রনীতিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এমন সমস্ত অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ব্যক্তি, দলের বিভিন্ন শ্রেণী, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন সামাজিক আর্থিক ও ধর্মীয় স্বার্থ প্রভৃতির কথাও মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেটের সদস্য নির্বাচনের সময় প্রধান মন্ত্রীকে চিন্তা করিতে হয়। এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীকে সকল সময়ই লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে সত্যকারের দক্ষ এবং সহযোগে কাজ করিতে পারেন এমন সমস্ত ব্যক্তি লইয়া সরকার গঠিত হয়। যাঁহারা বিতর্কে পটু, সভাসমিতিতে বক্তৃতা প্রদানে অভিজ্ঞ এবং জনপ্রিয় তাঁহাদের দাবি অগ্রগণ্য। এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মন্ত্রী মনোনয়ন ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইলেও রাজা বা রাণীর প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

মন্ত্রিদপ্তর গঠনে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

মন্ত্রিসভার সদস্যদের মত ক্যাবিনেটের সদস্যদেরও মনোনয়ন করেন প্রধান মন্ত্রী। ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভা হইতে ক্ষুদ্রতর পরিষদ। মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁহাদের প্রধান মন্ত্রী

দেশের শাসন ব্যাপারে রাজা বা রাণীকে পরামর্শ দিবার জন্য আহ্বান জানান তাঁহারাই ক্যাবিনেটের সদস্য হন।* সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্যাবিনেটের সকল সদস্যই মন্ত্রিসভার সদস্য কিন্তু মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই ক্যাবিনেটের সদস্য নহেন। ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট-বহির্ভূত মন্ত্রী এই দুই শ্রেণীতে মন্ত্রীদের ভাগ করা যাইতে পারে। তবে বলা প্রয়োজন যে, যাঁহারা ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত না হন তাঁহাদের দপ্তরসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনাকালে তাঁহাদিগকে ক্যাবিনেটের সভায় যোগদান করিবার জন্য সাধারণত আহ্বান করা হয়।

ক্যাবিনেটের গঠন

১। মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেটের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য

এই প্রসংগে ক্যাবিনেটের সহিত প্রিভি কাউন্সিলের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। জনৈক লেখকের বর্ণনানুসারে ক্যাবিনেট "রাজা বা রাণীর এমন সমস্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী লইয়া গঠিত যাঁহারা প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য।" এই সংজ্ঞার ভিতর ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা এক সময় প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য হইতে যাঁহাদের অনুগত ও বিশ্বস্ত মনে করিতেন তাঁহাদের গোপনে মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য নিজ কক্ষে আহ্বান করিতেন। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান বর্তমানেও বজায় রাখা হইয়াছে। সেইজন্য যাঁহারাই ক্যাবিনেটের সদস্য হন তাঁহাদেরই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য করা হয়। বলা হয়, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে যে-শপথ গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে মন্ত্রীরা সরকারী কার্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা বজায় রাখিতে বাধ্য হন।

ক্যাবিনেট ও প্রিভি কাউন্সিলের মধ্যে সম্পর্ক

ঐতিহাসিক তথ্য বা অনুষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয় যে, আসলে ক্যাবিনেট হইল দেশের শাসননীতির পরিচালক। কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক দলের নেতা এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তাদের লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ক্যাবিনেট তাহার নীতিকে প্রবর্তন করিতে সমর্থ হয়। ক্যাবিনেটের কায সম্বন্ধে যে-গোপনীয়তা রক্ষার কথা বলা হয় তাহা প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে যে-শপথ গ্রহণ করেন তাহার উপরেই নির্ভর করে না। দেখা গিয়াছে, শপথ সত্ত্বেও কোন-না-কোন ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর সহিত সংবাদপত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যতটুকু গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় তাহার পিছনে কায করে ক্যাবিনেটের ঐক্য রক্ষার তাগিদ, প্রচলিত

ক্যাবিনেটের গোপনীয়তা রক্ষার কারণ

* "The Cabinet consists of those ministers whom the Prime Minister invites to join him in tendering advice to the Sovereign on the government of the country." Wade and Phillips, *Constitutional Law*

রীতি, প্রধান মন্ত্রীর তদারক এবং সহকর্মীদের অনুমোদন। বর্তমানে ক্যাবিনেটের গোপন তথ্য প্রকাশ আইন* কর্তৃক দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

ক্যাবিনেটের সদস্য কাহারা হইবেন তাহা ঠিক করাও খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। দলের মধ্যে সকল সময়ই এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকেন যাঁহাদের ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করা একরকম বাধ্যতামূলক বলা যায়।** ১৯২৯ সালে ম্যাক্‌ডোনাল্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর্থার হেণ্ডারসনকে পররাষ্ট্র-সচিব পদে নিযুক্ত করেন। ইহা ছাড়া যেখানে প্রধান মন্ত্রীর মনোনয়নের স্বাধীনতা রহিয়াছে সেখানেও তিনি প্রধান সহকর্মীদের সংগে পরামর্শ করেন। পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় সকল গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের প্রধান কর্তাগণকে এবং কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট (Lord President of the Council), লর্ড প্রিভি সিল, ল্যাংকাষ্টারের ডাচীর চ্যান্সেলর (The Chancellor of the Duchy of the Lancaster) প্রভৃতি কয়েকজন মন্ত্রীকে, যাঁহাদের দপ্তরসংক্রান্ত কায খুব অল্প বা নাই বলিলেও চলে, ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করার রীতি ছিল। বর্তমানে যেভাবে রাষ্ট্রের কার্য বাড়িয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন দপ্তরের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এই রীতিকে কার্যকর করার অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়ায় ক্যাবিনেটের আয়তন বৃদ্ধি। এই রীতি অনুসারে বর্তমানে ক্যাবিনেট গঠন করা হইলে উহার সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইবে ২৮-৩০ জন। আয়তন ছোট রাখিবার উদ্দেশ্যে এখন অনেক বিভাগীয় মন্ত্রীকে ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ইহা সত্ত্বেও মনে হয় যে, ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা ১৮-২০ জনের কম হইবে না।† হার্বার্ট মরিসন লিখিয়াছেন, শান্তির সময়ে ১৬-১৮ জনের কম মন্ত্রী লইয়া গঠিত ক্যাবিনেটের কথা চিন্তাও করা যায় না।†† অথচ অপর অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, সদস্যসংখ্যা ১০-১২ জনের অধিক হইলে ক্যাবিনেটের পক্ষে সুদক্ষভাবে কার্য করা অসম্ভব।

ক্যাবিনেটের সদস্য কাহারা হইবেন

বৃহদায়তন ক্যাবিনেট সুদক্ষতার পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হয়

মরিসনের মত যাঁহারা বৃহদায়তন ক্যাবিনেটের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, ক্যাবিনেটের সদস্যদের দুই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিতে হয়: সরকারী দলের নেতৃত্ব করা, এবং শাসন বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করা। বিভাগীয় মন্ত্রীদের ক্যাবিনেট হইতে বাদ দেওয়া হইলে একদিকে যেমন ক্যাবিনেট দপ্তরগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে

---

* *The Official Secrets Act*

** "Certain colleagues he (the Prime Minister) must choose, because their presence in the Government is expected by the party..." Laski

† ১৯৬২ সালে সদস্যসংখ্যা ছিল ২০।

†† Herbert Morrison, *Government and Parliament*

পারিবে না, অন্যদিকে তেমনি দপ্তরের মন্ত্রীরাও ক্যাবিনেটের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্যকভাবে বুঝিতে পারিবেন না। ইহা ছাড়া নীতি-নির্ধারণে অংশগ্রহণ না করিতে পারায় মন্ত্রীদের দায়িত্ববোধ বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। সর্বোপরি এক বিভাগের কার্য অন্য বিভাগের কার্যের সহিত জড়িত থাকে এবং ক্যাবিনেট যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখনই তাহার ফলাফল বিভিন্ন বিভাগের উপর কার্য করে। এ-অবস্থায় বিভাগীয় মন্ত্রীদের ক্যাবিনেট হইতে বাদ দিলে বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং সরকারী নীতির ঐক্য বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, ক্যাবিনেটের কর্মকুশলতার সহিত শুধু সদস্যসংখ্যার প্রশ্নই জড়িত নাই। রাষ্ট্রের কার্যের পরিমাণ ও জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মন্ত্রীরা বর্তমানে নীতি-নির্ধারণ কার্যে যথেষ্ট সময় দিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে ক্যাবিনেট-কমিটি (Cabinet Committees), ক্যাবিনেট-কর্মসচিবের অফিস (Cabinet Secretariat), প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বন্ধুদের মধ্যে নীতি বিষয়ে বেসরকারী আলাপ-আলোচনা, ক্যাবিনেট আলোচনায় ক্যাবিনেট-বহির্ভূত মন্ত্রীদের যোগদানের সুবিধা প্রভৃতি নানা পন্থার সাহায্যে উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বৃহদায়তন ক্যাবিনেটের সপক্ষে যুক্তি

বর্তমান বৃহদায়তন ক্যাবিনেটের ত্রুটি দূরিকরণের চেষ্টা

এই প্রসংগে যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেটের (War Cabinet) কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ অনেকের মতে, যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেটের মত ক্ষুদ্রায়তনের ক্যাবিনেট স্বাভাবিক অবস্থাতেও গঠন করিলে কার্যের সুবিধা হয়। গত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ক্ষুদ্রায়তন ক্যাবিনেট গঠন করা হয়। প্রথম যুদ্ধের সময় লয়েড জর্জের ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা ছিল ৫ জন হইতে ৭ জন। ইঁহাদের মধ্যে রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলর ভিন্ন অন্যান্য সদস্যের বিভাগীয় দায়িত্ব ছিল না। এই ব্যবস্থার ফলে ক্যাবিনেট যুদ্ধ-পরিচালনাকার্যে সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ দিতে পারিত এবং বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধান করিতে সমর্থ হইত।

যুদ্ধকালীন ক্ষুদ্রায়তন ক্যাবিনেট

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় চেম্বারলেন যে-ক্যাবিনেট গঠন করেন তাহাতে ৯ জনের মধ্যে ৫ জন সদস্যের উপর বিভাগীয় কার্যের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে চার্চিল যখন প্রধান মন্ত্রী হইলেন তখন ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা কমাইয়া ৫ জন করিলেন। পরে অবশ্য এই সংখ্যা বাড়িয়া ৭-৮ জনে দাঁড়ায়। প্রধান মন্ত্রী চার্চিল নিজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন যদিও তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তরের (The Ministry of Defence) প্রবর্তন করা হয় নাই।

অতি অল্পসংখ্যক সদস্য লইয়া ক্যাবিনেট গঠন করা যুদ্ধ বা অনুরূপ সংকটের সময় সম্ভবপর হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় উহার সম্ভবপরতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যুদ্ধের সময় একমাত্র সমস্যা হইল যুদ্ধ জয় করা; অন্যান্য প্রশ্ন তখন চাপা পড়িয়া যায়। বিরুদ্ধ সমালোচনাও তখন সাধারণত বন্ধ থাকে। কিন্তু যখন সংকট-মুহূর্ত কাটিয়া যায় তখন চেষ্টা করা হয় অধিকসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত ক্যাবিনেটকে ফিরাইয়া আনিবার। এইজন্য প্রথম যুদ্ধের পর ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা কম রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে ২০ জন সদস্য লইয়া ক্যাবিনেট গঠন করিতে হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ১৯৫০ সালের এ্যাট্‌লির ক্যাবিনেট ১৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় যদিও তিনি অনেক বিভাগকে ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এবং ১৯৫১ সালে চার্চিলের ক্যাবিনেটে ১৬ জন সদস্য ছিলেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন ক্যাবিনেট গঠন করা কঠিন

উপরি-উক্ত আলোচনায় মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেটের মধ্যে যে গঠনগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ছাড়াও কাযের দিক দিয়া এই দুই সংস্থার মধ্যে পার্থক্য নিদেশ করা যায়। মন্ত্রিসভার সমগ্র সদস্য একত্র মিলিত হইয়া যৌথভাবে নীতি-নির্ধারণ বা কোন কর্তব্য সম্পাদন করেন না। মন্ত্রীদের উপর পৃথকভাবে বিভাগীয় কাযের দায়িত্ব থাকে। অপরপক্ষে, ক্যাবিনেটের সদস্যদের যৌথ দায়িত্ব থাকে। তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চালান, নীতি-নির্ধারণ করেন, বিভিন্ন বিভাগের কাযের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন, সরকার ও দলের নেতৃত্ব করেন। ক্যাবিনেটের সকল সদস্যই আবার মন্ত্রী। সুতরাং ক্যাবিনেটের সভায় মিলিত হইয়া যৌথভাবে কর্তব্য-সম্পাদনের দায়িত্ব ছাড়াও ক্যাবিনেটের প্রায় সকল সদস্যের উপর মন্ত্রী হিসাবে কোন-না-কোন শাসন বিভাগ বা শাসনকায পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।

২। মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেটের মধ্যে কর্মগত পার্থক্য

ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব রহিয়াছে, সাধারণ মন্ত্রীদের নাই

ক্যাবিনেটের কার্যাবলী (Functions of the Cabinet):

ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন লেখক ঐ সংস্থার বিভিন্ন বর্ণনা দিয়াছেন। বেজ্‌হটের (Bagehot) বর্ণনা অনুসারে ক্যাবিনেট শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে সংযোগ চিহ্ন।* লাওয়েলের (Lowell) ভাষায় উহা হইল 'রাষ্ট্রনৈতিক তোরণের মধ্যপ্রস্তর'।** বার্কারের (Barker) মতানুসারে, ক্যাবিনেটকে শাসননীতির চুম্বকশক্তি

ক্যাবিনেটের গুরুত্ব:

* "The hyphen that joins, the buckle that binds the executive and legislative departments together."

** "The keystone of the political arch."

(magnet of policy) বলিয়া অভিহিত করা যায়। উহারই নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে শাসন বিভাগের সংহতি এবং আইন বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদিত হয়।

গ্রেট ব্রিটেন এবং 'সাম্রাজ্যে'র অন্তর্ভুক্ত যে-সমস্ত দেশে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা নাই সেই সমস্ত দেশের শাসন-পরিচালক হইল ক্যাবিনেট। চরম শাসনক্ষমতা ইহার হস্তে ন্যস্ত।

ক। ক্যাবিনেট শাসন-পরিচালনার কেন্দ্র

শাসন-পদ্ধতির বিভিন্ন দিকের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়সাধন করে এই ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেট যে সাধারণ নীতি-নির্ধারণ করে তাহা প্রতিফলিত হয় শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর নীতি ও কার্য এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনে। ইহার কারণ নির্দেশ করা কষ্টসাধ্য নয়। ক্যাবিনেট হইল কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান নেতৃবর্গ লইয়া গঠিত কমিটি। সুতরাং ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। আর তাহা ছাড়া কমন্স সভার পক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্যাবিনেটের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করার ফল দাঁড়ায় উহার নিজের পতন, কারণ প্রধান মন্ত্রী এই অবস্থায় রাজা বা রাণীকে কমন্স সভা ভাঙিয়া দিয়া সাধারণ নির্বাচন করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু ক্যাবিনেটকে সকলসময়েই দলীয় কার্যসূচী এবং নির্বাচকদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নীতি-নির্ধারণ করিতে হয়, কারণ কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর, এবং আবার এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ভর করে নির্বাচকদের অনুমোদনের উপর।

খ। ক্যাবিনেট শাসন বিভাগীয় বিভিন্ন দপ্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে

অনুরূপ কারণের জন্যই আবার ক্যাবিনেট শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যাবিনেটের অধিকাংশ সদস্য শাসন বিভাগের অধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির প্রধান কর্তা। ক্যাবিনেটের সমস্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্যাবিনেটের মাধ্যমে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই নীতির ভিত্তিতে

গ। ক্যাবিনেট আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে

সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল যে, ক্যাবিনেট এবং ক্যাবিনেটের সর্বপ্রধান ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীর পদ আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় এবং ইহাদের আইনগত কোনও ক্ষমতাও নাই। যদিও ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইন (The Ministers of the Crown Act, 1937) কর্তৃক স্বীকৃত

ক্যাবিনেট এবং প্রধান মন্ত্রীর পদ ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ প্রথাগত

হইয়াছে এবং প্রধান মন্ত্রীর পদের কথা উক্ত আইন এবং আরও দুই একটি আইনে উল্লেখ করা হইয়াছে—তবুও এই দুই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও কাজের ভিত্তি সম্পূর্ণ প্রথাগত। ইহাদের অধিকারীরা যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঐগুলিকে আইন-সংগতভাবে কার্যকর করা হয় রাজা বা রাণী, প্রিভি কাউন্সিল, মন্ত্রী প্রভৃতির

সাহায্যে। যেখানে বিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োজন হয় সেখানে পার্লামেণ্টের দ্বারস্থ হইতে হয়।

হ্যালডেন কমিটিকে অনুসরণ করিয়া ক্যাবিনেটের কার্যাবলীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) যে-সমস্ত শাসননীতি পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করা হইবে সেই সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্যাবিনেট; (২) ক্যাবিনেট পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে; (৩) ক্যাবিনেট সরকারী বিভাগগুলির ক্ষমতার সীমা নির্দেশ এবং ইহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন কার্যে সর্বদা ব্যাপৃত থাকে।*

ক্যাবিনেটের কার্যাবলী:

বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সময় সরকারকে ব্যস্ত থাকিতে হয় যাহাকে বলা হয় জনকল্যাণমূলক কাযসমূহ তাহাদের লইয়া। বৈদেশিক সম্পর্ক এবং দেশরক্ষাও কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ক্যাবিনেটকে প্রতিনিয়ত এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে নীতি-নির্ধারণ ও চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। নীতি-নির্ধারণের পর ঐ নীতিকে কাযকর করিতে যদি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তুত, অধিকাংশ আইনের বিষয়বস্তু হইল শাসন বিভাগের ক্ষমতা। আবার আইন প্রণয়ন ক্যাবিনেট কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যে-সমস্ত বিষয়ে ক্যাবিনেট আইন করিবার প্রস্তাব করে তাহা সহজেই পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়, কারণ মন্ত্রীরা দলীয় ব্যবস্থার সাহায্যে কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান সময়ে আইন করার ক্ষমতা ক্যাবিনেটের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। পার্লামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় 'রাজকীয় বক্তৃতা' দেওয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে ক্যাবিনেট কর্তৃক রচিত। এই বক্তৃতায় সরকারের আইনসংক্রান্ত কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন বিষয়সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রণয়ন, এবং পার্লামেণ্টের বিল উত্থাপন ও সমর্থন করা মন্ত্রীদের কর্তব্য। মন্ত্রিগণ ছাড়াও পার্লামেণ্টের অন্যান্য সদস্য আইনের প্রস্তাব করিতে পারেন, কিন্তু ক্যাবিনেটের অনুমোদন ব্যতীত উক্ত প্রস্তাব পাস হওয়া একরূপ অসম্ভব। পার্লামেণ্টের কতটা সময় সরকারী কাযে ব্যয় করা হইবে তাহাও স্থির করে ক্যাবিনেট।

১। নীতি-নির্ধারণ ও আইনসংক্রান্ত কায

* The functions of the Cabinet as defined in the Report of the Machinery of Government Committee (Haldane Committee), 1918 are :

(1) the final determination of policy to be submitted to Parliament ;

(2) the supreme control of the national executive in accordance with the policy agreed by Parliament ;

(3) the continuous co-ordination and delimitation of the authority of the several Departments of State.

আইনসংক্রান্ত বিষয়ে ক্যাবিনেটের এই ব্যাপক ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। বর্তমানে রাষ্ট্রের আইনের পরিমাণ ও জটিলতা এত বেশী যে, কমন্স সভার সদস্যদের পক্ষে সুশৃংখলভাবে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করার যোগ্যতা বা সময় কোনটাই নাই।

২। শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কার্য

ক্যাবিনেট সামগ্রিকভাবে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। সকল দপ্তরের সাধারণ তত্ত্বাবধান করা ইহার কর্তব্য। পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন কার্যকর করা হইতেছে কি না তাহা দেখা এবং যে-ক্ষেত্রে আইন নাই সে-ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণ করা মন্ত্রীদের কার্য। বর্তমানে আইনসংক্রান্ত কার্যের পরিমাণ ও জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্লামেণ্ট কেবলমাত্র আইনের কাঠামো প্রস্তুত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীরা নিয়মকানুন, আদেশ প্রভৃতি দ্বারা ঐ আইনকে পরিপূর্ণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। আইনত শাসনক্ষমতা রাজশক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও কার্যত প্রযুক্ত হয় ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। যুদ্ধ, শান্তি, বৈদেশিক নীতি, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আভ্যন্তরীণ বিষয় সমস্তই ক্যাবিনেটের নির্দেশের উপর নির্ভর করে। ক্যাবিনেটের অনেক সদস্যই শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং ইঁহাদের কার্যের পরিমাণও বিপুল। সুতরাং ক্যাবিনেট কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে।

আইনকে পরিপূর্ণ করিয়া প্রবর্তনোপযোগী করা ক্যাবিনেটের কার্য

কোন্ কোন্ বিষয়ে ক্যাবিনেটের অনুমতি লওয়া প্রয়োজন তাহা প্রত্যেক মন্ত্রী স্থির করেন। কিন্তু নূতন নীতি প্রবর্তন বা প্রচলিত নীতির পরিবর্তনের প্রশ্ন বা কোন বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন জড়িত থাকিলে তাহা ক্যাবিনেটের নিকট আনয়ন করা হয়। এই সমস্ত বিষয়ে ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শ করা মন্ত্রীদের শুধু অধিকারই নয়, কর্তব্যও বটে—কারণ, শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন কার্যের জন্য দায়িত্ব বহন করিতে হয় ক্যাবিনেটকে। যেখানে জরুরী অবস্থার জন্য পূর্বে ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শ করা সম্ভব হয় না সেখানে প্রধান মন্ত্রীর অনুমতি লওয়া প্রয়োজন। অবশ্য কতকগুলি বিষয়—যেমন, অনুকম্পা প্রদর্শন, ক্যাবিনেট গঠন, চাকরিতে নিয়োগ, সম্মানসূচক উপাধি প্রদান প্রভৃতি সাধারণত ক্যাবিনেটে বিবেচনা করা হয় না। তবে যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন জড়িত থাকে সেখানে ক্যাবিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়ার প্রশ্নও ক্যাবিনেটের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। ১৯১৮ সাল হইতে এই ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রী প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন; অবশ্য প্রধান মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে ক্যাবিনেটের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। বাজেট সম্পর্কে নিয়ম হইল যে, অন্যান্য বিষয়ের মত উহা পূর্বে প্রচারিত এবং ক্যাবিনেটে বিশদভাবে আলোচিত

ক্যাবিনেট সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যের দায়িত্ব বহন করে

হয় না। কমন্স সভায় বাজেট প্রদানের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে উহা মৌখিকভাবে ক্যাবিনেটের নিকট প্রকাশ করা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, বাজেট সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু বাজেট সম্পর্কে বিবৃতি প্রদানের পর ক্যাবিনেট বাজেটের পরিবর্তন দাবি করিতে পারে, এমনকি উহাকে বাতিলও করিয়া দিতে পারে। ব্যয়ের হিসাব (Estimates) সম্পর্কে মতবিরোধের মীমাংসা ক্যাবিনেটকে করিতে হয়। পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, কোন্ কোন্ বিষয় ক্যাবিনেটের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে পার্লামেণ্ট এবং জনমতের উপর। সমালোচনার ফলে অনেক বিষয় সম্বন্ধেই ক্যাবিনেটকে বিচার-বিবেচনা করিতে হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর অভিমতকে উপেক্ষা করা সহজ নয়। জনমতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মন্ত্রীদের পক্ষে বিভাগীয় অধস্তন কর্মচারীদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। এইজন্যই ইহাদের বিভিন্ন সমস্যা ও লোক সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিবার ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ক্যাবিনেট ও বাজেট

ক্যাবিনেটের কায পার্লামেণ্ট ও জনমত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়

শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের কাযের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং সরকারের সাধারণ নীতির মূল ধারাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে স্থিরিকরণ ক্যাবিনেটের আর একটি দায়িত্ব। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকারের কায পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। সুতরাং এক বিভাগের কায অন্যান্য বিভাগকে স্পর্শ করে। ইহার ফলে নানারকম শাসনকার্যসংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। কোন বিষয় সম্পর্কে দুই বা ততোধিক দপ্তর পরস্পরবিরোধী আদেশ প্রদান করিতে পারে, পরস্পরবিরোধী নীতি প্রয়োগ করিতে পারে, পরস্পরের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে, এমনকি কাযসম্পাদনায় পরস্পরের সহিত অপচয়জনকভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারে। সুতরাং প্রয়োজন হইল সমন্বয়সাধনের।

৩। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধনসংক্রান্ত কায

সমন্বয়সাধন বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ নীতি নির্ধারণ ও প্রবর্তন করা। এখানেই হয়ত ক্যাবিনেটের কাযের মধ্যে মারাত্মক রকমের ত্রুটি থাকিয়া যাইতে পারে। ক্যাবিনেটের সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকার ফল দাঁড়াইতে পারে সরকারী কার্যের মধ্যে অসংগতি ও অনৈক্য—কারণ, ক্যাবিনেটের সুস্পষ্ট নীতির অভাবে বিভিন্ন দপ্তরকে নিজ নিজ কর্মপন্থা স্থির করিয়া লইতে হয়; ফলে সামগ্রিকভাবে কোন সংগতিপূর্ণ পরিকল্পিত নীতি প্রবর্তিত হয় না। বর্তমান সময়ে সমন্বয়সংক্রান্ত উল্লিখিত সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, আন্তবিভাগীয় কমিটি নিয়োগ, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এক দপ্তরের কর্মচারীকে অন্য দপ্তরে

নিয়োগ, একাধিক দপ্তরের সমজাতীয় কার্যের জন্য সম্মিলিত শাখা বা একই কর্মচারীর ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সমন্বয়সাধন করা হয়। প্রধান প্রধান নীতির সমন্বয় করার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে ক্যাবিনেট ও প্রধান মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত। ক্যাবিনেটের পরামর্শ ব্যতীত কোন নীতি পরিবর্তিত বা প্রবর্তিত হয় না। দপ্তরগুলির মধ্যে বিবাদ বাধিলে উহার মীমাংসা করেন প্রধান মন্ত্রী ও ক্যাবিনেট। প্রধান মন্ত্রীকে সামগ্রিকভাবে সরকারী নীতির উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়।

সমন্বয়ের দায়িত্ব ক্যাবিনেট ও প্রধান মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত

সরকারী কার্য এবং নীতির সমন্বয় ও পরিকল্পনা ব্যাপারে যে সমস্ত পন্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, ঐগুলির মধ্যে কমিটি-ব্যবস্থা, ক্যাবিনেট দপ্তর, নৌ, বিমান ও সৈন্য বিভাগের মত সমজাতীয় কার্যে ব্যাপৃত দপ্তরগুলিকে একত্রিত করিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর (Defence Minister) মত একজন মন্ত্রীর হস্তে উহাদের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করা, একাধিক দপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সমজাতীয় বিষয়ের পরিকল্পনার জন্য জাতীয় বীমা দপ্তরের মত নূতন দপ্তরের সৃষ্টি প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমন্বয়সাধনের পন্থাসকল

কমিটি-ব্যবস্থা, ক্যাবিনেটের বৈঠক এবং ক্যাবিনেটের দপ্তরখানা (Committee System, Cabinet Meetings, Cabinet Office or Secretariat) :

ক্যাবিনেট একদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রিভি কাউন্সিলের কমিটি এবং অপরদিকে পার্লামেন্টের অধিকসংখ্যক সদস্যের আস্থাভাজন দলের কমিটি। এই ক্যাবিনেটই আবার তাহার কার্যসম্পাদনের জন্য বহু কমিটি নিয়োগ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে এইরূপ কমিটির সংখ্যা ও উহাদের গুরুত্ব বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। ক্যাবিনেটের সভ্য, বিভাগীয় এবং অনেক সময় প্রধান সরকারী কর্মচারীদের লইয়া কমিটিগুলি গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী নিজেই অনেক ক্যাবিনেট কমিটির সভাপতি হিসাবে কার্য করেন। এই কমিটিগুলি দুই প্রকারের কার্য করে। প্রথমত, অনেক বিষয় সম্পর্কে পুংখানুপুংখ বিচার-বিবেচনা করিয়া ক্যাবিনেটের নিকট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রিপোর্ট পেশ করে। দ্বিতীয়ত, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে কমিটিগুলি নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য এই ক্ষমতা ক্যাবিনেট প্রদান করিতে থাকে।

ক। কমিটি ব্যবস্থা

কমিটির কার্যাবলী

ক্যাবিনেট-কমিটিগুলিকে স্থায়ী ও অস্থায়ী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মোটামুটিভাবে স্থায়ী প্রকৃতির সমস্যাগুলির বিচারের জন্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ

করা হয়, অস্থায়ী বা সাময়িক বিষয়ের সমাধান বা ঐ বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য অস্থায়ী কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি প্রথার সুবিধা হইল যে, ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয় না, এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মন্ত্রীরা কমিটিতে উপস্থিত থাকার দরুন দপ্তরগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় সহজে সাধিত হয়।

স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিটি

স্বাভাবিক অবস্থায় পার্লামেণ্টের অধিবেশনকালে প্রতি সপ্তাহে একবার কি দুইবার দুই ঘণ্টার জন্য ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। পার্লামেণ্ট অধিবেশনে না থাকিলে ক্যাবিনেটের বৈঠক আরও কম হয়। জরুরী বিষয়ের আলোচনার জন্য প্রধান মন্ত্রী যখন ইচ্ছা তখন ক্যাবিনেটকে মিলিত হইতে আহ্বান করিতে পারেন। ক্যাবিনেটের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই আলোচনা কোন বাঁধাধরা নিয়ম অনুসারে করা হয় না। কথাবার্তা ও ভাবের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়াই মন্ত্রীরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বাহির করিতে চেষ্টা করেন।

খ। ক্যাবিনেটের বৈঠক ও কার্যপদ্ধতি

প্রধান মন্ত্রী ক্যাবিনেটের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, এবং ক্যাবিনেটের আলাপ-আলোচনা পরিচালিত হয় তাহারই নির্দেশে। ক্যাবিনেটের বৈঠক এবং আলোচনা গোপনভাবে হয়। এই গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের (Cabinet Ministers) প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে যে-শপথ গ্রহণ করিতে হয়, এবং ক্যাবিনেটের সরকারী দলিলপত্র প্রকাশ সম্বন্ধে যে-আইন আছে তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।*

১৯১৬ সালে যুদ্ধের সময় লয়েড জর্জ জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে ক্যাবিনেটের দপ্তরখানার প্রবর্তন করেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই দপ্তরখানার কায ও গুরুত্ব দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে।** পূর্বে যখন এই দপ্তরখানা ছিল না তখন ক্যাবিনেটের কায পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা হইত। তখন কোন রকম কর্মসূচী থাকিত না এবং যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত তাহাও কোন দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ হইত না। ইহার ফলে কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা লইয়া দপ্তরগুলির মধ্যে প্রায়ই মতানৈক্য দেখা দিত। বর্তমানে ক্যাবিনেটের দপ্তর উহার কর্মসচিবের অধীনে প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী ক্যাবিনেটের কর্মসূচী এবং ক্যাবিনেট-কমিটিগুলির সভাপতির নির্দেশে উহাদের কার্যতালিকা প্রণয়ন করে,

গ। ক্যাবিনেটের অফিস বা দপ্তরখানা

* ৮১-৮২ পৃষ্ঠা দেখ।

** "The Secretariat has now become an important element in the organization of government." Herbert Morrison, *Government and Parliament*

ক্যাবিনেট এবং কমিটিগুলির কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রচার করে, ক্যাবিনেট এবং কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ ও প্রচার করে, ক্যাবিনেটের কার্যসংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ করে, ক্যাবিনেট এবং প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশাবলীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে জানাইয়া দেয়, মন্ত্রীদের প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ এবং পরামর্শ প্রদান করে।

ক্যাবিনেট যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করা হয়। নিজ নিজ দপ্তরকে ঐ ঐ বিষয়ে অবহিত করা মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। শাসনকার্যে লিপ্ত সকল ব্যক্তিই ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তকে মানিতে বাধ্য, এবং দপ্তরগুলি ঐ সকল সিদ্ধান্তকে ঠিকমত কার্যকর করিতেছে কি না, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা ক্যাবিনেট অফিসের অন্যতম কর্তব্য। ক্যাবিনেট অফিসের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বিভাগ (The Central Statistical Office) বলিয়া একটি শাখা আছে। ইহার কার্য হইল দেশের অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, এবং ঐগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া পরিবেশন করা।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বিভাগ

মন্ত্রীদের দায়িত্ব (Ministerial Responsibility): ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার অর্থ হইল শাসনপরিচালনার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা জনপ্রতিনিধিমূলক কমন্স সভার নিকট রাষ্ট্রনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল। মন্ত্রীদের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব (political responsibility) আবার দুই প্রকারের—যৌথ (collective), এবং পৃথক (individual)। যৌথ দায়িত্বের দ্বারা বুঝায় সমস্ত সরকারী নীতি ও কাজকর্মের জন্য ক্যাবিনেটকে সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকিতে হয়—ক্যাবিনেটের বৈঠকে যাহা ঘটে এবং যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক ক্যাবিনেট-মন্ত্রীকে দায়িত্ব বহন করিতে হয়।* সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ক্যাবিনেটের কোন সদস্য একথা বলিয়া দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারেন না যে, ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সম্মতি ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সম্মতি ছিল না এবং সহকর্মীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ক্যাবিনেটের সমস্ত সিদ্ধান্তকেই তাঁহাকে সমর্থন করিতে

দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার অর্থ: রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব

যৌথ দায়িত্বের অর্থ ও প্রকৃতি

* "The doctrine of collective responsibility...imposes upon ministers the obligation to act not as individuals but (in the interest of stability of government) as a united group" Britain, *An Official Handbook, 1962 Edition*

হইবে। আর তাহা না হইলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।* উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৮ সালে ইডেনের পদত্যাগের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি চেম্বারলেনের ক্যাবিনেটের বৈদেশিক নীতির সহিত একমত হইতে পারেন নাই। এখানে আর একটি বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে। যৌথ দায়িত্বের এই অর্থ নয় যে, ক্যাবিনেটের প্রত্যেক সদস্যের ক্যাবিনেটের আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন, অথবা ক্যাবিনেটের বৈঠকে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তবে যাহাতে মন্ত্রীরা তাঁহাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পান, তাহার জন্য ক্যাবিনেটের আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁহাদিগকে বিস্তারিতভাবে অবহিত রাখা হয়। এ্যান্‌সনের মতে, যৌথ দায়িত্ব কার্যকর করিতে হইলে এইভাবে অবহিত রাখার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ক্যাবিনেটের দায়িত্ব (Cabinet responsibility) বলিতে বুঝায় সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদের (the whole Ministry) দায়িত্ব, যদিও সকল মন্ত্রী ক্যাবিনেটের সদস্য নন। যৌথ দায়িত্বের দরুনই সকল মন্ত্রী পার্লামেণ্টে ও পার্লামেণ্টের বাহিরে ঐক্যবদ্ধভাবে কায করেন এবং একই ধরনের কথা বলেন। সরকারী নীতির বিরোধিতা না করাই যথেষ্ট নহে, উহাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করাও মন্ত্রীদের কর্তব্য। পার্লামেণ্টে সকল বিষয়ে সরকারের সহিত এক সহযোগে ভোট দেওয়াও কর্তব্য। অনেক সময় কোন কোন বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রীদের স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের বা মতামত প্রকাশের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯০৮ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত উদারনৈতিক দলের মন্ত্রিত্বের সময় স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের প্রশ্নে মন্ত্রীরা এইরূপ স্বাধীনতা ভোগ করেন। ১৯৩২ সালে 'জাতীয় বা সম্মিলিত সরকার' (National or Coalition Government) যৌথ দায়িত্বের নীতিকে লংঘন করিবার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করে। শুল্ক নীতি সম্পর্কে ক্যাবিনেট একমত হইতে না পারায় ইহা এইরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, মন্ত্রীরা নিজ নিজ ইচ্ছামত বিরুদ্ধ মতপ্রকাশ এবং ভোটপ্রদান করিতে পারিবেন। ১৯৩২ সালের এই দৃষ্টান্ত যদি ভবিষ্যতে অনুসৃত হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আবার কোন মন্ত্রীর পক্ষে ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন নূতন নীতি ঘোষণা করা অথবা সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করা অসংগত বলিয়া ধরা হয়, কারণ ইহাতে সরকারের ঐক্য ও শক্তি ব্যাহত হইবার খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে। ব্যক্তিগত মতামতকে ক্যাবিনেট সমর্থন না করিলে মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রধান মন্ত্রীর অবশ্য এ-বিষয়ে কতকটা স্বাধীনতা আছে।

* "For all that passes in the Cabinet each member of it who does not resign is absolutely and irretrievably responsible, and has no right afterwards to say that he agreed in one case to a compromise, while in another he was pursuaded by his colleagues." Lord Salisbury

যৌথ দায়িত্বের নীতি অনুসারে ক্যাবিনেটকে সমস্ত সরকারী নীতির জন্য দায়ী করা হয়। সুতরাং কোন মন্ত্রীর শাসন পরিচালনায় যদি কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হয়, তাহার জন্য ক্যাবিনেটকে দায়ী করাই স্বাভাবিক। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে, ক্যাবিনেট এতটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করে না। কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের দায়িত্ব স্বীকার করা বা না-করার স্বাধীনতা ক্যাবিনেটের আছে। যে-ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট দায়িত্ব লইতে নারাজ হয়, সে-ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পক্ষে পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকে না। এমনকি এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, ক্যাবিনেটের সম্মতি লইয়া কার্য করিবার পরও ক্যাবিনেট দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছে। ১৯৩৫ সালে স্যর স্যামুয়েল হোর ক্যাবিনেটের অনুমতি লইয়াই হোর-লাভাল চুক্তি (The Hoare-Laval Agreement, 1935) সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হওয়ার ফলে বল্ড্‌উইনের ক্যাবিনেট উহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার সিদ্ধান্ত করে। তখন স্যামুয়েল হোর পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

যৌথ দায়িত্বের নীতি অনুসারে ক্যাবিনেট সমগ্র সরকারী নীতির জন্য দায়ী

এই দায়িত্ব কতদূর ব্যাপক

ক্যাবিনেট যেমন ঐক্যবদ্ধ হইয়া পার্লামেণ্ট এবং নির্বাচন-কেন্দ্রের সম্মুখীন হয়, রাজা বা রাণীকে পরামর্শদান ব্যাপারেও উহাকে ঠিক অনুরূপভাবে কার্য করিতে হয়। যখন রাজা বা রাণীকে কোন পরামর্শ দেওয়া হয়, তাহা ক্যাবিনেটের সর্বসম্মত মত বলিয়া গণ্য করা হয়—যদিও ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য থাকিতে পারে।*

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব, যাহা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক বলিয়া গণ্য, কোন আইন বা বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়; উহা সম্পূর্ণভাবে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

যৌথ দায়িত্ব ছাড়াও মন্ত্রীদের নিজ নিজ দপ্তরের কাযের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব (individual responsibility) বহন করিতে হয়। কর্মকর্তা হিসাবে প্রত্যেক মন্ত্রী নিজ দপ্তরের কাযের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকেন। দপ্তরের কাযের অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ভার স্থায়ী সরকারী কর্মচারীর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তাই বলিয়া পার্লামেণ্টে কোন মন্ত্রী সরকারী কর্মচারীর উপর দোষ চাপাইয়া রেহাই

পৃথক দায়িত্বের স্বরূপ

* "The doctrine of collective responsibility also means that the Cabinet is bound to offer unanimous advice to the Sovereign even when its members do not hold identical views on a given subject." *Government and Administration of the United Kingdom* (British Information Services Publication) p. 21

পাইতে পারেন না। দপ্তরের সমস্ত ভুলভ্রান্তি, অন্যায়ের 'রাষ্ট্রনৈতিক ফল' তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়।*

পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের মধ্যে কমন্স সভাই হইল জনপ্রতিনিধিমূলক এবং কমন্স সভায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুতরাং মন্ত্রীদের কমন্স সভার নিকট দায়িত্বশীল করাই যুক্তিযুক্ত। কার্যের দিক হইতে ইহাতে বিশেষ কোন অসুবিধার কারণ নাই। অধিকাংশ মন্ত্রী কমন্স সভার সদস্য হওয়ায় তাঁহাদিগকে শাসনকায পরিচালনা বিষয়ে জবাবদিহি করিবার জন্য পাওয়া যায়। তবে কয়েকজন মন্ত্রী লর্ড সভার সদস্য থাকেন। তাঁহাদেব পক্ষ হইতে কথা বলিবার জন্য কমন্স সভায় তাহাদের পার্লামেণ্টীয় কর্মসচিব অথবা অধস্তন কর্মসচিব (Under-Secretary) থাকেন।

মন্ত্রীরা কমন্স সভার নিকট দায়িত্বশীল

উপরে যে রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্বের কথা আলোচনা করা হইয়াছে তাহাই প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব (Ministerial Responsibility) হইলেও মন্ত্রীদের আবার আইনগত দায়িত্বও আছে। রাজকর্মচারী হিসাবে মন্ত্রীরা নিজেদের কাযের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আদালতের নিকট দায়ী থাকেন। উপরন্তু, রাজশক্তি যে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাহার জন্য যে সীলমোহর (Seal) ব্যবহৃত হয় তাহার দায়িত্ব কোন-না-কোন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে, এবং যে-সমস্ত দলিলপত্র সম্পাদিত হয় তাহাতে কোন-না-কোন মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর (counter signature) থাকে।

মন্ত্রীদের আইনগত দায়িত্ব

মন্ত্রীদের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব কার্যকর করার পদ্ধতি (Modes of Enforcing Ministerial Responsibility) : দেখা গেল, মন্ত্রীদের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে কমন্স সভার নিকট। এই বিষয়ে লর্ড সভার বিশেষ গুরুত্ব নাই, কারণ লর্ড সভায় জয়পরাজযের দ্বারা মন্ত্রীদের ভাগ্য নির্ধারিত হয় না। মন্ত্রীদের উত্থানপতন নির্ভর করে কমন্স সভায় জয়পরাজয়ের উপর। তবে বর্তমানে দলীয় ব্যবস্থার নিয়মানুবর্তিতা, প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা, নির্বাচন এলাকার বিস্তৃতি, নির্বাচনের ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতির জন্য মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা কমন্স সভার কমিয়া গিয়াছে। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকিলে মন্ত্রিসভাই বর্তমানে কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং কমন্স সভা সকল সময়েই শাসকবর্গকে মনোনীত অথবা বিতাড়িত করিতে সমর্থ—বেজ্‌হটের এই উক্তির সহিত বাস্তব

* "The individual responsibility of a minister for the work of his Department means, that as political head of that Department, he is answerable for all his acts and omissions and must bear the consequences of any defect of administration.........whether he is personally responsible or not." Britain, *An Official Handbook, 1962 Edition*

চিত্রের সংগতি নাই। বস্তুত, কমন্স সভায় পরাজিত হইয়া মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছে এইরূপ ঘটনা বর্তমান সময়ে অতি বিরল। কমন্স সভার আসল কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে সরকারী কাজকর্ম এবং নীতির সমালোচনা করা। বেজ্‌হট ইহাকে ব্রিটেনের জনসাধারণের মনোভাব প্রকাশ করার কার্য বা প্রকাশমূলক কার্য (expressive function) বলিয়া অভিহিত করিয়া ইহাকে কমন্স সভার অন্যতম কার্য, একমাত্র কার্য নহে, বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন।* কিন্তু বর্তমানে ইহার মধ্যেই কমন্স সভার গুরুত্ব ও সার্থকতা নিহিত। সরকারের শক্তি নির্ভর করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর; এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা আবার নির্ভর করে নির্বাচনের ফলাফলের উপর। অতএব নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনই হইল সরকারের শক্তির মূল উৎস। কমন্স সভায় সরকারী কার্য লইয়া যে তর্কবিতর্ক বা সমালোচনা চলে তাহার প্রভাব নির্বাচকমণ্ডলীর উপর পড়ে। বিরোধী দল সরকারের দোষত্রুটি দেখাইয়া সরকারী দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য মন্ত্রীদের সকল সময় খুব সতর্ক হইয়া সরকারী কার্য পরিচালনা করিতে হয়।

বর্তমানে কমন্স সভার পক্ষে মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে

কমন্স সভা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (ক) মন্ত্রীদের শাসনকার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ (interpellations), (খ) নিন্দাসূচক প্রস্তাব (vote of censure) গ্রহণ, (গ) অনাস্থা প্রস্তাব (vote of no-confidence) গ্রহণ, (ঘ) সরকারী প্রস্তাব বা বিল প্রত্যাখ্যান—অর্থাৎ, ছাঁটাই প্রস্তাব (cut motion) এবং (ঙ) মুলতবী প্রস্তাব (adjournment motion) গ্রহণ। কমন্স সভার সদস্যদের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অধিকার রহিয়াছে। বলা হয়, খবরাখবর জানাই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কিন্তু অধিকাংশ সময় বিরোধী দল প্রশ্ন করে মন্ত্রিগণকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য। মুলতবী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কমন্স সভা ক্যাবিনেটের কোন নীতির সমালোচনা করিতে পারে। ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হইল কমন্স সভা কর্তৃক নিন্দাসূচক বা অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ। কোন বিশেষ নীতি বা কার্যের জন্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কমন্স সভা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। মন্ত্রীদের দায়িত্ব বলবৎ করার চরম অস্ত্র হইল কমন্স সভা কর্তৃক সামগ্রিকভাবে সরকারের সাধারণ নীতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ। ইহা ব্যতীত, সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিলকে বা কোন খাতে সরকারের অর্থ-মঞ্জুরীর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, অথবা সরকারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিলের সংশোধন বা অর্থ-মঞ্জুরীর পরিমাণকে হ্রাস করিতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের

অনাস্থা প্রস্তাবই চরম পদ্ধতি

* The House of Commons "is an office to express the mind of the English People." Bagehot

পরাজয় ঘটিলে মন্ত্রিসভাকে হয় পদত্যাগ করিতে হয়, না-হয় পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণত দ্বিতীয় পন্থাই অনুসৃত হয়। এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, কমন্স সভায় সমস্ত প্রকারের পরাজয়ের ফলেই মন্ত্রিসভা বা পার্লামেন্ট ভাঙিয়া যায় না। যখন কোন সামান্য বিষয় বা বিল সম্পর্কে পরাজয় ঘটে অথবা সরকারী দল অপ্রস্তত থাকার জন্য সরকার পরাজিত হয় তখন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ অথবা পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

***প্রধান মন্ত্রী* (The Prime Minister) :** ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর পদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও প্রধান মন্ত্রীর পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনও উহা আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে, এবং উহার ক্ষমতা ও কার্য কোন আইন কর্তৃক নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই—সমস্ত বিষয়টাই প্রথাগত ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে দুই একটি আইনে প্রধান মন্ত্রিপদের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—যেমন, ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইনে (The Ministers of the Crown Act, 1937) প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব বিভাগের প্রথম লর্ডের (The First Lord of the Treasury) মাহিনা কত হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণত প্রধান মন্ত্রীই রাজস্ব বিভাগের প্রথম লর্ডের পদ অলংকৃত করেন। এই প্রচলিত প্রথাকেই মাত্র উপরি-উক্ত আইন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী হিসাবে প্রধান মন্ত্রী কোন আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তাঁহার প্রতিপত্তি, ক্ষমতা এবং প্রাধান্যের মূলে রহিয়াছে কমন্স সভায় তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব।

প্রধান মন্ত্রীর পদ ও মর্যাদা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে

কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়াই তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য

প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদের মর্যাদা (Position and Powers of the Prime Minister) : প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদের মর্যাদার আলোচনা চারিটি বিভিন্ন দিক হইতে করা যাইতে পারে: (ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী, (খ) কমন্স সভার নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী, (গ) ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী এবং (ঘ) রাজা বা রাণীর প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী।

(ক) **সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী :** প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার দল উভয়েরই ক্ষমতা ও মর্যাদা অংগাংগিভাবে জড়িত। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার পদে নিযুক্ত হন, কারণ তিনি কমন্স সভায় [illegible] বা অধিকসংখ্যক সদস্যের সমর্থনপ্রাপ্ত দলের [illegible] পার্লামেন্টের বাহিরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দলের নেতা [illegible] না-হউন কার্যত দেশের নিকট দলের নেতৃত্ব করিবার প্রধান দাবি [illegible] জনের

প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার দলের ক্ষমতা এবং মর্যাদা অংগাংগিভাবে জড়িত

সময় তাঁহার এই দায়িত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পায়। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদাকে ঘিরিয়া দলের শক্তি এবং জনপ্রিয়তা গড়িয়া উঠে। এমনকি ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে কোন্ ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী করা হইবে এই প্রশ্ন লইয়া হয়। সুতরাং প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে ভাল নেতা হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রধান মন্ত্রীকে দলেব জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য সকল সময়ই সচেতন থাকিতে হয়, জনমতকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার উপযোগী উপায়সমূহ অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণ লোকের মধ্যে বীরপূজার যে-দুর্বলতা থাকে তাহার সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, সত্যানুবর্তিতা, সাহস ইত্যাদি সম্বন্ধে সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিও প্রভৃতির মারফত বিশ্বাস এবং মোহের সৃষ্টি করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রীর পক্ষেও নাটকীয় ভংগিতে চলাফেরা করা, কথা বলা এবং পোশাকপরিচ্ছদ পরিধান করা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। সময়োপযোগী বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদান এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবের সহিত সৌহার্দ্য রক্ষা করা সম্পর্কেও প্রধান মন্ত্রীকে যত্ন লইতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত কারণেব জন্য প্রধান মন্ত্রী দলের অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করেন।

দলীয় নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদা ও কর্তব্য

(খ) কমন্স সভার নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী: সাধারণত কমন্স সভার নেতৃত্ব করার দায়িত্ব প্রধান মন্ত্রীর। অবশ্য দৈনন্দিন কাযের ভার অন্য কোন মন্ত্রীর উপর অর্পণ করিতে পারেন। তাহা সত্ত্বেও কমন্স সভার কার্য তাঁহার নির্দেশানুযায়ীই চলে। তিনি দলভুক্ত হুইপগণের মাধ্যমে দলের সদস্যগণকে আদেশ প্রদান করেন। কক্ষের কর্মসূচী তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়ার চরম অস্ত্রও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান এবং সরকারী কার্যের সমর্থন করার প্রধান দায়িত্ব তাঁহার। বিরোধী দলের সংগে সহজ ও সরল সম্পর্ক বজায় রাখাও তাঁহার কর্তব্য।

পার্লামেণ্ট সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব

(গ) ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী: অন্যান্য মন্ত্রীব সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসংগে অনেক সময় প্রধান মন্ত্রীকে সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য (*primus inter pares*) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। প্রধান মন্ত্রী অগ্রগণ্য হইলেও অন্যান্য মন্ত্রী তাঁহার সমমর্যাদাসম্পন্ন সহকর্মী—অধীনস্থ কর্মচারী নন। কিন্তু বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী যে-ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন তাহাতে এই বর্ণনা প্রধান মন্ত্রীর প্রতিপত্তি এবং মর্যাদা সম্যকভাবে ব্যক্ত করে না। স্বেচ্ছাচারী একনায়ক

ক্যাবিনেট এবং অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক

(Dictator) না হইলেও প্রধান মন্ত্রী ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিসভার মূলভিত্তিস্বরূপ।* ক্যাবিনেটের উত্থান ও পতন হয় প্রধান মন্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া। তিনি মন্ত্রীদের ও ক্যাবিনেটের সদস্যদের মনোনীত করেন। প্রয়োজনবোধ করিলে তিনি রাজা বা রাণীকে পরামর্শ দিয়া যে-কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। তবে চরম অবস্থা ছাড়া এরূপ করা হয় না। সাধারণত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধক্রমে পদত্যাগ করেন এবং ক্যাবিনেটের সদস্যপদ পুনর্বণ্টন করা হয়। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীকে বিতাড়িত করা অত্যন্ত কষ্টকর, কারণ এইরূপ করিলে দলের ঐক্য নষ্ট হইবে এবং ফলে বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

ক্যাবিনেটের উপর প্রধান মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা

প্রধান মন্ত্রী ক্যাবিনেটের সভাপতিত্ব এবং সরকারী নীতির সমন্বয়সাধন করেন। ক্যাবিনেটের কর্মসূচী এবং বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক অনুসৃত নীতির মধ্যে বিবাদ বাধিলে প্রধান মন্ত্রী তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন। মন্ত্রীরা প্রয়োজনমত দপ্তর সংক্রান্ত প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্র সচিবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি নিবিড়, কারণ পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন দেখা দেয়। এই সমস্ত প্রশ্ন ক্যাবিনেটে উপস্থাপিত করিবার পূর্বেই দুই মন্ত্রী আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করেন। রাজস্ব বিভাগের প্রধান লর্ড হিসাবে তিনি সিভিল সার্ভিসের প্রধান পদগুলিতে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করেন।) রাষ্ট্রের কার্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন আর পিলের (Peel) মত কোন প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে সমস্ত দপ্তরের কার্যের উপর সূক্ষ্ম তত্ত্বাবধান করা সম্ভবপর না হইলেও তাঁহাকে সামগ্রিকভাবে সরকারী নীতি সম্বন্ধে দায়ী থাকিতে হয়, এবং সাধারণভাবে সমস্ত বিভাগের কার্যের উপর দৃষ্টি [illegible]য়।

(ঘ) রাজা বা রাণীর প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী : রাজা বা রাণীর প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন প্রধান মন্ত্রী। সাধারণত তাঁহার মাধ্যমেই ক্যাবিনেটের সহিত রাজা বা রাণীর সংযোগ স্থাপিত হয়। একের মতামত বা সিদ্ধান্ত অন্যের নিকট উপস্থিত এবং ব্যাখ্যা করেন প্রধান মন্ত্রী। সরকারের [illegible]ধারণ কার্যাবলী সম্বন্ধে রাজা বা রাণীকে অবহিত করার দায়িত্ব তাঁহার।

প্রধান মন্ত্রীর সহিত রাজার সম্পর্ক

কমন্স সভা ভাঙিয়া দেওয়া, লর্ড সভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত করা, রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্য প্রকারের [illegible] জন্য সম্মানসূচক উপাধি বিতরণ, যাজক ও বিচারক নিয়োগ ইত্যাদি [illegible] মন্ত্রীই রাজা বা রাণীকে পরামর্শ প্রদান করেন।

* "In theory *primus inter pares,* he is in practice [illegible] and directing head of the whole Government." K. C. Wheare [illegible]

ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র এবং জরুরী অবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ডে এবং ইংল্যাণ্ডের বাহিরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে ইংরাজ জাতির নেতৃত্ব করেন প্রধান মন্ত্রী। উপরন্তু, তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীতও হয় না। এই কারণে প্রধান মন্ত্রীকে পররাষ্ট্র দপ্তরের এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র ও জরুরী অবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকা

জরুরী অবস্থায় প্রধান মন্ত্রী ক্যাবিনেটের সংগে পরামর্শ না করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ডিসরেইলী প্রথমে সুয়েজ খালের শেয়ার কিনিয়া পরে ক্যাবিনেটকে সংবাদ দিয়াছিলেন।

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে যে-ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীরূপে মনোনীত হন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও গুণাগুণের উপর।* একদিকে গ্ল্যাডষ্টোন, ডিসরেইলী, চার্চিল প্রভৃতির মত দৃঢ়চিত্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রধান মন্ত্রী দেখা যায়, আবার অপরদিকে লর্ড রোসবেরীর মত দুর্বল প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দক্ষতা, ক্যাবিনেটের সভাপতিত্ব করার ক্ষমতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং কর্মসম্পাদনের শক্তি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার এবং অপর সকলের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণের তারতম্যের জন্য প্রধান মন্ত্রীদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির তারতম্য হইয়া[illegible] ইহা ব্যতীত দল এবং ক্যাবিনেটের সমর্থন, অন্যান্য মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, পার্লামেণ্টে দলের শক্তি ইত্যাদিও প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়া থাকে।

মূলত প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ তাঁহার ক্ষমতা এবং পদমর্যাদা নির্ধারণ করিয়া থাকে

ঐ ক্ষমতা ও মর্যাদা নির্ধারক আরও কয়েকটি বিষয়

প্রধান মন্ত্রী যতই শক্তিশালী হউন না কেন তাঁহাকে কতকগুলি বাধানিষেধের মধ্যে কায করিতে হয়। তাঁহাকে সকল সময়ই মনে রাখিতে হয় যে তিনি অপরিহার্য নন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সাধারণ নির্বাচন হয়। তিনি যদি ঠিকমত কার্য পরিচালনা করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে এবং তাঁহার দলকে শাসনক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। সুতরাং সর্বদা তাঁহাকে সতর্কভাবে চলিতে হয়, যাহাতে শাসনকার্যে কোনপ্রকার মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ না পায়। দলীয় সমর্থনের জন্যও তাঁহাকে অনুরূপভাবে সতর্ক হইয়া চলিতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ক্যাবিনেট এবং প্রধান মন্ত্রীর কর্মকুশলতা ও সফলতার সহিত

* "The office of Prime Minister is what its holder chooses to make it." Lord Oxford and Asquith

সমাজ-ব্যবস্থার সম্পর্ক বিদ্যমান। সরকারের উপর দেশের ভাগ্যাভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা আজ ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশে সংকটের সম্মুখীন। সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ভিন্ন কোন সামগ্রিক কল্যাণসাধন অসম্ভব। ইংল্যাণ্ডে কোন সত্যকারের প্রগতিশীল ক্যাবিনেট এবং উহার প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এইরূপ পরিবর্তন আনয়ন করার পথে অনেক বাধাবিপত্তি বর্তমান। প্রথমত, জনমত নিয়ন্ত্রণের প্রায় সমস্ত উপায়ই আর্থিক প্রতিপত্তিশালীদের কর্তৃত্বাধীন। দ্বিতীয়ত, কোন সরকার ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করিতে চেষ্টা করিলে উহারা দেশের আর্থিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া শাসন-ব্যবস্থায় অচল অবস্থার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পায়।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা এবং প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা

***ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য* (Characteristics of the Cabinet System) :** ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং বৈশিষ্ট্যের যে-আলোচনা করা হইল তাহার সংক্ষিপ্তসার এখন বর্ণনা করা যাইতে পারে। মোটামুটিভাবে ইংল্যাণ্ডের ক্যাবিনেট শাসনপদ্ধতি পাঁচটি প্রধান নীতিকে মানিয়া চলে।

প্রথমত, ইংল্যাণ্ডে শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। যে-দল বা সম্মিলিত দল কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা অধিকসংখ্যক সদস্যের সমর্থন লাভ করে সেই দলের নেতাই ক্যাবিনেট গঠন করেন। মন্ত্রীদের পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয়; ইহাতে শাসন এবং আইনের নীতির মধ্যে খুব সহজেই সামঞ্জস্য সাধিত হয়। [illegible] ক্যাবিনেটের সদস্যদের রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে একমতাবলম্বী হইতে হয়। ইহার মূলে রহিয়াছে দলীয় ব্যবস্থা। সাধারণত একই রাষ্ট্রনৈতিক দলভুক্ত হওয়ায় মন্ত্রীরা সমরাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন হন। যখন সম্মিলিত ক্যাবিনেট গঠিত হয় তখন এই নীতি কতকটা ব্যাহত হয়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল কমন্স সভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব। চতুর্থত, যদিও রাজা বা রাণী ক্যাবিনেটের কার্য সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু তিনি ক্যাবিনেটের বৈঠকে যোগদান করিতে পারেন না। কারণ, সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব বহন করেন মন্ত্রীরা, রাজা বা রাণী নন। আর তাহা ছাড়া রাজা বা রাণী ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ জানিতে পারিলে উহার সুযোগ লইয়া ক্যাবিনেটের ঐক্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। এইজন্য বলা হয়, ক্যাবিনেট ঐক্যবদ্ধভাবে রাজা বা রাণীকে পরামর্শ প্রদান করিবে; এবং ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে রাজা বা রাণীকে জানানো সমীচীন হইবে না। পঞ্চমত, ক্যাবিনেটে প্রধান মন্ত্রী প্রাধান্য ভোগ করেন এবং তাঁহাকে ভিত্তি করিয়াই ক্যাবিনেটের কার্য সম্পাদিত হয়।

ব্রিটেনে ক্যাবিনেট-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার : পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্য

সংক্ষিপ্তসার

ব্রিটেনে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রসংগে স্যর রবার্ট ওয়ালপোলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই বর্তমান ক্যাবিনেট-ব্যবস্থার নীতিগুলির প্রবর্তন করেন এবং তাঁহাকেই প্রথম প্রধান মন্ত্রী বলিয়া গণ্য করা যায়।

মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট: মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট অভিন্ন নহে। মন্ত্রিসভা আকারে বৃহত্তর, ক্যাবিনেট ক্ষুদ্রতর। মন্ত্রিসভা হইতেই ক্যাবিনেট গঠিত হয়। মন্ত্রিসভাকে কোন পরিষদ বলিয়া মনে করা ভুল; ইহা সকল মন্ত্রীর সমষ্টিমাত্র। এই সমষ্টি কিন্তু সমষ্টিগতভাবে কাজ করে না; ইহার কোন যৌথ কর্তব্যসম্পাদনের দায়িত্বও নাই। যৌথভাবে নীতি-নির্ধারণ করে ক্যাবিনেট এবং ঐ নীতিকে কার্যে প্রয়োগ করেন বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা।

ক্যাবিনেটের কার্যাবলী: ক্যাবিনেট ব্রিটেনের শাসন-পরিচালনার কেন্দ্র। ক্যাবিনেটের কার্যাবলী মোটামুটি তিন প্রকারের: ১। নীতি-নির্ধারণ ও আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য, ২। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্য, এবং ৩। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধনের কার্য।

ক্যাবিনেট বিভিন্ন কমিটিতে বিভক্ত হইয়া কার্য করে। উহার একটি দপ্তরখানাও আছে। এই দপ্তরখানার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

মন্ত্রীদের দায়িত্ব: মন্ত্রীদের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব বা কমন্স সভার নিকট দায়িত্বশীলতাকেই ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য। এই রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব দুই প্রকারের—যৌথ এবং ব্যক্তিগত। যৌথ দায়িত্বের জন্য সকল মন্ত্রীকে সমগ্র সরকারী নীতি ও কাজকর্মের জন্য দায়িত্ব বহন করিতে হয়, এবং ব্যক্তিগত দায়িত্বের দরুন প্রত্যেক মন্ত্রীকে তাঁহার দপ্তরের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য দায়ী থাকিতে হয়।

ইহা ছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রীর আইনগত দায়িত্বও আছে—বেআইনী কার্যের ফলাফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়।

মন্ত্রীদের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব কার্যকর করা হয় বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে—যথা, জিজ্ঞাসাবাদ, নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ, অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ, সরকারী বিল বা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, ছাঁটাই প্রস্তাব, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবই হইল চরম পদ্ধতি।

প্রধান মন্ত্রী: প্রধান মন্ত্রীর পদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পদটি কিন্তু আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রধান মন্ত্রী হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, ক্যাবিনেটের নেতা, কমন্স সভার নেতা এবং রাজা বা রাণীর প্রধান পরামর্শদাতা। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও জরুরী অবস্থায় তাঁহার বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নির্ভর করে তাঁহার ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, কর্মশক্তি ও দলীয় শক্তির উপর।

ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য: ব্রিটেনের ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: ১। শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক, ২। একদলীয় শাসন, ৩। কমন্স সভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব, ৪। রাজা বা রাণীর পরোক্ষ ভূমিকা, এবং ৫। প্রধান মন্ত্রীর প্রাধান্য।

সপ্তম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগসমূহ

(THE CENTRAL DEPARTMENTS OF STATE)

[বিভিন্ন সরকারী বিভাগের পদ—অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ : (১) ক্যাবিনেটের দপ্তর, (২) রাজস্ব বিভাগ, (৩) স্বরাষ্ট্র দপ্তর, (৪) বৈদেশিক দপ্তর, (৫) কমনওয়েলথ্ যোগাযোগ দপ্তর, (৬) ঔপনিবেশিক দপ্তর, (৭) প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর, (৮) ব্যবসায় সংক্রান্ত বোর্ড, (৯) যানবাহন মন্ত্রিদপ্তর]

সরকারী বিভাগগুলির প্রধান কার্য হইল মন্ত্রীদের সংবাদাদি ও পরামর্শ দিয়া নীতি-নির্ধারণে সাহায্য করা এবং সরকারী নীতিকে কার্যকর করা। প্রায় প্রত্যেক বিভাগেরই পুরোভাগে রহিয়াছেন এক বা একাধিক মন্ত্রী। তাঁহাদিগকে কার্যে সাহায্য করিবার জন্য রহিয়াছেন স্থায়ী সেক্রেটারী এবং পার্লামেণ্টীয় সচিবগণ। পার্লামেণ্টীয় সেক্রেটারীরাও মন্ত্রীদের মতই রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধি, কিন্তু স্থায়ী সচিবগণ রাষ্ট্রনীতির ঊর্ধ্বে এবং তাঁহারাই দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। স্থায়ী সেক্রেটারীর নিম্নে রহিয়াছেন সহকারী ও অন্যান্য সেক্রেটারী। আরও নিম্নতর পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে বহু সাধারণ কর্মচারী। স্থায়ী সেক্রেটারী হইতে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই স্থায়ী সরকারী কর্মচারী (Permanent Civil Servants)। মন্ত্রিসভার নীতি এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগগুলির কাজ চলিয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে :

বিভাগীয় বিভিন্ন পদ

(১) ক্যাবিনেটের দপ্তর (The Cabinet Secretariat) : ক্যাবিনেটের [illegible]না পূর্বেই করা হইয়াছে।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহা গঠন করা হয়। তখন হইতে ইহার গুরুত্ব দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে।

(২) রাজস্ব বিভাগ (The Treasury) : এই বিভাগ সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিভাগের পুরোভাগে রহিয়াছেন লর্ড কমিশনারগণ (Lord Commissioners)—রাজস্ব বিভাগের প্রথম লর্ড (The First Lord of the Treasury), রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলর বা রাজস্ব মন্ত্রী (The Chancellor of the Exchequer) এবং আর পাঁচ জন অধস্তন লর্ড। কিন্তু কার্যত রাজস্ব মন্ত্রীই (The Chancellor of the Exchequer) এই বিভাগের সর্বময় কর্তা। রাজস্ব বিভাগ যুক্তরাজ্যের আর্থিক অবস্থার পরিচালনা এবং সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। বিভাগগুলি যাহাতে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক অর্থ দাবি না করে এবং পার্লামেণ্ট যে-পরিমাণ অর্থ

রাজস্ব বিভাগের গঠন ও কার্য

* ৯০-৯১ পৃষ্ঠা।

মঞ্জুর করিয়াছে তাহার বেশী অর্থ ব্যয় না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা রাজস্ব বিভাগের কর্তব্য। সিভিল সার্ভিস বা সরকারী চাকরির সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান ভারও ইহার হস্তে ন্যস্ত। ইহা ছাড়া এই বিভাগ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন বিভাগের আর্থিক কার্যের সমন্বয়সাধন করে।

(৩) **স্বরাষ্ট্র দপ্তর (The Home Office):** ১৭৮২ সালে এই দপ্তরের সৃষ্টি করা হয়। কার্যক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করার ভার প্রধানত পুলিসের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। লণ্ডনের পুলিসকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর। অন্যান্য পুলিসকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করিলেও উহাদের সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সম্পর্কে এই দপ্তরের কর্তৃত্ব রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত বিদেশীয়ের নাগরিকতা অর্জন, কারখানা পরিদর্শন, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের সংগঠন প্রভৃতি বহু রকমের বিষয় সম্পর্কে এই দপ্তর ক্ষমতা ভোগ করে।

(৪) **বৈদেশিক দপ্তর (The Foreign Office):** এই দপ্তরের কায প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক ধরনের। বৈদেশিক কর্মসচিব অথবা ক্যাবিনেটের রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ, বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে দূত-বিনিময় প্রভৃতি ব্যাপারে এই দপ্তর নিযুক্ত থাকে।

(৫) **কমনওয়েলথ্ যোগাযোগ দপ্তর (The Commonwealth Relations Office):** কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের সহিত সম্পর্ক এবং যোগাযোগ বজায় রাখা প্রভৃতি কার্য এই দপ্তর করিয়া থাকে।

(৬) **ঔপনিবেশিক দপ্তর (The Colonial Office):** এই দপ্তর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপনিবেশের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। উপনিবেশগুলির উচ্চতর পদে নিয়োগের ব্যাপারেও ইহার কর্তৃত্ব পুরাপুরি বর্তমান।

(৭) **প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর (The Ministry of Defence):** নৌ বিভাগ (The Admiralty), বিমান বিভাগ (The Air Ministry) এবং সমর বিভাগের (The War Office) উপর সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত। এই তিন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর (The Ministry of Defence) এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীই কেবল ক্যাবিনেটের সদস্য হন।

রক্ষিবাহিনীর তিনটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর

(৮) **ব্যবসায় সংক্রান্ত বোর্ড (The Board of Trade):** এই বোর্ডটি একজন সভাপতির (The President of the Board of Trade) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং এই সভাপতি ক্যাবিনেটের একজন সদস্য। বোর্ডের প্রধান কার্য হইল শিল্প, ব্যবসায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করা। এইগুলি সম্পর্কে

অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে তাহা নিয়মিত প্রকাশ করাও বোর্ডের অন্যতম কর্তব্য।

(৯) যানবাহন মন্ত্রিদপ্তর (The Ministry of Transport): এই মন্ত্রিদপ্তর যানবাহন, পোতাশ্রয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া ছোট বড আরও বহু বিভাগ বা দপ্তর রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কৃষি ও মৎস্য, শ্রম ও জাতীয় সেবা, স্বাস্থ্য, ডাক, পূর্ত, সরবরাহ, জাতীয় বীমা ও পেনসন্, গৃহনির্মাণ ও স্থানীয় শাসন প্রভৃতি প্রধান।

সংক্ষিপ্তসার

ব্রিটেনের শাসন বিভাগের বিভিন্ন অংশ মন্ত্রিদপ্তর বিভাগ বা দপ্তর বলিয়া অভিহিত। ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল ক্যাবিনেটের দপ্তর, রাজস্ব বিভাগ, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, বৈদেশিক দপ্তর, কমনওয়েলথ, যোগাযোগ দপ্তর, ঔপনিবেশিক দপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর, ব্যবসায় সংক্রান্ত বোর্ড এবং যানবাহন মন্ত্রিদপ্তর। ইহা ছাড়াও ছোট বড় আরও বহু বিভাগ বা দপ্তর রহিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

স্থায়ী বেসামরিক সরকারী চাকরি

(THE PERMANENT CIVIL SERVICE)

[সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্ব—বেসামরিক সরকারী কর্মচারী কাহাকে বলে—স্থায়ী সরকারী কর্মচারীর পদ সৃষ্টি—সরকারী কর্মচারীদের শ্রেণীবিভাগ—নিয়োগ ও বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ কমিশন—শিক্ষা ব্যবস্থা—পদোন্নতি ও অপসারণ—সংগঠন সংক্রান্ত সমস্যা: সরকারী কর্মচারীদের উদার দৃষ্টিভংগি এবং সরকারী কর্মচারীদের সহিত মন্ত্রীদের সম্পর্ক—সরকারী কর্মচারীদের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপের উপর বাধানিষেধ—হুইট্‌লি কাউন্সিল]

স্থায়ী সরকারী চাকরির বর্তমান রূপ গত একশত বৎসরের বিবর্তনের ফল। শাসন-ব্যবস্থায় আজ সরকারী কর্মচারীদেব গুরুত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য। শাসন পরিচালনার উৎকর্ষ বহুলাংশে নিভর করে দেশের স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতার উপর।

শাসন-ব্যবস্থায় স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্ব

বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নিষ্ক্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের সমস্ত ব্যাপারেই সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে। বলা হয়, জনকল্যাণ সাধনই হইল এইরূপ হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের কার্য সম্প্রসারণের ফলে সরকারী কর্মচারীদেরও দায়িত্ব, গুরুত্ব এবং ফলে সংখ্যা বহুপরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। মন্ত্রীদের পক্ষে আজ সমস্ত বিষয়ের

প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। তাঁহারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিচারবিবেচনা করেন, অন্যান্য বিষয় স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের হাতে ছাড়িয়া দেন। ইহা ব্যতীত বর্তমান সময়ে শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি এত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, ঐ বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে উহাদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব নহে। এইজন্য সরকারী কর্মচারীদের কাজ হইল মন্ত্রী, বোর্ড বা কমিশনকে নীতি-নির্ধারণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং গৃহীত নীতিকে কার্যকর করা।

ইংল্যাণ্ডের বেসামরিক স্থায়ী সরকারী কর্মচারী কাহাদের বলে

ইংল্যাণ্ডে আইনের দৃষ্টিতে বেসামরিক কার্যে নিযুক্ত প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী হইল রাজভৃত্য এবং তাঁহার মাহিনা পার্লামেণ্ট যে-অর্থ মঞ্জুর করে তাহা হইতে মিটানো হয়। ফাইনারের (Finer) ভাষায় বলিতে গেলে, "একজন বেসামরিক সরকারী কর্মচারী হইলেন সেই ব্যক্তি সরকারী মাহিনার খাতায় যাঁহার নাম আছে।"* অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক বা বিচারকপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এই শ্রেণীভুক্ত নহেন।**

ব্রিটিশ বেসামরিক সরকারী চাকরির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the British Civil Service) : স্থায়িত্ব (permanence), নিরপেক্ষতা (neutrality), পরিবর্তনশীলতা (flexibility), অজ্ঞাতনামা থাকা (anonymity) এই চারিটিই হইল ব্রিটিশ বেসামরিক সরকারী চাকরিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকারী চাকরিয়া বা রাজভৃত্য স্থায়ী পদাধিকারী। মন্ত্রিসভার উত্থানপতনের ফলে তাঁহাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকেন। যে-দলই শাসনভার গ্রহণ করুক না-কেন তাহারই তত্ত্বাবধানে তাঁহাদিগকে রাজা বা রাণীর মত দেশের সেবা করিয়া যাইতে হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাজা বা রাণীর মত সরকারী কর্মচারিগণকেও দল ও রাষ্ট্রনীতির ঊর্ধ্বে থাকিতে হয়।† তৃতীয়ত, তাঁহাদের পক্ষে পরিবর্তনশীল মনোভাবেরও অধিকারী হইতে হয়; আজ রক্ষণশীল দলের অধীনে কার্য করিয়া কাল শ্রমিক দলের প্রগতিশীল কার্যক্রমকে সফল করিবার চেষ্টা করিতে হয়। চতুর্থত, সরকারী নীতি ও কার্য বহুলাংশে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও ইহার জন্য নিন্দা প্রশংসা কোনটাই তাঁহাদের প্রাপ্য নহে। ইহাদের সবটুকুই মন্ত্রীদের ভাগ্যে জুটে; রাজভৃত্যগণ মন্ত্রীদের ও ক্যাবিনেটকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে-সহায়তা করেন তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা থাকিয়াই করেন।

চারিটি প্রধান বৈশিষ্ট্য

* "A civil servant is one who is on the national pay roll."

** "A civil servant in Britain is a servant of the Crown (not being the holder of a political or judicial office) who is employed in a civil capacity and whose remuneration is found...out of money voted by Parliament." *Britain, An Official Handbook*

† "The ethos of the civil service is detachment and neutrality." Laski

ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা (the spoils system) ইংল্যাণ্ডে দেখা যায় না।* চাকরিয়ারা যোগ্যতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নিযুক্ত হন।

আর একটি বৈশিষ্ট্য

মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Minister and a Civil Servant): উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য সহজেই নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমত, মন্ত্রীদের পদ রাষ্ট্রনৈতিক, কিন্তু সরকারী কর্মচারী রাষ্ট্রনীতির সহিত জড়িত নহেন। যে-কেহই শাসনভার গ্রহণ করুক না-কেন রাজভৃত্যদের তাহাতে কিছু যায় আসে না। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীদের পদ অস্থায়ী, কিন্তু রাজভৃত্যগণ স্থায়ী পদাধিকারী। তৃতীয়ত, মন্ত্রিগণ আইনগত ছাড়াও রাষ্ট্রনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল, কিন্তু রাজভৃত্যদের দায়িত্ব শুধু আইনগত। পরিশেষে, শাসনকার্যের সহিত বহুদিন সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে রাজভৃত্যগণ যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা মন্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব হয় না।**

বলা হয়, মন্ত্রীদের পক্ষে এইরূপ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইবার প্রয়োজন হয় না। মন্ত্রীদের কার্য হইল সামাজিক ধ্যানধারণার ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণ করা এবং ব্যাপক দৃষ্টিভংগি লইয়া ঐ নীতিকে কার্যকর করা। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভংগি সাধারণত সংকীর্ণ হইতে দেখা যায়। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি নীতি ও শাসনকার্যে প্রতিফলিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু, মন্ত্রীরাও যদি শাসনতান্ত্রিক দক্ষতাসম্পন্ন হন তবে [illegible] কর্মচারীদের সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা সকল সময়ই বিদ্যমান থাকিবে। ইহাও অবাঞ্ছনীয়।

মন্ত্রীদের পক্ষে কি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন ?

সরকারী কর্মচারীদের কার্যাবলী (Functions of the Civil Service): মোটামুটিভাবে সরকারী কর্মচারীদের চারি প্রকার কাষ সম্পাদন করিতে দেখা যায়: (১) আইনকে কার্যে পরিণত করিয়া আইন-প্রণয়নকারীদের ইচ্ছাকে রূপান্তরিত করা; (২) উপ-আইন, ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্যে আইনের ফাঁক পূরণ করা; (৩) অভিজ্ঞতালব্ধ দক্ষতা দ্বারা মন্ত্রীদের নীতি-নির্ধারণে ও শাসনকার্য পরিচালনায় সাহায্য করা; (৪) তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান (technical knowledge) দৈনন্দিন কার্য ও নীতি-নির্ধারণে নিয়োজিত করা।

চারি প্রকারের কার্য

* "The spoils system does not exist in Great Britain" Jennings

** "In a parliamentary government the minister must necessarily be a paramount amateur, and the civil servant a permanent expert."

সরকারী কর্মচারীদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of the Civil Service): সিভিল সার্ভিস বা সরকারী কর্মচারীদের ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: (১) শাসন সংক্রান্ত কর্মচারিগণ (The Administrative Class), (২) কার্যনির্বাহক কর্মচারিগণ (The Executive Class), (৩) বিশেষজ্ঞ শ্রেণীসমূহ (The Specialist Classes), (৪) করণিক শ্রেণী (The Clerical Class), (৫) অধস্তন করণিক শ্রেণীসমূহ (The Ancillary Clerical Classes), এবং (৬) বার্তাবহ ও নিম্নতন শ্রেণীসমূহ (Messengerial and Minor Classes)। প্রথম শ্রেণী—অর্থাৎ, শাসন সংক্রান্ত কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চপদস্থ। ইঁহারা মন্ত্রীদের নীতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন এবং বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। ইঁহাদের পরই থাকেন কার্যনির্বাহক কর্মচারিগণ (Executive Class)। ইঁহারা করণিক ও অধস্তন করণিকদের সহায়তায় দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। স্থপতি, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, গবেষক, হিসাব-পরীক্ষক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ লইয়া বিশেষজ্ঞ শ্রেণী গঠিত। ইঁহারা বিশেষ বিশেষ সরকারী বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। যেমন, চিকিৎসকের নিয়োগক্ষেত্র হইল স্বাস্থ্য মন্ত্রিদপ্তর (Ministry of Health)। পরিশেষে, বার্তাবহ হইতে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সকল কর্মচারী লইয়াই নিম্নতন শ্রেণী গঠিত।

ক। পদ হিসাবে শ্রেণীবিভাগ

ক্ষেত্র হিসাবে সরকারী চাকরিগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—দেশের আভ্যন্তরীণ সরকারী চাকরি (The Home Civil Service), বৈদেশিক চাকরি (The Foreign Civil Service), এবং পেশাদার, কুশলী ও বিজ্ঞানী (Professional, Technical and Scientific Personnel)। ইহা[illegible]তে নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের দ্বারা নির্বাচিত হইবার পর প্রার্থিগণকে শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ে বিদেশে পাঠানো হয়। এই শিক্ষান্তেও বিদেশী ভাষা এবং বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হয়।

খ। ক্ষেত্র হিসাবে শ্রেণীবিভাগ

ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্র যতই সমাজ-কল্যাণকর কার্যে ব্যাপৃত হইতেছে ততই সরকারী কর্মচারীর গণ্ডিও প্রসারলাভ করিতেছে। ১৯৬২ সালে ইংল্যাণ্ডের 'সিভিল সার্ভিসের' শাসন সংক্রান্ত চাকরিতে ২৫০০-এর উপর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন; পেশাগত কর্মচারী, কুশলী ও বিজ্ঞানী ছিলেন প্রায় ১ লক্ষ; এবং কার্যনির্বাহক (Executive) পদে নিযুক্ত ছিলেন প্রায় ৭১,০০০ কর্মচারী। ইহা ব্যতীত করণিক, অধস্তন করণিক ও বার্তাবহ প্রভৃতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১'২৩ লক্ষ, প্রায় ১ লক্ষ ও ৩৪ হাজার।*

বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা

* *Britain, An Official Handbook, '62*

নিয়োগ (Appointment): সমস্ত স্থায়ী বেসামরিক সরকারী কর্মচারী নির্বাচিত করে বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ কমিশন (The Civil Service Commission)। সরকারের পরামর্শানুযায়ী রাজা বা রাণী এই কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করেন। প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের সাহায্যে প্রার্থীদের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং সাধারণ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়—বিশেষ ধরনের শিক্ষা বা জ্ঞান থাকিবার প্রয়োজন হয় না। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত গ্রাজুয়েটগণের মধ্য হইতে শাসন সংক্রান্ত সরকারী কর্মচারীদের (The Administrative Class) মনোনয়ন করা হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ কমিশন পরীক্ষা পরিচালনা, সাক্ষাৎকার এবং যোগ্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করে মাত্র। আসলে বিভিন্ন পদে নিযোগ করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তারা। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবশ্য রাজস্ব বিভাগের অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। রাজস্ব বিভাগ কর্মচারীদের শ্রেণী-বিভাগ, বেতন এবং চাকরির সর্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়মকানুন প্রণয়ন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজস্ব বিভাগই সরকারী চাকরির আসল নিয়ামক।

বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ কমিশন

নিয়োগ ব্যাপারে রাজস্ব বিভাগের কর্তৃত্ব

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংল্যাণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সরকারী চাকরি ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা (the spoils system) না থাকিলেও কিছুদিন পূর্ব হইতে কমন্স সভার সদস্যপদে পরাজিত প্রার্থীদের বিভিন্ন বোর্ডের (Boards) সভ্য হিসাবে নিযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে। জেনিংস এই ব্যবস্থাকে অবাঞ্ছনীয় গতি বলিয়া বর্ণনা করিয়া [illegible] বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা (The 'New' Spoils System) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

'নূতন' ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা

শিক্ষা-ব্যবস্থা (Training): চাকরিতে ভর্তি করিবার পর প্রশ্ন আসে কর্মচারীদের শিক্ষাদানের। প্রধান প্রধান বিভাগে শিক্ষাপ্রদানের জন্য ট্রেনিং অফিসার এবং অন্যান্য শিক্ষক থাকেন। ইহা ব্যতীত স্থায়ী হইবার পরও অনেক সময় ইঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে বেসামরিক কর্মচারীরা বৃহত্তর সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রয়োজন সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন।

পদোন্নতি ও অপসারণ (Promotion and Dismissal): পদোন্নতি নির্ভর করে কতকটা চাকরির মেয়াদ এবং কতকটা কর্মদক্ষতার উপর। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা পদোন্নতি নির্ধারণ করা হয়। এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া খুব সহজসাধ্য কার্য নহে। আইনত সমস্ত রাজকর্মচারীর চাকরি নির্ভর করে

অদক্ষতা বা অসদাচরণ ব্যতীত পদচ্যুত করা হয় না

রাজশক্তির ইচ্ছার উপর (at the pleasure of the Crown)। সুতরাং রাজশক্তি যে-কোন সময়ে যে-কোন কর্মচারীকে পদ হইতে অপসারণ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণত অসদাচরণ বা অদক্ষতা ছাড়া কাহাকেও পদচ্যুত করা হয় না। অবশ্য সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে বহু কর্মচারীকে কমিউনিষ্ট বলিয়া সরকারী চাকরি হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

সংগঠন সংক্রান্ত সমস্যা (Problems of Civil Service Organisation): ব্রিটেনের বেসামরিক সরকারী চাকরির দুইটি প্রধান সংগঠনগত সমস্যা রহিয়াছে। বলা হয় যে, ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্র জনকল্যাণকর কার্যের দায়িত্ব লইয়াছে। এই জনকল্যাণকর কার্য সম্যকভাবে সম্পাদন করিতে হইলে সরকারী কর্মচারীদের, বিশেষত শাসন সংক্রান্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে, সাধারণ লোকের বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে এবং ঐগুলিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। এইখানেই ব্রিটেনের স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

আর একটি প্রধান সমস্যা হইল উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত মন্ত্রীদের কি সম্পর্ক হইবে তাহা লইয়া। মন্ত্রীরা বিভাগের সমস্ত কার্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। সরকারী কর্মচারীদের উপর দোষ চাপাইয়া সমালোচনার হাত হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। সরকারী কর্মচারীদের নামে শ্লেষ করা নীতি-বিরুদ্ধ। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত শ্রেণী হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহারাই মন্ত্রীদের নীতি-নির্ধারণে সাহায্য করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য [illegible] প্রস্তুত করেন এবং প্রস্তাবিত নীতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন। মন্ত্রীদের মতের সহিত মিল হউক বা না-হউক নীতি-নির্ধারণের সময় কোন সংকোচ বা অনুগ্রহের প্রত্যাশা না করিয়া খোলাখুলিভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করা কর্মচারীদের কর্তব্য। কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত হইয়া গেলে উহাকে কার্যকর করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হয়।

উচ্চপদস্থ স্থায়ী কর্মচারীদের সংগে মন্ত্রীদের সম্পর্ক

মন্ত্রীরা যাহাতে পার্লামেণ্টে বা পার্লামেণ্টের বাহিরে কোন অসুবিধায় না পড়েন সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কার্য করিতে হয়। যে রাষ্ট্রনৈতিক দলই সরকার গঠন করুক-না-কেন, কর্মচারীদের সমভাবে সরকারের উদ্দেশ্যকে সফলকাম করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন বিশেষ সমস্যা দেখা দেয় নাই। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য এবং সরকারী কর্মচারীরা একই ধ্যানধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেন। উভয়েই সমাজের উচ্চ শ্রেণী

হইতে আসিতেন। কিন্তু বর্তমানে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী এবং শ্রমিকদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বাড়িয়া যাইতেছে ; কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগির কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই অবস্থায় উচ্চতর শ্রেণী যে দক্ষতার সহিত সত্যকার প্রগতিশীল সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তকে কার্যকর করিবে এই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে বলা হয়, শ্রমিক দলের সরকারকে এদিক হইতে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই।

সরকারী কর্মচারীদের রাষ্ট্রনৈতিক কার্য-কলাপের উপর বাধানিষেধ

জনসাধারণের মনে সরকারী কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে যেন কোন সংশয় না থাকে তাহার জন্য সরকারী কর্মচারীদের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপের উপর বাধানিষেধ আছে। সরকারী কর্মচারীরা পার্লামেন্টের সদস্য হইতে পারেন না। এই ব্যবস্থা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেলায় যথোপযুক্ত মনে হইলেও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেলায় এই নিয়মের পক্ষে যুক্তি বাহির করা কঠিন।

ইংল্যাণ্ডের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীরা প্রগতিশীল হইতে পারেন না

ইংল্যাণ্ডে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্রমাত্রায় বিদ্যমান। সেখানে ধনী ও অভিজাতশ্রেণীর লোকেরাই শিক্ষার অধিক সুযোগ পায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিশেষ করিয়া অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের) কৃতী ছাত্রদের অধিকাংশ আসে সমাজের উচ্চ শ্রেণী হইতে। ইহাদের মধ্য হইতেই আবার উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের দৃষ্টিভংগি সাধারণের পক্ষে অনুকূল হয় না। যদিও শিক্ষার জন্য বৃত্তির সংখ্যাবৃদ্ধি এবং পদোন্নতির বিষয়ে উদার নীতি অবলম্বনের ফলে [illegible] কতকটা উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু মূল সমস্যার কোন মীমাংসা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। শিক্ষার সুযোগ সমস্ত শ্রেণীর লোক সমভাবে না পাইলে এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবও নয়।

ইহা কি আমলা-তান্ত্রিক ?

ব্রিটেনে বেসামরিক স্থায়ী কর্মচারী সংগঠন সংক্রান্ত আর একটি সমস্যা হইল আমলাতান্ত্রিকতার প্রশ্ন লইয়া। অনেকে এই সংগঠনকে আমলাতান্ত্রিক (bureaucratic) বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। এই অভিযোগ সম্পর্কে আমলাতান্ত্রিক শব্দটির অর্থ লইয়া প্রশ্ন উঠে। যদি আমলাতন্ত্র বলিতে বুঝায় যে, স্থায়ী কর্মচারিগণই সমগ্র শাসন[illegible] পরিচালনা করিয়া থাকেন তবে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থাকে কোনমতেই আমলাতান্ত্রিক বলা যায় না। অপরদিকে যদি আমলাতান্ত্রিক বলিতে বুঝায় যে স্থায়ী কর্মচারিগণ দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন তবে ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থাকে আমলা-তান্ত্রিক বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এইরূপ মতবিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-

বিধান করিয়া ফাইনার বলিয়াছেন, ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা আমলাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সার্থক সংমিশ্রণ।*

হুইট্‌লি কাউন্সিল (Whitley Councils) **:** রাষ্ট্রের কার্যপরিধি বিস্তৃতিলাভ করিবার ফলে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সরকার নিয়োগকারী হিসাবে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেই দিক হইতে কর্মচারিগণ এবং সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করিবার সমস্যাও দেখা দিয়াছে। চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারের সংগে সাধারণ কর্মচারীদের আলাপ-আলোচনার জন্য হুইট্‌লি কাউন্সিলসমূহ (Whitley Councils) আছে।

সরকারী কর্মচারী ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করিবার সমস্যা

বিভিন্ন সরকারী বিভাগে পৃথক পৃথক প্রায় ৭০টি কাউন্সিল আছে। এই বিভাগীয় কাউন্সিলগুলি সরকার এবং কর্মচারীদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু যখন সাধারণ নীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠে তখন তাহা আলোচনার জন্য রহিয়াছে জাতীয় হুইট্‌লি কাউন্সিল (The National Whitley Council)। ইহা নিয়োগ, দৈনন্দিন কার্যের সময়, উন্নতি, চাকরির অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে। ইউনিয়নগুলির দিক হইতে অভিযোগ আছে যে, এই জাতীয় হুইট্‌লি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বেশী হওয়ার ফলে ইহার কার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না।

জাতীয় হুইট্‌লি কাউন্সিল

বিভিন্ন দপ্তরের শিল্প সংক্রান্ত কাযে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য হুইট্‌লি কাউন্সিলের মত সংযুক্ত শিল্প কাউন্সিল (Joint Industrial Council) আছে। ইহারা চাকরি সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করিযা থাকে। আবার কোন কোন শ্রেণীর কর্মচারীর বেলায় আবশ্যিকভাবে বিরোধ মীমাংসার জন্য [illegible] সংক্রান্ত কোর্ট (The Industrial Court)। এখানে বিশেষভাবে বলা আবশ্যক যে, হুইট্‌লি কাউন্সিল অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না—কারণ, সেখানে রহিয়াছে রাজস্ব বিভাগের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ। সেই দিক হইতে বলা হয় যে, হুইট্‌লি কাউন্সিল উপযোগী হইলেও তেমন কোন সুদৃঢ় বনিযাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

সংযুক্ত শিল্প কাউন্সিল ও শিল্প সংক্রান্ত কোর্ট

* "The British Government is a successful admixture of democracy and bureaucracy."

সংক্ষিপ্তসার

ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার অন্যান্য উপাদানের ন্যায় বেসামরিক সরকারী চাকরিও বিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমান কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্ব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইঁহারাই মন্ত্রীদের নীতি-নির্ধারণে সহায়তা করেন এবং গৃহীত নীতিকে কার্যকর করেন। ব্রিটেনে বেসামরিক সরকারী কর্মচারী হইলেন তাঁহারা সরকারী মাহিনার খাতায় যাঁহাদের নাম আছে।

ব্রিটিশ বেসরকারী চাকরির চারিটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: ১। স্থায়িত্ব, ২। নিরপেক্ষতা, ৩। পরিবর্তনশীলতা, এবং ৪। অজ্ঞাতনামা থাকা।

উক্ত চারিটি বৈশিষ্ট্যই মন্ত্রী ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীর পদের পার্থক্য নির্দেশ করে।

সরকারী কর্মচারিগণের কার্যাবলীকেও মোটামুটি চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) মন্ত্রীদের সহায়তা করা, (২) আইনকে প্রয়োগ করা, (৩) আইনের ফাঁক পূরণ করা, (৪) বিশেষ জ্ঞানকে শাসনকার্যে নিয়োজিত করা।

সরকারী কর্মচারিগণ প্রধানত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত: ১। শাসন সংক্রান্ত কর্মচারিগণ, ২। কার্যনির্বাহক কর্মচারিগণ, ৩। বিশেষজ্ঞ শ্রেণীসমূহ, ৪। করণিক শ্রেণী, ৫। অধস্তন করণিক শ্রেণীসমূহ, এবং ৬। বার্তাবহ ও নিম্নতন শ্রেণীসমূহ।

ক্ষেত্র হিসাবে আবার ইঁহারা ১। আভ্যন্তরীণ সরকারী চাকরি, ২। বৈদেশিক চাকরি, এবং ৩। পেশাদার, কুশলী এবং বিজ্ঞানীর দল—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

স্থায়ী কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয় বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে। পদোন্নতির জন্য অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সাধারণত অসদাচরণ বা অদক্ষতা ছাড়া কাহাকেও পদচ্যুত করা হয় না; তবে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের জন্য পদচ্যুতির উদাহরণও আছে।

স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যা রহিয়াছে। প্রথম সমস্যা হইল যে তাঁহারা সকল সময় কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য উদার দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন নহেন। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় তাঁহারা মন্ত্রীদের [illegible] একমত হইতে পারেন না। তৃতীয়ত, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সমাজের যে যে শ্রেণী হইতে আসেন তাহা[illegible] গতিশীলতা ব্যাহত হয়। চতুর্থত, বেসামরিক স্থায়ী সরকারী কর্মচারী সংগঠন আমলাতান্ত্রিক দোষে দুষ্ট বলিয়া অভিযুক্ত হয়।

সরকারী কর্মচারিগণ এবং সরকারের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন হুইট্‌লি কাউন্সিলের মাধ্যমে। সরকারী শিল্পক্ষেত্রেও অনুরূপ কাউন্সিল আছে।

নবম অধ্যায়

পার্লামেণ্টঃ লর্ড সভা

(PARLIAMENT : THE HOUSE OF LORDS)

[ব্রিটেনের পার্লামেন্ট রাণী (বা রাজা), লর্ড সভা ও কমন্স সভা লইয়া গঠিত—লর্ড সভা : গঠন ও সভ্যসংখ্যা—লর্ড চ্যান্সেলর—লর্ড সভার অধিকার—লর্ড সভার ক্ষমতা ও কার্য—১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট আইন—লর্ড সভা প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা—লর্ড সভার সংস্কার]

ব্রিটেনের আইনসভা হইল রাণী (বা রাজা) সহ পার্লামেণ্ট। অর্থাৎ, রাণী (বা রাজা), লর্ড সভা এবং কমন্স সভা লইয়াই ব্রিটেনের আইনসভা গঠিত।

নর্মান আমলের বৃহত্তর পরিষদ (*Magnum Concilium*) হইতে বিবর্তিত লর্ড সভা পৃথিবীর সর্ব পুরাতন দ্বিতীয় পরিষদ। ইহার অধিকাংশ সদস্যই জন্মগতসূত্রে আসন অধিকার করেন। অর্থাৎ, কোন লর্ড-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসাবেই লর্ড সভার সদস্যপদ লাভ করেন। উত্তরাধিকারিণী হিসাবে লর্ড উপাধিধারিণী কোন মহিলা (Peeress) অবশ্য সদস্যপদ পান না। তবে মহিলারা আজীবন সদস্যপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন। বর্তমানে (জুন, ১৯৬৩ সাল) এইরূপ সাত জন মহিলা লর্ড আছেন। ইহা ছাড়া রাজা বা রাণীর জন্মদিন বা নববর্ষের উপাধি বিতরণের সময়ও অনেক ভাগ্যবান লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া লর্ড সভার সভ্যপদ অলংকৃত করিয়া থাকেন।

সভ্যসংখ্যা

সকলে অবশ্য ইহাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন না। কারণ, একবার লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইলে উহা পরিত্যাগ বা উহার উত্তরাধিকার অস্বীকার করা যায় না, এবং কোন লর্ড কমন্স সভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে পারেন [illegible] বিশেষ অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও লর্ড উপাধি গ্রহণ [illegible] নাই। বর্তমানে লর্ড সভার সদস্যসংখ্যা ৯০০-র কিছু উপর। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই রক্ষণশীল দলের সমর্থক। এইদিক হইতে বলা যায় যে, লর্ড সভা মূলত রক্ষণশীল দলের সুদৃঢ় ঘাঁটি।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইল, এত সভ্য থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক অবস্থায় ইহার সভ্যদের উপস্থিতির সংখ্যা অতি অল্প। যখন বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে কোন আইনের খসড়া লর্ড সভায় উপস্থিত হয়, দেখা যায় সেই সময়েই মাত্র উপস্থিতির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।* ইহা হইতে র‍্যামজে ম্যুরের (Ramsay Muir) উক্তি যে লর্ড সভা '[illegible]ত্তশালীদের দুর্গ' (the common fortress of wealth) সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

---

* "Normally, only eighty or ninety peers participate in divisions of the House ...... But when the defeat of a progressive measure is desired, the Lords can bring up the big battalions." Finer

উত্তরাধিকারসূত্রে ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাজ্যের লর্ডগণ ছাড়াও অন্যান্য অনেক লর্ড আছেন। ইঁহাদের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের প্রতিনিধি লর্ড হইলেন ১৬ জন। প্রতি পার্লামেন্টের প্রারম্ভে স্কটল্যাণ্ডের লর্ডরা এই সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন। ১৭০৭ সাল হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া ১৮০০ সালের চুক্তি অনুসারে আয়ারল্যাণ্ডের জন্য ২৮ জন লর্ড থাকিতে পারেন। ইঁহারা আজীবন সদস্য ; স্কটল্যাণ্ডের লর্ডদের মত এক পার্লামেন্টের জন্য মনোনীত হন না। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, আয়ারল্যাণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে কোন নূতন লর্ড নির্বাচিত হন নাই। ফলে ইঁহাদের প্রায় সকল আসনই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হয় যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই আয়ারল্যাণ্ডের লর্ডদের প্রতিনিধিত্ব শেষ হইয়া যাইবে। লর্ড সভায় বর্তমানে মাত্র একজন আইরিশ সদস্য আছেন।

গঠন

লর্ড সভায় ক্যাণ্টারবারী ও ইয়র্কের আর্চবিশপ এবং লণ্ডন ডারহাম ও উইনচেষ্টারের বিশপ প্রভৃতি লইয়া মোট ২৬ জন যাজক আছেন। ইহা ছাড়া কয়েকজন সাধারণ আপিল লর্ডও (The Lords of Appeal in Ordinary) আছেন। ইঁহারা লর্ড সভার বিচার বিভাগীয় কাজকর্মের জন্য দেশের প্রখ্যাত আইনজীবীদের মধ্য হইতে আজীবনের জন্য মনোনীত হন এবং বেতন ভোগ করেন।

লর্ড সভার সভাপতিত্ব করেন লর্ড চ্যান্সেলর। তিনি আবার ক্যাবিনেটের সদস্য। এই কারণে তিনি বিতর্কেও অংশগ্রহণ করেন, কমন্স সভার স্পীকারের ন্যায় সকল সময় নিরপেক্ষতার আবরণে আবৃত হইয়া থাকেন না। ৩ জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই লর্ড সভার কার্য চালা[illegible]। তবে কোন বিল পাসের সময়ে অন্তত ৩০ জন সদস্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

সাধারণ সময় ও বিল পাসের সময় উপস্থিতি [illegible]

লর্ড সভার অধিকার (Privileges of the House of Lords) : লর্ড সভা নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ভোগ করে : (ক) পার্লামেণ্ট অধিবেশনে বসিবার পূর্বে এবং পরে ৪০ দিনের মধ্যে কোন লর্ডকে দেওয়ানী অন্যায়ের জন্য আটক করা যায় না ; (খ) সদস্যগণ বক্তৃতাপ্রদানের স্বাধীনতা ভোগ করেন ; (গ) প্রত্যেক লর্ড পৃথকভাবে রাজা বা রাণীর সহিত সাক্ষাৎকার করিতে [illegible] (ঘ) লর্ড সভা নিজের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তিপ্রদা[illegible] করিতে পারে; কাহাকেও আটক রাখা হইলে অধিবেশন বন্ধ হইবার ফলে সে মুক্তি পায় না ; (ঙ) অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে সভার কার্যে অংশগ্রহণ করিতে না-দেওয়ার ক্ষমতা লর্ড সভার আছে।

লর্ড সভার ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions of the House of Lords) : লর্ড সভার ক্ষমতাসমূহকে মোটামুটি চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়—১। বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা, ২। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, ৩। অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং ৪। অন্যান্য ক্ষমতা। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ক্ষমতা দুইটিই গুরুত্বপূর্ণ এবং তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ক্ষমতা একেবারে লোপ পাইয়াছে বলা চলে।

চারি শ্রেণীর ক্ষমতা

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা : যুক্তরাজ্য (United Kingdom) এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হইল এই লর্ড সভা। প্রথা অনুযায়ী এই আপিল বিচারকার্যে সাধারণ লর্ডগণ অংশগ্রহণ করিতে পারেন না; কেবলমাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণ ঐ কার্য সম্পাদন করেন। আইনজ্ঞ লর্ডগণের (The Law Lords) মধ্যে আছেন লর্ড চ্যান্সেলর, নয় জন সাধারণ আপিল লর্ড, ভূতপূর্ব লর্ড চ্যান্সেলরগণ এবং উচ্চ বিচারকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা আছেন এমন সমস্ত লর্ড। এখানে অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আইনত্ না হইলেও কাযত বিচারালয় হিসাবে লর্ড সভা আইনসভার অংশ হিসাবে লর্ড সভা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

১। বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা : লর্ড সভা আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে ইহা পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন (Parliament Act, 1911) গৃহীত হইবার পূর্ব পযন্ত লর্ড সভা বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল। শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী ইহা সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত বিলের সংশোধন করিতে না পা[illegible] [illegible] প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত। [illegible] ছাড়া অন্যান্য বিল কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও উহাকে সংশোধন [illegible] প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা লর্ড সভার ছিল। অবশ্য একথা বলা হইত যে[illegible]যে-ক্ষেত্রে জনসাধারণের সমর্থন স্পষ্টভাবে কমন্স সভার সপক্ষে থাকিত সে-ক্ষেত্রে কমন্স সভা এবং লর্ড সভার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কমন্স সভার নিকট লর্ড সভার নতিস্বীকার করাই ছিল রীতিসংগত। কিন্তু তবু লর্ড সভা যে কমন্স সভা কর্তৃক অনুমোদিত বিল প্রত্যাখ্যান করিতে সমথ ছিল ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। ১৯০৯ সালে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন গৃহীত হয়। ঐ বৎসর লর্ড সভা উদারনৈতিক সরকারের বাৎসরিক রাজস্ব বিলকে প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানের কারণ ছিল যে, উক্ত বিলে জমি এবং অন্যান্য প্রকারের সম্পদের উপর করধার্যের প্রস্তাব করা হয় এবং ঐ প্রস্তাবে লর্ড সভার ভূম্যধিকারী সভ্যগণ আতংকিত হইয়া পড়েন। এই প্রত্যাখ্যানের ফলে পার্লামেণ্ট

২। আইন প্রণয়ন, এবং ৩। অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

[illegible] লর্ড [illegible]মতা হ্রাস

ভাঙিয়া দেওয়া হয়। ফলে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে উদারনৈতিক দলই জয়লাভ করে। যাহাতে উপরি-উক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেই উদ্দেশ্যে লর্ড সভার ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য একটি বিল উত্থাপন করা হয় এবং জনসাধারণের মতামত লইবার জন্য আবার সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এবারও উদারনৈতিক দল জয়লাভ করে এবং এই বিলকে আইনে পরিণত করে। এই আইনই ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন বলিয়া পরিচিত। এই আইন পাস হওয়ার ফলে লর্ড সভার ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। কোন অর্থ সংক্রান্ত বিল কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর এক মাসের মধ্যে লর্ড সভা উহা পাস না করিলে লর্ড সভার অনুমোদন ব্যতীতই ঐ বিল সম্মতির জন্য রাজা বা রাণীর নিকট উপস্থিত করা যায়। অর্থ বিল ব্যতীত অন্যান্য বিল সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হয় যে, যদি কোন বিল কমন্স সভা কর্তৃক পর পর তিনটি অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং যদি প্রথম অধিবেশনে কমন্স সভায় বিলের দ্বিতীয় পাঠ এবং তৃতীয় অধিবেশনে কমন্স সভায় বিলের তৃতীয় পাঠের মধ্যে দুই বৎসর অতিবাহিত হয় তাহা হইলে উক্ত বিল লর্ড সভার অনুমতি ব্যতিরেকেই রাজা বা রাণীর নিকট সম্মতির জন্য প্রেরণ করা যাইবে। ইহা ছাড়া পার্লামেণ্ট আইনে 'অর্থ বিলে'র সংজ্ঞা দেওয়া হইলেও কোন বিল অর্থ বিল কি না এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার ভার কমন্স সভার স্পীকারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়।

১৯১১ সালের আইনে লর্ড সভার অর্থ সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা একরূপ কাড়িয়া লওয়া হয়

পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার পরও লর্ড সভার হাতে কমন্স সভার কার্যে বাধা দেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়া যায়। ইহা দুই বৎসর পর্যন্ত কোন সরকারের বিলকে পাস না করিয়া ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। কোন দলীয় সরকারের, বিশেষত [illegible] লর্ড সভার এই ক্ষমতা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইত। [illegible] দ্রুত কোন আইন পাস করায় বিঘ্নের সম্ভাবনা [illegible] বৎসরে কোন বিল পাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িত, যদি-না প্রতিক্রিয়াশীল লর্ড সভা [illegible] তাহাকে অনুমোদন করিত। ১৯৪৮ সালে শ্রমিক দলীয় সরকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জা[illegible]তীয়করণে অগ্রসর হইলে লর্ড সভা উহাতে এরূপভাবে বাধা প্রদান করে যাহাতে উহা শ্রমিক স[illegible]রের কার্যকালের মধ্যে সম্পূর্ণ না হইতে পারে।* তখন শ্রমিক স[illegible] অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইনে[illegible] লর্ড সভার প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও ১৯৪৯ সালে আর একটি পা[illegible] আইন পাস করিয়া লয়। এই আইন অনুসারে অর্থ বিল ছাড়া অন্য কোন বিল যদি পর পর দুইটি অধিবেশনে কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হয় এবং প্রথম

[illegible] জরুরী অবস্থার প্রয়োজন অনু[illegible] থাকিত। সরকারের কার্যকালের শেষ [illegible]

১৯৪৯ সালের আইনে লর্ড সভার আরও ক্ষমতা হ্রাস

* Morrison, *Government and Parliament—A Survey from the Inside*

অধিবেশনে কমন্স সভায় বিলটির দ্বিতীয় পাঠ এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে কমন্স সভায় বিলটির তৃতীয় পাঠের মধ্যে যদি এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত বিলটি রাণী বা রাজার সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হইবে। এইভাবে লর্ড সভার বিল পাসে বিলম্ব করাইবার মেয়াদ দুই বৎসরের পরিবর্তে এক বৎসর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪। অন্যান্য ক্ষমতা ও কায

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা : উপরি-উক্ত ক্ষমতা ও কার্য ছাড়াও লর্ড সভার অন্যান্য ক্ষমতা ও কায আছে। লর্ড সভা তাহার কমিটির মাধ্যমে কোন স্থানীয় বা বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিলের বিচারবিবেচনা করিয়া থাকে। বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী যে-সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয় বা নিয়মকানুন প্রণয়ন করা হয় লর্ড সভা তাহার অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইন লর্ড সভার এই ক্ষমতাকে বাতিল করে নাই। লর্ড সভা অনেক সময় অবিতর্কমূলক বিলকে উত্থাপন এবং বিচারবিবেচনা করিয়া কমন্স সভার সময়সংক্ষেপ করিতে সাহায্য করে। বিল পাস করা ব্যতীত বৈদেশিক বিষয়, দেশরক্ষা, কমনওয়েলথ-দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক প্রভৃতি বহু সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা লর্ড সভার অভিজ্ঞ এবং প্রখ্যাত সদস্যগণ করিয়া থাকেন।

লর্ড সভার আসল রূপ

এই দিক দিয়া লর্ড সভার সমর্থনে বলা হয় যে, ইহা প্রবীণদের পরিষদ এবং অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ উৎস।* পরিশেষে, লর্ড সভা হইতে ক্যাবিনেটের সদস্যও মনোনীত করা হয়। কিন্তু উপরি-উক্ত কার্যাবলী ও উপযোগিতা সত্ত্বেও লর্ড সভার আসল রূপ হইল যে, ইহা প্রতিক্রিয়াশীল দলের স্বার্থ সংরক্ষণের সুদৃঢ় ঘাঁটি। কোন প্রগতিশীল সরকারের পক্ষে ইহার সহিত সহজ ও সরলভাবে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখিয়া কার্য করা অসম্ভব।

প্রগতির অন্তরায় লর্ড সভা (House of Lords—A Hindrance to Progress) : ব[illegible] হইতেই ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট-বিশারদ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদগণ অনু[illegible] করিতেছেন লর্ড সভা ঠিক সময়োপযোগী কাজ করিতেছে না। অনেকে ইহার বিলোপসাধনের কথাও চিন্তা করেন।

প্রগতিশীল দলীয় সরকার ও লর্ড সভার বিলোপের চিন্তা

রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিত্বের আমলে লর্ড সভা লইয়া কোন গোলমাল হয় না, কারণ লর্ড সভা রক্ষণশীল দলের এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থ সংরক্ষণের যন্ত্র।** কিন্তু কোন প্রগতিশীল সরকার [illegible] হইলে লর্ড সভার বিরোধিতার ফলে কোন সত্যকারের সমাজ-সংস্কারমূলক আইন

* "The House of Lords is a Council of elders with a great fund of experience." *This Realm—Some Aspects of the British Way of Life*

** "So long as a conservative government is in office there is no problem of the House of Lords." Jennings

পাস করিতে উহাকে পদে পদে বিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইনের ফলে লর্ড সভার ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু অর্থ বিল ভিন্ন অন্য বিলকে আইনে পরিণত করিতে বিলম্ব করাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা লর্ড সভার যথেষ্ট রহিয়াছে। জরুরী অবস্থায় কোন শ্রমিক দলীয় মন্ত্রিসভা তাড়াতাড়ি কোন আইন পাস করাইতে পারিবে না, যদি সেই আইনের কোন এক ধারায় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের মূলে সামান্যও আঘাত লাগে।

লর্ড সভা দ্বারা বাধা-প্রদানের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা

অনেক সময় বলা হইয়া থাকে যে, এই বিলম্বের দ্বারা মূলত দেশের মংগলই হয়—কারণ, ইহার ফলে কোন সরকার তাড়াতাড়ি করিয়া কোন ত্রুটিপূর্ণ আইন পাস করাইতে পারে না অথবা কোন আমূল পরিবর্তন দেশের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমত, ইংল্যাণ্ডের গত একশত বৎসরের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহাতে এই প্রকারের আইন প্রণয়নের ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, কোন বিল হঠাৎ আইনে রূপান্তরিত হয় না। প্রয়োজনবোধেই এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থের সহিত আলাপ-আলোচনার পরই তাহার সৃষ্টি হয়। আইনের খসড়াও রচিত হয় বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা। ইহা ছাড়াও আইন পাস হইবার বিভিন্ন ধারার এবং পাঠের (Reading) মধ্য দিয়া যাইতে বিলম্ব হয়। বস্তুত, বর্তমান সময়ে ক্যাবিনেট প্রথম কক্ষ এবং কমন্স সভা দ্বিতীয় কক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে একটা মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ বা জাতীয় স্বার্থের হানিকর কোন আইন সহসা পাস হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। ইহা ব্যতীত কায়েমী স্বার্থভোগী, বিত্তবান, ব্যাংকের মালিক, মহাজন প্রভৃতি কি 'উপযুক্ত আইনের' বিচারকর্তা হইতে [illegible]তির বিরোধী তাহাদের হস্তে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে এরূপ আশা করা ভুল। উপরন্তু, [illegible] দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ের বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের প্রয়োজন হয়। এই [illegible] অত্যাবশ্যকীয় জনকল্যাণমূলক সংস্কারকে বিলম্বিত বা বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য লর্ড সভার মত ঊর্ধ্বতন কক্ষকে বাঁচাইয়া রাখার পক্ষে কোন সংগত যুক্তি পাওয়া যায় না।

লর্ড সভার সংস্কার (Reform of the House of Lords): বর্তমানে যেভাবে গঠিত সেইভাবে লর্ড সভার অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী কেহই নহেন। বামপন্থী এবং শ্রমিক দল লর্ড সভার হয় একেবারে বিলোপসাধনের কথা চিন্তা করেন, না-হয় বর্তমান লর্ড সভার পরিবর্তে পুনর্গঠিত উচ্চ পরিষদের কল্পনা করেন। ১৯৩৫ সালে শ্রমিক দল নির্বাচনী ইস্তাহারে লর্ড সভা বিলোপ করিবার সিদ্ধান্তকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে শ্রমিক দল এ-প্রশ্নের কোন

স্পষ্ট ইংগিত না দিয়া শুধু বলে যে, জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লর্ড সভার কার্যকে বরদাস্ত করা হইবে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, শ্রমিক দলও লর্ড সভাকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিতে চাহে না। শ্রমিক দলের মতে, বর্তমান লর্ড সভা সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির অন্তরায়। অতএব ইহার হস্তে কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। তাহারা মনে করে, এমন একটি উচ্চ পরিষদ থাকিবে যাহার কার্য হইবে কমন্স সভায় গৃহীত বিলগুলি লইয়া আলোচনা করা এবং প্রয়োজনমত পরিমার্জনার উপদেশ দেওয়া। পক্ষান্তরে রক্ষণশীল দল মোটামুটি বর্তমানের লর্ড সভার মতই একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষপাতী।

বিভিন্ন সময়ে লর্ড সভার সংস্কারসাধনের প্রস্তাব

বিভিন্ন সময়ে লর্ড সভার সংস্কারসাধনেব যে-সমস্ত প্রস্তাব করা হয় তাহাদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করিতে হয় ১৯১৮ সালের লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) রিপোর্টের কথা। এই রিপোর্টের প্রস্তাব অনুসারে লর্ড সভার সদস্য হইবেন ৩২৭ জন। ইঁহাদের ৮১ জন সদস্য লর্ডগণের মধ্য হইতে লর্ড সভা ও কমন্স সভার এক সংযুক্ত কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং অবশিষ্ট ২৭৬ জন কমন্স সভার সদস্যগণ লইয়া গঠিত ১৩টি নির্বাচনী সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ হইবে ১২ বৎসর। এই প্রস্তাব কার্যকর করা হয় নাই।

[illegible]৩২ সালে লর্ড সলস্‌বেরী (Lord Salisbury) একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাহার প্রস্তাব অনুযায়ী লর্ড সভার সদস্যসংখ্যা হইবে তিন শত। তাহার মধ্যে অর্ধেক হইবেন বংশানুক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে লর্ডদের দ্বারা ১২ বৎসরের জন্য নির্বাচিত এবং অপর অর্ধেক হইবেন উক্ত সময়ের জন্য সরকার কর্তৃক [illegible] বর্তমান লর্ড সভার যে-ক্ষমতা আছে তাহাই থা[illegible] কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, অর্থ সংক্রান্ত বিলের সং[illegible]গের ক্ষম[illegible]রের হাতে না থাকিয়া উভয় সভার যুক্ত তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত একটি কমিটির [illegible]তে থাকিবে; এবং তাহার সভাপতি হইবেন স্পীকার। আশ্চর্যের বিষয় [illegible] সলস্‌বেরীর আপন বন্ধুবান্ধব রক্ষণশীলেরাই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ক[illegible]ছিলেন।

রক্ষণশীল দল [illegible] [illegible]সাধনের [illegible] নয়

ইহা সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, রক্ষণশীল দল লর্ড সভার বিলোপসাধন ত চাহেই না, এমনকি ক্ষমতাহ্রাসের উদ্দেশ্যে আনীত কোন সংস্কারও তাহারা মানিয়া লইতে রাজী নয়—কারণ, লর্ড সভা তাহাদের কায়েমী স্বার্থের দুর্গ।

কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে লর্ড সভার ন্যায় কোন অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি থাকিতেই পারে না—বিশেষ করিয়া যখন ইহা জাতীয় স্বার্থের

পরিপন্থী।* কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল যে, লর্ড সভার বিলোপসাধন বা সংস্কারসাধনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইলেও উহা এখনও টিকিয়া আছে। ইহার মূলে দুইটি কারণ বর্তমান। প্রথমত, যখনই লর্ড সভার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তখন লর্ড সভা কিছু কিছু ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিনাশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। দ্বিতীয়ত, সংস্কারের রূপ কি হইবে সেই সম্পর্কে দলগুলি একমত হইতে পারে নাই। ১৯৪৮ সালে এ্যাটলীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সভা লর্ড সভার সংস্কার সম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ে মীমাংসায় পৌঁছায়, কিন্তু পুনর্গঠিত লর্ড সভার ক্ষমতা কি হইবে সে-সম্বন্ধে কোন সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। বামপন্থী দলের পক্ষে লর্ড সভার সংস্কারের পথে অগ্রসর হওয়ায় বিপদ হইল যে ধনিকশ্রেণী তাহাদের স্বার্থহানির আশংকা দেখিয়া দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃংখলা আনয়ন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না। এই কারণে বর্তমানে লর্ড সভার ক্ষমতাহ্রাসের প্রশ্ন পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে, কেবল উহার সাংগঠনিক সংস্কার কিভাবে করা যায়, তাহা লইয়াই বিচারবিবেচনা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে কিছু দিন পূর্বে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের প্রতিনিধি লইয়া একটি সিলেক্ট কমিটি (a joint select committee) গঠিত হইয়াছে।**

লর্ড সভার টিকিয়া থাকিবার কারণ

সংক্ষিপ্তসার

ব্রিটেনের আইনসভা রাণী (বা রাজা) এবং পার্লামেণ্ট লইয়া গঠিত। পার্লামেণ্ট দুইটি পরিষদে বিভক্ত—লর্ড সভা ও কমন্স সভা। লর্ড সভাই পৃথিবীর সর্ব পুরাতন দ্বিতীয় পরিষদ। ইহার সদস্যসংখ্যা [illegible] উপর এবং সদস্যগণ অধিকাংশই জন্মগতসূত্রে সদস্যপদ প্রাপ্ত।

সদস্যসংখ্যার তুলনায় সাধা[illegible] কার্যে সদস্যদের উপস্থিতি অত্যন্ত অল্প হয়। মাত্র বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে কোন আইনের খসড়া উপস্থিত [illegible] উপস্থিতির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এইজন্য ইহাকে বিত্তশালীদের দুর্গ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

লর্ড সভার সদস্যগণ কয়েকটি অধিকার ভোগ করেন। সভার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দুই প্রকার—বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা। বিচার সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করেন আইনজ্ঞ লর্ডগণ, সকল লর্ড নহেন। ইহার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা [illegible] ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইনের ফলে বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১১ সালের আইনের ফলে লর্ড সভা কোন আইন পাসে সর্বাধিক দুই বৎসর বিলম্ব ঘটাইতে পারিত ; ১৯৪৯ সালের আইনের ফলে এখন এক বৎসর পর্যন্ত [illegible]।

লর্ড সভার অবশ্য অন্যান্য ক্ষমতাও আছে। ইহা বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী যে-সকল নি[illegible] প্রবর্তন করা হয় তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

---

* "The existence of the House of Lords is a gross anomaly without justification in this era." Finer

** *Britain, An Official Handbook*

লর্ড সভা প্রগতির অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় অনেক দিন ধরিয়াই উহার সংস্কারের প্রচেষ্টা করিয়া আসা হইতেছে; কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। যখনই ইহার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তখনই কিছু কিছু ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়া লর্ড সভা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। উপরন্তু, লর্ড সভার সংস্কারের রূপ কি সে-সম্বন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি কখনও একমত হইতে পারে নাই। এই কারণেও লর্ড সভা টিকিয়া আছে। বর্তমানে অবশ্য উহার সাংগঠনিক সংস্কারের প্রস্তাব লইয়া বিচারবিবেচনা করা হইতেছে।

দশম অধ্যায়

পার্লামেণ্ট: কমন্স সভা

(PARLIAMENT : THE HOUSE OF COMMONS)

[কমন্স সভা: প্রতিনিধিত্ব—সাধারণ ভোটপদ্ধতি ও উহার ত্রুটি—বিকল্প ভোটপদ্ধতি ও সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব—পার্লামেণ্টের অধিবেশন ও বৈঠক—স্পীকার ও তাঁহার কার্য—কমিটি ব্যবস্থা: সমগ্র কক্ষ কমিটি, স্থায়ী কমিটি, সিলেক্ট কমিটি, অধিবেশনকালীন কমিটি ও প্রাইভেট বিল কমিটি—কমন্স সভার অধিকারসমূহ—বিরোধী দল এবং উহার গুরুত্ব]

প্রতিনিধিত্ব (Representation): পার্লামেণ্টের জনপ্রতিনিধিমূলক কক্ষ হইল কমন্স সভা। বর্তমানে কমন্স সভার সদস্যসংখ্যা ৬৩০ জন। প্রত্যেক সদস্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনে অথবা কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে উপনির্বাচনে নির্বাচিত [illegible] বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক 'ব্রিটিশ প্রজা' ভোট[illegible]ধিকারী। ভোটাধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে [illegible]সবাসকারী, কমনওয়েলথ এবং প্রজাতন্ত্র আয়ারল্যা[illegible] নাগরিকগণও আছেন। বিদেশীয়, বিকৃতমস্তিষ্ক, কারাদণ্ড ভোগকারী প্রভৃতি ব্যক্তির ভোটাধিকার নাই। যাহাদের ভোটাধিকার আছে তাহারা কমন্স সভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবারও যোগ্য। তবে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং রোমান ক্যাথলিক গির্জার যাজকগণ, দেউলিয়া এবং কতিপয় ক্ষেত্রে রাজকর্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তি কমন্স সভার সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন না। নির্বাচনের জন্য দেশকে কতকগুলি ভৌগোলিক নির্বাচন-এলাকায় (territorial constituencies) বিভক্ত করা হয় এবং সময় সময় এই এলাকাগুলির পুনর্বণ্টন করা হয়। প্রত্যেক এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচিত হন

কমন্স সভার সদস্য নির্বাচনে কাহা[illegible] ভোটদানে অধিকারী

কাহারা কমন্স [illegible] সদস্য [illegible]র্বাচিত [illegible]বার যোগ্য

এবং প্রত্যেক নির্বাচকের মাত্র একটি ভোটপ্রদানের অধিকার থাকে। প্রার্থিগণের মধ্যে অধিকসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিই নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হন।

নির্বাচন সংক্রান্ত উপরি-উক্ত ধারাগুলি একদিনে প্রবর্তিত হয় নাই। একশত বৎসরের উপর আন্দোলন চালাইবার ফলেই ইংল্যাণ্ডের ভোটাধিকার প্রসারলাভ করিয়াছে। বর্তমান ভোটাধিকার-ব্যবস্থার দুই-একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভাই গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি। সুতরাং প্রশ্ন উঠে যে কমন্স সভা প্রকৃতই জনপ্রতিনিধিমূলক কি না? কমন্স সভাকে জনপ্রতিনিধিমূলক হিসাবে গণ্য করিবার বিরুদ্ধ যুক্তি হইল নিম্নলিখিত রূপ: প্রথমত, ২১ বৎসর বয়স্ক না হইলে কেহ ভোটাধিকার পায় না। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, এই বয়সের বহু পূর্বেই, যথা ১৮ বৎসর বয়সেই, ভোটদানের দায়িত্ব সম্পাদনের মত-যথেষ্ট বুদ্ধিবিবেচনা এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইয়া থাকে। সুতরাং ভোটদানের জন্য ২১ বৎসর বয়স নির্ধারণ করার ফলে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন জনসাধারণের একটা বিরাট অংশকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়।

কমন্স সভা প্রকৃত জনপ্রতিনিধিমূলক নহে—কারণ:
১। ইংল্যাণ্ডে ভোটাধিকার কিছুটা সংকুচিত

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক নির্বাচন-এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচিত হন এবং নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে-প্রার্থী অপেক্ষাকৃত বেশী ভোট পান তিনিই নির্বাচিত হন। এই সাধারণ ভোটাধিক্যের ভিত্তিতে নির্বাচন-পদ্ধতির (the simple majority system of voting) কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি আছে যাহার জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার সত্ত্বেও কমন্স সভা প্রতিনিধি-[illegible]রে গঠিত হইতে পারে নাই। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন দল ভোটাধিকারীদের সমর্থনের সমা[illegible] কমন্স সভায় আসন লাভ করে না। এমনও হয় যে, কোন দল অন্য দলের তুলনায় কম [illegible]ইয়াও ঐ দ[illegible]পেক্ষা বেশী সংখ্যক আসন লাভ করে এবং দেশের মোট ভোটসংখ্যার [illegible]র্ধেকের কম পাইয়াও কমন্স সভার মোট আসনের অর্ধেকের বেশী লাভ করিতে সমর্থ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৫১ সালের নির্বাচনে শ্রমিক দল ১·৩৯ কোটি ভোট পাইয়া ২৯৫টি আ[illegible] লাভ করে; অথচ রক্ষণশীল দল ১·৩৭ কোটি ভোট পাইয়া ৩২১টি আসন পাইতে সমর্থ [illegible] এবং কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সরকার গঠন করে। অর্থাৎ, রক্ষণশীল দল [illegible]তকরা ৪৮·১ ভোট পাইয়া শতকরা ৫১·৩টি আসন পায় এবং শ্রমিক দল শতকরা ৪৮·৭ ভোট পাইয়া শতকরা ৪৭·২টি আসন লাভ করে।

২। সাধারণ ভোটাধিক্যের ভিত্তিতে নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ

এইরূপ হইবার কারণ কি তাহা একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে। যদি ধরা যায় যে মাত্র তিনটি আসনের জন্য শ্রমিক দল এবং রক্ষণশীল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করিতেছে এবং প্রত্যেক নির্বাচন-এলাকায় ৫০০ জন ভোটদাতা আছেন। এখন যদি এমন হয় যে, রক্ষণশীল দল দুইটি এলাকার প্রত্যেকটিতে ২৫৫ ভোট পাইয়া ২টি আসন লাভ করে এবং তৃতীয় এলাকায় মাত্র ৫০ ভোট পাইয়া শ্রমিক দলের নিকট পরাজিত হয় তাহা হইলে অবস্থা দাঁড়াইবে যে, রক্ষণশীল দল মোট ১৫০০ ভোটের মধ্যে মাত্র ৫৬০ ভোট পাইয়া ২টি আসন এবং শ্রমিক দলের সপক্ষে ৯৪০ ভোটারের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও উহা মাত্র ১টি আসন লাভ করিবে। ইহা ব্যতীত অধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল বর্তমান থাকিলে প্রত্যেক নির্বাচন-এলাকায় কোন দল অর্ধেকের কম ভোট পাইয়াও জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়। যেমন, যদি কোন নির্বাচনক্ষেত্রে মোট ৪০০ ভোটসংখ্যার মধ্যে রক্ষণশীল দল ১৮০, শ্রমিকদল ১৪০ এবং উদারনৈতিক দল ৮০ ভোট পায় তাহা হইলে রক্ষণশীল দল আসনটি লাভ করিবে। উপরের আলোচনা হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যাহারা সরকার গঠন করে তাহারা অধিকসংখ্যক নির্বাচকের প্রতিনিধি নাও হইতে পারে। যেমন, বর্তমান রক্ষণশীল সরকার অধিক সংখ্যক নির্বাচকের ভোটে নির্বাচিত হয় নাই।

সাধারণ ভোটাধিক্য পদ্ধতির ক্রটি দূরিকরণের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতিসমূহ ও ইহাদের বিরোধিতা

এই সমস্ত ক্রটি দূর করিবার জন্য অনেক বিকল্প ভোট প্রণালী (Alternative Vote) এবং সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা (Proportional Representation) প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এই সুপারিশ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বলা হয় যে, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় কমন্স সভা অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইলেও ইহাতে কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে না। সুতরাং স্বতই দুর্বল ও অস্থায়ী সম্মিলিত সরকার গঠন ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

৩। সদস্যপদে অধিষ্ঠিত হইবার পথে বাধাবিপত্তি

তৃতীয়ত, সাধারণের কমন্স সভার সদস্য [illegible] এমন সমস্ত বাধাবিপত্তি আছে যাহার ফলে নির্বাচনে [illegible] সংগঠি[illegible]দেরই সুবিধা হইয়া থাকে। সাধারণত সরকারী কর্মচা[illegible] পদত্যাগ না করিয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে [illegible]রে না। একথা অবশ্য বলা যায় যে, নীতি-নির্ধারণ এ[illegible] মন্ত্রীদের পরামর্শকার্যে ব্যাপৃত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের এই স্বাধীনতা দেওয়া হইলে সরকারী চাকরিয়াদের নিরপেক্ষতা এবং স[illegible]য় জনসাধারণ বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে। কিন্তু সরকারী চাকরিয়াদের কথা [illegible]ওয়া দিলেও ব্যক্তিগত শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পক্ষেও রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিষিদ্ধ থাকে বা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয়। অথচ কোম্পানীর ডাইরেক্টর বা পরিচালকদের যথেচ্ছভাবে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ করার পথে কোনপ্রকার বাধা নাই। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও

এই নিয়মের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনেক শিক্ষককে চাকরি হইতে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

এইভাবে সমাজের একটি বিরাট অংশকে সাধারণ নাগরিক-অধিকার হইতে কার্যত বঞ্চিত করার সপক্ষে যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ইহার মূলে যে অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান তাহা সহজেই অনুমেয়। সমাজের এক প্রান্তে মুষ্টিমেয়ের হস্তে পুঞ্জীভূত হইয়াছে দেশের প্রায় সমস্ত সম্পদ, অন্য প্রান্তে আছে সমাজের বিরাট অংশ পরমুখাপেক্ষী হইয়া; আর সাধারণের এই আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ লইতেছে প্রথমোক্ত শ্রেণী। প্রকৃতপক্ষে, ধনতান্ত্রিক সমাজে নির্বাচন প্রধানত অর্থের খেলা। জামানত, প্রচার, নির্বাচন-এলাকাকে পরিতোষণের জন্য যে-প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহাতে আর্থিক সংগতিশীল ব্যক্তিরাই অধিক সুযোগ পায়। অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা এবং আপন স্বার্থ সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধি প্রসারের ফলে সাধারণের সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহারা শক্তিও সঞ্চয় করিতেছে। তাহা হইলেও ধনবৈষম্যের জন্য সাধারণের সফলকাম হওয়ার পথে বহু অন্তরায় রহিয়াছে।* যতই আইনের দ্বারা নির্বাচনের ব্যয় সীমাবদ্ধ এবং দুর্নীতি বন্ধ করার চেষ্টা করা হউক না কেন, আর্থিক প্রতিপত্তিশালীর পক্ষে পর্দার আড়ালে থাকিয়া রাষ্ট্রনীতির কলকাঠি পরিচালনা করায় খুব বেশী অসুবিধা হয় না।

ধনবৈষম্য ও নাগরিক-অধিকারের সংকোচন হেতু কমন্স সভা কার্যত জনপ্রতিনিধিমূলক হইতে পারে নাই

পার্লামেন্টের অধিবেশন এবং বৈঠক (Sessions and Sittings of Parliament): সাধারণ নির্বাচনের পর যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পার্লামেন্ট মিলিত হইবা। কাব [illegible] রাজা বা রাণী রাজকীয় ঘোষণার দ্বারা পার্লামেন্টকে মিলিত হইতে আহ্বান করেন। [illegible]মেন্টের অধিবেশন বন্ধ করা [illegible] পার্লমেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়াও রাজা বা রাণীর ক্ষমতা [illegible] মেয়াদ হইল পাঁচ বৎসর, যদি-না অবশ্য ইতিমধ্যেই পার্লামেণ্টকে ভাঙিয়া দে[illegible] হয়। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, রাজা বা রাণী শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসা[illegible] প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পার্লামেণ্ট ভাঙিবার বিশেষাধিকার (Prerogatives) প্র[illegible] করিয়া থাকেন।** এমন কোন আইন নাই যাহাতে পার্লামেণ্টকে প্রত্যেক বৎসর মিলিত [illegible]তে হইবে; অবশ্য ১৬৯৪ সালের ত্রিবার্ষিক আইন (The Triennial Act, 1694) [illegible] প্রত্যেক তিন বৎসরে পার্লামেণ্টকে একবার মিলিত হইতে হইবে। কিন্তু কার্য[illegible]

* "It is, indeed, a fair generalisation that the safer the seat the wealthier the candidate." Jennings

** ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

পার্লামেন্টের বৎসরে অন্তত একবার মিলিত হওয়া প্রয়োজন—কারণ, রাজস্ব ও সরকারী ব্যয় প্রভৃতি সংক্রান্ত অত্যাবশ্যকীয় আইনগুলি প্রত্যেক বৎসর প্রণয়ন করা হয়। পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ (Prorogation) করেন রাজা বা রাণী নিজেই অথবা রাজকীয় কমিশন। অধিবেশন বন্ধ করার ফলে সমস্ত কার্যের সমাপ্তি ঘটে, এবং যে-সমস্ত উত্থাপিত পাব্লিক বিল দুই কক্ষে পাস না হইয়া অসমাপ্ত থাকে সেগুলি সকলই নষ্ট হইয়া যায়। অধিবেশন চলার সময় কোন কক্ষের কার্য সাময়িক-ভাবে বন্ধ (adjournment) রাখার ক্ষমতা হইল সংশ্লিষ্ট কক্ষের। এই মুলতবীর ফলে অসমাপ্ত কার্যের অবসান ঘটে না।

আইন না থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে পার্লামেন্টের পক্ষে বৎসরে অন্তত একবার অধিবেশনে মিলিত হওয়া প্রয়োজন

প্রত্যেক নূতন অধিবেশনের প্রথম কায হইল রাজকীয় অভিভাষণ সম্পর্কে বিতর্ক করা। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, রাজকীয় অভিভাষণ ক্যাবিনেট কর্তৃক রচিত হয় এবং সরকারের কর্মসূচীর কথা ইহাতে থাকে।*

স্পীকার (The Speaker) : কমন্স সভার কর্মচারীদের মধ্যে স্পীকারের পদ সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতি পুরাতন কালে যখন রাজার নিকট অনুরোধ বা প্রার্থনা জানানো ভিন্ন প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কমন্স সভার ছিল না তখন ঐ কার্যের জন্য সভা একজন মুখপাত্র (Spokesman) মনোনয়ন করিত। ইহা হইতেই 'স্পীকার' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। স্পীকার কমন্স সভায় সভাপতিত্ব করেন। একমাত্র যখন কমন্স সভা কমিটি হিসাবে কায করে তখন স্পীকারের পরিবর্তে কমিটির চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। প্রত্যেক নূতন পার্লামেন্টের প্রারম্ভে সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে স্পীকার-পদে নির্বাচিত করা হয়। পূ[illegible] প্রকৃতপক্ষে স্পীকার নিয়োগ করিতেন এবং স্পী[illegible] রাজার অনুচর ছিলেন। পরবর্তী সময়ে স্পীকারকে [illegible] প্রভাব হইতে মুক্ত করা হয়। কিন্তু এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্পীকার নিয়োগে রাজা বা রাণীর অনুমোদন প্রয়োজন হয়। বর্তমানে স্পীকার কে হইবেন তা[illegible] প্রথমে ঠিক করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। অবশ্য যাহাতে স্পীকার নির্বাচন সর্বব্যা[illegible] হয় তাহার জন্য সাধারণত কমন্স সভার অন্যান্য দলের সহিত বিশেষত[illegible] বিরোধী দলের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রার্থী নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ প্রথা [illegible]সারে পূর্ববর্তী স্পীকার যদি ঐ পদে থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে পুনর্নির্বাচিত করা হয়। তবে স্পীকার মনোনয়নে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না এমন নয়। ১৯৫১ সালে শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের প্রস্তাবিত প্রার্থীর বদলে পূর্বতন

'স্পীকার' শব্দের [illegible]পত্তি

স্পীকারের নির্বাচন

---

* ৫৬ পৃষ্ঠা।

ডেপুটি স্পীকারকে স্পীকাব নির্বাচিত করিবার প্রস্তাব করে। ভোট গ্রহণের ফলে রক্ষণশীল দলের মনোনীত প্রার্থী জয়লাভ করে। আবার ধারণা আছে যে, কমন্স সভায় সদস্যরূপে স্পীকারের পুনর্নির্বাচনে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয় না। এই ধারণা একরূপ ভুল। সাম্প্রতিক কালে ১৯৩৫, ১৯৪৫ এবং ১৯৫১ সালে নির্বাচনের সময় স্পীকারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছিল।

স্পীকারের পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে

মনোনয়নেব পর স্পীকারকে 'অদলীয় এবং নিবপেক্ষ' ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়। বলা হয় যে, তিনি ব্যক্তিগত ইচ্ছার উধ্বে' থাকিযা দল-নিরপেক্ষভাবে কমন্স সভার কায পরিচালনা করেন।* কমন্স সভার বাহিরে তিনি কোন সময়েই দলীয় সমস্যা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ বা আলোচনা করেন না এবং রাষ্ট্রনৈতিক সভাসমিতি বা ক্লাবে যোগদান করেন না; কমন্স সভার কোন তর্কবিতর্কে কোন অংশগ্রহণ করেন না। কেবল কমন্স সভার শৃংখলা রক্ষা বা কার্য পরিচালনার জন্য যতটুকু কথা বলা প্রয়োজন তাহাই করেন; এবং যখন কোন বিষযের সপক্ষে ও বিপক্ষে ভোটসংখ্যা এক হয় তখন তিনি তাহার নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদান করিয়া অচল অবস্থার অবসান করেন। তবে তিনি এমনভাবে ভোট প্রদান করেন যাহাতে প্রশ্নটিব চূড়ান্ত মীমাংসা না হয় এবং কমন্স সভা আবার বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবার সুযোগ পায়।

স্পীকারের নিরপেক্ষতা

স্পীকাবকে যে-সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয় তাহাব মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: প্রথমত, আলোচনা ও বিতর্ক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কমন্স সভার শৃংখলা বজায় রাখা এবং সর্বতোভাবে উহার ক্ষমতা ও মর্যাদা [illegible] করা স্পীকারের প্রধান দায়িত্ব।** যাহাতে কমন্স সভাব সময়ের [illegible] হয় তাহার দিকে লক্ষ্য [illegible] তাঁহাব অন্যতম কার্য। একদিকে যেমন সদস্যদের, [illegible]সংখ্যালঘু দলগুলির, অধিকার ও স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা দেখা কর্তব্য—[illegible]দিকে তেমনি কেহ যাহাতে পার্লামেন্টের নিয়মপদ্ধতিব অন্যায় সুযোগ গ্রহণ না ক[illegible] অথবা সভার কাযে বিঘ্ন না ঘটায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাঁহার দায়িত্ব। সভার [illegible]নের ব্যাখ্যা তিনি দিয়া থাকেন এবং যেখানে বৈধতার প্রশ্ন উঠে সেখানে তিনি [illegible] মীমাংসা করিয়া থাকেন। যে-সমস্ত স্থানে পূর্বেকার নজির, সিদ্ধান্ত বা নির্দেশাবলী [illegible]

স্পীকারের দায়িত্ব ও [illegible] শৃংখলা ও মর্যাদা রক্ষা করা

* "The endeavour of the last 150 years has been to make the [illegible] the objective embodiment of the rules and law of the Commons, [illegible] him the last milligram of partisanship." Finer

** "The speaker is not only the chairman of the House of Commons but the guardian of its powers and privileges." *This Realm*

বা অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয় সেখানে কমন্স সভার প্রথা, ঐতিহ্য এবং মর্যাদার দিকে নজর রাখিয়া তিনি কর্তব্য নির্ধারণ করেন। তবে প্রায় সকল বিষয়েই পূর্বের নজির থাকায় তাঁহাকে সিদ্ধান্ত করিতে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় না। আলোচনা বন্ধের প্রস্তাবে (closure motion) অনুমতি দেওয়া বা না-দেওয়ার অধিকার তাঁহার আছে। তাঁহার নির্দেশে ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ভোটের ফলাফল তিনিই ঘোষণা করেন। সভার শৃংখলা এবং মর্যাদা ও অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহার জন্য তাঁহাকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। একাধিক সদস্য বক্তৃতা করিতে উঠিলে তিনি ঠিক করেন কাহাকে আগে সুযোগ দেওয়া হইবে। বক্তৃতায় অপ্রাসংগিক বা অশোভনীয় কিছু থাকিলে তাহা তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। কোন সদস্য শৃংখলাভংগ করিলে তাঁহাকে তিনি সতর্ক করিয়া দেন এবং চরম অবস্থায় কক্ষ হইতে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন। বিশৃংখলা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে সভার কার্য তিনি মুলতবী রাখেন।

২। সভার নিয়ম-কানুনের ব্যাখ্যা এবং বৈধতার প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করা

তৃতীয়ত, ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন অনুসারে কোন বিল 'অর্থ বিল' (Money Bill) কি না তাহা নির্ধারণ করার দায়িত্ব স্পীকারের ; এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

৩। কোন বিল 'অর্থ বিল' কি না তাহা নির্ধারণ করা

চতুর্থত, কমন্স সভার মুখপাত্র হিসাবেও তাঁহার দায়িত্ব আছে। রাজশক্তির সহিত কমন্স সভার আদানপ্রদান হয় স্পীকারের মাধ্যমে। প্রত্যেক নূতন পার্লামেণ্ট আরম্ভ হইবার সংগে সংগে স্পীকার রাজশক্তির নিকট হইতে কমন্স সভার পুরাকাল হইতে প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত অধিকারসমূহ দাবি করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত কমন্স [illegible] শূন্য সদস্যপদগুলি পূরণ করার উদ্দেশ্যে আহ্বান [illegible] জাহির করা, সন্দেহস্থলে বিরোধী দলের [illegible] নির্ধারণ করা, কাহারও বিরুদ্ধে অধিকার লংঘনের অভিযোগ আসিলে তাহার [illegible] সিদ্ধান্ত করা এবং স্থায়ী কমিটিগুলির চেয়ারম্যান বা সভাপতি নিযুক্ত করা স্পীকারের কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

৪। কমন্স সভার মুখপাত্র হিসাবে কার্য করা

[illegible] স্পীকারের যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে সুদক্ষ ব্যক্তিকে স্পীকার পদে নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাগুণ, বুদ্ধিবিবেচনা, কুশলতা এবং অভিজ্ঞতার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

স্পীকারের ব্যক্তিগত গুণাগুণের উপর [illegible] নির্ভর

কমিটি-ব্যবস্থা (The Committee System) : পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আইনসভা দ্বারা আইন প্রণয়নে কমিটি-ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। এই কমিটিগুলি আইনের খসড়া এবং অন্যান্য বিষয়ের বিচারবিবেচনা করিয়া আইনসভার

কার্যের সুবিধা এবং সময় সংক্ষেপ করে। বিশেষত, বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য সম্প্রসারিত হওয়ায় এই কমিটি-ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় গ্রেট ব্রিটেনে অবশ্য কমিটি-ব্যবস্থা বিশেষ ব্যাপক হইয়া উঠে নাই। এখানে কমন্স সভা পূর্ণ বৈঠকে আইন প্রণয়ন করে এবং সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়া থাকে। কমিটিগুলি কমন্স সভার কাযে সাহায্যকারী সংস্থা মাত্র। যাহা হউক, কমন্স সভার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি আছে এবং ইহারা মূল্যবান কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কমন্স সভার এই কমিটিগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :

কমিটি-ব্যবস্থার গুরুত্ব; ব্রিটেনে কমিটি-ব্যবস্থা ব্যাপক হইয়া উঠে নাই

(১) কমন্স সভার সমস্ত সদস্য লইয়া গঠিত সমগ্র কক্ষ কমিটি (The Committees of the Whole House),

(২) স্থায়ী কমিটি (Standing Committees),

(৩) সিলেক্ট কমিটি (Select Committees),

(৪) অধিবেশনকালীন কমিটি (Sessional Committees),

(৫) প্রাইভেট বিল কমিটি (Private Bills Committees)।

(১) সমগ্র কক্ষ কমিটি (Committees of the Whole) : এই কমিটি-সমূহের প্রত্যেকটি কমন্স সভার সমস্ত সদস্য লইয়া গঠিত—অর্থাৎ, কমন্স সভাই কমিটি হিসাবে কার্য করে। কমন্স সভা এবং সমগ্র কক্ষ কমিটি হিসাবে কমন্স সভার মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। কমন্স সভা কমিটি হি[illegible] বসিলে স্পীকার তাঁহার আসন পরিত্যাগ করেন এবং কমিটির নির্দিষ্ট চেয়ারম্যান তখন সভাপতিত্ব করেন। স্পীকারের ক্ষমতার প্রতীক দণ্ড ([illegible]) টেবিলের নিম্নে স্থাপন করা হয়। কমন্স সভার আলোচনার নিয়মপদ্ধতির যে-কড়াকড়ি থা[illegible] তা কতকটা শিথিল করা হয়। কোন প্রশ্ন সম্পর্কে সদস্যরা একাধিকবার আপন বক্তব্য [illegible]িতে পারেন। [illegible] প্রস্তাব সমর্থিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। আলোচনা বন্ধ ক[illegible]রি জন্য কমন্স সভায় যে-সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হয় কমিটির আলোচনায় তাহা প্রয়োগ করা হয় না।

কমন্স সভা ও সমগ্র কক্ষ কমিটি হিসাবে কমন্স সভার মধ্যে পার্থক্য

বিবেচ্য বিষয়বস্তু অনুসারে এই সমগ্র কক্ষ কমিটি আবা[illegible] বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। যে-কমিটি নৌ, সৈন্য ও বিমান বাহিনী এবং বেসামরিক স[illegible]রী কর্মচারীদের জন্য সরকারী ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব পর্যালোচনা করে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব পাস করে তাহাকে বলা হয় 'সরবরাহ কমিটি' (Committee of Supply)। যে সমগ্র কক্ষ কমিটিতে কর ধার্য এবং সরবরাহ কমিটিতে যে-ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে তাহার জন্য সরকারী তহবিল হইতে অর্থপ্রদানের অনুমতি প্রদান করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই

বিভিন্ন প্রকারের সমগ্র কক্ষ কমিটি

কমিটিকে 'উপায় নির্ধারণী কমিটি' (The Committee of Ways and Means) বলা হয়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিল কমন্স সভা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 'সাধারণ সমগ্র কক্ষ কমিটি'র (The Ordinary Committee of the Whole House) নিকট বিচারবিবেচনার জন্য পেশ করিতে পারে।

আমাদের নিকট এই সমগ্র কক্ষ কমিটি-ব্যবস্থা অদ্ভুত বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ কমিটি বলিতে আমরা সাধারণত বুঝি স্বল্পসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত কোন সংস্থাকে। কিন্তু এখানে কমন্স সভাই সমগ্রভাবে কমিটি হিসাবে কার্য করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে, এইরূপ কমিটি গঠনের মূলে কি কারণ বর্তমান? ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দুইটি সম্ভাব্য কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, এক সময় স্পীকার রাজার অনুচর বা প্রতিনিধি ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে এড়াইবার জন্য কমন্স সভা নিজেকে কমিটিতে পরিণত করিত। দ্বিতীয়ত, পূর্বে কমিটির কাযের জন্য লোক পাওয়া কষ্টকর ছিল। সুতরাং অনেক সময় নির্দেশ দেওয়া হইত যে, যে-কোন সদস্য কমিটির কার্যে যোগদান করিতে পারেন।

সমগ্র কক্ষ কমিটি গঠনের কারণ ঐতিহাসিক

(২) স্থায়ী কমিটি (Standing Committees): এই কমিটিগুলির প্রত্যেকটি ২০-৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। সদস্যদেব নিয়োগ করে মনোনয়ন কমিটি (The Committee of Selection)। নিয়োগের সময় বিভিন্ন দলের সদস্যসংখ্যার অনুপাতে কমিটিতে যাহাতে উহাদের প্রতিনিধি থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। প্রত্যেক কমিটির সভাপতিকে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে স্পীকার নিযুক্ত করেন। সভাপতির তালিকা[illegible]কে মনোনীত করে মনোনয়ন কমিটি। যুদ্ধের পূর্বে সাধারণ[illegible] কমিটিগুলির সংখ্যা ছিল ৩-৫। কিন্তু রাষ্ট্রকার্য বৃদ্ধির [illegible] বর্তমানে [illegible] কমিটির সংখ্যাও বৃদ্ধি করার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। এবং বর্তমানে পার্লামেন্টের প্রত্যেক অধিবেশনে ৬টি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করা হইয়া থাকে। সমগ্র কক্ষ কমিটিতে যে-সমস্ত সরকারী বিল প্রেরণ করা হয় তাহা ভিন্ন অন্যান্য সরকারী বিল কমন্স সভায় দ্বিতীয় পাঠের পর স্থায়ী কমিটিগুলির নিকট প্রেরণ করা হয়। এখানে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, নির্দিষ্ট ধরনের বিল নির্দিষ্ট কমিটির নিকট প্রেরণ [illegible] হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। একই কমিটিতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত বিলের বিচারবিবেচনা হইয়া থাকে। স্কটল্যাণ্ড সম্পর্কিত সমস্ত বিলের জন্য পৃথক স্থায়ী কমিটি আছে। কমন্স সভায় স্কটল্যাণ্ডের যে-সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা সকলেই এই কমিটির সদস্য।

স্থায়ী কমিটির গঠন

কার্য

স্থায়ী কমিটিগুলির সপক্ষে বলা হয় যে ইহারা অনেক সময় বিলের বিবেচনা করিয়া কমন্স সভার সময়সংক্ষেপ করে। এইজন্য বর্তমান সময়ে ইহাদের কার্য প্রসার করিবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। এমনও সুপারিশ করা হইয়াছে যে, সরকারের ব্যয় এবং অন্যান্য বিষয় এইরূপ কমিটিতে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। অপরপক্ষে, এই কমিটিগুলির অসুবিধার কথাও উল্লেখ করা হয়। অনেক সময় এইরূপ কমিটিতে একই বিলের আলাপ-আলোচনা বহুদিন ধরিয়া চলে। কমন্স সভার এবং কমিটির কার্য একই সংগে চলে বলিয়া অনেক সদস্যের অসুবিধাও হয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের অনুপস্থিতিতে কমিটির কার্য বন্ধ হইয়া থাকে। ইহা সত্ত্বেও কমিটিগুলির উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করেন।

স্থায়ী কমিটি-ব্যবস্থার গুণাগুণ

(৩) সিলেক্ট কমিটি (Select Committees) : এই কমিটিগুলির প্রত্যেকটিতে সাধারণত ১৫ জন করিয়া সদস্য থাকেন এবং কমিটি গঠনের যে-প্রস্তাব করা হয় তাহাতেই এই সদস্যের নাম উল্লেখ করা হয়। কমিটিগুলি যাহাতে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। প্রত্যেকটি কমিটি নিজস্ব সভাপতি মনোনীত করে। কোন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং রিপোর্ট দাখিল করা ইহার কার্য। এইজন্য ইহার প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তলব করার এবং যে-কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদেশ করার ক্ষমতা থাকে। কার্য শেষ হইয়া গেলে কমিটিরও অস্তিত্বের অবসান ঘটে।

কার্য ও ক্ষমতা

(৪) অধিবেশনকালীন কমিটি (Sessional Committees) : এই কমিটিগুলি প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য কমন্স সভা কর্তৃক নিযুক্ত হয়। প্রত্যেক কমিটিকে নির্দিষ্ট ধরনের কার্য করিতে হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে মনোনয়ন কমিটি (The Committee [illegible] [illegible]ection), সরকারী হিসাবনিকাশ কমিটি (The Committee [illegible] Public Accounts), স্থায়ী নির্দেশ কমিটি (The Standing [illegible] [illegible]mittee), অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (The Committee of Privileges) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিধিবদ্ধ আইনের বলে যে-সমস্ত নিয়মকানুন (Statutory Instruments) রচনা করা হয় এবং যে-ক্ষেত্রে এইগুলি পার্লামেন্টে পেশ এবং আলোচনা করা হয়—তাহা এইরূপ কমিটির নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়।

অধিবেশনকালীন কমিটির প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ধরনের কার্য করে

(৫) বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল কমিটি (Private Bills Committees) : প্রত্যেকটি প্রাইভেট বিল কমিটিতে ৫ জন করিয়া সদস্য থাকেন এবং সদস্যরা মনোনয়ন কমিটি কর্তৃক মনোনীত হন। ইহাদের কার্যপদ্ধতি অনেকটা বিচারকার্যের অনুরূপ। যে-সমস্ত প্রাইভেট বিলের বিরোধিতা করা হয় তাহা প্রাইভেট বিল কমিটিতে প্রেরিত হয়। আর

প্রাইভেট বিল কমিটির কার্য বিচারকার্যের অনুরূপ

যে-সমস্ত প্রাইভেট বিলের বিরোধিতা করা হয় না তাহা বিরোধবিহীন বিল কমিটিতে (Committee on Unopposed Bills) পাস করা হয়।

কমন্স সভার অধিকারসমূহ (Privileges of the House of Commons).: বহুদিন হইতে কমন্স সভা যৌথভাবে এবং উহার সদস্যগণ পৃথকভাবে কতকগুলি অধিকার এবং সুযোগসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। যাহাতে কর্তব্যপালনে কোনপ্রকার অযৌক্তিক বাধা না আসে সেই উদ্দেশ্যেই এই অধিকারগুলি দেওয়া হয়। প্রত্যেক অধিবেশনের প্রারম্ভে স্পীকার রাজা বা রাণীর নিকট হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা রাজসমীপে উপস্থিত হইবার অধিকার, কমন্স সভার কাজকর্মের রাজশক্তি কর্তৃক অনুকূল ব্যাখ্যার অধিকার প্রভৃতি পুরাকালীন অধিকারগুলি দাবি করিয়া থাকেন।* রাজসমীপে উপস্থিত হইবার অধিকার যৌথ অধিকার এবং স্পীকারের মারফত এই অধিকার প্রযুক্ত হয়। লর্ড চ্যান্সেলরের (Lord Chancellor) মাধ্যমে এই অধিকারগুলিতে রাজানুমতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। কমন্স সভার অধিকারসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির কিছু বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন:

কমন্স সভা বহুদিন হইতে কতকগুলি অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে

কতিপয় অধিকারের বিশদ আলোচনা:

(ক) আটক না হইবার স্বাধীনতা (Freedom from Arrest): দেওয়ানী দায়ে কোন ব্যক্তিকে পার্লামেন্টের অধিবেশনকালে আটক করা যায় না। অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৪০ দিন পূর্ব হইতে এবং অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পর ৪০ দিন পর্যন্ত এই অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই অধিকার ফৌজদারী অভিযোগ বা নিরাপত্তামূলক আটকের বেলায় [illegible] নহে। কাহাকে কারারুদ্ধ বা আটক করা [illegible] সেই সম্পর্কে অবিলম্বে অবহিত হইবার অধিকার [illegible]মেন্টের আছে। বর্তমান সময়ে এই অধিকারের খুব একটা মূল্য আছে ব[illegible] মনে হয় না। কারণ, দেওয়ানী দায়ের জন্য— যেমন, ঋণ অনাদায়ের জন্য, আ[illegible] করিবার ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই অধিকার অব্যাহত নহে; বর্তমানে মূল্যবানও নহে

(খ) বাক্-স্বাধীনতা [illegible] Freedom of Speech): অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল কমন্স সভার সদস্যদের বাক্ স্বাধীনতা। এই অধিকার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৬৮৮ সালের অধিকারের বিল সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, পার্লামেন্টের বাক্য, বিতর্ক এবং কার্যনির্বাহের স্বাধীনতা [illegible]আছে এবং এই সম্পর্কে পার্লামেন্টের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন আদালতে বা স্থানে

বাক্-স্বাধীন[illegible]

* "In the House of Commons, the Speaker formally claims from the Crown for the Commons 'their ancient and undoubted rights and privileges' at the beginning of each Parliament." *Britain : An Official Handbook*

অভিযোগ আনয়ন করা বা প্রশ্ন তোলা যাইবে না।* কোন সদস্য পার্লামেণ্টের কার্যব্যপদেশে যে-সমস্ত কথাবার্তা বলেন এবং পার্লামেণ্টের আদেশ লইয়া অথবা পার্লামেণ্টের কার্য সম্পাদন প্রসংগে পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে যে-সমস্ত কাগজপত্র প্রকাশ করেন তাহার জন্য তাঁহাকে অভিযুক্ত করা যায় না। কেহ বক্তৃতা প্রসংগে বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকালে পার্লামেণ্ট কোন গোপন তথ্য প্রকাশ করিলে তাহার জন্য সরকারী গোপন বিষয় সংক্রান্ত আইনে (The Official Secrets Acts) দণ্ডনীয় হন না। কমন্স সভার বাহিরেও সদস্যরা কমন্স সভার সদস্য হিসাবে আবশ্যকীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতে যাইয়া যে-সমস্ত কথাবার্তা বলেন তাহার বেলাতেও এই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন। অবশ্য কমন্স সভা এই অধিকারের অপব্যবহার বন্ধ কবিতে পারে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কমন্স সভা তাহার নিয়মকানুন ভংগ করিবার জন্য কোন সদস্যকে বহিষ্কৃত বা বন্দী করিবার আদেশ দিতে পারে। কমন্স সভার বিতর্ককে গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে সভা আবার আগন্তুকদের উপস্থিতি বা অবস্থান নিষিদ্ধ করিতে পারে।

বাক্-স্বাধীনতার ব্যাপকতা

পূর্বে প্রথাগত আইনের নিয়ম ছিল যে, কমন্স সভা তাহার সদস্য ব্যতীত অন্য সকলের মধ্যে কার্যবাহ সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রকাশ করিলে তাহা মানহানির সাধারণ আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে। ১৮৩৯ সালের ষ্টকডেল বনাম হ্যান্সার্ড (Stockdale v. Hansard, 1839) মামলার পর ১৮৪০ সালে যে পার্লামেণ্টীয় কাগজপত্র সংক্রান্ত আইন (The Parliamentary Papors Act, 1840) পাস করা হয় তাহাতে বলা হয় যে, লর্ড বা কমন্স সভার কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত কোন বিষয়ের দরুন মানহানির মামলা হইতে [illegible]tion)।

লর্ড বা কমন্স সভার কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত বিষয়ের জন্য কাহারও বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করা যায় না

(গ) আভ্যন্তরীণ কাযপদ্ধতি [illegible]অধিকার (Right to Con[illegible] Internal Proceedings): কমন্স সভা আভ্যন্তর[illegible] পদ্ধতি ও নিজস্ব গঠন স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কমন্স সভার অভ্যন্তরে যাহা বলা হয় বা করা হয় তাহাতে আদালতের কোনরকম হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। [illegible]ধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য কমন্স সভা নিয়মকানুন নির্ধারণ করে এবং ঐগুলিকে বলবৎ করিবার [illegible] উহার আছে। তবে এমন প্রামাণিক দৃষ্টান্ত নাই যে, পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত অপরাধের (crimos) জন্য সাধারণ আদালত শাস্তিবিধান করিতে পারে না।

নির্বাচন ব্যাপারে যে-সকল ক্ষেত্রে আপত্তি তোলা হইত পূর্বে কমন্স সভা তাহ[illegible]

---

* "......the freedom of speech or debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament." *The Bill of Rights 1688*

মীমাংসা করিত। ১৮৬৮ সালে পার্লামেন্ট এ-বিষয়ে বিচারের ভার আদালতের হস্তে অর্পণ করিয়াছে। তবে আদালতের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার অধিকার হইল কমন্স সভার। সদস্যদের আইনগত যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতা কিন্তু এখনও কমন্স সভার হস্তে রহিয়াছে এবং বিচারের পর কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে এই মর্মে ঘোষণাও করিতে পারে। অবশ্য কমন্স সভা ইচ্ছা করিলে মীমাংসার জন্য কোন প্রশ্নকে আদালতের নিকট প্রেরণ করিতে পারে। এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কমন্স সভা আইনের বাহিরে ইচ্ছামত কোনরকম অযোগ্যতার সৃষ্টি করিতে পারে না।

নির্বাচন সংক্রান্ত মীমাংসার ভার আদালতের হস্তে গেলেও সদস্যদের আইনগত যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচারের ভার কমন্স সভার রহিয়াছে

(ঘ) অবমাননার জন্য দণ্ডবিধানের অধিকার (Right to Commit for Contempt): কমন্স সভা তাহার অধিকার বলবৎ, কাযধারা নিয়ন্ত্রণ এবং শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য স্পীকারের মাধ্যমে কোন সদস্যকে অশোভনীয় বা অসদ্ব্যবহারের জন্য তিরস্কার, বহিষ্কার প্রভৃতি শাস্তি প্রদান করিতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হইল যে কমন্স সভা অন্যান্য আদালতের ন্যায় নিজের অবমাননা বা অধিকারভংগের জন্য দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ। অবমাননার জন্য ইহা যে-কোন ব্যক্তিকে (কমন্স সভার সভ্য হউক বা না-হউক) কারাগারে প্রেরণ করিতে পারে। তবে যে-ব্যক্তিকে আটক রাখা হয় কমন্স সভার অধিবেশন বন্ধ হইবার সংগে সংগে সে মুক্তি লাভ করে। অবমাননার কারণ পরোয়ানায় বর্ণনা করা না হইয়া থাকিলে এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা কোন আদালতের নাই।

কমন্স সভা নিজের অবমাননার জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিতে পারে

কমন্স সভার গুরুত্ব ও কার্যাবলী (Importance and Functions of the House of Commons): পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা ও সর্বশক্তিমত্তা (so[illegible]y and omnicompetence) ব্রিটেনের অলিখিত শাসন-ব্যবস্থার একমাত্র মৌলিক বিধান। আইনানুসারে যাহা কিছু করা সম্ভব, পার্লামেন্ট তাহাই করিতে পারে; এবং পার্লামেন্টের আইনের [illegible] আর কোন আইন ব্রিটেনে থাকিতে পারে না। এই সর্বময় কর্তৃত্ব তত্ত্বগত[illegible] পার্লামেন্টের হইলেও, কার্যক্ষেত্রে ইহা বর্তমানে কমন্স সভার হস্তে [illegible] পার্লামেন্টের অংশ হিসাবে রাজা বা রাণীর ভূমিকা সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক ([illegible]ormal), এবং লর্ড সভা কমন্স সভার কার্যে কিছুটা বিলম্ব ঘটাইতে পারে মাত্র।* অবশ্য ইহাও একপ্রকার তত্ত্বগত অবস্থা। কার্যক্ষেত্রে কমন্স সভার অধিকাংশ ক্ষমতা

কমন্স সভার গুরুত্ব

* "Almost all the authority of Parliament is in the House of Commons; the House of Lords is but a feeble delayer." Finer

আজ গিয়া পড়িয়াছে শাসন বিভাগ বা ক্যাবিনেটের হস্তে। ক্যাবিনেটের এই কর্তৃত্বের স্বরূপ উপলব্ধি এবং কমন্স সভার দুর্বলতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য কমন্স সভার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

তত্ত্বগতভাবে কমন্স সভার কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ

কমন্স সভার কার্যাবলী ও ক্ষমতা

(১) আইন প্রণয়ন, (২) সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, (৩) সরকারকে নিয়ন্ত্রণ, (৪) অভিযোগ জ্ঞাপন এবং প্রতিকার দাবি, (৫) শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের খবরাখবর করা, (৬) বিতর্ক এবং বিতর্কের মারফত জনমত গঠন-করা, এবং (৭) রাষ্ট্রনেতা মনোনয়নে সাহায্য করা।

পার্লামেন্ট কিভাবে আইন প্রণয়ন এবং সরকারী আয়-ব্যয় মঞ্জুর করে তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। এখন উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাজ্য এবং উপনিবেশগুলির জন্য কমন্স সভা যে-কোনরকমের বিল পাস করিতে সমর্থ। অবশ্য এই বিল আইনে পরিণত করিবার জন্য লর্ড সভা এবং

ক। কমন্স সভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

রাজা বা রাণীর অনুমোদন প্রয়োজন। লর্ড সভা অর্থ বিল ব্যতীত অন্যান্য বিল পাসে এক বৎসর বিলম্ব ঘটাইতে পারে, কিন্তু বিল্ পাস একেবারে আটকাইতে পারে না। রাজা বা রাণীর অনুমোদন সম্পর্কেও আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলকে নাকচ করিতে পারেন না।

অতএব, কমন্স সভাকে প্রকৃত আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং আইন প্রণয়নই ইহার প্রধান কার্য বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে,

কমন্স সভা প্রকৃত আইন প্রণয়নকারী সংস্থা নহে

কমন্স সভা ক্যাবিনেটের নীতি ঘোষণা করিবার স্থান।* আইন প্রণয়ন ব্যা[illegible]কে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তকে আইনের রূপ দেওয়ার আনুষ্ঠানি[illegible] মনে করাই বাস্তবের দিক হইতে অধিকতর যুক্তিসংগত। সমস্ত কর্তৃত্বই ক্যাবিনেটের হস্তে ন্যস্ত। আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আইনের খসড়া রচনা এবং উহা পার্লামেন্টে উত্থাপন করা সরকারের দায়িত্ব। কমন্স সভার কর্মসূচী, কোন্ বিলের আলোচনা কত সময় পর্যন্ত চলিবে, কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইবে কি না, ইত্যাদি সমস্তই সরকার নির্ধারণ করে। এমনকি কমন্স সভার সম্মতি প্রদানও আনুষ্ঠানিক কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কমন্স সভা

* "The Queen has withdrawn from Parliament for all except formal purposes; the House of Lords performs useful services but they are neither spectacular nor fundamentally important, the real work of Parliament is done in the House of Commons." Jennings

যাহাই করুক না কেন, আইন রচনা ইহার প্রধান কার্য নহে।* ক্যাবিনেটই আইন প্রণয়নের কর্তা। বলা হয় যে, আইনের সামঞ্জস্য রক্ষা এবং মন্ত্রীদের দায়িত্ব নির্ণয় করিতে হইলে এই ব্যবস্থা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর কমন্স সভার কর্তৃত্ব সম্পর্কে উপরি-উক্ত মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব কমন্স সভার হস্তে ন্যস্ত। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন অনুসারে সকল অর্থ বিল কমন্স সভায় উত্থাপিত হয়, লর্ড সভায় হয় না। লর্ড সভা কমন্স সভা কর্তৃক অনুমোদিত কোন অর্থ বিল বাতিল করিতে পারে না সুতরাং পার্লামেণ্টের অনুমোদনের অর্থ কমন্স সভার অনুমোদন। নিয়ম আছে যে, পার্লামেণ্টের আইন ব্যতীত সরকারী তহবিল হইতে সরকার কোন অর্থ ব্যয় করিতে

খ। সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

পারে না এবং তাহাও যে-খাতে নির্দিষ্ট করা আছে সেই খাতে ব্যয় করিতে হয়। অনুরূপভাবে সরকার আইন ব্যতীত কোন কর ধার্য বা ঋণ অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না। সমগ্র কমন্স সভার সরবরাহ কমিটিতে (The Committee of Supply) সরকারী বিভাগসমূহের ব্যয়ের হিসাব এবং উপায়-নির্ধারণী কমিটিতে (The Committee of Ways and Means) রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রস্তাবের আলোচনা হয়। কিন্তু কমন্স সভার ক্ষমতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ। প্রথমত,

আইনত আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কমন্স সভার হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও কার্যত ইহা নানাভাবে সীমাবদ্ধ

সরকার দাবি না করিলে কমন্স সভা নিজের উদ্যোগে কোন অর্থ ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারে না। একইভাবে রাজশক্তির—অর্থাৎ, ক্যাবিনেটের অনুমোদন ব্যতীত কমন্স সভা কোন কর ধার্য করিতে পারে না। সুতরাং কমন্স সভার ক্ষমতা হইল ব্যয়হ্রাস বা না-মঞ্জুর করা এবং বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা। এখানেও কমন্স সভার [illegible] রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলরের প্রস্তাবসমূহের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়।

দলীয় সমর্থনের বলে ক্যাবিনেট [illegible]ন প্রস্তাবকে কমন্স সভায় পাস করাইয়া লইতে সমর্থ [illegible]। সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রস্তাবের কোন রদব[illegible] করার বিপদ হইল যে উহাকে সরকার অনাস্থা প্রকাশ [illegible]লিয়া ধরিয়া লয় এবং ফলে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইহা ব্যতীত সময়ের অভাবে এবং বাজেটের [illegible]তার জন্য কমন্স সভার সদস্যরা উহার সম্যক বিচারবিবেচনা করিতে সমর্থ হন না।

সীমাবদ্ধতার কারণ: দলীয় নিয়মানুবর্তিতা, বাজেটের জটিলতা ও সময়ের অভাব

---

* "The British legislature is anything but legislative in its main functions. It provides a forum for the Cabinet's announcement of policy." Greaves, *The British Constitution*

সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা কমন্স সভার অন্যতম কার্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, ক্যাবিনেট গঠন এবং অপসারণের ক্ষমতা প্রযোগ করিয়া কমন্স সভা সরকারকে আপন কর্তৃত্বাধীনে রাখে। বেজহটের ভাষায়, "ইহা সকল সময়েই যে-কোন সরকার মনোনীত করিতে পারে আবার যে-কোন সরকারকে বিতাড়িত করিতে পারে।" বর্তমান সময়ে এই বর্ণনার সহিত বাস্তব চিত্রের বিশেষ সংগতি নাই। ক্যাবিনেটই এখন সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে; এমনকি প্রয়োজন হইলে পার্লামেণ্টের (কমন্স সভা) অবসান ঘটাইয়া সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারে।* এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

গ। সরকারের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা

বর্তমানে ক্যাবিনেটই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, পার্লামেণ্ট ক্যাবিনেটকে নহে

এখন প্রশ্ন উঠে যে, আইন প্রণয়ন, সরকারী আয়-ব্যয় এবং অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতা যদি কমন্স সভার হাত হইতে সরিয়া গিয়া ক্যাবিনেটের হাতে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কমন্স সভা কি কার্য করিয়া থাকে এবং উহার সার্থকতাই বা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বিতর্ক, সমালোচনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ইত্যাদির মাধ্যমে কমন্স সভা শাসনকার্য পরিচালনা বিষয়ে অনেক প্রযোজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে।

বর্তমান কমন্স সভার প্রকৃত কার্য :

অভিযোগ জ্ঞাপন এবং তাহার প্রতিকার দাবি কমন্স সভার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। যে-কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ কমন্স সভার সদস্যের মাধ্যমে তাহার অভিযোগ উত্থাপন করাইতে পারে। বিরোধী দলও সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সদাই প্রস্তুত থাকে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সাধারণ বিতর্ক, মুলতবী এবং নিন্দাসূচক প্রস্তাব ইত্যাদির সাহায্যে অন্যায়ের প্র[illegible]র করিবার চেষ্টা হয়।

১। অভিযোগ জ্ঞাপন ও তাহার প্রতিকার দাবি

অবশ্য সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার [illegible] এড়াইয়া যাইতে পারে বা প্রশ্নের উত্তর দিতে নারাজ হইতে পারে অথবা অভিযো[illegible] অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু সরকারকে নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকল সময় সতর্ক থাকিতে হয় যে, কোনরকম মারা[illegible] ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা না পড়ে এবং ইহার ফলে বিরোধী দলের প[illegible] সরকারকে দেশের নিকট হেয় করিবার সুযোগ না ঘটে। প্রশ্নের মারফত সংবাদাদি সংগৃহীত হওয়ার ফলে সরকারী কর্মচারীরাও কর্মতৎপর হই[illegible]

২। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ইত্যাদি মারফত সরকারকে দোষত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা

---

* "Though in one sense it is true that the House controls the Government, in another and more practical sense the Government controls the House of Commons." Jennings, and

"A House of Commons gives the Cabinet life; but normally it can itself live so long as it is prepared to go on giving life to the Cabinet. It destroys at the cost of self-destruction." Laski

এবং যাহাতে মন্ত্রীরা কমন্স সভায় অসুবিধায় না পড়েন তাহার জন্য সতর্ক থাকে। যে-সমস্ত বিষয়ে স্পষ্টতই কোন দোষত্রুটি ধরা পড়ে তাহার অনুসন্ধানের জন্য কমিশন অথবা কমিটি নিয়োগ করা হয়।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ব্যতীত কমন্স সভায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে-বিতর্ক চলে এবং তাহার মাধ্যমে সরকারের যে-সমালোচনা করা হয় তাহাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিক হইতে বিরোধী দলের এক মূল্যবান ভূমিকা রহিয়াছে। দিনের পর দিন সরকারের ভুলভ্রান্তি এবং ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরা ইহার অন্যতম কার্য। অবশ্য বিতর্কের ফলে মন্ত্রিসভার পতন হইবে অথবা মন্ত্রিসভা কর্মধারার আশু পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবে এইরূপ আশা করা হয় না। তবুও বিরোধী ও সরকারী দল উভয়ই তর্কবিতর্ক এবং আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণ করে জনমতের উপর উহার ফল কি দাঁড়াইবে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। প্রকৃতপক্ষে, ইংল্যাণ্ডে নির্বাচনের জন্য দলগুলির মধ্যে প্রস্তুতি ও প্রচারকার্য বৎসরের পর বৎসর অবিরামভাবেই চলিতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, কমন্স সভায় অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রকাশ্য জনমত গঠন এবং জনসাধারণকে বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত রাখার ব্যাপারে বিশেষ কার্যকর হয়। রাজকীয় বক্তৃতার উত্তর প্রদানকালে, সরকারী ব্যয়ের আলোচনা এবং রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলর বাজেট বক্তৃতা প্রসংগে এবং অন্যান্য সময়ে যে-সমস্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাহা বিশেষ মূল্যবান। ইহা ব্যতীত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হইবার পর যে-কোন ৪০ জন সদস্য কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনার জন্য মুলতবী প্রস্তাব আনিতে পারেন। এই সকল আলোচনা, বিতর্ক ও প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়, এইভাবে অভিযোগ জ্ঞাপন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে কমন্স সভা জাতীয় আলোচনা মঞ্চ হিসাবে কার্য করে।*

৩। জনমত গঠন

বিতর্কের উপর কমন্স সভার সদস্যদের বাধানিষেধ

এই প্রসংগে কমন্স [illegible]স্যদের বিতর্ক এবং সমালোচনার উপর [illegible]নিষেধ আছে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বিতর্ককে সংক্ষেপ কর[illegible] উদ্দেশ্যে কমন্স সভা বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করে। যখন কোন বিষয় [illegible]র্কে বিতর্ক চলিতে থাকে তখন যে-কোন সদস্য 'এখন প্রশ্ন করা হউক' এই প্রস্তাব করিতে পারেন। স্পীকার উহাতে অনুমতি প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট [illegible] সম্পর্কে বিতর্ক বন্ধ করিয়া ভোটগ্রহণ করা হয়। বিতর্ক বন্ধকরণের উপায় একাধিক ধরনের হইতে পারে—যথা, গিলোটিন (guillotine), আংশিকভাবে বন্ধকরণ প্রস্তাব (closure by compartments), এবং ক্যাংগারু (kangaroo closure)।

*"...the House of Commons is regarded as the only grand forum of the nation."

প্রথম পদ্ধতিটি অনুসারে কোন বিলের আলোচনার সময় পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করা হয় এবং ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার সংগে সংগে আলোচনা বন্ধ করিয়া ভোটগ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়টির দ্বারা কোন বিলকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের আলোচনার সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর প্রত্যেক অংশের আলোচনা বন্ধ করিয়া ভোটগ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পদ্ধতিটির সাহায্যে যে-সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করা হয় তাহার মধ্য হইতে আলোচনার জন্য স্পীকার কতকগুলি বাছাই করিয়া লন এবং অন্যগুলিকে বাতিল করিয়া দেন। বর্তমান সময়ে এই পদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করিয়া সরকারী প্রস্তাবসমূহের সমালোচনা বন্ধ করিবার দিকে ক্যাবিনেটের বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। পরিশেষে,

৪। রাষ্ট্রপরিচালক মনোনয়নে সাহায্য করা

কমন্স সভা রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষাদান এবং রাষ্ট্রনেতৃবর্গ মনোনয়নে সাহায্য করিয়া থাকে। কমন্স সভার কার্যে অংশগ্রহণ করিয়া সদস্যরা রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং যাঁহারা কমন্স সভায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন তাহাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের সম্ভাবনা থাকে।

কমন্স সভার সহিত মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভার তুলনা

(Comparison between the House of Commons and the American House of Representatives): মানরো (Munro) ও অন্যান্য লেখক ব্রিটিশ কমন্স সভার সহিত মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভার তুলনা করিয়াছেন। তুলনায় দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভা ব্রিটিশ কমন্স সভার অনুকরণে গঠিত হইলেও পারিপার্শ্বিকতার ছাপ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। কমন্স সভা আকারে বৃহত্তর হইলেও অধিকতর শান্ত ও শৃংখলাপূর্ণ আবহাওয়ায় কাজ করে। অপরদিকে জনপ্রতিনিধি সভার কার্য দেখিয়া মনে হয় যে, উহার সম্মুখে যেন রহিয়াছে জীবনমরণ সমস্যা। জনপ্রতিনিধি সভার কার্যে সাধারণত কমন্স সভা অপেক্ষা অধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু সদস্যদের মধ্যে নিরপেক্ষ দর্শকের সংখ্যা কমন্স সভা অপেক্ষা অধিক। কমন্স সভা জানে যে উহাই প্রকৃত আইন প্রণয়নকারী সংস্থা; ফলে লর্ড সভার অস্তিত্ব একরূপ বিস্মৃত হইয়াই কার্য পরিচালনা করিয়া যায়। জনপ্রতিনিধি সভার সম্মুখে কিন্তু সর্বদাই থাকে সিনেট সভার কর্তৃত্ব ও মর্যাদার প্রতিফলন। এইজন্য জনপ্রতিনিধি সভা যেন কতকটা সংকুচিত হইয়া থাকে, যেন আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হইতে পারে না। মোট কথা, কমন্স সভা ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার এবং জনপ্রতিনিধি সভা মার্কিন শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই কারণেই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।*

* "......one body is characteristically English while the other is as just characteristically American. Each has its own distinctive habits and moods." Munro

ইংল্যাণ্ডের কমন্স সভা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি সভার মধ্যে আর একটি পার্থক্য হইল, জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার (Speaker) সকল সময়ই দলীয় সদস্য থাকেন। স্পীকার-পদে নির্বাচিত হওয়ার পরও তিনি দলীয় আনুগত্য পরিত্যাগ করেন না ; বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক দলীয় মনোভাব লইয়া চলেন। অপরপক্ষে কমন্স সভার স্পীকার দল-নিরপেক্ষ হন। স্পীকার-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁহাকে দলীয় কার্যকলাপের সংগে সকল সম্পর্ক পরিহার করিয়া চলিতে হয়, কারণ রাষ্ট্রনীতির ঊর্ধ্বে থাকিয়া তাঁহাকে নিরপেক্ষভাবে কায করিতে হয়।

কমন্স সভার স্পীকার দল-নিরপেক্ষ কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার দল-নিরপেক্ষ নয়

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি সভার স্থায়ী কমিটিগুলির (Standing Committees) সংখ্যা ব্রিটিশ কমন্স সভার স্থায়ী কমিটিগুলির সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। এই প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইংল্যাণ্ডে কমিটি-ব্যবস্থা অন্য দেশের মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে না। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনসভা শাসন বিভাগের কাযে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে।*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিটির সংখ্যা ও গুরুত্ব ইংল্যাণ্ডের তুলনায় অধিক

বিল সম্পর্কেও ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন দেশের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইংল্যাণ্ডে যেভাবে পাব্লিক বা সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল (Public Bills) এবং প্রাইভেট বা বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিলের (Private Bills) মধ্যে পার্থক্য করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেভাবে পার্থক্য করা হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল বিলই সাধারণ নিয়মিত কমিটিগুলির (regular committees) কাছে যায়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে প্রাইভেট [illegible] জন্য আলাদা কমিটি আছে। ইহা ছাড়া [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি সভার কমিটিগুলিতে যে-সকল বিল প্রেরিত হয় তাহার বেশীর ভাগই জনপ্রতিনিধি সভায় ফেরত আসে না এবং কমিটির ফাইলের মধ্যেই তাহার সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেক কমিটিকেই বিলকে কমন্স সভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়।

ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন প্রকারের বিলের মধ্যে পার্থক্য করিয়া চলা হয় : অনুরূপ পার্থক্য মার্কিন দেশে করা হয় না

ইংল্যাণ্ডে সকল বিলই কমন্স সভায় ফেরত আসে কিন্তু মার্কিন দেশে প্রায় বিলের সমাপ্তি ঘটে কমিটি পর্যায়ে

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হইল যে ইংল্যাণ্ডে কমন্স সভায় আইন প্রণয়ন হইতে শুরু করিয়া সকল ব্যাপারেই ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার প্রাধান্য বা নেতৃত্ব রহিয়াছে।

* "In the United States there are committees of the Congress which formulate policy, and intervene in the functions of the Government .... Committees in the British House of Commons are not of overshadowing importance." Eric Taylor, *The House of Commons at Work*

তত্ত্বগতভাবে কমন্স সভা মন্ত্রিসভাকে বিতাড়িত বা পদচ্যুত করিতে সমর্থ, কিন্তু কার্যত মন্ত্রিসভাই কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সংগে জনপ্রতিনিধি সভার এরূপ কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই। শাসন বিভাগ জনপ্রতিনিধি সভার কার্যকলাপের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না, এরূপ কোন প্রচেষ্টা হইলেও আইনসভা তাহা সুনজরে দেখে না।

কমন্স সভায় ক্যাবিনেটের যেমন নেতৃত্ব থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় তাহা নাই

বিরোধী দল (The Opposition) : বর্তমান সময়ে কমন্স সভার প্রধান কার্য-হইল সরকারী নীতির সমালোচনা করা। এই সমালোচনা সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করে বিরোধী দল। বস্তুত ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হইল দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দলগুলি নিজ নিজ কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং নির্বাচনের ফলে যে-দল কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বা সংখ্যাধিক সদস্যের সমর্থনপ্রাপ্ত হয় সেই দল সরকার গঠন করে, এবং কমন্স সভার অন্যান্য দলের মধ্যে সর্ববৃহৎ দলটি সরকারী বিরোধী দল (Official Opposition) বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টীয় সরকারের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রধানত দুইটি বৃহৎ দলের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে যদিও ছোটখাট অন্যান্য দল বর্তমান থাকে। বর্তমানে রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দলের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

সরকারী নীতি ও কার্যের সমালোচনা

বিরোধী দল কাহাকে বলে

এই পার্লামেণ্টীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কতকগুলি নিয়মকানুন আছে যাহা সরকারী এবং বিরোধী দল উভয়ই মানিয়া লয়। সরকারী দলের অধিকার থাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার আর বিরোধী দলের অধিকার থাকে সরকারী দলের বিরোধিতা কা[illegible]সমালোচনা করিবার, সরকারের কার্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি জনসা[illegible]ৃষ্টি আকর্ষণ করিবার। ইহার দ্বারা বিরোধী দল নিজের সপক্ষে জনমত গঠন করিতে চেষ্টা করে। অপরপক্ষে সরকারী দলও বিরোধী দলের প্রত্যেকটি যুক্তি[illegible]র্কের উত্তর প্রদান করিয়া নির্বাচকগণের সমর্থন বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। এইভাবে পা[illegible]মেণ্টীয় রণক্ষেত্রে দুই দলই বাগ্‌যুদ্ধ দ্বারা সর্বদা নির্বাচকদের সমর্থনের জন্য আবেদন জানাইতে থাকে। দুই দলেরই উদ্দেশ্য হইল নিজ নিজ দলের পক্ষে জনমত গঠন করা এবং নির্বাচকদের [illegible] সংগ্রহ করা—বিশেষত অসংশ্লিষ্ট ভোটগুলি (floating votes) যাহাতে দলের সপক্ষে আসে তাহা দেখা।

সরকারী ও বিরোধী দলের অধিকার এবং পার্লামেন্টের বাগ্‌যুদ্ধ

উপরি-উক্ত আলোচনার যে অর্থ দাঁড়ায় তাহা খুবই স্পষ্ট। শাসনকার্য পরিচালনা জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন। সাধারণ নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দলের কর্মসূচী বিচার

করিয়া জনসাধারণ স্বাধীনভাবে যে-দলকে অধিক সমর্থন জানায়, সেই দল সরকার গঠন করিয়া তাহার নিজস্ব কর্মসূচীকে কার্যকর করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সরকারী দলকে বিরোধী দলের সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়।

বিরোধী দল হইল বিকল্প সরকার

সমালোচনার ফলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে সরকারী দলের পরাজয় ঘটিলে বিরোধী দল সরকার গঠনের সুযোগ পায়; এবং পূর্বেকার সরকারী দল তখন বিরোধী দল হিসাবে কার্য করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় বিরোধী দল হইল রাজা বা রাণীর বিকল্প সরকার (His or Her Majesty's Alternative Government)।

উপরি-উক্ত পটভূমিকায় বিরোধী দলের কার্য সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে।

বিরোধী দলের প্রধান কার্য

সংক্ষেপে বিরোধী দলের কার্য হইল সরকারী দলের বিরোধিতা করা—অর্থাৎ, সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়া জনসাধারণের সমক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং অভিযোগ তুলিয়া ধরিয়া সরকারের জনসমর্থনকে নষ্ট করা।* প্রধানত, এই সমালোচনার জন্যই শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতি বা দোষত্রুটির প্রবেশ কঠিন হইয়া পড়ে।

বিরোধী দলের বিরোধিতা দায়িত্বশীল বিরোধিতা :

বিরোধী দলকেও তাহার সমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অর্থাৎ, সমালোচনা বা প্রচারের ফলে সরকারী দলের পরাজয় ঘটিলে বিরোধী দলকে সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকার এবং বিরোধী পক্ষ উভয়েরই প্রয়োজন আছে। ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে উভয়ই শাসন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।** এই দেশে গুরুত্বের দিক হইতে সরকারের পরই বিরোধী দলের স্থান নির্দেশ করা হয়।† এমনও বলা হয় যে, বিরোধী দল [illegible]কলে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকে না। বিরোধী দল থাকার জন্যই স[illegible]কিতে হয়।

এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল ক্ষেত্রে সরকারী নীতিই সকল সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান নহে। নির্বাচকগণের নিকট বিরোধী দলের নীতি সমস্যার সমাধানের পক্ষে অধিকতর উপযোগী মনে হইতে পারে, এবং বিরোধী দল এই নীতিসমন্বিত

---

* "The function of the Opposition is to oppose and not to support the [illegible]rnment." Lord Randolph Churchill

** The "Opposition is a regular part of our system" Barker এবং "Her Majesty's Opposition is a significant feature of British Parliamentary life" *This Realm—Some Aspects of the British Way of Life*

† "'Her Majesty's Opposition' is second in importance to Her Majesty's Government." Jennings

কর্মসূচী লইয়া সর্বদাই সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকে। বলা হয় যে সরকারী স্বৈরাচারিতার নিয়ন্ত্রণ এবং গণতন্ত্র রক্ষা করিবার পক্ষে ইহা হইতে অধিকতর কার্যকর পন্থা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। একনায়কতন্ত্রের (Dictatorship) সহিত তুলনা করিয়া পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষের কথা উল্লেখ করা হয়। দেখানো হয়, একনায়কতন্ত্রে সমালোচনার কোন স্থান নাই। সংবাদপত্র, সভাসমিতি, বেতার প্রভৃতি জনমত গঠন এবং পরিচালিত করিবার সমস্ত উপায়ই সরকার নিজ প্রচারকার্যে নিযোজিত করে। সমস্ত প্রকার সমালোচনা বা বিরুদ্ধ মতকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। মোটকথা, একনায়কতন্ত্রে জনসাধারণের কোনরকম স্বাধীনতাই থাকে না। অপরপক্ষে বলা হয় যে, ইংল্যাণ্ডের মত গণতান্ত্রিক দেশে সরকার জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত, এবং শাসককে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া শাসনকার্য চালাইতে হয়।

পার্লামেণ্টীয় বিরোধিতাই গণতন্ত্রের উৎকর্ষের সূচক

ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় তাহা ইহার প্রচলিত নাম হইতেই সহজে অনুমান করা যায়। ইংল্যাণ্ডের সরকারকে যেমন রাজা বা রাণীর সরকার (His or Her Majesty's Government) বলা হয়, তেমনি বিরোধী দলকেও রাজা বা রাণীর বিরোধী দল (His or Her Majesty's Opposition) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিরোধী দলের গুরুত্বের নির্দেশক একটি বিশেষ সুপ্রচলিত উক্তিও আছে। উক্তিটি হইল যে, রাজা বা রাণীর বিরোধী দল শূন্যগর্ভ বাক্যাংশ নহে।* প্রথাগত ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিলেও সাম্প্রতিককালে ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইন দ্বারা বিরোধী দল এবং তাহার নেতা স্বীকৃত হইয়াছে। বিরোধী দলের [illegible] সম্যকরূপে কার্য সম্পাদন করিতে পারেন তাহার জন্য এ[illegible] ধার্য করিয়া দিয়াছে যে, তিনি সরকারী তহবিল হইতে প্রত্যেক বৎসর ২০০০ পাউণ্ড করিয়া বেতন পাইবেন। এই আইনে বিরোধী দলের নেতা বলিতে কি বুঝায় তাহার সংজ্ঞাও নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সংজ্ঞানুসারে বিরোধী দলের নেতা হইলেন "কমন্স সভায় রাজা বা রাণীর সরকারের যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিপক্ষ দল থাকে তাহার নেতা।" কোন্ বিপক্ষ দল সর্ববৃহৎ অথবা কমন্স [illegible] উক্ত দলের নেতা কে?—এই ধরনের কোন প্রশ্ন উঠিলে স্পীকার তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন।

বিরোধী দলের প্রচলিত নাম ইহার গুরুত্বের নির্দেশক

বিরোধিতা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য বিরোধী দলের নেতাকে সরকারী তহবিল হইতে বেতন দেওয়া হয়

* "Her Majesty's opposition is no idle phrase." Jennings

বিরোধী দলের নেতাকে যে সরকারী তহবিল হইতে বেতন দেওয়া হয় তাহা হইতে পার্লামেন্টীয় শাসনযন্ত্রকে কার্যকর করার একটি প্রধান সর্তের ইংগিত পাওয়া যায়। বুঝাপড়া এবং চুক্তির মধ্য দিয়াই পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনকার্য পরিচালনা করিবার অধিকার স্বীকার করে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেও সংখ্যালঘু বিরোধী দলের সমালোচনা করিবার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। এক দলের নেতা অন্য দলের নেতার সুবিধা দেখিয়া চলেন। দুই দলের নেতা দলীয় হুইপগণের মাধ্যমে বিতর্কের বিষয়, সময় ইত্যাদি নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়া লন। বিরোধী দলকে নিন্দাসূচক প্রস্তাব ইত্যাদি আনয়ন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ভোটগ্রহণ কালে দলীয় সদস্যদের অনুপস্থিতির বিষয় ঠিক করা হয় দুই দলের হুইপগণের মধ্যে পরামর্শের সাহায্যে। আইন কিংবা কোন স্থায়ী নির্দেশ না থাকিলেও কমন্স সভার বিভিন্ন কমিটিতে সংখ্যানুপাতে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি থাকে। অনেক সময় আবার বিরোধী দল সরকারের বিরোধিতা না করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যুদ্ধ বা অনুপ্রকার সংকটের সময় বৈদেশিক বা আর্থিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়।

বিরোধী দলের গুরুত্ব হইতে ইংগিত পাওয়া যায় যে, বুঝাপড়া ও চুক্তির মধ্য দিয়াই পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়

সরকারী দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে অবিরাম তর্কবিতর্ক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলা সত্ত্বেও শাসনকার্য পরিচালনায় কোন বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না, কারণ উভয় দলই বুঝাপড়া বা মীমাংসায় বিশ্বাস করে এবং সেই অনুসারে কার্য করে।* এইজন্যই বলা হয় যে, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা যুদ্ধ যাহাতে চরম সীমায় না পৌঁছায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উভয় দলেরই কর্তব্য।** অন্যথায় পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবে। সরকারী দল ইচ্ছা করিলেই বিরোধী দলকে দমন করিতে সমর্থ। অন্যদিকে আবার বিরোধী দল শাসনকার্য পরিচালনায় অযৌক্তিক বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। বলা হয় যে, কার্যক্ষেত্রে উভয় দলই এরূপ আচরণ পরিহার এবং পার্লামেন্টীয় আচার-ব্যবহারকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে। পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সমর্থনকারীদের অনেকে আবার এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, কোন দলের উচিত নয় শাসন এবং সমাজ সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোনরকম চরম পন্থা অবলম্বন করা, এবং বিরোধী দলের কর্তব্য হইয়াছে মৌলিক সরকারী নীতিগুলিকে মানিয়া লওয়ার।

পার্লামেন্টীয় বিরোধিতা যাহাতে চরম সীমায় না পৌঁছায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উভয় দলেরই কর্তব্য

* "The minority agrees that the majority must govern and, therefore, accept its decisions; and the majority agrees that the minority should criticise and, therefore, sets time aside for that criticism to be heard." *Britain, An Official Handbook*

** "Parliamentary debate is not a perpetual Trojan War." Jennings

এখন উপরে যে চুক্তি, বুঝাপড়া বা মীমাংসার কথা বলা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বলা হয় যে, ব্রিটেনে যে পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্র প্রসারলাভ করিয়াছে তাহার মূলভিত্তি হইল ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। ধনতন্ত্র যতদিন পর্যন্ত সম্প্রসারণশীল ছিল ততদিন পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বুঝাপড়া বা মীমাংসা সম্ভব ছিল। কারণ, প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর লাভের কিছুটা অংশ সাধারণের দাবি মিটাইতে ব্যয় করা হইত। সুতরাং শ্রেণীবিরোধ স্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই। কমন্স সভায় রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক এই দুইটি দলের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। উভয় দলই ধনতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করিত। অতএব, উভয় দলই উভয়ের নীতি ও কার্য মানিয়া চলিত। কিন্তু ধনতন্ত্রের সংকটের ফলে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছে এবং সমাজের গঠন সম্পর্কেও মৌলিক মতভেদ দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় পার্লামেণ্টে ও পার্লামেণ্টের বাহিরে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে মৌলিক বিষয়ে একমত হওয়া কঠিন হইয়া পড়িতেছে। একদিকে যেমন রক্ষণশীল দল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ এবং প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, অন্যদিকে আবার তেমনি শ্রমিক, কর্মচারী ইত্যাদি সাধারণ লোক শ্রমিক দলের মাধ্যমে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনসাধন করিতে উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছে। এই আব-হাওয়ায় দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাহায্যে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা কতদূর চলিবে সে-বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অপরদিকে এই মতের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, তৃতীয় শ্রমিক দলীয় সরকার গঠনের পরেও পার্লামেণ্টীয় শাসনকার্য পরিচালনায় কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

পরিবর্তিত পটভূমিকায় পার্লামেণ্টীয় বুঝাপড়া কতদূর চলিবে সন্দেহের বিষয়

ইহার উত্তরে আবার বলা হয় যে, শ্রমিক দলের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ শ্রমিক দলের প্রচারিত নীতি অনুযায়ী সমাজ-ব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্তন করিতে চাহেন নাই। শ্রমিক সরকার যে জাতীয়করণ নীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থের উপর কোন বিশেষ আঘাত হানা হয় নাই। কাজেই রক্ষণশীল দল এবং ধনিকশ্রেণী শ্রমিক দলের নীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করে নাই। কিন্তু যদি কোন সময় বামপন্থী দল ধনতন্ত্রের অবসান করিয়া সমাজতান্ত্রিক নীতিতে সমাজকে ঢালিয়া সাজিতে প্রয়াসী হয় তখন যে ধনিকশ্রেণী তাহা সহজে স্বীকার করিয়া লইবে এরূপ কল্পনা করা কষ্টসাধ্য। মনে রাখিতে হইবে যে, রাজা বা রাণী, লর্ড সভা, সংবাদপত্র, বেতার, গির্জা প্রভৃতি সমস্তই ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে কার্য করিয়া থাকে। এ-ক্ষেত্রে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তির উপর স্থাপিত পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা চিরকালই সাবলীল গতিতে চলিবে অথবা ঐ ব্যবস্থাই গণতন্ত্রের শেষ কথা—এই মত যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা ভ্রান্ত।

দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাই গণতন্ত্রের শেষ কথা নহে

সংক্ষিপ্তসার

কমন্স সভাকে জনপ্রতিনিধিমূলক বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু কমন্স সভা প্রকৃত জনপ্রতিনিধিমূলক নহে। ইহাতে বিভিন্ন দল তাহাদের সমর্থনের সমানুপাতে আসন পায় না, ভোটাধিকারের ভিত্তিও কিছুটা সংকুচিত এবং সদস্যপদে অধিষ্ঠিত হইবার পথে নানা বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করা হয়। গণতন্ত্রের দিক দিয়া এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অসমর্থনীয়।

পার্লামেণ্ট বৎসরে অন্তত একবার মিলিত হয়।

স্পীকার: কমন্স সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পীকার। মুখপাত্র (spokesman) শব্দটি হইতে স্পীকার শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে। স্পীকার দল-নিরপেক্ষ হন, এবং সাধারণত তাঁহার পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয় না।

সভার শৃংখলা ও মর্যাদা রক্ষা করা। সভার নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা করা ও বৈধতার প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করা, কোন বিল 'অর্থ বিল' কি না তাহা নির্ধারণ করা স্পীকারের দায়িত্ব। ইহা ছাড়া তিনি কমন্স সভার মুখপাত্র হিসাবেও কায করেন।

কমিটি-ব্যবস্থা: অন্যান্য দেশের আইনসভার ন্যায় ব্রিটিশ কমন্স সভাও কমিটির মাধ্যমে কার্য করিয়া থাকে। তবে ব্রিটেনে কমিটি-ব্যবস্থা ব্যাপক হইয়া উঠে নাই। কমন্স সভার কমিটিগুলি মোটামুট পাঁচ প্রকারের: ১। সমগ্র কক্ষ কমিটি, ২। স্থায়ী কমিটি, ৩। সিলেক্ট কমিটি, ৪। অধিবেশনকালীন কামটি, এবং ৫। প্রাইভেট বিল কমিটি।

কমন্স সভার অধিকার: কমন্স সভার সদস্যগণ আটক না হইবার স্বাধীনতা এবং বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া সভার নিজস্ব কাযপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে; সভা অবমাননার জন্য দণ্ড প্রদান করিতেও সমর্থ।

কমন্স সভার গুরুত্ব ও কাযাবলী: পার্লামেণ্টের ক্ষমতা আজ গিয়া পড়িয়াছে কমন্স সভার হস্তে। ফলে কমন্স সভাই আইন প্রণয়ন ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কাযক্ষেত্রে কমন্স সভাও আইন প্রণয়নের প্রকৃত সংস্থা নহে; আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত ক্ষমতাও উহার নাই। এই দুই ক্ষমতাই হস্তান্তরিত হইয়াছে ক্যাবিনেটের নিকট। উপরন্তু, কমন্স সভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে বর্তমানে ক্যাবিনেটই কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। বস্তুত, বর্তমানে কমন্স সভার প্রকৃত কায আইন প্রণয়ন বা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা নহে; প্রকৃত কায হইল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত গঠন করা এবং জাতীয় আলোচনা মঞ্চ হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকা। কমন্স সভা ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বহন করে বলিয়া মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভার সাহত উহার বিশেষ মিল নাই। মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার, কমিটি-ব্যবস্থা, ক্যাবিনেটের সহিত সম্বন্ধ প্রভৃতি কোন কিছুই ব্রিটিশ কমন্স সভার তুল্য নহে।

বিরোধী দল: বিরোধী দল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থার আবশ্যকীয় অংগ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকায পরিচালনা করিবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল ঐ শাসনকাযের দোষত্রুটি জনসমক্ষে ধরিয়া তুলিবে—ইহাই ঐ শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিরোধী দলের বিরোধিতা দায়িত্বহীন নহে, পূর্ণ দায়িত্বশীল বিরোধিতা। বর্তমান সরকারী দল শাসনকায পরিচালনায় অনিচ্ছুক বা অপারগ হইলে বিরোধী দলকে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দায়িত্বশীল বিরোধিতা যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য বিরোধী দলের নেতাকে সরকারী কোষাগার হইতে বেতন দেওয়া হয়।

দায়িত্বশীল বলিয়া পার্লামেণ্টীয় বিরোধিতা সাধারণত চরম সীমায় পৌঁছায় না। কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় যেরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছে তাহাতে এই বুঝাপড়ার অবস্থা কতদিন বর্তমান থাকিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

একাদশ অধ্যায়

পার্লামেণ্ট এবং আইন প্রণয়ন

(PARLIAMENT AND LAW MAKING)

[বিভিন্ন ধরনের বিল : বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল, সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিল ও দ্বিজাতীয় বিল—সরকারী বিল ও ব্যক্তিগত সদস্যের বিল—সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিল পাসের পদ্ধতি—বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল পাসের পদ্ধতি—অনুমোদন-সাপেক্ষ নির্দেশ—বিশেষ নির্দেশ—পরিকল্পনা পদ্ধতি]

বিভিন্ন ধরনের বিল (Different Kinds of Bills) : পার্লামেণ্টের বিল পাসের পদ্ধতির আলোচনা করিবার পূর্বে বিল কত প্রকারের হইতে পারে—তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন। প্রথমত প্রাইভেট বা বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল (Private Bills) এবং পাব্‌লিক বা সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিল (Public Bills) এই দুই শ্রেণীতে বিলগুলিকে বিভক্ত করা হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, প্রতিষ্ঠান বা স্থানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিলকে 'প্রাইভেট বিল' বলা হয়। অপরপক্ষে 'পাব লিক বিল' (Public Bills) বলিতে বুঝায় সেই সমস্ত বিলকে যাহার বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের স্বার্থকে, অন্তত বেশীর ভাগ লোকের স্বার্থকে, স্পর্শ করে।

দ্বিজাতীয় বিল

অনেক বিল আবার এমন হইতে পারে যাহা পাব্‌লিক এবং প্রাইভেট—উভয় প্রকারের বিলের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এইগুলিকে দ্বিজাতীয় বিল (Hybrid Bills) বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিজাতীয় বিল হইল সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রাইভেট বিল।

'পাব্‌লিক বিল' পার্লামেণ্টের যে-কোন সদস্য উত্থাপন করিতে পারেন। অবশ্য 'অর্থ বিল' (Money Bills) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহারও উত্থাপন করিবার অধিকার নাই এবং কমন্স সভায় ছাড়া উত্থাপন করা যায় না। যে-সমস্ত পাব্‌লিক

সরকারী বিল ও ব্যক্তিগত সদস্যের বিল

বিল মন্ত্রীরা উত্থাপন করেন তাহাকে 'সরকারী বিল' (Government Bills) বলিয়া অভিহিত করা হয়। আর যে পাব্‌লিক বিল মন্ত্রী ব্যতীত অন্য সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয় তাহাকে 'ব্যক্তিগত সদস্যের বিল' (Private Member's Bills) বলা হয়। আমরা প্রথমে পাব্‌লিক বিল পার্লামেণ্টে কিভাবে পাস হয় তাহার আলোচনা করিব। অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে পরে পৃথকভাবে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিল (Public Bills) : অধিকাংশ পাব্‌লিক বিল হইল সরকারী বিল এবং ঐগুলি কমন্স সভায় উত্থাপিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমে কমন্স সভায় সরকারী বিল পাসের পদ্ধতি কি তাহা আলোচনা করা যাউক।

বিল উত্থাপনের প্রারম্ভিক কার্য (Preliminaries) : ক্যাবিনেট যখন কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন বিলের বিষয়বস্তুর সাধারণ বর্ণনা সম্বলিত লিপি পার্লামেন্টীয় কৌঁসুলির অফিসে প্রেরণ করা হয়। পার্লামেন্টীয় কৌঁসুলিগণ উক্ত বর্ণনা অনুসারে বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়া ক্যাবিনেটের নিকট পাঠান। তাহার পর সংশ্লিষ্ট স্বার্থগুলির সহিত পরামর্শের পর কমন্স সভায় উত্থাপনের জন্য বিল প্রস্তুত করা হয়।

বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) : বিল উত্থাপনের দুইটি উপায় আছে। প্রস্তাব করিয়া (on a motion) অথবা লিখিত নোটিস দিয়া (on written notice) বিলকে উত্থাপন করা যায়। বর্তমানে সরকারী বিল সম্পর্কে প্রথম পদ্ধতি প্রায় একরকম অচল হইয়া গিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কমন্স সভার কর্মসচিবের নিকট বিলটি অথবা উহার শিরোনাম সম্বলিত 'ডামি' (dummy) নামে পরিচিত একটি কাগজ দিলে কর্মসচিব উক্ত সংক্ষিপ্ত শিরোনাম উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন। ইহার পর স্পীকারের অনুরোধক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিলের দ্বিতীয় পাঠের জন্য একটি দিনের কথা উল্লেখ করেন। এইভাবে বিলের প্রথম পাঠ শেষ করা হয়। প্রথম পাঠের সময় কোন বিতর্ক হয় না, কারণ প্রস্তাব ব্যতীত কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

বিল উত্থাপনের পদ্ধতি

প্রথম পাঠের সময় কোন বিতর্ক হয় না

বিলের দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading) : দ্বিতীয় পাঠ বিল পাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময় বিলের সাধারণ নীতিগুলি লইয়া সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। ভোটগ্রহণের ফলে সরকারী দলের পরাজয় ঘটিলে শুধু বিলটিই যে বাতিল হইয়া যায় তাহা নহে, ক্যাবিনেটের প্রতি কমন্স সভা অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছে এই কারণে প্রধান মন্ত্রী হয় পদত্যাগ করেন না-হয় রাজা বা রাণীকে পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দেওয়ার পরামর্শও দেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, দলীয় ব্যবস্থার জন্য এরূপ অবস্থায় সরকারের পরাজয় কদাচিৎ ঘটে।

দ্বিতীয় পাঠ বিল পাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়

কমিটি পর্যায় (Committee Stage) : দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলের সাধারণ নীতিগুলি কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হইলে বিলটিকে স্থায়ী কমিটিগুলির একটিতে প্রেরণ করা হয় অথবা কমন্স সভায় প্রস্তাব পাস করিয়া উহাকে সমগ্র কক্ষ কমিটি (The Committee of the Whole House) বা কোন একটি সিলেক্ট কমিটির নিকট পেশ করা হয়। প্রসংগত এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অর্থ বিল দ্বিতীয়

পাঠের অব্যবহিত পরেই সমগ্র কক্ষ কমিটিতে পেশ করা হয়। কমিটিতে বিচার-বিবেচনার পর বিলটি আবার কমন্স সভায় ফেরত আসে।

রিপোর্ট পর্যায় (Report Stage): যে-স্থলে বিলটিকে কোন স্থায়ী বা সিলেক্ট কমিটি বিচারবিবেচনা করে সে-স্থলে রিপোর্ট পর্যায়ে বিলটি সম্বন্ধে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সমগ্র কক্ষ কমিটিতে বিলটির বিচারবিবেচনা হইয়া থাকিলে কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় না। তবে কোন সংশোধন করা হইয়া থাকিলে সে-সম্বন্ধে বিবেচনা কমন্স সভায় হইয়া থাকে। যে-ক্ষেত্রে কোন সিলেক্ট কমিটিতে কিংবা যুক্ত কমিটিতে বিলের বিচারবিবেচনা হইয়া থাকে সে-ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীভাবে বিলকে পুনর্বার কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। রিপোর্ট পর্যায়ে কমিটির সংশোধনের উপর বিতর্ক চলে এবং অন্যান্য আরও সংশোধন ও পরিবর্তন প্রস্তাবিত হইয়া থাকে।

বিলের তৃতীয় পাঠ (Third Reading): তৃতীয় পাঠের সময় শুধুমাত্র মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে এই পর্যায়ে কমন্স সভা বিলটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করিয়া উহাকে অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করে। তৃতীয় পাঠের সময় বিল কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হইলে বিলটি লর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।

তৃতীয় পাঠে মাত্র আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে

লর্ড সভায় বিল পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে কমন্স সভার পদ্ধতিরই অনুরূপ। কমন্স সভা হইতে প্রেরিত বিল লর্ড সভা কর্তৃক গৃহীত হইলে তাহা রাজা বা রাণীর নিকট সম্মতিদানের জন্য প্রেরণ করা হয়। যে-ক্ষেত্রে বিলকে লর্ড সভা প্রত্যাখ্যান করে অথবা বিলের সংশোধন সম্বন্ধে লর্ড সভা এবং কমন্স সভার মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা সম্ভব হয় না, সে-ক্ষেত্রেও বিলকে আইনে পরিণত করিবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় না। কারণ, ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইন অনুসারে অর্থ বিল ব্যতীত অন্য কোন বিল যদি পরপর দুইটি অধিবেশনে কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ও প্রথম অধিবেশনে বিলের দ্বিতীয় পাঠ এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে বিলের তৃতীয় পাঠের তারিখের মধ্যে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায় তাহা হইলে বিলটি লর্ড সভার অনুমতি ব্যতীতই রাজা বা রাণীর সম্মতি পাইয়া আইনে পরিণত হয়। এখানে আবার আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কমন্স সভা কর্তৃক প্রেরিত অর্থ বিল লর্ড সভা এক মাসের মধ্যে পাস না করিলে লর্ড সভার অনুমতি ব্যতিরেকেই রাজা বা রাণীর সম্মতি পাইয়া উহা আইনে পরিণত হয়। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে,

লর্ড সভায় বিল পাসের পদ্ধতি কমন্স সভার অনুরূপ

১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইন ও লর্ড সভার বিল পাসের ক্ষমতা

লর্ড সভা কর্তৃক প্রেরিত বিল কমন্স সভা প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার আইনে রূপান্তরিত হওয়ার কোন উপায় থাকে না।

ব্যক্তিগত সদস্যের বিল (Private Member's Bills): আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মন্ত্রিগণ ছাড়াও পার্লামেন্টের অন্য সদস্যেরা অর্থ সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্যান্য পাব্লিক বা সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিল (Public Bills) উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সদস্যের বিল পাস হওয়ার পথে এত বেশী বাধাবিপত্তি বর্তমান যে উহাকে অতিক্রম করিয়া কোন সদস্যের পক্ষে সফলকাম হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে।

ব্যক্তিগত সদস্যের বিল পাসের পথে বহু বাধাবিপত্তি বর্তমান

আইনতঃ মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত সদস্যদের বিল উত্থাপনে বাধাদান করিতে না পারিলেও কার্যত তাহা করিতে সমর্থ—কারণ, কমন্স সভার প্রত্যেক অধিবেশন এবং প্রত্যেক দিনের কর্মসূচী নির্ধারণ করে সরকার। স্বতই কমন্স সভার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয় সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন করিতে। ব্যক্তিগত সদস্যের বিলের বিচারবিবেচনার জন্য অতি স্বল্প সময়ই ব্যয় করা সম্ভবপর হয়। এইজন্য নির্দিষ্ট দিনে লটারির সাহায্যে স্থির করা হয় যে, বিল উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক এমন সদস্যের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ঐ সুযোগ দেওয়া হইবে। যাঁহারা এই ভাগ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁহারা নির্দিষ্ট দিনে সাধারণ পদ্ধতিতে বিল উত্থাপন করেন। ইহার পর সরকারী বিল্ পাসের পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সদস্যের বিল পাস করা হয়। কিন্তু বিল উত্থাপনের অসুবিধা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে সদস্যের আরও গুরুতর বাধাবিঘ্ন আছে। প্রথমত, বর্তমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ক্রমশ জটিল হইয়া পড়িতেছে। অতএব, বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য ব্যতীত সাধারণ সদস্যের পক্ষে আইনের খসড়া রচনা করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট স্বার্থসমূহের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা পাওয়াও সহজসাধ্য নয়। তৃতীয়ত, সরকারের অনুমোদন ব্যতীত বিল পাস হওয়া সম্ভব নয়।

বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল (Private Bills): বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল পাসের পদ্বতি হইতে ভিন্ন পদ্ধতিতে গৃহীত হইয়া থাকে। বিল উত্থাপনের পূর্বে বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিলের উদ্যোক্তাদের গেজেটে এবং স্থানীয় সংবাদপত্রে বিলের বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হয়। যেখানে আবশ্যিকভাবে জমি অধিকারের প্রশ্ন থাকে, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লিখিতভাবে জানাইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের পরিকল্পনা এবং ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট স্থানে জমা দিতে হয়। উদ্যোক্তাদের বিলের ছাপানো প্রতিলিপি সহ আবেদনপত্র নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখের মধ্যে পার্লামেন্টের সংশ্লিষ্ট কক্ষের

বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিলের অফিসে (Private Bills Office) পেশ করিতে হয়। বিলের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরগুলিতেও পাঠাইতে হয়। ইহার পর বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিলের আবেদনপত্র পরীক্ষা করা (The Examiners of Petitions for Private Bills) বিল স্থায়ী নির্দেশের সর্ত পূরণ করিয়াছে এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করিলে পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের একটিতে উহা উত্থাপিত এবং উহার প্রথম পাঠ হয়।

প্রাথমিক অনুষ্ঠান

বিলের প্রথম পাঠ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নয়। দ্বিতীয় পাঠের সময় দেখা হয় যে, বিলটি জাতীয় নীতির পরিপন্থী কি না। দ্বিতীয় পাঠের পর বিলটি সম্বন্ধে কোনপ্রকার আপত্তি তোলা না হইলে উহা একটি 'আপত্তিবিহীন বিল কমিটি'র (An Unopposed Bills Committee) নিকট প্রেরণ করা হয়। এই প্রকারের কমিটির কার্যপদ্ধতি সাধারণত সংক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় মাত্র আনুষ্ঠানিক। আর যদি বিলটি সম্পর্কে কোনপ্রকার আপত্তি তোলা হয় তাহা হইলে উহাকে প্রেরণ করা হয় 'সাধারণ প্রাইভেট বিল কমিটি'র (An Ordinary Private Bills Committee) কোন একটির নিকট। এই কমিটিগুলির কার্যপদ্ধতি কতকটা বিচারকার্যের অনুরূপ (quasi-judicial)। কমিটির সপক্ষে বিলের উদ্যোক্তা এবং প্রতিবাদকারিগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হন। সাক্ষ্য নেওয়া এবং সাক্ষীদের জেরাও করা হয়। কমিটির প্রথম কর্তব্য হইল বিলের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বিলের মুখবন্ধে যে-বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা উদ্যোক্তারা যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না তাহা দেখা। বিলের মুখবন্ধকে প্রত্যাখ্যান করা হইলে বিলটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়। মুখবন্ধ গৃহীত হইলে তখন বিলের অন্যান্য ধারার বিচার চলে এবং পরিশেষে কমিটি সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান করে। ইহার পরের পদ্ধতিগুলি সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বা পাব্লিক বিল পাসের পদ্ধতিরই অনুরূপ।

পরবর্তী পর্যায়

যে-সমস্ত প্রগতিশীল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সাধারণ আইনে যে-ক্ষমতা দেওয়া থাকে তাহা হইতে অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার পাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে এই বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বা প্রাইভেট বিল-ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক। কিন্তু প্রাইভেট বিলের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। ব্যারিষ্টার, সাক্ষী প্রভৃতির জন্যই এই ব্যয়বাহুল্য।

বর্তমানে বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল-ব্যবস্থার প্রচলন কমিয়া গিয়াছে

প্রধানত, উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য বর্তমান সময় প্রাইভেট বিল-ব্যবস্থার প্রচলন কমিয়া যাইয়া অন্যান্য অধিকতর উপযোগী পন্থার উদ্ভব হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে 'অনুমোদনসাপেক্ষ নির্দেশ' (The Provisional Order), 'বিশেষ নির্দেশ' (The Special Order), এবং

'পরিকল্পনা পদ্ধতি' (The Scheme Method) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন এগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

অনুমোদনসাপেক্ষ নির্দেশ (The Provisional Order): স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার পাইবার উদ্দেশ্যে এই প্রকার আদেশের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের নিকট আবেদন পেশ করে। সরকারী বিভাগ স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়া আবেদনপত্র সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু আদেশটি পার্লামেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ—অর্থাৎ, উহা পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে আইনত সিদ্ধ হয় না। সুতরাং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অথবা তাঁহার হইয়া অন্য কেহ এই প্রকার আদেশ অনুমতি গ্রহণের জন্য অনুমোদন বিল (A Confirmation Bill) উত্থাপন করেন। বিলটি প্রাইভেট বিলের পদ্ধতি অনুসারে পাস করা হয়। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে এই প্রকারের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয় না। যে-ক্ষেত্রে আপত্তি তোলা হয় সে-ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিলের পদ্ধতির মত এই পদ্ধতি ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে।

বিশেষ নির্দেশ (The Special Order): অনুমোদনসাপেক্ষ নির্দেশ অপেক্ষা সহজ এবং সরল হইল 'বিশেষ নিদেশ' পদ্ধতি। এইরূপ নিদেশের খসড়া পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করিতে হয় এবং পার্লামেণ্টে অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব পাস করিলেই উহা আইনে পরিণত হইয়া থাকে।

পরিকল্পনা পদ্ধতি (The Scheme Method): পার্লামেণ্ট কর্তৃক সরকারী বিভাগের হস্তে আইন করিবার ক্ষমতা অর্পণের আর একটি দৃষ্টান্ত হইল 'পরিকল্পনা পদ্ধতি'। এই ব্যবস্থার দ্বারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা বা উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনা এবং ঐ পরিকল্পনাকে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের নিকট পেশ করিতে বলা হয় বা ইহা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই রকমের পরিকল্পনাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অনুমোদন, সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হইলেও অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে আবশ্যিকভাবে পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করিতে হয়। পার্লামেণ্ট প্রস্তাব পাস করিয়া ঐ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিতে কিংবা বাতিল করিয়া দিতে পাবে। সরকারী সাহায্যে গৃহনির্মাণ, জনস্বাস্থ্য, সহর এবং গ্রামীণ পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় উৎসাহ, উদ্যম এবং অভিজ্ঞতা কার্যকর হয়, অপরদিকে আবার তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানও নিশ্চিত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিল পাসের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে বিল কত রকমের হয় সে-সম্বন্ধে ধারণা করা প্রয়োজন। প্রথমত, বিলগুলিকে 'প্রাইভেট' বা বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত এবং 'পাব্‌লিক' বা সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ইহা ছাড়া প্রাইভেট ও পাব্‌লিক উভয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত দ্বিজাতীয় বিলও থাকে। পাব্‌লিক বিল কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত হইলে তাহাকে 'সরকারী বিল' এবং সাধারণ কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হইলে তাহাকে 'ব্যক্তিগত সদস্যের বিল' বলা হয়। পাব্‌লিক বিলসমূহের মধ্যে অর্থসংক্রান্ত বিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা উত্থাপিত হইতে পারে না, এবং উহা উত্থাপনের স্থান হইল একমাত্র কমন্স সভা, লর্ড সভা নহে।

পাব্‌লিক বিল পাসের মোটামুটি সাতটি পর্যায় আছে: ১। প্রারম্ভিক কায, ২। উত্থাপন ও প্রথম পাঠ, ৩। দ্বিতীয় পাঠ, ৪। কমিটি পর্যায়, ৫। রিপোর্ট পর্যায়, ৬। তৃতীয় পাঠ, এবং ৭। রাজা বা রাণীর সম্মতি। অর্থ বিল ভিন্ন অন্যান্য বিল সম্পর্কে লর্ড সভা ও কমন্স সভায় একরূপ পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়।

ব্যক্তিগত সদস্যের বিল পাসের কোন আইনগত বাধা না থাকিলেও সরকারী সমর্থন ব্যতিরেকে ঐরূপ বিল পাস হওয়া একরূপ অসম্ভব।

বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বা প্রাইভেট বিল পাসের পদ্ধতি অনেকটা ভিন্ন। বর্তমানে এইরূপ বিল-ব্যবস্থার প্রচলন পূর্বাপেক্ষা অনেক কম। ইহার স্থলে উদ্ভূত হইয়াছে তিনটি পদ্ধতি—যথা, (১) অনুমোদনসাপেক্ষ নির্দেশ, (২) বিশেষ নির্দেশ, এবং (৩) পরিকল্পনা পদ্ধতি।

দ্বাদশ অধ্যায়

অর্থ ও পার্লামেন্ট

(MONEY AND PARLIAMENT)

[সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম—সরকারী ব্যয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব—ব্যয়ের হিসাবের উপর ট্রেজারীর নিয়ন্ত্রণ—সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় ও বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়—খাত, উপখাত ও দফা—সরবরাহ কমিটি ও উপায়-নির্ধারণী কমিটি—বিনিয়োগ আইন—গণনানুদান ও অনুপূরক ব্যয়ের হিসাব—প্রত্যয়ানুদান রাজস্ব ও বাজেট—রাজস্ব আইন—অস্থায়ী করসংগ্রহ আইন—নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক—সরকারী গণিতক কমিটি—আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি—সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব]

সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কিত পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি আলোচনা প্রসংগে আমাদের কতকগুলি সাধারণ নিয়মের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত—অর্থাৎ, পার্লামেন্ট আইন করিয়া ক্ষমতা না দিলে করধার্য বা ঋণ

করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা যায় না। অনুরূপভাবে বিধিবদ্ধ আইন ব্যতীত কোন সরকারী অর্থ ব্যয় করা যায় না। দ্বিতীয়ত, সরকারী ব্যয়-মঞ্জুর এবং রাজস্ব-আদায় ব্যাপারে কমন্স সভাই প্রকৃতপক্ষে সর্বেসর্বা, লর্ড সভার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন অনুসারে কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত অর্থ বিল লর্ড সভায় প্রেরণের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সভা পাস না করিলে ঐ বিল রাজা বা রাণীর সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। তৃতীয়ত, মন্ত্রীরা দাবি না জানাইলে পার্লামেণ্ট—অথাৎ, কমন্স সভা কোন অর্থ মঞ্জুর করিতে পারে না। চতুর্থত, রাজশক্তির—অর্থাৎ, মন্ত্রীদের অনুমোদন ব্যতীত পার্লামেণ্ট কোন কর ধার্য করিতে পারে না। সংক্ষেপে স্যর আরস্কিন মে'র (Sir Erskine May) ভাষায় বলিতে পারা যায়, "রাজশক্তি অর্থ দাবি করে, কমন্স সভা উহা মঞ্জুর করে এবং লর্ড সভা উহাতে সম্মতি জানায়।"*

সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ নিয়ম

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেণ্টের—অর্থাৎ, কমন্স সভার দুইটি প্রধান কায হইল সরকারী ব্যয়-মঞ্জুর এবং রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। দুই কায যুক্তভাবে চলিতে থাকিলেও প্রথমটিই প্রথমে আরম্ভ হয়।

সরকারী অর্থ-ব্যয় ও ব্যয়ের হিসাব (Expenditure and Estimates) : এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে নূতন আর্থিক বৎসর আরম্ভ হয়। এই তারিখের পূর্বেই পার্লামেণ্টে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কার্য নির্বাহের জন্য পরবর্তী বৎসরে যে-অর্থ প্রয়োজন তাহার আনুমানিক হিসাব পেশ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে উহা প্রকাশিত হয়। ট্রেজারীর নির্দেশে বিভিন্ন বিভাগ এই হিসাব প্রস্তুত করে। সরকারী ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা ট্রেজারীর রহিয়াছে। অধিক ব্যয় বা অন্যভাবে পূর্বেকার ব্যবস্থার রদবদল করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ট্রেজারীর সহিত পরামর্শ করিতে হয় এবং মতবিরোধ দেখা দিলে বিষয়টিকে ক্যাবিনেটের নিকট উপস্থিত করা হয়। রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলর আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে ব্যয়ের হিসাবের বিচারবিবেচনা করেন এবং ব্যয়সংক্ষেপের প্রয়োজনবোধ করিলে তাহার নির্দেশ দেন।

বার্ষিক সরকারী ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত-করণের উপর ট্রেজারীর নিয়ন্ত্রণ

তবে এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমানে ট্রেজারী বা রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলরের কর্তৃত্ব কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনেক ব্যয়ের পরিমাণ পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন, বার্ধক্যে পেন্সন, বীমার সুবিধা ইত্যাদি আইনের

* "The Crown demands money, the Commons grant it, and the Lords assent to it."

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আইনের পরিবর্তন ব্যতীত এই বিষয়গুলির সম্পর্কে ব্যয়সংক্ষেপ করা সম্ভব নয়। পার্লামেণ্টও জনকল্যাণমূলক ব্যয় হ্রাস বা রহিত করিতে সাহস পায় না, কারণ উহার ফলে সরকারী দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট হইবার আশংকা থাকে।

উপরন্তু, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সরকারী ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ পার্লামেণ্টের স্থায়ী আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট থাকে। রাজা বা রাণীর নিজস্ব এবং পারিবারিক ব্যয়, জাতীয় ঋণ বাবদ ব্যয়, বিচারকগণ এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের বেতন ইত্যাদি এই স্থায়ী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য (Charged upon the Consolidated Fund) বলা হয়। ইহা সঞ্চিত তহবিলী ব্যয় (The Consolidated Fund Services) নামে পরিচিত। এই প্রকারের স্থায়ী ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়ের জন্য প্রত্যেক বৎসর আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যয় বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয় (The Supply Services) নামে অভিহিত হয়।* উপরে যে-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবের (The Estimates) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়ের হিসাব। এই আনুমানিক হিসাব কতকগুলি প্রধান প্রধান খাতে ভাগ করা থাকে। এইরূপ ভাগগুলি 'ভোট' (Votes) নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি 'ভোট' আবার কতকগুলি 'উপখাত' এবং 'দফায়' (Sub-heads and Items) বিভক্ত করা হয়। এক উপখাত বা দফার নির্দিষ্ট অর্থ অন্য উপখাত বা দফায় ব্যয় করা চলিতে পারে (virement) যদি ট্রেজারীর সম্মতি পাওয়া যায়। এইভাবে সরকারের বাৎসরিক আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত ও ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উহাকে কমন্স সভায় পেশ করা হয়। সৈন্য, নৌ এবং বিমান বাহিনীর ব্যয়ের হিসাব ঐ তিন বিভাগের মন্ত্রীরা উপস্থিত করেন আর বেসামরিক ব্যয়ের হিসাব (The Civil Estimates) উপস্থিত করেন ট্রেজারীর অর্থ-কর্মসচিব।

সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় এবং বাৎসরিক অনুমোদন-সাপেক্ষ ব্যয়

খাত, উপখাত ও দফা

পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাজশক্তি—অর্থাৎ, সরকার অনুরোধ বা দাবি না জানাইলে কমন্স সভা কোন অর্থ ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারে না। এইজন্য পার্লামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় রাজা বা রাণী যে-বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে ঐ দাবি জানানো হয়। কমন্স সভাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন যে, সরকারী কার্যের জন্য ব্যয়ের হিসাব উহার নিকট পেশ করা হইবে।

অধিবেশন সুরু হইবার সময় রাজা বা রাণী ব্যয়বরাদ্দ দাবি করেন

* "These are called Supply Services because the House of Commons, when voting money, is granting to the Crown 'such aids or supplies as are required to ...satisfy the pecuniary necessities of Government'." *Britain: An Official Handbook*

ইহার পরই কমন্স সভা 'সমগ্র কক্ষ সরবরাহ কমিটি' (The Committee of Supply) এবং 'সমগ্র কক্ষ উপায়-নির্ধারণী কমিটি' (The Committee of Ways and Means) গঠন করে।

কমন্স সভার 'সরবরাহ' এবং 'উপায়-নির্ধারণী' কমিটি

এই দুই কমিটির মধ্যে সরবরাহ কমিটির কার্য হইল সরকারী বার্ষিক ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব বিচার এবং অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা। অপরপক্ষে, উপায়-নির্ধারণী কমিটির কার্য হইল সরবরাহ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সরকারী ব্যয়ের জন্য 'সঞ্চিত তহবিল' হইতে অর্থ প্রদান করিবার এবং প্রয়োজনীয় করধার্যের অনুমোদন প্রস্তাব পাস করা।

সরবরাহ কমিটিতে সরকারী ব্যয়ের আলোচনা ও হিসাবের মঞ্জুর

স্থায়ী নির্দেশ অনুসারে বার্ষিক সরকারী ব্যয়ের হিসাব আলোচনার জন্য ২৬ দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ দিনগুলি ৫ই আগষ্টের পূর্বে হইতে হইবে। ঐ ২৬ দিনের মধ্যে অনুপূরক হিসাব (Supplementary Estimates) এবং গণনানুদান (Votes on Account) লইয়া সমস্ত সরকারী আনুমানিক হিসাবের আলোচনা এবং অনুমোদন কার্য সমাপ্ত করিতে হয়। যে-সমস্ত খাত বা ভোটের আলোচনা এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হয় না, শেষ দিনে তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। বিরোধী দল ঠিক করে কোন্ কোন্ বিভাগের ব্যয় লইয়া বিতর্ক চলিবে; অবশ্য বিতর্ক আর্থিক ব্যাপারের পরিবর্তে বেশী হয় সরকারী নীতি লইয়া। সরকার যে-ব্যয় দাবি করে কমিটি তাহা প্রত্যাখ্যান বা হ্রাস করিতে পারে, কিন্তু ইহা কোন ব্যয় বৃদ্ধি করিতে পারে না। তবে কার্যত দলীয় ব্যবস্থার ফলে সরকারী ব্যয়ের হিসাবের রদবদল করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কোন সরকারী ব্যয়ের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য হইল অভিযোগ জ্ঞাপন করা।

সরবরাহ কমিটির সরকারী ব্যয় প্রত্যাখ্যান বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা তত্ত্বগত মাত্র

সরবরাহ কমিটিতে এইভাবে সরকারী ব্যয় সম্পর্কে অনুমোদন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলে পরে কমন্স সভার নিকট রিপোর্ট পেশ করা হয়; এবং কমন্স সভা উহাতে সমর্থন জানায়। ইহার পর সরবরাহ কমিটিতে যে-ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা মিটাইবার জন্য সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করিয়া উপায়-নির্ধারণী কমিটিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমন্স সভায় রিপোর্ট প্রদানের পর পার্লামেণ্ট 'বিনিয়োগ আইন' (The Appropriation Act) পাস করিয়া 'সঞ্চিত তহবিল' হইতে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা প্রদান করে। সরবরাহ কমিটিতে যে-প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাহা এই আইনে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; এবং এই আইন যে-উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইহার ফলে কোন বিভাগ অনুমোদিত অর্থের অধিক ব্যয়

সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ তুলিবার ব্যবস্থা

করিতে পারে না এবং বিভাগকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই অর্থ ব্যয় করিতে হয়। অবশ্য এই আইন ট্রেজারী বিভাগ, সৈন্য নৌ এবং বিমান বিভাগকে প্রয়োজন হইলে এক খাতের নির্দিষ্ট অর্থ অন্য খাতে ব্যয় (virement) করিবার অনুমতি দিতে পারে।

সরকারী আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবের আলোচনা শেষ হইয়া বাৎসরিক বিনিয়োগ আইন (The Annual Appropriation Act) পাস হইতে জুলাই-আগষ্ট মাস আসিয়া যায়। কিন্তু আর্থিক বৎসর মার্চ মাসে শেষ হইয়া যায় এবং আইন ব্যতীত সরকার কোন অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। সুতরাং এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া যে-পর্যন্ত-না বাৎসরিক বিনিয়োগ আইন পাস করা হয় সেই সময়ের জন্য সরকারী ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। বেসামরিক বিভাগগুলি ঐ সময়ের জন্য আনুমানিক ব্যয় মার্চ মাসের প্রথমেই সরবরাহ কমিটিতে মঞ্জুর করাইয়া লয়। এই ব্যয়কে 'গণনানুদান' (Votes on Account) বলা হয়। সৈন্য নৌ এবং বিমান বিভাগের বেলায় সামান্য পৃথক ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয়। এই বিভাগগুলি এক উদ্দেশ্যে অনুমোদিত অর্থ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে সমর্থ। এইজন্য মার্চ মাসের মধ্যে সরবরাহ কমিটিতে এই বিভাগগুলির ব্যয়ের হিসাবের দুই একটি খাতের ব্যয়কে পাস করাইয়া লওয়া হয়। ইহার পর উপায়-নির্ধারণী কমিটি উপরি-উক্ত ব্যয়ের জন্য সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থপ্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ করিলে 'সঞ্চিত তহবিল আইন' (The Consolidated Fund Act) পাস করিয়া উক্ত তহবিল হইতে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সমস্তই এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখের মধ্যে করিতে হয়।

চূড়ান্ত মঞ্জুরীর পূর্বে কয়েক মাসের আনুমানিক ব্যয়

অনেক সময় কোন কোন বিভাগে চলতি বৎসরের জন্য যে অর্থ ব্যয় মঞ্জুর করা হয় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অ-পর্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভাগকে 'অনুপূরক ব্যয়ের হিসাব' (Supplementary Estimates) পেশ করিয়া উক্ত ব্যয়কে মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়। সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি উপরি-উক্ত সঞ্চিত তহবিল আইন কর্তৃক প্রদত্ত হয়।

অনুপূরক ব্যয়ের হিসাব

আবার যুদ্ধের মত সংকটজনক সময়ে একসংগে একটা মোটা টাকা সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ইহার ব্যয় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না। এই অর্থপ্রদানকে প্রত্যায়ানুদান (Votes of Credit) বলে।

প্রত্যায়ানুদান

***রাজস্ব ও বাজেট* (Revenue and the Budget) :** পূর্বেই বলিয়াছি, উপায়-নির্ধারণী কমিটির (The Committee of Ways and Means)

অন্যতম কার্য হইল সরকারী ব্যয় সংকুলানের জন্য রাজস্বের ব্যবস্থা করা।* রাজস্বের অধিকাংশ সংগৃহীত হয় কর হইতে। আবার অধিকাংশ কর স্থায়ী আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে। অতএব, কমন্স সভায় প্রত্যেক বৎসর উহাদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না যদি-না অবশ্য পূর্বেকার আইনের কোন পরিবর্তন করা হয়। এপ্রিল মাসে আর্থিক বৎসর সুরু হইবার কিছু পরেই রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলর কমন্স সভার উপায়-নির্ধারণী কমিটিতে বাজেট সংক্রান্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।**

অধিকাংশ কর স্থায়ী আইন কর্তৃক নির্ধারিত থাকে

বাজেট বিবৃতিতে গত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব, এবং নূতন বৎসরের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব এবং ঐ ব্যয় সংকুলানের জন্য চ্যান্সেলরের রাজস্ব সংগ্রহের প্রস্তাবসমূহ থাকে। সম্প্রতি চ্যান্সেলরের বাজেট অভিভাষণের সংগে সংগে পূর্ববর্তী বৎসরের জাতীয় আয় সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহারও (White Paper) প্রকাশিত হয়। বলা হয় যে, বর্তমানে বাজেট অভিভাষণ হইতে সরকারী রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্যাদি যেমন পাওয়া যায় তেমনি আবার সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতি কি, তাহার ইংগিতও পাওয়া যায়। বাৎসরিক বাজেট বিবৃতির পর উপায়-নির্ধারণী কমিটি অনুমোদন প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই বাজেট প্রস্তাবের প্রয়োজন হয় আয়কর ও অতিরিক্ত কর (Super Tax) এবং নূতন আমদানি-রপ্তানি ও অন্তঃশুল্ক সম্পর্কে। অন্যান্য কর স্থায়ীভাবে চলিতে থাকে অবশ্য যে-পর্যন্ত-না রাজস্ব আইন (Finance Act) দ্বারা উহার পরিবর্তন বা বর্জন করা হয়। উপায়-নির্ধারণী কমিটিতে করধার্য সংক্রান্ত যে-সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা বাৎসরিক রাজস্ব আইনে সংবলিত হয়। পূর্বে উপায়-নির্ধারণী কমিটিতে বাজেট প্রস্তাব পাস হওয়ার সংগে সংগে ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় আরম্ভ করা হইত; কিন্তু ১৯১৩ সালে বাউলস বনাম ইংল্যাণ্ডের ব্যাংক (Bowles v. The Bank of England) মামলার বিচারে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পার্লামেন্টের আইন ব্যতীত মাত্র প্রস্তাবের ভিত্তিতে কর আদায় করা যাইবে না। এইজন্য ঐ সালে অস্থায়ী কর সংগ্রহ আইন (The Provisional Collection of Taxes Act, 1913) পাস করিয়া সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপায়-নির্ধারণী কমিটির প্রস্তাবকে আইনরূপে কার্যকর করার ব্যবস্থা হয়। এই আইন আয়কর,

করধার্য বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করিয়া রাজস্ব আইন পাস

* ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

** "'Budget' is an old word meaning a bag containing papers or accounts. The use of the word in public finance originated in the expression. 'The Chancellor of the Exchequer opened his Budget', which was applied in Parliament to the annual speech of the Chancellor of the Exchequer explaining his proposals for balancing revenue and expenditure" *Britain : An Official Handbook*

অতিরিক্ত কর এবং আমদানি-রপ্তানি ও অন্তঃশুল্কের পুনঃপ্রবর্তন বা পরিবর্তনকারী উপায়-নির্ধারণী কমিটির প্রস্তাবসমূহের বেলায় প্রযোজ্য।

ব্যয়নির্বাহের উপর কমন্স সভার নিয়ন্ত্রণ

পার্লামেণ্ট শুধু ব্যয় অনুমোদন ও ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় করধার্যের অনুমতি দিয়াই ক্ষান্ত হয় না। যাহাতে সরকার আইনসংগতভাবে ব্যয়নির্বাহ করে, যাহাতে অপচয় না হয়, যাহাতে ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব হয় তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখে। এ-বিষয়ে কমন্স সভাকে সহায়তা করে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক, সরকারী গণিতক কমিটি এবং আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি।

নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক (The Comptroller and Auditor-General)ঃ নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক পার্লামেণ্টের স্থায়ী কর্মচারী। ১৮৬৬ সালে এই পদটি সৃষ্ট হয়। তাঁহাকে দুইটি প্রধান কায সম্পাদন করিতে হয়। প্রথমত, তিনি নিয়ন্ত্রক হিসাবে সরকারী অর্থের জমাখরচ নিয়ন্ত্রণ করেন, হিসাব-পরীক্ষক হিসাবে বিভিন্ন বিভাগের হিসাব পরীক্ষা করেন এবং পার্লামেণ্টের 'বিনিয়োগ গণিতক' (The Appropriation Accounts) নামে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। বিভিন্ন বিভাগ যাহাতে আইনসংগতভাবে ব্যয় করে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখা তাঁহার কর্তব্য। ইহা ব্যতীত অপচয় বা অমিতব্যয় সম্পর্কে সরকারী গণিতক কমিটির (The Public Accounts Committee) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

সরকারী গণিতক কমিটি (The Public Accounts Committee)ঃ এই কমিটি কমন্স সভার বিভিন্ন দলের মধ্য হইতে মনোনীত ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। বিরোধী দলের একজন সদস্য ইহার সভাপতিত্ব করেন এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক সরকারী উপদেষ্টা হিসাবে ইহার সহিত যুক্ত থাকেন। ইহা প্রত্যেক বিভাগের ব্যয়ের হিসাব এবং ঐ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া দেখে। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে বিভাগগুলির দোষত্রুটি বা অবহেলা রহিয়া যায় তাহার বিচারবিবেচনা করে। বলা হয় যে, এই কমিটি অপচয় এবং অযোগ্যতাকে প্রকাশ করিয়া দিয়া উহা বন্ধ করিতে সাহায্য করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে-অর্থ পূর্বেই অপচয়জনকভাবে ব্যয় করা হইয়া গিয়াছে কমিটি মাত্র তাহার সম্পর্কেই বিচার করে।

আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি (The Estimates Committee)ঃ এই কমিটি ১৯১২ সালে সর্বপ্রথম গঠিত হয়। যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময় প্রত্যেক বৎসর এই কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির কার্য হইল সরকারের ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবকে পরীক্ষা করা, কি আকারে উহা পেশ করা হইবে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং সরকারী নীতি স্পর্শ না করিয়া কোনরূপ ব্যয়সংক্ষেপ করা

সম্ভব কি না সেই সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করা। বর্তমানে আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি তাহার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একাধিক অনুসন্ধানকারী সাব-কমিটি (investigating sub-committees) নিয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন, সরকারের আর্থিক নীতিকে স্পর্শ না করিয়া ব্যয়সংক্ষেপ করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, সময় অভাবে এবং ব্যয়ের হিসাবের জটিলতার জন্য কমিটির কার্য খুব বেশী সার্থক হয় বলিয়া মনে হয় না।

সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব (Parliamentary Control over Finance) : এখন প্রশ্ন করা চলিতে পারে, সরকারী আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত কার্যপদ্ধতি দ্বারা পার্লামেণ্ট এবং কমন্স সভা জাতীয় আয়-ব্যয়কে কতদূর নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ? ইতিপূর্বেই কমন্স সভার কার্য বর্ণনা প্রসংগে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। দেখা যায় যে, বর্তমান সময়ে আইন প্রণয়ন, সরকারী আয়-ব্যয় এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ক্ষমতা ক্যাবিনেটের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কমন্স সভার প্রকৃত কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে সরকারী নীতির সমালোচনা করা, অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করা এবং পরিশেষে, ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।* 'আনুষ্ঠানিক' বলিলাম এইজন্য যে, দলীয় নিয়মানুবর্তিতা এবং পার্লামেণ্টকে ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতার সাহায্যে সরকার আপন সিদ্ধান্তে কমন্স সভার অধিকসংখ্যক সদস্যের সমর্থন পাইতে সমর্থ। তত্ত্বগতভাবে জাতীয় আয়-ব্যয়ের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হইল ক্যাবিনেট।**

বর্তমানে ক্যাবিনেটই সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক

সরকারী ব্যয়ের কথা যদি ধরা যায় তাহা হইলে প্রথমেই ট্রেজারীর নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর পড়িবে, কিন্তু ট্রেজারীর এই ক্ষমতা রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলরের (The Chancellor of the Exchequer) ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং চ্যান্সেলর আবার ক্যাবিনেটের নিকট দায়ী। সরকারী ব্যয়ের হিসাব যখন কমন্স সভার নিকট উপস্থিত করা হয় তখন কমন্স সভার ক্ষমতা থাকে কোন ব্যয়কে প্রত্যাখ্যান বা হ্রাস করিবার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে চ্যান্সেলরের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনকিছু করা সম্ভব নয়। চ্যান্সেলরের প্রস্তাবকে রদবদল করা হইলে ক্যাবিনেট তাহাকে অনাস্থা প্রস্তাব বলিয়া ধরিয়া লয়। স্বাভাবিকভাবেই পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়ার প্রশ্ন উঠে। ব্যয়ের

রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলরের ক্ষমতা : ক্যাবিনেট কর্তৃক সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

* ১৩৪—১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

** "It is a melancholy fact, but it must be admitted that the most important of all functions, the control of finance, has virtually disappeared." J. M. Kenworthy

আনুমানিক হিসাব লইয়া সরবরাহ কমিটিতে যে বিচারবিবেচনা চলে আর্থিক দিক হইতে তাহার কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রথমত, কমন্স সভার মত বৃহৎ সংস্থার পক্ষে কমিটি হিসাবে সরকারী ব্যয় পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব নয়। ইহা ব্যতীত যে-আকারে হিসাব পেশ করা হয় তাহা কমন্স সভার সদস্যদের নিকট সহজবোধ্য না হওয়ায় ইহা হইতে সরকারী ব্যয়ের তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয় না। সময়ের অভাবও আর একটি প্রধান অসুবিধা। ২৬ দিনের মধ্যে আলোচনা শেষ করিয়া ব্যয় করিবার জন্য সরকারের হস্তে কোটি কোটি পাউণ্ড ন্যস্ত করা হয়। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের বিচার করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক খাতের ব্যয় আলোচনা ব্যতীতই শেষ দিনে পাস করা হয়।

বিভিন্ন কারণে কমন্স সভা সরকারী ব্যয়ের যথাযোগ্য বিচার করিতে পারে না

কমন্স সভার সরকারী ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য মাধ্যম হইল নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক, সরকারী গণিতক কমিটি এবং আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি। নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ইহাদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। করধার্য ব্যাপারেও ক্যাবিনেটের কর্তৃত্ব বর্তমান। চ্যান্সেলরের প্রস্তাবের সাধারণ নীতির বিচার ও সমালোচনা ব্যতীত উপায়-নির্ধারণী কমিটির পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হয় না। সমালোচনা যতই তীব্র এবং যুক্তিপূর্ণ হউক না কেন চ্যান্সেলরের মতের বিরুদ্ধে কদাচিৎ পরিবর্তন সাধিত হইতে দেখা যায়।

সরকারী ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সরকারী গণিতক এবং আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির কার্যকারিতা বিশেষ নহে

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জাতীয় আয়-ব্যয় এবং আর্থিক কাজকর্মের সর্বময় কর্তা হইল ক্যাবিনেট। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া র‍্যামজে ম্যুর মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, “ব্রিটেন ছাড়া অন্য কোন দেশে জাতীয় আয়-ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেণ্ট এত কম ক্ষমতা ভোগ করে না।” অপরদিকে ল্যাস্কির বক্তব্য হইল যে, সরকারী আয়-ব্যয়কে সরকারী নীতি হইতে পৃথকভাবে বিচার করা যায় না। সরকারী দায়িত্বকে নির্ধারিত এবং সরকারী কার্য ও নীতিতে শৃংখলা রক্ষা করিতে হইলে ক্যাবিনেটের হাতে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে। বিরোধী দলের সমালোচনার মধ্য দিয়া সরকারী দলের দোষত্রুটির বিচার হইবে নির্বাচকদের হাতে। আসল ব্যাপার হইল যে, পার্লামেণ্টের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল রাজার ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এই পদ্ধতি বর্তমান কর্মমুখর রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে হয় না; এবং সমাজে আর্থিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সরকারী ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সংক্ষিপ্তসার

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী আয়-ব্যয়ের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। প্রথমত, পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত কোন অর্থসংগ্রহ বা অর্থব্যয় করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে কমন্স সভাই সর্বেসর্বা, লর্ড সভার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। তৃতীয়ত, মন্ত্রীরা দাবি না জানাইলে কমন্স সভা কোন অর্থ মঞ্জুর করিতে পারে না।

সরকারী অর্থব্যয় ও ব্যয়ের হিসাব: বার্ষিক সরকারী ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুতকরণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ট্রেজারী। সেই ব্যয়ের একটা মোটা অংশ সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য থাকে; বাকী ব্যয়ের জন্য পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যয়কে অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয় বলা হয়। এই অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়কে 'খাত', 'উপখাত' ও 'দফায়' বিভক্ত করা হয়।

সরকার পক্ষ হইতে যে ব্যয়বরাদ্দ দাবি করা হয় তাহার বিচার করে 'সরবরাহ কমিটি' এবং সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ তুলিবার এবং প্রয়োজনীয় করধার্যের প্রস্তাব অনুমোদন করে 'উপায়-নির্ধারণী কমিটি'। সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ তোলা হয় 'বিনিয়োগ আইন' দ্বারা। উক্ত কমিটিদ্বয়ের সুপারিশ অনুমোদন ও বিনিয়োগ আইন পাস করে কমন্স সভা।

রাজস্ব ও বাজেট: এপ্রিল মাস হইতে প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শুরু হয়। ইহার কিছু পূর্বেই রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলর বাজেট বিবৃতি প্রদান করেন। এই বাজেট বিবৃতির পর উপায়-নির্ধারণী কমিটির অনুমোদন অনুসারে নূতন নূতন করধার্যের বা প্রচলিত করসমূহের হ্রাসবৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সরকারী ব্যয় যাহাতে আইনসংগতভাবে হয়, যাহাতে অপচয় না ঘটে এবং যাহাতে ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব হইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখেন যথাক্রমে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষক, সরকারী গণিতক এবং আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি।

সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব: বর্তমানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ন্যায় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কর্তৃত্বও ক্যাবিনেটের হস্তে পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িয়াছে। বৃহৎ কমন্স সভা সরকারী ব্যয়ের যথাযোগ্য বিচার করিতে পারে না, সরকারী গণিতক কমিটি প্রভৃতিও বিশেষ কার্যকর নহে। তবে বিরোধী দলের সমালোচনার অধিকার সকল সময়ই রহিয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন

(DELEGATED LEGISLATION)

[অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন কাহাকে বলে—আইন প্রণয়ন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার কারণ—লর্ড হিউয়ার্টের সমালোচনা ও মন্ত্রীদের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি—অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়নের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা—আদালতের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা]

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত। পার্লামেণ্ট আবার তাহার আইন প্রণয়নের কার্যকে হস্তান্তরিত করিতে পারে। এই হস্তান্তরিত ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে যে-সমস্ত নিয়মকানুন প্রবর্তিত হয় তাহাকেই অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Delegated Legislation) বলা হয়। ইহাকে অনেক সময় অধস্তন আইন (Subordinate Legislation) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। আমরা ইতিপূর্বেই অনুমোদনসাপেক্ষ নির্দেশ, বিশেষ নিদেশ ও পরিকল্পনা পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছি।* বর্তমানে শাসন বিভাগ আইন প্রণয়নের এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক বৎসর অসংখ্য নিয়মকানুন প্রবর্তন করে। অনেক ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইনের সাধারণ নীতিগুলিকে স্থির করিয়া দিয়া ঐগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য নিয়মকানুন (Regulations) প্রবর্তিত করিবার ক্ষমতা মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করে। এই অর্পিত ক্ষমতাবলে মন্ত্রীরা যে-আইন প্রণয়ন করেন তাহাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা, (১) বিধিবদ্ধ আইন-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স-পরিষদ রাজাজ্ঞা (The Statutary Orders-in-Council), এবং (২) সরকারী বিভাগ প্রবর্তিত নিয়মাবলী (Departmental Regulations)।

অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন কাহাকে বলে

শ্রেণীবিভাগ

এখন প্রশ্ন উঠে যে, পার্লামেণ্ট নিজেকে বঞ্চিত করিয়া শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়ন কার্য হস্তান্তরিত করিতেছে কেন? এক সময় ছিল যখন পার্লামেণ্ট রাজশক্তির হস্ত হইতে ক্ষমতা নিজের হস্তে তুলিয়া লইবার জন্য অবিশ্রাম সংগ্রাম করিয়াছে। আজ আবার নিঃস্ব হইবার প্রবৃত্তি জাগিল কেন? ইহা বুঝিতে হইলে সমাজ বিবর্তনের ধারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। বর্তমান রাষ্ট্র আর পূর্বেকার মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সমর্পণের কারণ

* ১৫০-১৫১ পৃষ্ঠা।

নিষ্ক্রিয় রাষ্ট্র নহে। ইহা এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে সমাজ-কল্যাণকর সক্রিয় রাষ্ট্র। সমাজের এমন কোন দিক নাই যেখানে রাষ্ট্র হস্ত প্রসারিত করিতেছে না। দ্রুত গতিশীল আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক প্রত্যেকটি সমস্যার নিজস্ব ধ্যানধারণা অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। এই সমস্ত জটিল সমস্যার ত্বরিত মীমাংসা এবং সমাজ-কল্যাণকর কাজকর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার মত যোগ্যতা বা সময় কোনটাই পার্লামেন্টের নাই। এই অবস্থায় শাসন বিভাগের হস্তে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর কি আছে? এখানে আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া অপ্রাসংগিক হইবে না যে, ইংল্যাণ্ডের মত ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র কর্মমুখর এবং চঞ্চল হইবার মূলে প্রধানত রহিয়াছে সংকোচনশীল ধনতন্ত্র।

আইনের জটিলতা এবং কার্যের তুলনায় পার্লামেন্টের সময়ের অভাব ভিন্ন আরও বলা হয় যে, কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার এবং আইনকে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে সরকারী বিভাগের হাতে নিয়মকানুন করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। আবার সংকটজনক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ও অনুরূপ ক্ষমতার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ১৯১৪-১৫ সালের সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষা আইন (The Defence of the Realm Acts, 1914-15) এবং ১৯৩৯-৪০ সালের জরুরী ক্ষমতা (প্রতিরক্ষা) আইন [The Emergency Powers (Defence) Acts, 1939-40] কর্তৃক নিয়মকানুন প্রবর্তনের ব্যাপক ক্ষমতা সরকারের হস্তে অর্পিত হয়। ইহা ব্যতীত সংকটজনক অবস্থাতে খাদ্য সরবরাহ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে যাহাতে অচল অবস্থা সৃষ্টি না করা হয় তাহার জন্য ১৯২০ সালের জরুরী ক্ষমতা আইন (The Emergency Powers Acts, 1920) কর্তৃক সরকারের হস্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া আছে।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক সরকারী বিভাগগুলির হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে সমালোচনা হওয়ায়—বিশেষত লর্ড হিউয়ার্ট তাঁহার 'নয়া স্বৈরাচার' (The New Despotism) নামক পুস্তকে সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করায় মন্ত্রীদের ক্ষমতা সংক্রান্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়নের পদ্ধতিকে অনুমোদন করে, তবে প্রয়োজনীয় বাধানিষেধের কথাও উল্লেখ করে। এইগুলির মধ্যে প্রধান হইল যে, পার্লামেণ্ট সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া নিয়মকানুনের বৈধতা বিচার করিবার আদালতের ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখিতে হইবে এবং যেখানে ঐ ক্ষমতা অপসারিত হইবে সেখানে কারণ দেখাইতে হইবে। ইহা ব্যতীত নিয়মকানুন রচনা করার ক্ষমতা-প্রদানকারী বিল এবং নিয়মকানুনগুলিকে বিচারবিবেচনার জন্য পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষের একটি স্থায়ী কমিটি থাকিবে।

এখন দেখা যাউক, অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করিবার কি ব্যবস্থা আছে। প্রথমেই পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের কথা উঠে।

অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়নের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সাধারণত সংশ্লিষ্ট মূল আইনে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে যে নিয়মকান্থনগুলিকে পার্লামেণ্টের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের অনুমোদন-প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত এইগুলি কার্যকর হয় না; কোন ক্ষেত্রে ঐগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুমোদন-প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাতিল করিয়া দেওয়া যায়। ১৯৪৬ সালের এক আইন অনুসারে নিয়মকানুনের সমর্থন এবং প্রত্যাখ্যানের সময় ৭০ দিন ধার্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিভাগীয় নিয়মকান্থনগুলিকে (যাহা পার্লামেণ্টের নিকট উপস্থিত করা হয়) পরীক্ষা করিবার জন্য কমন্স সভা একটি সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত করে। নিয়মকান্থনগুলির অবাঞ্ছনীয় দিকগুলির প্রতি কমন্স সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেও নীতি সম্পর্কে কমিটির কোনকিছু করিবার নাই।

নিয়মকান্থন প্রণয়নে পরামর্শদান কমিটি নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থসমূহের সহিত আলাপ-আলোচনার সাহায্যেও অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৪৬ সালের জাতীয় বীমা আইন (The National Insurance Act, 1946) এইরূপ ব্যবস্থা করে।

আদালতের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বক্তব্য হইল যে, আদালত নিয়মকান্থনগুলি বিধি-বহির্ভূত (*ultra vires*) কি না তাহা বিচার করিতে পারে—অর্থাৎ, মূল আইন কর্তৃক যে-ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অধিক ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতেছে কি না তাহা দেখিতে পারে।

অবশেষে বলা যায়, পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলেই মূল আইনকে পরিবর্তন করিয়া অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অবসান করিতে পারে। কিন্তু এখানে আবার মনে রাখিতে হইবে যে, মন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে ইচ্ছানুযায়ী পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন সপক্ষে পরিচালিত করিতে সমর্থ।

সংক্ষিপ্তসার

আইন প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইতে পারে। এই হস্তান্তরিত ক্ষমতাবলে যে-সকল নিয়মকানুন প্রবর্তিত হয় তাহাকেই অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন বলা হয়। অনুমোদনসাপেক্ষ নির্দেশ, বিশেষ নির্দেশ, পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রীরাও আবার অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণয়ন করেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর আইনসমূহ মোটামুটি দুই শ্রেণীভুক্ত: ১। স-পরিষদ রাজাজ্ঞা, এবং ২। সরকারী বিভাগ প্রবর্তিত নিয়মাবলী।

বর্তমান দিনের কর্মমুখর রাষ্ট্রে এইরূপ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হস্তান্তর করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। আইনের জটিলতা, কার্যের তুলনায় সময়াভাব প্রভৃতির জন্য এক পার্লামেন্টের পক্ষে আর সকল প্রয়োজনীয় আইন পাস করা সম্ভব নহে।

এই ব্যবস্থা অবশ্য বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে এবং উহা 'নয়া স্বৈরাচার' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা নহে; উহা নানা প্রকার বাধানিষেধসাপেক্ষ।

চতুর্দশ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল

(POLITICAL PARTIES)

[ব্রিটিশ গণতন্ত্র ও দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা—দলীয় প্রথার উৎপত্তি—রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দল—শ্রমিক দলের উদ্ভব—দ্বিদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা—দলীয় সংগঠন—বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের নীতি ও উদ্দেশ্য]

দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইল ব্রিটিশ গণতন্ত্রের মূলভিত্তি

ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তিত পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হইল দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বলা হয় যে, দলগুলি প্রচারের সাহায্যে জনমত গঠন করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করিতে চেষ্টা করে। নির্বাচনে যে-দল কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথবা অধিকসংখ্যক সদস্যের সমর্থনলাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে। কমন্স সভায় অপর দলগুলির মধ্যে সর্ব-বৃহৎ দলটি সরকারী বিরোধী দল (Official Opposition) হিসাবে কার্য করে। এই দুই দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সীমার মধ্যে রাখিয়া বুঝাপড়ার মনোভাব লইয়া কার্য করে।*

বর্তমান দলীয় ব্যবস্থা পর্যালোচনার পূর্বে উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ইতিহাস সুরু করিতে হয় ল্যাংকাষ্ট্রিয়ান ও ইয়র্কিষ্টদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতে। এখনকার মত তখনকার দিনে দলগুলি পার্লামেন্টে শুধু বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না। অনেক সময় তাহারা 'ব্যালট' হইতে 'বুলেট'কেই অধিক পছন্দ করিত। 'গান পাউডার প্লট'

* "The effectiveness of party system rests to a considerable extent upon the fact that Government and Opposition alike are carried on by agreement."
Britain, An Official Handbook

এবং 'গোলাপের যুদ্ধ' ইহারই প্রমাণ। তৃতীয় উইলিয়মের সময় যখন পার্লামেণ্টের প্রাধান্ত মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইহাতে টোরী এবং হুইগ—এই দুই দলের প্রাধান্য ছিল। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইনের (The Reform Act, 1832) পর টোরী এবং হুইগ দলের নাম পরিবর্তিত হইয়া যথাক্রমে রক্ষণশীল (Conservative) এবং উদারনৈতিক (Liberal) দল বলিয়া পরিচিত হয়।

রক্ষণশীল ও উদার-নৈতিক দলের উদ্ভব

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক এবং রক্ষণশীল দল ছাড়া আর কোন দল ছিল না। ১৯০০ সালের পূর্বেও পার্লামেণ্টে শ্রমিক সদস্য ছিল কিন্তু তাহাদের কোন দলগত রূপ ছিল না। ১৮৯৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রমিক-সংঘ এবং বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক সংস্থাগুলির পার্লামেণ্টে আরও অধিক সদস্য দাঁড় করাইবার জন্য এক সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে শ্রমিক-সংঘ, সমবায় সমিতি, সমাজতান্ত্রিক সংস্থা প্রভৃতি লইয়া গঠিত একটি ফেডারেশনের উৎপত্তি হয় এবং কয়েক বৎসর পরে ইহাই শ্রমিক দল (Labour Party) নামে পরিচিত হয়।

শ্রমিক দলের উদ্ভব

ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস অনুধাবন করিলে যে-বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাহা হইল দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচনের দ্বন্দ্ব। বর্তমানে শ্রমিক দল এবং রক্ষণশীল দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে।* অপর দলগুলি মাত্র আপনাপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় বলা চলে। গত ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে মোট ৬৩০টি আসনের মধ্যে রক্ষণশীল দল ৩৩৬টি আসন এবং শ্রমিক দল ২৫৮টি আসন অধিকার করে।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থা হইল ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য

বলা হয়, দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল বর্তমান থাকায় জনসাধারণের পক্ষে নির্বাচন করিবার সুবিধা হইয়াছে। নির্বাচক ভোট দিবার সময় পরিষ্কারভাবে জানিতে পারে যে সে কাহাকে ভোট দিতেছে এবং তাহার নির্বাচিত প্রতিনিধির দল যদি সরকার গঠন করে তবে এই দলের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি কি হইবে। দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সপক্ষে এই যুক্তিকে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক সমর্থন করেন।

দলীয় সংগঠন (Party Organisation): অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও দলগুলি পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে প্রায় সমপদ্ধতিতে সংগঠিত হইয়া থাকে। পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে দলীয় সদস্যগণ নির্বাচিত নেতার অধীনে

* "From the first days of party alignment...the British system has been a two party system...first Whigs and Tories; next Liberals and Conservatives; then ...Labour and Conservative." Finer

একযোগে কাজ করেন। সাধারণত পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে দলের স্বাধীনভাবে কার্য করিবার অধিকার থাকে। অবশ্য শ্রমিক দলের বেলায় কার্যকরী কমিটি (The Executive Committee) বার্ষিক সম্মেলনের নির্দেশ অনুসারে সুপারিশ জানাইতে পারে, কিন্তু পার্লামেন্টে দলীয় নেতৃবর্গ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নন। পার্লামেন্টে দলীয় কার্যনির্বাহে নেতৃবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য হুইপগণ থাকেন।

পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে দলীয় সংগঠন

পার্লামেন্টের বাহিরে দলগুলির স্থানীয় এবং জাতীয় এই দুই প্রকারের সংগঠন থাকে। প্রথমে স্থানীয় সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পার্লামেন্টের নির্বাচন-কেন্দ্রগুলিতে প্রচার, প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য করিবার জন্য প্রত্যেক দলে স্থানীয় সংগঠন আছে। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন কর্তৃক ভোটাধিকার বিস্তারের পরে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সমস্ত 'রেজিস্ট্রেশন সোসাইটি' এবং 'ককাস' (Caucus) প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই বর্তমান স্থানীয় দলীয় সংগঠনের গোড়াপত্তন করে। বর্তমান শ্রমিক দলের স্থানীয় সংস্থাগুলির মধ্যে শ্রমিক-সংঘ, সমাজতান্ত্রিক সমিতি ও নির্বাচন-এলাকা সম্পর্কিত সংস্থাগুলি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। সামগ্রিকভাবে দলীয় কার্যকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রত্যেক দলের কেন্দ্রীয় সংস্থা আছে। রক্ষণশীল দল এবং উদারনৈতিক দলের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইল যথাক্রমে 'রক্ষণশীল দল এবং ইউনিয়নিষ্ট সমিতির জাতীয় সংঘ' (The National Union of Conservative and Unionist Association) এবং 'জাতীয় উদার-নৈতিক যুক্তসংঘ' (The National Liberal Federation)। রক্ষণশীল দলের সর্বময় কর্তা হইলেন দলের নেতা। ইনিই দলীয় নীতি ও কেন্দ্রীয় অফিস পরিচালনা করিয়া থাকেন। শ্রমিক দলের সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক সংগঠন হইল দলীয় বার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলন আবার জাতীয় কার্যকরী কমিটি (The National Executive Committee) নির্বাচিত করে। এই কমিটির কায হইল সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরের কার্য তত্ত্বাবধান করা। ইহা ব্যতীত শ্রমিক দলের বিভিন্ন দিকের কার্যের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য আবার জাতীয় শ্রমিক কাউন্সিল (The National Council) আছে। প্রত্যেক দলের গবেষণা, প্রচার, সংবাদ সরবরাহ প্রভৃতি কার্যের জন্য একটি করিয়া কেন্দ্রীয় দপ্তরখানাও আছে।

পার্লামেন্টের বাহিরে দলীয় সংগঠন

***দলগুলির নীতি ও উদ্দেশ্য* (Principles and Aims of the Parties):** এখানে রক্ষণশীল এবং শ্রমিক এই দুইটি প্রধান দলের উদ্দেশ্যই বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে, কারণ ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বর্তমানে

অন্যান্য দলের বিশেষ প্রভাব নাই। উদারনৈতিক দল রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বহুদিন ধরিয়া গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু শ্রমিক দলের উৎপত্তি এবং শক্তিবৃদ্ধির ফলে ঐ দল ক্রমশ বিলীন হইতে চলিয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ কি তাহা উপলব্ধি করা খুব কঠিন নহে। দলীয় সংহতি এবং শক্তি নির্ভর করে সমর্থকদের উপর। সমর্থকরা আবার শুধু সমর্থন জানাইবার জন্য সমর্থন জানায় না। সমর্থনের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য থাকে; এবং এই উদ্দেশ্য হইল তাহাদের স্বার্থরক্ষা। মূলত আবার এই স্বার্থ হইল আর্থিক স্বার্থ।

বর্তমানের দুইটি প্রধান দল

যে সমাজ-ব্যবস্থায় এই আর্থিক স্বার্থ মোটামুটিভাবে বজায় থাকিবে, রাষ্ট্রশক্তিকে হস্তগত করিয়া সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করাই দলের প্রকৃত কার্য। ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্র যতদিন পর্যন্ত সম্প্রসারণশীল ছিল ততদিন পযন্ত আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী এবং সাধারণ লোকের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত প্রকট রূপ ধারণ করে নাই, কারণ ধনিকশ্রেণী ব্যবসায়ের মুনাফা হইতে কিছু অংশ সাধারণের সুবিধার জন্য ব্যয় করিতে সমর্থ হইত। এই অবস্থায় যে দুইটি দল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিত তাহারা সামাজিক গঠন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলিত না। রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক দল উভয়েই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মানিয়া লইয়া কার্য করিত। কিন্তু ক্রমশ, বিশেষত যুদ্ধোত্তর যুগে, ধনতন্ত্রের গতি শ্লথ হইয়া পড়ায় সামাজিক সংকট প্রকট হইয়া দেখা দিল। শ্রমিক এবং অন্যান্য সাধারণ লোক তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিল; এখন আর অবাধ বাণিজ্য না সংরক্ষণমূলক নীতি অনুসৃত হইবে তাহা লইয়া বিবাদের কোন তাৎপর্য রহিল না; সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে নাড়া পড়িল। একদিকে শ্রমিক দল ঘোষণা করিল যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য; অন্যদিকে রক্ষণশীল দল ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া উহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইল। উদারনৈতিক দলের উদ্দেশ্য মূলত রক্ষণশীল দলের সহিত এক হওয়ায় উহার আর কোন গুরুত্ব থাকিল না।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃত কার্য

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দলীয় নীতির পরিবর্তন

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে ইংল্যাণ্ডের বর্তমান দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল—রক্ষণশীল এবং শ্রমিক দলের নীতি ও উদ্দেশ্যের ইংগিত পাওয়া যায়। শ্রমিক দলের সংগঠনে শ্রমিক-সংঘের প্রাধান্যই হইল অধিক এবং দলের অর্থ সংগৃহীত হয় এই ইউনিয়নগুলি হইতে। এই দলের প্রচারিত উদ্দেশ্য হইল শিল্পগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানার কবল হইতে মুক্ত করিয়া সমস্ত শ্রমকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা। এইজন্য দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয় যে মূল শিল্পগুলিকে জাতীয়করণ করা হইবে। অবশ্য

শ্রমিক দলের নীতি ও উদ্দেশ্য

সমস্তই শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হইবে এবং মালিকদের ক্ষতিপূরণও দেওয়া হইবে। অপরদিকে, রক্ষণশীল দল বড বড শিল্পপতি, মহাজন, ব্যাংক মালিক, ভূম্যধিকারী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। ইহা সাম্রাজ্যবাদ চালু রাখিয়া প্রচলিত অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ কবিবাব প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুইটি দলের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। ইহার প্রধান কাবণ হইল শ্রমিক দলে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দেব প্রাধান্য বেশী, এবং ইঁহারা কোন মৌলিক সামাজিক পবিবর্তন চাহেন না। বস্তুত, গোড়া হইতেই শ্রমিক দলের মধ্যে অসংগতি বহিয়া গিয়াছে। দলেব সাধাবণ সদস্য বা কর্মীরা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনেব জন্য আকাংক্ষিত অথচ দলেব নেতাবা ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে সংস্কাব সম্ভব তাহা করিতে চাহেন। তাই তৃতীয় শ্রমিক সরকারেব আমলে জাতীয়কবণ নীতিব প্রযোগ সত্ত্বেও অধিকাংশ শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত বহিয়া গিয়াছে, এবং যে-সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে সেখানে ব্যক্তিগত মালিকদেব যথোপযুক্ত ক্ষতিপূবণ দেওযায় তাহাদের স্বার্থে বিশেষ আঘাত লাগে নাই। উপবন্তু, পূর্বেকার তুলনায় দলীয় প্রচারেব সুরও নামিয়া গিয়াছে। ১৯১৮ সালে শ্রমিক দলেব গঠনতন্ত্রে বলা হইয়াছিল যে, 'উৎপাদনেব উপকরণ এবং বণ্টন ও বিনিময় বিষয়ে সামাজিক কর্তৃত্ব'ই হইল সমাজতন্ত্র। মরিসন (Morrison) এই সংজ্ঞা পবিবর্তন কবিয়া এক নূতন সংজ্ঞা দিলেন যাহা রক্ষণশীল দলেব নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয। তাঁহাব মতে, প্রকৃত সমাজ সম্পর্কিত বিষযসমূহে সামাজিক দাবিত্ব প্রতিষ্ঠাই হইল সমাজতন্ত্র। দুই দলের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য নাই। দুই দলই কমনওয়েলথ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং উপনিবেশ সম্পর্কে একই মত প্রকাশ করে। শ্রমিক দলেব এই আপোস মীমাংসাব নীতিব জন্যই সমাজেব বুকে যে-স্বার্থসংঘর্ষ দেখা দিয়াছে তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সম্যকরূপে প্রতিফলিত হয় নাই।

রক্ষণশীল দলের নীতি ও উদ্দেশ্য

উভয় দলের মধ্যে সংগতি

শ্রমিক দলের পরিবর্তিত নীতি

এই দুই দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই

কমিউনিষ্ট দল (The Communist Party): এই দল ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান এবং সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে আর্থিক পরিকল্পনা করিয়া দেশের সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে চায়। শ্রমিক দলেব সংগে যুদ্ধকালীন সময়ে একসংগে কাজ করিয়া কমিউনিষ্ট দল বেশ কিছু প্রভাব বিস্তার করে যাহার ফলে শ্রমিক দল ভীত হইয়া তাহাদের দল হইতে সমস্ত কমিউনিষ্ট-প্রভাবান্বিত সদস্যদের বিতাড়ন সুরু করে। অবশ্য

কমিউনিষ্ট দলের নীতি ও উদ্দেশ্য

১৯৫৫ এবং ১৯৫৯ সালের পার্লামেন্টের নির্বাচনে কমিউনিষ্ট দল একটি সদস্যও কমন্স সভায় প্রেরণ করিতে পারে নাই।

উদারনৈতিক দল (The Liberal Party) : এই দল সামাজিক সংস্কার এবং শিল্প জাতীয়করণের পরিবর্তে সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতিকে সমর্থন করে।

উদারনৈতিক দলের নীতি ও উদ্দেশ্য

ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক দলের মধ্যে এক সময় উদারনৈতিক দল প্রধান স্থান অধিকার করিত। ফক্স, গ্রে, পামারষ্টোন, গ্ল্যাডষ্টোন, এ্যাস্‌কুইথ, লয়েড জর্জ প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রধান মন্ত্রী এই উদারনৈতিক দল হইতেই আসিয়াছিলেন। মূলত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক হইলেও এই দল অতীতে অনেক কিছু প্রগতিশীল সংস্কারসাধন করিয়াছে। ইহা ভোটাধিকারের প্রসারসাধন কবিয়াছে, লর্ড সভা ও রাজশক্তির ক্ষমতা হ্রাস করিযাছে, ধর্মের ভিত্তিতে বাধানিষেধ অপসারণ করিয়াছে, মুদ্রাযন্ত্রেব স্বাধীনতা প্রসারিত করিযাছে, অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছে এবং আয়-সাম্য প্রবর্তনে সাহায্য করিয়াছে। বর্তমানে কিন্তু এই দলের কোন সুস্পষ্ট পৃথক নীতি না থাকায ইহার প্রভাব ক্রমশ কমিযা যাইতেছে। গত ১৯৫৫ এবং ১৯৫৯ সালের নিবাচনে এই দল কমন্স সভায ৬ জন করিযা সদস্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়। পার্লামেন্টে এই দল সাধারণত বক্ষণশীল দলকে সমর্থন করিয়া থাকে।

সংক্ষিপ্তসার

দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইল ব্রিটিশ গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে প্রধানত দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক দলের মধ্যে। তাই বলা হয় যে ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত। পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের মধ্যে ; এখন উহা চলিতেছে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের মধ্যে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির সংগঠনের দুইটি করিয়া রূপ আছে—পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে সংগঠন ও পার্লামেন্টের বাহিরে সংগঠন প্রত্যেক দলের গবেষণা, প্রচার, সংবাদ সরবরাহ প্রভৃতি কাযের জন্য একটি করিয়া দপ্তরখানা আছে। রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের আভ্যন্তরাণ সংগঠন স্বাধীনভাবে কায করিলেও, শ্রমিক দলের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের সহিত উহার বাহিরের সংগঠনের বেশ কিছুটা যোগাযোগ আছে।

রক্ষণশীল, উদারনৈতিক এবং শ্রমিক দল ছাড়াও ব্রিটেনে কমিউনিষ্ট দল আছে। বর্তমানে প্রধান দুইটি দলের মধ্যে রক্ষণশীল দল প্রধানত সমাজ-ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদকে বজায় রাখিতে চায়—এবং শ্রমিক দল শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া শ্রমকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে চায়। ইহা সত্ত্বেও উভয় দলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুব কম, কারণ শ্রমিক দলে দক্ষিণপন্থী নেতাদের প্রাধান্যই দেখা যায়। ইঁহারা কোন মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন চাহেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা

(LOCAL GOVERNMENT)

[স্থানীয় শাসনের সংজ্ঞা—বর্তমান সময়ে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার গুরুত্ব—ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সংগঠন : কাউন্টি-বরো ও শাসন-কাউন্টি—মিউনিসিপ্যাল-বরো, পৌর জিলা ও গ্রামীণ জিলা—লণ্ডনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ : লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল, লণ্ডন সহরের করপোরেশন ও মেট্রোপলিটন-বরো, কাউন্সিল—নির্বাচন—স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির কার্য : পরিবেশ সংক্রান্ত কাজকর্ম, সংরক্ষণমূলক কাজকর্ম ও ব্যক্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম—আয়ের সূত্র—কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক]

নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের শাসন-পদ্ধতিতে স্থানীয় শাসন (Local Government) আখ্যা দেওয়া হয়। এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্কে কার্যকরী এবং শাসনবিষয়ক কর্তব্যভার ন্যস্ত থাকে। ইহারা উপ-আইনও (bye-laws) প্রবর্তন করিতে সমর্থ।

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার এক গুরুত্ব ভূমিকা রহিয়াছে। নাগরিকগণ স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই বৃহত্তর জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশলাভের সুযোগ পায়।

ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা তাহার সমাজ-ব্যবস্থার মতই পুরাতন। স্যাক্সন যুগ হইতে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহার স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা বর্তমান পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অবশ্য সঠিকভাবে বলিতে গেলে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ঐ সময়ই জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত কাউন্সিলের (councils) সাহায্যে স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনার ধারণা আইন কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

বর্তমান শতাব্দীতে রাষ্ট্রের পরিবেশোন্নয়নজনক এবং কল্যাণকর কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর আইনের সাহায্যে এইগুলির অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। একদিকে হাসপাতাল, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা জাতীয় বোর্ড বা শাসন বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। অপরদিকে আবার স্বাস্থ্যোন্নয়ন, শিশু এবং বৃদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণ, সহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের বর্তমান স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা নিম্নলিখিতভাবে সংগঠিত। প্রথমত, স্থানীয় শাসনের জন্য সমস্ত দেশকে কতকগুলি কাউন্টি-বরো (County Boroughs) এবং শাসন-কাউন্টি (Administrative Counties)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ৮৩টি সর্ববৃহৎ সহর কাউন্টি-বরো নামে পরিচিত এবং ইহাদের কাউন্সিলগুলি (councils) সমস্ত স্থানীয় শাসনকার্য বিষয়ে স্বায়ত্তশাসনমূলক ক্ষমতা ভোগ করে। দেশের অবশিষ্টাংশ ৬১টি শাসন-কাউন্টিতে বিভক্ত এবং ইহাদের কাউন্সিলগুলিকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কার্য সম্পাদন করিতে হয়। শাসন-কাউন্টিগুলিকে আবার মিউনিসিপ্যাল-বরো (Municipal or Non-County Boroughs), পৌর জিলা (Urban Districts), এবং গ্রামীণ জিলা (Rural Districts) এই তিন শ্রেণীর কাউন্টি-জিলায় (County Districts) বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীর কাউন্টি-জিলায় নিজ নিজ কাউন্সিল আছে। গ্রামীণ জিলাগুলি আবার কতকগুলি 'প্যারিশে' (Parishes) বিভক্ত এবং প্রায় ক্ষেত্রে ইহাদের জন্য প্যারিশ কাউন্সিল বা প্যারিশ সভা (Parish Councils or Meetings) আছে। লণ্ডনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি হইল লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল (The London County Council), লণ্ডন সহরের করপোরেশন (The Corporation of the City of London) এবং মেট্রোপলিটন-বরো কাউন্সিল (The Metropolitan Borough Councils)।

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সংগঠন

স্থানীয় সংস্থার কাউন্সিলগুলির সদস্যরা নির্বাচিত হন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী প্রত্যেক ২১ বৎসর প্রাপ্তবয়স্ক ব্রিটিশ প্রজা অথবা প্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যাণ্ডের নাগরিকের ভোটাধিকার আছে। অ-বসবাসকারী ঐ প্রকারের ব্যক্তিদেরও জমি বা বাড়ীর মালিক বা ভাড়াটিয়া হিসাবে ভোটদানের অধিকার থাকে। তবে একই সংস্থার নির্বাচনে কেহই একাধিক ভোট দিতে পারে না। কাউন্টি, কাউন্টি-বরো এবং বরোগুলির কাউন্সিলে কাউন্সিল কর্তৃক অল্ডারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের সংখ্যা কাউন্সিলের মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ব্যাপক স্বাধীনতা আছে। কমিটি-ব্যবস্থা স্থানীয় শাসনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কমিটিগুলিতে বিশেষজ্ঞ ও উৎসাহী ব্যক্তিদের মনোনয়নের মাধ্যমে গ্রহণের (Co-optation) ব্যবস্থা আছে। নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের বিচার মীমাংসা সাধারণত কাউন্সিলই করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার ভার থাকে কমিটিগুলির উপর।

নির্বাচন প্রথা

কমিটি-ব্যবস্থা

সাম্প্রতিককালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির কার্যক্ষেত্র দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণীর কাউন্সিলের উপর বিভিন্ন প্রকারের দায়িত্বভার থাকে। যে-সমস্ত

জনসেবামূলক কার্য এই কাউন্সিলগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে তাহা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা, (১) পরিবেশ সংক্রান্ত কাজকর্ম (Environmental Services), (২) সংরক্ষণমূলক কাজকর্ম (Protective Services), এবং (৩) ব্যক্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম (Personal Services)। পরিবেশ সংক্রান্ত কাজকর্মের উদ্দেশ্য হইল নাগরিকদের জন্য সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করা। জনস্বাস্থ্য, পার্ক, খেলাধূলার মাঠ, রাস্তাঘাটে আলো-প্রদান, সহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ইত্যাদি পরিবেশ সংক্রান্ত কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নিনির্বাপন, পুলিস, বেসামরিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি হইল সংরক্ষণমূলক কার্যের দৃষ্টান্ত। ব্যক্তি সংক্রান্ত কাজকর্মের উদ্দেশ্য হইল লোকের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলির বিকাশসাধন। শিক্ষা, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ, বৃদ্ধ ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ব্যক্তি সংক্রান্ত কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ

উপরি-উক্ত কাজকর্মের ব্যয়সংকুলানের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সামগ্রিক-ভাবে এই ব্যয় ব্রিটিশ সরকারের মোট ব্যয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। সরকারী সাহায্য, স্থানীয় কর (local rates), ঋণ, সম্পত্তি ও ব্যবসা হইতে আয়, ফী প্রভৃতিই এই অর্থ যোগায়। মোটামুটিভাবে মোট ব্যয়ের অর্ধাংশ সংগৃহীত হয় সরকারী সাহায্য ও স্থানীয় কর হইতে এবং বাকী অর্ধাংশ আসে ঋণ, সম্পত্তি, ব্যবসা প্রভৃতি হইতে। সরকারী সাহায্য নানাভাবে দেওয়া হয়। যথা, পুলিস, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যয়ের শতাংশের হিসাবের একটা ভাগ সরকার হইতে আসে, বাড়ীঘর নির্মাণ ইত্যাদির দরুন সরকার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করিয়া থাকে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্ন ভোজন ও দুগ্ধের দরুন সরকার বিশেষ অর্থসাহায্য করিয়া থাকে, ইত্যাদি।

আয়ের সূত্র

আইনের দ্বারা নীতি এবং কার্যপরিধি নির্দিষ্ট করিয়া পার্লামেণ্ট স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষগুলিকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে। কোন কাউন্সিল তাহার কাজকর্মের জন্য আইন কর্তৃক যে সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা লংঘন করিতে পারে না। অবশ্য এই সীমারেখার মধ্যে থাকিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারে। ইহা ব্যতীত জাতীয় সরকারের বিভাগগুলির হাতে স্থানীয় শাসনের তদারক করিবার আইনগত ক্ষমতা রহিয়াছে। পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, ঋণ করিবার অনুমতি প্রদান, উপদেশ প্রদান, উপ-আইন অনুমোদন, আইনগত নিয়মকানুন ও নির্দেশ, পরিকল্পনায় সম্মতিপ্রদান, সরকারী সাহায্য নিয়ন্ত্রণ, হিসাব পরীক্ষার জন্য কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী বিভাগগুলির তদারক এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়; প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে এমন কোন স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত বিষয় নাই যাহা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত। স্বরাষ্ট্র বিভাগ,

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির সম্পর্ক

গৃহনির্মাণ ও স্থানীয় শাসন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, এবং পরিবহণ ও বেসামরিক বিমান-চলাচল বিভাগের হস্তে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির যে প্রবল প্রবণতা দেখা দিয়াছে তাহাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। এইজন্য স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম অংগ বলিয়া গণ্য। ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা তাহার সমাজ-ব্যবস্থার ন্যায়ই পুরাতন। তবে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা বর্তমান রূপ গ্রহণ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ইহার পর হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। কিছু কিছু কায স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হস্ত হইতে জাতীয় বোর্ড বা শাসন বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত হইলেও মোট কার্যাবলীর পরিধি বিস্তৃততর হইয়াছে দেখা যায়।

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সংগঠন: স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রথম শ্রেণীবিভাগ হইল কাউন্টি-বরো এবং শাসন-কাউন্টির মধ্যে। বৃহৎ সহরগুলি কাউন্টি-বরো বলিয়া অভিহিত এবং দেশের অবশিষ্টাংশ শাসন-কাউন্টিতে বিভক্ত। শাসন-কাউন্টিগুলি আবার বিভিন্ন ধরনের কাউন্টি জিলায় বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে গ্রামীণ জিলাগুলি আবার প্যারিশে উপ-বিভক্ত। লণ্ডন সহরের জন্য স্বতন্ত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আছে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। উহাদের কার্যাবলী মোটামুটি তিন প্রকার: (১) পরিবেশ সংক্রান্ত কাজকর্ম, (২) সংরক্ষণমূলক কাজকর্ম, এবং (৩) ব্যক্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম। এই সকল কায সম্পাদিত হয় সরকারী সাহায্য, স্থানীয় কর এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আয় হইতে।

পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন দ্বারা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাযপরিধি নির্ধারিত হয় এবং উহারা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ষোড়শ অধ্যায়

ইংল্যাণ্ডের বিচার-ব্যবস্থা

(THE JUDICIAL SYSTEM OF ENGLAND)

[সকলের জন্য একই বিচার-ব্যবস্থা—ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত—ফৌজদারী আদালতের সংগঠন : ক্ষুদ্র দায়রা বিচার বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত, ত্রৈমাসিক আদালত, ভ্রাম্যমাণ বা এ্যাসাইজ বিচারালয়, ফৌজদারী আপিল আদালত এবং লর্ড সভা—দেওয়ানী আদালতের সংগঠন : কাউন্টি আদালত, মেয়রের ও লণ্ডন সহরের আদালত, উচ্চ ন্যায়ালয় বা হাইকোর্ট, আপিল বিচারালয় ও লর্ড সভা—প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটি—বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও পার্লামেন্টের প্রাধান্য]

আইনের অনুশাসনের অনুসরণে ইংল্যাণ্ডে সকল প্রকার বিচারকার্য একই সাধারণ আদালতে (Ordinary Court) সম্পাদিত হয়। ঐ দেশে সাধারণ বিচার-ব্যবস্থার বহির্ভূত কোন বিশেষ আদালত বা সামরিক আদালত নাই। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা অবশ্য দেখিব যে বর্তমানে শাসন বিভাগীয় বিচার (Administrative Justice) ডাইসি-প্রদত্ত আইনের অনুশাসনের ব্যাখ্যাকে এই দিক দিয়া ব্যাহত করিতেছে।

ইংল্যাণ্ডের উক্ত সাধারণ বিচারালয়গুলি প্রধানত দেওয়ানী এবং ফৌজদারী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ফৌজদারী আইনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধ এবং সমাজের পক্ষ হইতে অপরাধের জন্য দণ্ড-প্রদান। সমস্ত ফৌজদারী বিচারে রাজা বা রাণীর নামে অপরাধীকে অভিযুক্ত করা হয়। অপরপক্ষে দেওয়ানী আইন ব্যক্তিগত দাবিদাওয়া বা অধিকার সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকারবিধানের সহিত সম্পর্কিত। সুতরাং ফৌজদারী মামলার উদ্দেশ্য অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া এবং দেওয়ানী মামলার কাজ দেওয়ানী অন্যায়ের হাত হইতে নাগরিককে রক্ষা করা।

বিচারালয়গুলির শ্রেণীবিভাগ

ছোট ছোট অপরাধের বিচারের জন্য সর্বপ্রথমে আছে ক্ষুদ্র দায়রা বিচার বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (Petty Sessional or Magistrates' Courts)। সাধারণত এই প্রকারের আদালত হইতে আপিল করা হয় ত্রৈমাসিক আদালতের আপিল কমিটির নিকট। ইহার পরবর্তী আদালত হইল ত্রৈমাসিক আদালত (Quarter Sessions)। এই আদালতে কম গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট-ভাবে অনুষ্ঠিত নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধের জন্য লিখিতভাবে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। মৃত্যু বা আজীবন কারাদণ্ডার্হ অপরাধের বিচার এখানে হয় না। ঐ বিচার জুরির সাহায্যে হইয়া থাকে। অপরাধ গুরুতর রকমের

ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থার সংগঠন

হইলে তাহার বিচার পরবর্তী সাময়িক ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়ে (Assizes) পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে যে সাময়িক আদালত বলা হয় তাহার কারণ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ইহার অধিবেশন বসে। ওল্ড বেইলীর কেন্দ্রীয় ফৌজদারী আদালত (The Central Criminal Court) লণ্ডন, মিডলসেক্স এবং হোম কাউন্টির একাংশের জন্য এ্যাসাইজ আদালত হিসাবে কার্য করে। ফৌজদারী আদালতের বিচারের আপিলের জন্য ইংল্যাণ্ডের লর্ড চীফ জাষ্টিস (Lord Chief Justice) এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ের রাজা বা রাণীর বিচার বিভাগের (The Queen's Bench Division) কয়েকজন বিচারপতি লইয়া গঠিত ফৌজদারী আপিল আদালত (The Court of Criminal Appeal) আছে। ইহার পর তথ্যের প্রশ্নে, সাধারণের স্বার্থে এবং আইনের প্রশ্নে এ্যাটর্নী-জেনারেলের সম্মতি-সাপেক্ষে লর্ড সভায় আপিল করা যাইতে পারে।

ফৌজদারী বিচারের মতই দেওয়ানী বিচারের জন্য প্রথমে কাউন্টি আদালত (The County Courts) আছে। এই আদালতগুলিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প অর্থের দাবিদাওয়া লইয়া বিবাদগুলির বিচার হইয়া থাকে। কাউন্টি আদালত ছাড়াও অনুরূপ বিচারের জন্য কতকগুলি স্থানীয় আদালত আছে। এইগুলির অধিকাংশ হইল পুরাতন বরো আদালত (Borough Courts)। লণ্ডন সহরের কাউন্টি আদালতের নাম হইল 'মেয়রের এবং লণ্ডন সহরের আদালত' (The Mayor's and City of London Court)। কাউন্টি আদালতের এলাকা-বহির্ভূত অধিক অর্থ সম্বন্ধীয় মকদ্দমাগুলির বিচার উচ্চ ন্যায়ালয়ে (The High Court of Justice) হয়। এই উচ্চ ন্যায়ালয় (The High Court of Justice) উচ্চতন বিচারালয়ের (The Supreme Court of Judicature) অংশ। উচ্চ ন্যায়ালয়ের (The High Court of Justice) আবার তিনটি বিভাগ আছে, যথা—(১) রাজা বা রাণীর বিচার বিভাগ (The Queen's Bench Division), (২) চ্যান্সারী বিভাগ (The Chancery Division), এবং (৩) ইচ্ছাপত্র, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং নৌবাহিনী বিভাগ সংক্রান্ত বিচার বিভাগ (The Probate, Divorce and Admiralty Division)। উচ্চতন বিচারালয়ের একাংশ উচ্চ ন্যায়ালয় ব্যতীত আর একটি অংশ আছে। ইহার নাম আপিল বিচারালয় (The Court of Appeal)। এখানে কাউন্টি আদালত হইতে এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ের দেওয়ানী বিচারের বিরুদ্ধে আপিল আনয়ন করা হয়। ফৌজদারী বিচারের মত দেওয়ানী ব্যাপারেও সর্বশেষ আপিল আদালত হইল লর্ড সভা।

পর্যায়ক্রমে দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার গঠন

উচ্চতন বিচারালয়ের গঠন

লর্ড সভা দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের সর্বশেষ বিচারালয়

লর্ড সভাই মূলত গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। কিন্তু আমাদের মনে করা ভুল হইবে যে, ৯০০-এর অধিক লর্ডদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ লর্ডই সাধারণ লর্ড সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন না—কারণ, তাঁহারা রাষ্ট্রনীতি লইয়া বড়বেশী মাথা ঘামান না। সুতরাং লর্ড সভায় প্রেরিত সমস্ত বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আইনজ্ঞ লর্ডগণ আছেন।

প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটি

ইহা ব্যতীত ইংল্যাণ্ডের বিচার-ব্যবস্থায় আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে যাহা প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটি (The Judicial Committee of the Privy Council) নামে পরিচিত। এই কমিটি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ঘানা, সিংহল এবং যুক্তরাজ্যের অধীনস্থ দেশগুলি সম্পর্কে কতকগুলি আইন সংক্রান্ত প্রশ্নের আপিল বিচারের সর্বোচ্চ আদালত।* ইহা ব্যতীত ইংল্যাণ্ডের ধর্মীয় আদালতগুলির আপিল বিচারের সর্বোচ্চ আদালত হইল এই প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটি। এই আপিল বিচারের ভিত্তি হইল ইংল্যাণ্ডের প্রথাগত আইন।

রাণীর প্রজারা যদি মনে করে যে, আদালত ন্যায়বিচার করিতেছে না তাহা হইলে স-পরিষদ রাণীর নিকট প্রতিকারের জন্য আবেদন করিতে পারে। কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে তিন জন অথবা পাঁচ জন সদস্য লইয়া গঠিত বোর্ডে আপিলের শুনানী হইয়া থাকে।

• *ইংল্যাণ্ডের বিচার-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য* (Some Characteristics of the Judicial System of England) :

এখন ইংল্যাণ্ডের বিচার-ব্যবস্থার দুই-একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত বলা হয় যে, ইংল্যাণ্ডে বিচার বিভাগ যতদূর স্বাধীনতা ভোগ করে তাহা অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। উচ্চতন আদালতের বিচারকগণকে অন্যান্য রাজকীয় কর্মচারীদের মত 'রাজার বা রাণীর ইচ্ছানুযায়ী' (The King's or Queen's Pleasure) পদচ্যুত করা যায় না।

১। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১৯২৫ সালের 'উচ্চতন বিচারালয় আইন' (The Supreme Court of Judicature Act, 1925) অনুসারে বিচারকগণ অসদাচরণ না করিলে তাঁহাদের অপসারণ করা যায় না; এবং তাহাও করা যায় যদি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে অপসারণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিচারকদের কার্যের সমালোচনাও পার্লামেণ্টে করা হয় না, এবং তাঁহাদের বেতন সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য। বিচারকরা কার্যব্যপদেশে যে-সমস্ত কার্য করেন বা কথা বলেন

* ৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।

মোটামুটিভাবে ইংল্যাণ্ডের বিচারালয়গুলিকে এইভাবে দেখানো যায় :
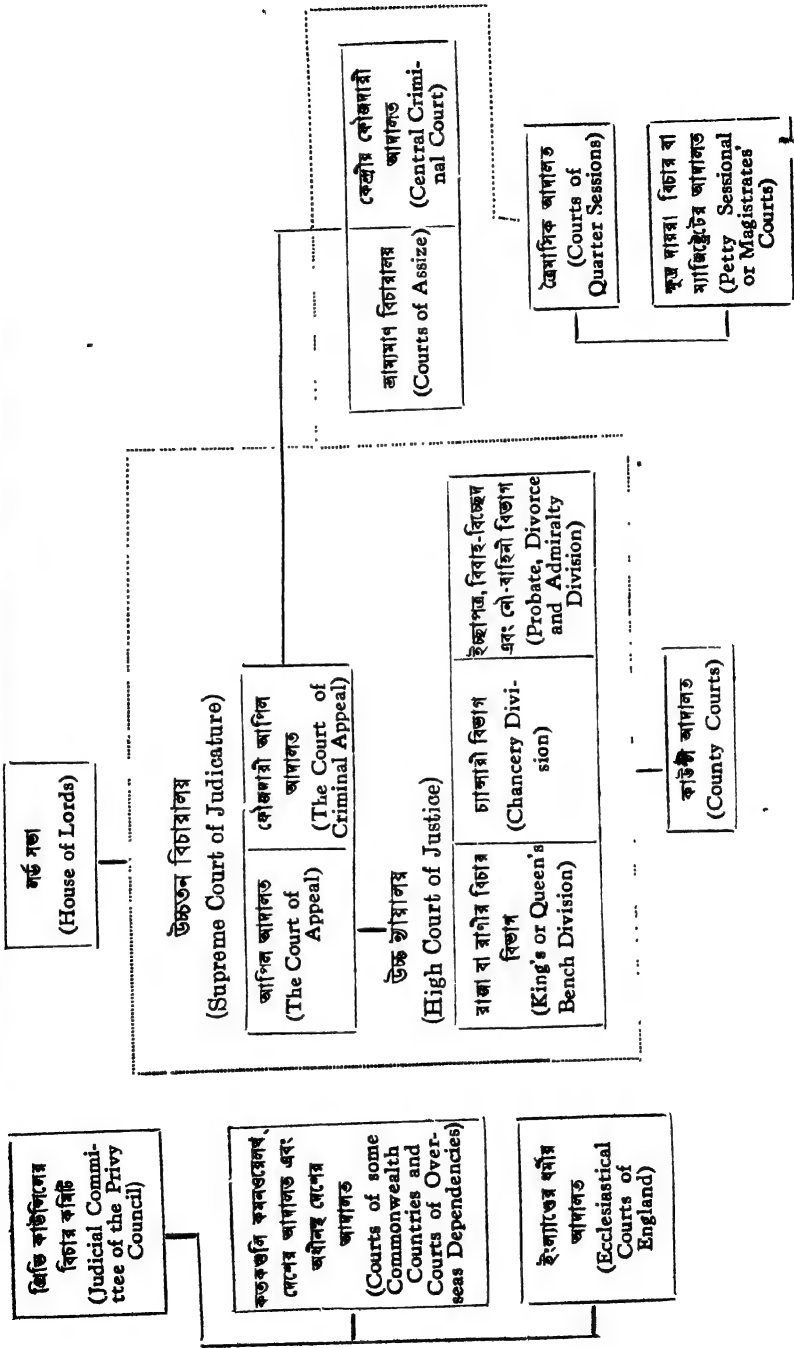
তাহার জন্য তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করা যায় না। অল্প কথায়, বিচারকরা শাসন বিভাগ, পার্লামেণ্ট ও আদালতে অভিযোগের হাত হইতে মুক্ত। সম্পূর্ণভাবে না হইলেও নিম্নতন আদালতের বিচারকরা অনুরূপ স্বাধীনতা ভোগ করেন। ব্রিটিশ বিচার-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া ডেনিং (Alfred Denning) উক্তি করিয়াছেন, "অপসারণের ভয় না থাকায়, বিচারকরা শুধু বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কেন, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিচারের মানদণ্ড সমভাবে ধরিয়া নির্ভীকভাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করেন।" এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাতে বিচারকগণ 'নিরপেক্ষভাবে' বিচারকার্য সম্পাদন করিতে পারেন সেইজন্যই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। কিন্তু এই 'নিরপেক্ষতা'র প্রকৃত তাৎপর্য কি? বিচারকরা রাষ্ট্রভৃত্য হিসাবে রাষ্ট্রের আইনকে বলবৎ করিতে বাধ্য থাকেন। যেখানে তাঁহারা আইনের ব্যাখ্যা করিবার স্বাধীনতা ভোগ করেন, সেখানেও তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আপন শ্রেণীর ধ্যানধারণা উঁকিঝুঁকি মারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যাণ্ডের বিচার-ব্যবস্থা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বিচারকদের নিয়োগের সময় প্রধান মন্ত্রী, লর্ড চ্যান্সেলার এবং স্বরাষ্ট্র সচিব দেখেন প্রার্থী প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক ধারাগুলিতে প্রার্থীরা বিশ্বাসী কি না। আবার আদালতগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক প্রথাগত আইন দ্বারা প্রভাবান্বিত। এইজন্য উহারা সমাজ-কল্যাণকর আইনকে সুনজরে দেখে না এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থরক্ষার প্রতিই বেশী জোর দেয়। সর্বোপরি বিচারকরা উচ্চশ্রেণী হইতে আসেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শ্রেণীদৃষ্টিভংগির ঊর্ধ্বে উঠা সম্ভব হয় না।

ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পার্লামেণ্টের প্রাধান্য। সুতরাং বিচারালয়গুলি পার্লামেণ্টের অধীন। বর্তমানে ইহারা প্রায় ক্ষেত্রেই বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং আইন কর্তৃক প্রদত্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথাগত আইন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাও বিধিবদ্ধ আইনের স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের আদালত পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু কোন ক্রমেই উহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। বিচারালয়ের কোন সিদ্ধান্ত পছন্দ না হইলে পার্লামেণ্ট অতি সহজেই আইন পাস করিয়া উহাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে।

২। পার্লামেণ্টের প্রাধান্য

সংক্ষিপ্তসার

ইংল্যাণ্ডে কোন বিশেষ আদালতের ব্যবস্থা নাই, সকল প্রকার বিচারকার্য একই 'সাধারণ আদালতে' সম্পাদিত হয়। সাধারণ আদালতগুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ফৌজদারী

বিচারের সর্বনিম্ন আদালত হইল ক্ষুদ্র দায়রা বিচার আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালত লর্ড সভা ; অপরদিকে দেওয়ানী বিচারের সর্বনিম্ন আদালত হইল কাউন্টি আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালত ঐ লর্ড সভা। ইহা ছাড়া প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি কতকগুলি ডোমিনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের অধীনস্থ দেশগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত আপিল আদালত হিসাবে কার্য করে।

ইংল্যাণ্ডের বিচার-ব্যবস্থার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: ১। ঐ দেশে বিচার বিভাগ এতটা স্বাধীনতা ভোগ করে তাহা আর অন্যত্র দেখা যায় না ; ২। ইংল্যাণ্ডে বিচারালয়গুলির উপর পার্লামেন্টের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বিচারালয়গুলি পার্লামেন্টের আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু উহার বৈধতার প্রশ্ন তুলিতে পারে না।

সপ্তদশ অধ্যায়

শাসন বিভাগীয় বিচার

(ADMINISTRATIVE JUSTICE)

[শাসন বিভাগীয় বিচার ও উহার কারণ—উহার সুবিধা—উহার নিয়ন্ত্রণ]

আইনের অনুশাসনের অনুসরণে ইংল্যাণ্ডে সকল প্রকার বিচারকার্য একই আদালতে সম্পন্ন হইলেও বর্তমানে শাসন বিভাগীয় বিচার ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। কার্যক্ষেত্রে অনেক বিবাদ-বিসংবাদের বিচারই এখন আর সাধারণ আদালতে হয় না, প্রধান সরকারী বিভাগগুলি বা বিশেষ ধরনের বিচার-সংস্থা (Special Tribunals) অথবা মন্ত্রীরা নিজে বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ (agents) এই বিচারকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। যেমন, আয়কর সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ কমিশনারগণ (Special Commissioners of Income Tax) আপিল শুনিয়া থাকেন। পরিবহণের ক্ষেত্রে মাসুল প্রভৃতি বিষয়ের প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পরিবহণ ট্রাইব্যুনাল (Transport Tribunal) আছে। আবার জাতীয় বীমা আইন (National Insurance Act) অনুসারে অনেক বিষয়ের মীমাংসা জাতীয় বীমাদপ্তরের মন্ত্রী স্বয়ং করিতে পারেন। বীমার দাবিদাওয়ার চূড়ান্ত মীমাংসার ভার দেওয়া হয় জাতীয় বীমা কমিশনারের (National Insurance Commissioner) হস্তে। সাধারণ আদালতের বাহিরে অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক যে বিচার হয় তাহাকে শাসন বিভাগীয় বিচার (Administrative Justice) বলিয়া

বর্তমানে শাসন বিভাগীয় বিচার ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য

অভিহিত করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই শাসন বিভাগীয় বিচার বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের বহু প্রচারিত আইনের অনুশাসনকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিতেছে।*

শাসন বিভাগীয় বিচারের উদ্ভবের কারণঃ শাসন বিভাগীয় বিচার এবং শাসন বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালের (Administrative Tribunals) উদ্ভবের কারণ বুঝা শক্ত নয়। লকের মতবাদের প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী ও দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা, আইন ও শৃংখলা অক্ষুণ্ণ রাখা বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণই ছিল রাষ্ট্রের প্রধান কার্য। ইহা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে স্বাধীনভাবে কার্য করিতে দিত।** এ-অবস্থায় আইনের আসল বিষয়বস্তু ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও চুক্তির স্বাধীনতা। ইংল্যাণ্ডের সাধারণ আদালতগুলিও এই ধ্যানধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা অলংঘনীয় এই ধারণা এখনও সাধারণ আদালতগুলিকে প্রেরণা যোগায়। কিন্তু বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর ভিত্তিশীল নয়। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন তাহার দায়িত্ব ইহাকে লইতে হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বা সংকীর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে হয়। মোটকথা, বর্তমান রাষ্ট্রের আসল সমস্যা হইল যে কিভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতার সহিত পরিবর্তনশীল ও সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও আর্থিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী দায়িত্বের সামঞ্জস্যবিধান করা যায়। সরকারী দায়িত্ব ও কার্যাবলীর গুরুত্ব বিভিন্ন আইনের দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায়। জনস্বাস্থ্য, বাড়ীঘর নির্মাণ, সহর নির্মাণ, জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা, বেকারত্বের বিরুদ্ধে বীমা, শিক্ষা, পরিবহণ, বৃদ্ধ, বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাদের জন্য পেনসন্ ব্যবস্থা প্রভৃতির দায়িত্ব আইনের দ্বারা সরকারের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই কার্যগুলি সম্পাদন করিতে গিয়া নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিবাদ বাধিতে পারে। যেমন, বাড়ীঘর নির্মাণ বা রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হয় বলিয়া সম্পত্তির মালিকদের সংগে বিবাদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই সকল বিবাদের আশু মীমাংসা ব্যতীত রাষ্ট্রের পক্ষে সমাজ-কল্যাণকর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় বলিয়া সাধারণ আদালতগুলি

শাসন বিভাগীয় বিচারের উৎপত্তির কারণ

রাষ্ট্রের সমাজ-কল্যাণকর কার্যাবলী ও শাসন বিভাগীয় বিচারের প্রয়োজনীয়তা

* ১৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

** 'A system of hands off while individuals assert themselves.' Dean Roscoe Pound

এই সকল ধরনের বিবাদ-মীমাংসার পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল যে সাধারণ আদালতে ঐতিহ্য হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ; ইহারা সমাজ-কল্যাণকর কার্যকে ব্যাহত করিতেই প্রয়াস পায়; ইহা ছাড়া অনেক বিষয় আছে যাহার মীমাংসা বিশেষজ্ঞ ছাড়া হইতে পারে না। পরিশেষে, সাধারণ আদালতগুলির পদ্ধতি ব্যয়বহুল এবং উহাদিগের দ্বারা বিচার-মীমাংসা হইতেও বিলম্ব হয়। এই সকল কারণের জন্য বিশেষ ধরনের ট্রাইব্যুনাল, সরকারী বিভাগ বা মন্ত্রীরা নিজেরাই বিভিন্ন সমস্যার বিচার-মীমাংসা করিয়া থাকেন।

শাসন বিভাগীয় বিচারের সুবিধা

শাসন বিভাগীয় বিচারের সুবিধাগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যায়। প্রথমত, সাধারণ আদালতের তুলনায় শাসন বিভাগীয় বিচারে ব্যয়সংক্ষেপ হয়। অর্থাৎ, বিবদমান পক্ষসমূহ স্বল্প ব্যয়ে বিবাদের মীমাংসা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ আদালতের তুলনায় শাসন বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়ত, শাসন বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা যায়। চতুর্থত, শাসন বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালগুলি পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে। আইনের বাঁধাধরা নিয়ম ও পূর্বেকার বিচারের দ্বারা সাধারণ আদালতগুলি পরিচালিত হইয়া থাকে; ফলে ইহারা অবস্থার সহিত ততটা সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে না।

শাসন বিভাগীয় বিচারের এই সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই ট্রাইব্যুনালগুলিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ হইল, ইহাদের সদস্যরা সরকারী বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুতরাং রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে বিবাদের মীমাংসা ইহারা যে কতদূর নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে করিবে সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

শাসন বিভাগীয় বিচারের নিয়ন্ত্রণঃ বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত কমিটি শাসন বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করিয়াছে। ১৯৩২ সালে মন্ত্রীদের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটির (The Committee on Ministers' Powers) মতে, (১) শাসন বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালগুলির উপর হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন; (২) টাইব্যুনালগুলিকে স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতি (principles of natural justice) মানিয়া চলিতে হইবে; এবং (৩) আইনের প্রশ্নে (on points of law) হাইকোর্টে আপিল করিবার অধিকার দিতে হইবে। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে শাসন বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালগুলির প্রশ্ন বিবেচনার জন্য আর একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির সভাপতিত্ব করেন স্যর অলিভার ফ্র্যাংকস্ (Sir Oliver Franks)। কমিটির মতে, শাসন বিভাগীয় ট্রাই ব্যুনালগুলি সরকারী

শাসন বিভাগীয় বিচার সম্পর্কে ১৯৩২ সালের মন্ত্রীদের ক্ষমতা সম্পর্কিত কমিটির মতামত

শাসনযন্ত্রের অংশ নয়, ইহারা বিচারের পৃথক বিভাগ। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন হইল ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন। ট্রাইব্যুনাল-গুলির কার্য যাহাতে ভালভাবে চলিতে পারে তাহার তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রথমত, ট্রাইব্যুনালগুলির কার্য প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। ইহার জন্য আদালতের বিচারকার্যের প্রচারের ব্যবস্থা এবং বিচারের রায়ের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে।

শাসন বিভাগীয় বিচার সম্পর্কে ১৯৫৫ সালের ফ্র্যাংকস্ কমিটির মতামত

দ্বিতীয়ত, ট্রাইব্যুনালগুলিকে ন্যায়-পদ্ধতিতে বিচার করিতে হইবে। বিবদমান পক্ষসমূহ যাহাতে তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে, তাহাদের বক্তব্য পেশ করিতে পারে ও অন্যের বক্তব্য জানিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, ট্রাইব্যুনালগুলির নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্য ট্রাইব্যুনালগুলিকে বিবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসন বিভাগীয় বিচার ব্রিটেনের সাম্প্রতিক শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে অনেক বিবাদ-বিসংবাদের বিচারই সাধারণ আদালতে না হইয়া বিশেষ সংস্থা বা বিশেষ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়।

সম্পত্তির অলংঘনীয় মালিকানা সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিবৃদ্ধিই শাসন বিভাগীয় আইনের পথ প্রশস্ততর করিয়াছে। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ, সময়-সংক্ষেপ, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য, ন্যায়ের সহিত সংগতিসাধন প্রভৃতি অনেক সুবিধাও ভোগ করা যায়। তবে এই প্রকার বিচারের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

শাসন বিভাগীয় বিচার-সংস্থাগুলি উচ্চতন আদালত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে ইহাদের উপর সংশ্লিষ্ট শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ না থাকাই বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সরকারী করপোরেশন এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান

(PUBLIC CORPORATIONS AND OTHER GOVERNMENTAL AGENCIES)

[শিল্প জাতীয়করণ ও সরকারী করপোরেশন—সরকারী মালিকানা ও সরকারী করপোরেশন—সরকারী করপোরেশনের গঠন ও কাযপদ্ধতি—শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত বোর্ড—জনকল্যাণমূলক এবং সাংস্কৃতিক কার্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান]

পূর্বে শাসন বিভাগের যে-সমস্ত দপ্তরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে ব্রিটেনের শাসন পরিচালনা পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।* শাসন দপ্তরসমূহ ব্যতীত শিল্প ও শিল্পজাতীয়, জনকল্যাণমূলক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ধরনের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বোর্ড, কমিশন, করপোরেশন, কোম্পানী প্রভৃতি নামে পরিচিত অল্পবিস্তর স্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত বহু প্রতিষ্ঠান আছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সন্ধান মধ্যযুগ এবং তৎপরবর্তীকালের ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে পাওয়া গেলেও বর্তমান সময়েই এইগুলি, বিশেষত সরকারী করপোরেশনগুলি (Public Corporations), সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। অনেক সময় বলা হয় যে, ১৯৪৫ সালের শ্রমিক দলীয় সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতি এবং ব্যাপকভাবে শিল্প জাতীয়করণই হইল ইহার মূল ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই, বিশেষত দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে, শিল্পবাণিজ্য ও অন্যান্য আর্থিক কার্যের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিবিড়তর হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ বেতার করপোরেশন এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ বোর্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। বেতার প্রচার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকার্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রক্ষণশীল সরকারই এই দুই প্রতিষ্ঠান গঠিত করে। ইংল্যাণ্ডে তথাকথিত জাতীয়করণ নীতি যুদ্ধোত্তর শ্রমিক সরকারের বহু পূর্ব হইতেই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। শ্রমিক সরকার কেবল পূর্বের ধারাকে কতকটা ত্বরান্বিত করিয়াছে মাত্র। শ্রমিক দলীয় সরকার ব্রিটেনের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কোন মৌলিক পরিবর্তনসাধন করে নাই। জাতীয়করণের নীতি কার্যকর করার পরও শতকরা

শিল্প জাতীয়করণ ও সরকারী করপোরেশন

---

* ১০২-১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

৮০ ভাগ শিল্প বড় বড় শিল্পপতিদের একচেটিয়া কারবার। আসলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইল এইরূপ: বর্তমান শতাব্দীতে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, সংকোচনশীল ধনতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামোতে ব্যাপক সংকট দেখা দেওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্য সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং মূলধন-মালিকরা রাষ্ট্রের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইতে বাধ্য হইয়াছে। জাতীয়করণ, ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং তথাকথিত জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সহিত সমাজের আর্থিক জীবনের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পশ্চাতে রহিয়াছে যুদ্ধোত্তর যুগে ধনতন্ত্রের সংকট

যে-সমস্ত শিল্পে বা ক্ষেত্রে জাতীয়করণের মারফতে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে ঐগুলির নিয়ন্ত্রণভার স্বতন্ত্র ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী করপোরেশনের (Public Corporations) হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। যেমন, কয়লা শিল্প, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, আভ্যন্তরীণ পরিবহণ-ব্যবস্থা, বিমান চলাচল, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন এবং বণ্টন ইত্যাদির পরিচালনার জন্য করপোরেশন আছে। এই করপোরেশনগুলির সংগঠন ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়—তবে কতকগুলি সাধারণ সূত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, করপোরেশনগুলি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ আইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পার্লামেণ্ট মূলনীতি স্থির করিয়া দেয়, কিন্তু দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার বিষয়ে করপোরেশনগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

সরকারী করপোরেশনের সংগঠন

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা এই দৈনন্দিন কার্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন না, এবং করপোরেশনের পরিচালনা সংক্রান্ত কোনপ্রকার প্রশ্ন পার্লামেণ্টে করা যায় না। যদিও মন্ত্রীরা করপোরেশনগুলিকে 'সাধারণ নির্দেশ' প্রদান করিতে পারেন, তথাপি তাঁহারা দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। করপোরেশনগুলিকে এই স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রদানের যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, পার্লামেণ্টে রাষ্ট্রনৈতিক সমালোচনার ফলে শিল্পে উৎসাহ, উদ্যম এবং দক্ষতা ব্যাহত হয়। এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে। সমালোচনা ও প্রচার কর্মোদ্যমে প্রেরণাও যোগায়। স্পষ্টতই জনপ্রতিনিধিগণের নিকট দায়িত্ব এড়াইবার ব্যবসাদারী মনোবৃত্তিই এই যুক্তির ভিত্তি। উপরন্তু, করপোরেশনের পরিচালকবর্গ বা সদস্যদের নিয়োগ এবং পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা সাধারণত মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত। পূর্বাভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই সাধারণত নিয়োগ করা হয়। করপোরেশনগুলিতে পূর্বতন মালিকগণ এবং তাহাদের অনুচরবর্গের প্রভাব বর্তমান, অথচ শিল্পে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারী বা শ্রমিকদের করপোরেশনের কার্য পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপারে কোন হাত নাই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে করপোরেশনের কর্মচারী নিয়োগ স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগের মত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হয় না। সুপারিশ ও ব্যক্তিগত খবরাখবরের ভিত্তিতে করপোরেশনের কর্মচারী নিযুক্ত হয়। অনেক সময় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগও শুনা যায়।

শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত বোর্ড

যেখানে শিল্পবাণিজ্য ব্যক্তিগত মালিকের হাতে সেখানে যে-সমস্ত বোর্ড গঠিত হয় তাহাদের উদ্দেশ্য হইল ঐ সমস্ত শিল্প বা ব্যবসায়কে আর্থিক সংকটের হাত হইতে রক্ষা করা। কাঁচামাল সরবরাহ, উৎপাদন, বিক্রয়, দাম-নির্ধারণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপক ক্ষমতা ইহাদের হস্তে অর্পণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, দুগ্ধ বিক্রয় বোর্ডের কথা উল্লেখ করা যায়।

জনকল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক কার্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান

ইহা ব্যতীত জনকল্যাণমূলক সরকারী কাজকারবার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় সাহায্য বোর্ড (The National Assistance Board), আঞ্চলিক হাসপাতাল বোর্ড (Regional Hospital Boards) প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সরকারী অর্থসাহায্য প্রাপ্ত ব্রিটিশ কাউন্সিল (The British Council), গ্রেট ব্রিটেনের আর্ট কাউন্সিল (The Art Council of Great Britain) প্রভৃতি সংস্থা আছে।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান কর্মমুখর রাষ্ট্রের দিনে ইংল্যাণ্ডে সরকারী শাসন বিভাগের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়াও বোর্ড, কমিশন, করপোরেশন প্রভৃতি সংস্থাও উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে সরকারী করপোরেশনগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহারা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবাণিজ্যের পরিচালনা করিয়া থাকে।

করপোরেশনগুলির গঠন ও কর্মপদ্ধতিতে বিভিন্নতা দেখা গেলেও মোটামুটিভাবে উহারা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া থাকে। উহাদের কাযাকার্যের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা দায়ী থাকেন না। এ-ব্যবস্থার উপযোগিতার কথা বলা হইলেও ইহা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে।

শিল্পবাণিজ্য বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্য হইল আর্থিক সংকট হইতে সংশ্লিষ্ট শিল্প বা বাণিজ্যকে রক্ষা করা। ইহা ছাড়া জনকল্যাণমূলক বা সাংস্কৃতিক কার্য নিয়ন্ত্রণকারী বোর্ডও আছে।

অনুশীলনী

[প্রশ্নগুলি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত]

1. What you mean by the term 'Constitution'? How far do you agree with De Tocqueville's view that the British Constitution has no existence? (C. U. 1946) (১২-১৫ পৃষ্ঠা)

2. What are the elements that compose the British Constitution? (C. U. 1952) (১৫-১৮ পৃষ্ঠা)

3. "The English system of government is at once a monarchy, aristocracy and democracy." Examine this statement. (C. U. 1958)

[ইংগিত: রাজতন্ত্র, লর্ড সভা ও প্রিভি কাউন্সিল এবং কমন্স সভা ও ক্যাবিনেটের একাধারে অস্তিত্বের জন্য বলা হয় যে ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। কার্যক্ষেত্রে রাজা বা রাণী একরূপ ক্ষমতাহীন, লর্ড সভা ও প্রিভি কাউন্সিলেরও কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাই। ক্যাবিনেট ও কমন্স সভাই প্রকৃতপক্ষে শাসন পরিচালনার কেন্দ্র। ক্যাবিনেট ও কমন্স সভা গণতন্ত্রেরই প্রতিফলন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক।...শাসন-ব্যবস্থা পরিচয় ii, ২৯-৩০, ৪৯-৫০, ৭৩-৭৪ এবং ১১৩-১১৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

4. What are the conventions of the British Constitution? Why are they obeyed? Discuss Dicey's view on the nature of the sanction behind them. (C. U. 1950)

[ইংগিত: ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) রাজশক্তির ক্ষমতা ও ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, (২) পার্লামেন্টের আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং (৩) ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদাহরণ হিসাবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে: রাজা বা রাণী মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনার কার্য সম্পাদন করেন; শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভা কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকে এবং উক্ত সভার আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করে; রাজা বা রাণী লর্ড সভা ও কমন্স সভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য; ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রধানত পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে—যেমন, নিয়ম আছে যে, লর্ড সভা যখন বিচারালয় হিসাবে আপিলের বিচার করিবে তখন আইনজ্ঞ লর্ডগণ ব্যতীত অন্য লর্ডগণ উপস্থিত থাকিবেন না, ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীর

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্দেশ্য হইল ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত সম্পর্ক নির্ধারিত করা। প্রকৃতপক্ষে ডোমিনিয়নগুলির স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মান্য করা হয় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে ডাইসি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন শাসনতান্ত্রিক রীতি ভংগ করা হইলে পরোক্ষভাবে আইনভংগ করা হইবে। সুতরাং আইনভংগের ভয়ে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলা হয়। ডাইসির এই যুক্তির খুব একটা মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ভংগ করিলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আইনভংগ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, লর্ড সভার আপিল বিচারের কার্যে আইনজ্ঞ লর্ডগণ ছাড়া অন্য লর্ডগণ অংশ গ্রহণ করিলে কোন আইনভংগ করা হয় না। জনমতের চাপই হইল শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলিবার প্রকৃত কারণ। কমনওয়েল্‌থ সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির পিছনে আছে আর্থিক এবং আত্মরক্ষার প্রশ্ন।...১৬-১৮ এবং ২০-২৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

5. Describe the main characteristics of the British constitution. (২৭-৩০, ৩৩-৩৪ এবং ৩৭ পৃষ্ঠা)

6. Examine the theory of separation of powers. How far does this theory correspond with the facts of English Government ? (C. U. 1945, '49) (৩০-৩৩ পৃষ্ঠা)

7. 'The supremacy of Parliament is the corner-stone of the British Constitution.' Discuss. (C. U. 1946)

[ইংগিত : ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল পার্লামেণ্টের আইনগত প্রাধান্য—আইনত পার্লামেণ্টের উপর কোন বাধানিষেধ নাই। ইহার যে-কোন প্রকারের আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বাতিল করিবার ক্ষমতা আছে। এমনকি বহুদিনের প্রচলিত প্রথাকেও ইহা বিলুপ্ত করিতে সমর্থ। প্রয়োজন হইলে পার্লামেণ্ট নিজের কার্যকালের মেয়াদও বাড়াইয়া লইতে পারে, দণ্ডনিষ্কৃতি আইন (Indemnity Acts) পাস করিয়া অতীতের অবৈধ কার্যকে বৈধ বলিয়াও ঘোষণা করিতে সমর্থ। আদালত আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু কোনক্রমেই পার্লামেণ্ট কর্তৃক রচিত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। পার্লামেণ্টের এই আইনগত প্রাধান্য যুক্তরাজ্য ও উপনিবেশগুলির সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনস্টার আইন অনুসারে ডোমিনিয়নের সম্মতি ও অনুরোধ ব্যতীত পার্লামেণ্ট ঐ ডোমিনিয়ন সম্পর্কে আইন পাস করিতে পারে না। অবশ্য সার্বভৌম পার্লামেণ্ট এই আইনকে পরিবর্তন করিতে সমর্থ; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ কি না এই সম্পর্কে বলা যায় যে,

পার্লামেণ্ট আন্তর্জাতিক আইনের নীতি মান্য করিয়া বিধি প্রণয়ন করিল কি না তাহা আদালতের নিকট অবান্তর প্রশ্ন। পার্লামেণ্ট রচিত যে-কোন প্রকারের আইনই আদালতের নিকট বৈধ। রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিযা বিচার করিয়া অবশ্য বলা হয় যে, পার্লামেণ্টের আইনগত প্রাধান্য জনমত এবং অংগীকার দ্বারা সীমাবদ্ধ।...এবং ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।]

8. Critically examine Dicey's theory of the Rule of Law.

[ইংগিত: ডাইসি 'আইনের অনুশাসনে'র তিনটি নীতিব কথা উল্লেখ করিয়াছেন: (১) সরকারের কোন স্বৈরী বা ব্যাপক বিবেচনামূলক ক্ষমতা নাই; (২) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান; (৩) ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র সাধারণ বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত সাধাবণ নাগরিকের অধিকারের ভিত্তিতে গডিযা উঠিযাছে এবং ব্যক্তিগত অধিকার শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তে সাধাবণ আইন দ্বাবা সুপ্রতিষ্ঠিত। ডাইসির আইনের অনুশাসনের উপরি-উক্ত তিনটি নীতিকেই শাসনতন্ত্র-বিশেষজ্ঞরা সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমত, বর্তমান সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনার জন্য সরকাবের হস্তে ব্যাপক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা ন্যস্ত করা ভিন্ন অন্য উপায নাই। দ্বিতীয়ত, ডাইসি বলিয়াছেন যে, ফ্রান্সেব মত ইংল্যাণ্ডে শাসন বিভাগ সংক্রান্ত আইন (Administrative Law) এবং পৃথক শাসন বিভাগীয আদালত (Administrative Courts) নাই। সরকারী কর্মচারীরা সাধারণ নাগরিকের মত সাধারণ আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সাধারণ আদালতের নিকট দায়ী। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের ভিতর ইংলাণ্ডেও শাসন বিভাগ সংক্রান্ত আইন ও বিশেষ ধরনের আদালত দ্রুত প্রসারলাভ কবিয়াছে। তৃতীয়ত, ১৯৪৭ সালেব রাজকীয কার্যবাহ আইন পাস হইবাব পরও বিচার ব্যাপারে সরকারী পক্ষ অনেক প্রকাব সুযোগসুবিধা ভোগ করে। চতুর্থত, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে কেবল আইনেব সাম্যের মাধ্যমে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। পঞ্চমত, ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনেক বিষয—যেমন, পার্লামেণ্টের প্রাধান্য, ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা প্রভৃতি আদালত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা নির্ধারিত হয় নাই। অধিকাবের ভিত্তি হিসাবে ডাইসি যে-সাধারণ আইনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন পার্লামেণ্ট সেই আইনের পরিবর্তন যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে করিতে পারে।...এবং ৩৮-৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

9. Write an explanatory note on English Rule of Law.
(C. U. 1963) (৩৮-৪১ পৃষ্ঠা)

10. Explain the following maxims : (*a*) The Queen (or the King) never dies ; (*b*) The Queen (or the King) can do no wrong. Show how far the consequences of the Common Law maxim that 'the King can do no wrong' have been swept away by recent legislation.
(৪৯ এবং ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the position of the Crown in the English Constitution. (C. U. (P. I) 1962) What are the reasons for the survival of Monarchy in England ? (৬১-৬৬ এবং ৬৭-৭১ পৃষ্ঠা)

12. Describe the constitutional position of the Crown in the British Constitution. What is the implication of the remark : "The British King can do no wrong" ?

(B. U. (O) 1963) (৬১-৬৬ এবং ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

13. The distinction between the Ministry and the Cabinet in England is twofold, according as it has to do with (i) composition and (ii) functions. Explain.

[ইংগিত : ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভা হইতে ক্ষুদ্রতর সংস্থা। মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁহাদের প্রধান মন্ত্রী দেশের শাসন ব্যাপারে রাজা বা রাণীকে পরামর্শ দিবার জন্য আহ্বান জানান তাঁহারাই ক্যাবিনেটের সদস্য হন। সুতরাং ক্যাবিনেটের সকল সদস্যই মন্ত্রিসভার সদস্য, কিন্তু মন্ত্রিসভার সকল সদস্য ক্যাবিনেটের সদস্য নহেন। গঠন ব্যতীত কার্যের দিক দিয়াও ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিসভার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। মন্ত্রিসভার সকল সদস্য একত্র মিলিত হইয়া যৌথভাবে কোন নীতি-নির্ধারণ বা কর্তব্য সম্পাদন করেন না ; অপরপক্ষে ক্যাবিনেটের সদস্যরা একত্র মিলিত হইয়া নীতি-নির্ধারণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন।...৭৯-৮১ এবং ৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

14. What is meant by the term 'Ministerial Responsibility' in England ? What are the methods of enforcing this responsibility ?

(৯১-৯৬ পৃষ্ঠা)

15. The Cabinet is 'the keystone of the political arch.' Discuss this statement with reference to the functions performed by the Cabinet in England. (C. U. 1948) (৮৪-৮৯ পৃষ্ঠা)

16. Discuss the position of the British Cabinet with special reference to its relation to (*a*) the Crown and (*b*) Parliament.

(C. U. 1957, '59) (৮৪-৮৭, ৬১-৬৬ এবং ৯১-৯৫ পৃষ্ঠা)

17. Discuss the relation between the British Cabinet and the House of Commons. (B. U. (P. I) 1963) (৭৭-৭৮ এবং ৯১-৯৬ পৃষ্ঠা)

18. Discuss the position and powers of the Prime Minister of England in relation to (*a*) the Sovereign, (*b*) Parliament, (*c*) the Cabinet and (*d*) his party. (C. U. 1954) (৯৬-১০০ পৃষ্ঠা)

19. Describe the composition and functions of the House of Lords. Do you think that the House of Lords serves any useful purpose in the English constitutional system ? What are the plans that have been suggested for the reform of the House of Lords ?

(C. U. 1949, '55) (১১৩-১২০ পৃষ্ঠা)

20. How is the British House of Lords composed ? Is it now a very important limb of the British Legislature ?

(C. U. 1962) (১১৩-১১৪ এবং ১১৫-১১৭ পৃষ্ঠা)

21. Discuss the effects of the Parliament Acts of 1911 and 1949.

[ইংগিত : ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা লর্ড সভার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে সংকুচিত করা হয়। প্রথমত, কোন অর্থ বিল কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর এক মাসের মধ্যে উহা পাস না করিলে লর্ড সভার অনুমোদন ব্যতীতই ঐ বিল সম্মতির জন্য রাজা বা রাণীর নিকট উপস্থিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, অর্থ বিল ভিন্ন অন্য বিল সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হয় যে, কোন বিল পর পর তিনটি অধিবেশনে কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হইলে এবং প্রথম অধিবেশনে কমন্স সভায় বিলের দ্বিতীয় পাঠ এবং তৃতীয় অধিবেশনে কমন্স সভায় বিলের তৃতীয় পাঠের মধ্যে দুই বৎসর কাটিয়া গেলে উক্ত বিল লর্ড সভার অনুমতি ব্যতিরেকেই রাজা বা রাণীর নিকট সম্মতিজ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করা যাইবে। তৃতীয়ত, কোন বিল অর্থ বিল কি না এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার ভার কমন্স সভার স্পীকারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। চতুর্থত, পার্লামেন্টের কার্যকালের মেয়াদ ৭ বৎসরের পরিবর্তে ৫ বৎসর করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৪৯ সালে পার্লামেন্ট যে-আইন পাস করে তাহাতে উপরি-উক্ত ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে অর্থ বিল ছাড়া অন্য কোন বিল পর পর দুইটি অধিবেশনে কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হইলে এবং প্রথম অধিবেশনে কমন্স সভায় দ্বিতীয় পাঠ এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে কমন্স সভায় বিলটির তৃতীয় পাঠের মধ্যে এক বৎসর কাটিয়া গেলে ঐ বিল রাজা বা রাণীর সম্মতি লাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। সুতরাং ১৯৪৯ সালের আইনের ফলে লর্ড সভার বিল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা দুই বৎসর হইতে কমিয়া এক বৎসরে দাঁড়াইয়াছে।...এবং ১১৫-১১৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

22. Discuss the position and functions of the Speaker of the British House of Commons. (১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা)

23. Discuss the privileges of the House of Commons. (১৩১-১৩৩ পৃষ্ঠা)

24. Indicate why the power of the Cabinet over Parliament has grown vastly in recent times. (C. U. 1949, '52)

[ইংগিত : পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস ও ক্যাবিনেটের বৃদ্ধির কারণ হইল : দলীয় নিয়মানুবর্তিতা, রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির ফলে পার্লামেন্টের বিশেষ করিয়া কমন্স সভার সময়-ভাব, পার্লামেন্টের সদস্যগণের শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব, প্রধান মন্ত্রীর কমন্স সভা ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি।...এবং ৯৪-৯৫, ১৩৩ ১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।]

25. 'Though in one sense it is true that House controls the Government, in another and more practical sense the government controls the House of Commons. Discuss. (৯৪-৯৫ এবং ১৩৩-১৩৬ পৃষ্ঠা)

26. "The British legislature is anything but legislative in its main functions." Do you agree with this view ? Give reasons for your answer.

[ইংগিত : আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করিবার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেটই আইন প্রণয়নের প্রকৃত কর্তা। আইনের খসড়া রচনা করা হইতে আরম্ভ করিয়া বিলকে আইনে পরিণত করা সমস্তই মন্ত্রীদের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে হয়। পার্লামেন্ট মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তকে আইনের রূপ দিবার আনুষ্ঠানিক উপায় ভিন্ন আর কিছুই নয়। দলীয় সংহতি ও নিয়ন্ত্রণ, প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতা, ক্যাবিনেটের পার্লামেন্টের কার্যসূচী নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি কারণের জন্য পার্লামেন্ট বর্তমানে ক্যাবিনেটের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইহা ব্যতীত বহু ক্ষেত্রেই পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে। সুতরাং পার্লামেন্টের আসল কার্য আইন প্রণয়ন নয়, উহার আসল কার্য হইল বিতর্ক, সমালোচনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রভৃতি।...এবং ৯৪-৯৬ এবং ১৩৩-১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

27. Distinguish between a Public Bill and a Private Bill in the British Parliamentary practice. What are the stages through which a Public Bill must pass before it can become an Act of Parliament ?

(C. U. 1960) (১৪৬-১৪৯ পৃষ্ঠা)

28. Trace the progress of a Money Bill in the British Parliament from its inception to Royal assent. (B. U. (O) 1962)

(১৪৬-১৪৯ এবং ১৫৩-১৫৬ পৃষ্ঠা)

29. "Her Majesty's Opposition is no idle phrase." Explain the above proposition.

[ইংগিত: ইংল্যাণ্ড কর্তৃক প্রবর্তিত পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হইল দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নির্বাচনের ফলে যে-দল কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলের অধিকার থাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার, আর অন্যান্য দলের মধ্যে যে-দলটি সর্ববৃহৎ হয় সেই দলটি বিরোধী দল হিসাবে পরিগণিত হয়। এই বিরোধী দলের কার্য হইল সরকারী দলের বিরোধিতা করা, সমালোচনা করা এবং সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বিরোধী দলের এই সমালোচনা দায়িত্বহীন নয়। সমালোচনা বা বিরুদ্ধ প্রচারকার্যের ফলে সরকারী দলের পরাজয় ঘটিলে বিরোধী দলকে সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং বিরোধী দলকে রাজা বা রাণীর বিকল্প সরকার (His or Her Majesty's Alternative Government) বলা যাইতে পারে। এমনও বলা হয় যে, বিরোধী দল না থাকিলে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় থাকে না। বিরোধী দল থাকার জন্যই সরকারী দলকে সকল সময় সতর্ক থাকিতে হয়। আর তাহা ছাড়া সকল সমস্যা সম্পর্কে সরকারী নীতিই সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান হইবে এমন কোন কথা নাই। নির্বাচকগণের নিকট বিরোধী দলের সমাধান অধিকতর কাম্য মনে হইতে পারে এবং নির্বাচনের সময় উহাকে অধিকতর সমর্থন জানাইতে পারে। এইভাবে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। গণতন্ত্র সংরক্ষণে বিরোধী দলের গুরুত্ব অনুভব করিয়াই ইংল্যাণ্ডে বিরোধী দলের নেতাকে সরকারী তহবিল হইতে বেতন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ...এবং ১৪০-১৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

30. Describe the machinery of parliamentary control over finance in Britain, and discuss the extent to which it is effective.

(১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠা)

31. What is meant by 'delegation legislation' ? Account for its growth in Great Britain in modern times. What are the safeguards against abuse of power to legislate by delegation ? (১৬২-১৬৪ পৃষ্ঠা)

32. What constitutes the Executive in England ? Describe its relation to the Legislature. (C. U. (P. I) 1962)

[ইংগিত: ইংল্যাণ্ডের শাসন বিভাগ দুই অংশে বিভক্ত—নিয়মতান্ত্রিক বা আনুষ্ঠানিক শাসন বিভাগ এবং আসল শাসন বিভাগ। স-পরিষদ রাজা বা রাণী (King- or Queen-in-Council) হইলেন আনুষ্ঠানিক শাসন বিভাগ। সরকারী

কার্য শাসন বিভাগের এই অংশের নামেই নির্বাচিত হয় এবং সরকারী আদেশসমূহ প্রচারিত হয়। শাসন বিভাগের এই অংশের সহিত ব্যবস্থা বিভাগের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই, তবে রাজা বা রাণী হইলেন ব্যবস্থা বিভাগের অন্যতম অংশ।

শাসন বিভাগের অপর অংশ মন্ত্রি-পরিষদ ও ক্যাবিনেট লইয়া গঠিত। এই অংশ ব্যবস্থা বিভাগের সহিত গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। মন্ত্রিগণকে পার্লামেন্টের যে-কোন একটি পরিষদের সদস্য হইতে হয়, এবং তাঁহারা ব্যক্তিগত ও যৌথ ভাবে কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকেন।...এবং ২৯-৩০, ৫৯-৬০, ৯১-৯৬, ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা দেখ।]

33. Describe the Judicial System of the United Kingdom.

(B. U. (M) 1963) (১৭৫-১৭৭ পৃষ্ঠা)

34. Discuss the position and powers of the Prime Minister of the United Kingdom in the government of the country.

(C. U. (P. I) 1963) (৯৬-১০০ পৃষ্ঠা)

35. Write notes on (*a*) Conventions of the constitution in the United Kingdom, and (*b*) Rule of Law.

(C. U. (P. I) 1963) (১৬-১৯, ৩৮-৪১ পৃষ্ঠা)

মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা

ভূমিকা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর নবম দশকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তখন মোটামুটি সকলের নিকটই উহা 'নূতন ধরনে'র শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া মনে হইয়াছিল। যে-মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিজয়ী ঔপনিবেশিকগণ এই নূতন ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিল তাহা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে অন্যতম ঔপনিবেশিক নেতা ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি জেফার-সনের একটি উক্তিতে। উক্তিটি হইল, সুখশান্তিময় জীবনের জন্য যে-যুগ যে-শাসন-ব্যবস্থাকে কাম্য বলিয়া মনে করে তাহার পক্ষে তাহাই গ্রহণ করিবার পূর্ণ অধিকার আছে।

মার্কিন শাসন-ব্যবস্থার তত্ত্বগত পটভূমিকা ঃ

এই নূতন ধরনের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যুগ-লক্ষণ। বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ন্যায় যুগ-লক্ষণ আর কোন দেশের সংবিধানে প্রকাশ পায় নাই। উল্লিখিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার সময় রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের জগতে প্রভুত্ব করিতেছিলেন লক ও মন্টেস্কু। রুশো তখনও রংগমঞ্চের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান নাই; স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর ধ্বনিতে সমগ্র ইয়োরোপ তখনও কাঁপিয়া উঠে নাই। ফলে লক্‌ ও মন্টেস্কুর রাষ্ট্রদর্শনই মার্কিন সংবিধানে প্রতিভাত হইয়াছে সর্বাধিক।

লক ও মন্টেস্কুর রাষ্ট্রদর্শন

'স্বাভাবিক অধিকার' সংরক্ষণের জন্য সরকারেব ক্ষমতা সর্বতোভাবে সীমিত করাই হইল লকের রাষ্ট্রদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি অন্যান্যের সংগে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়াছিলেন, এবং মন্টেস্কু এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকেই স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন।

সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে নিষ্পেষণ ভোগ করিতে করিতে ঔপনিবেশিকগণ লকের সহিত একমত হইয়াছিল যে, সরকারকে সীমিত করা প্রয়োজন। মন্টেস্কুর তত্ত্বে তাহারা এই উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম পন্থার সন্ধান পাইয়াছিল ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের মধ্যে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে তাহারা পবিত্র মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং উহা ও উহার পরিপূরক নীতির ভিত্তিতেই গড়িয়া তুলিয়াছিল কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা।

এই রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিফলন হইল ঃ
১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ

কিন্তু সরকারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মাত্র এই ব্যবস্থাই ঔপনিবেশিকদের নিকট পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ইহার উপর যে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও প্রয়োজন তাহা নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতৃগণ সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। উপরন্তু, ইংল্যাণ্ডের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিকতার আকর্ষণ (local patriotism) ছিল সর্বদাই প্রবল। সুতরাং কোন পর্যায়েই এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রগঠনের কথা উঠে নাই। প্রথমে উদ্ভব ঘটিয়াছিল রাষ্ট্র-সমবায়ের, এবং পরে উহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল যুক্তরাষ্ট্রের। স্বায়ত্তশাসনের নীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া গণতন্ত্রকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর কার্যকর করার এই 'যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি' হইল শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান। ইহার পূর্বের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস রাষ্ট্র-সমবায়ের (Confederation) সহিত পরিচিত ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হয় নাই। বিচ্ছিন্ন উপনিবেশসমূহ হইতে রাষ্ট্র-সমবায় এবং রাষ্ট্র-সমবায় হইতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে ডাইসির ন্যায় অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেই পরিণত হইবে। ইতিহাস তাঁহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রই রহিয়া গিয়াছে—উহা বর্তমান দিনের এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রতি প্রবল গতিও কাটাইয়া উঠিয়া মোটামুটি নিজের স্বরূপ বজায় রাখিতে পারিয়াছে।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

'স্বাভাবিক অধিকার' সংরক্ষণ এবং সরকারকে সীমিত করার প্রচেষ্টায় সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ এখানেই থামেন নাই; এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সংবিধানে মৌলিক অধিকারও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আদিতে যখন মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট হয় নাই তখন নেতৃবর্গ ও জনসাধারণের অনেকে সংবিধান গ্রহণই করিতে চান নাই। হ্যামিলটন বলিয়াছিলেন, যে-সংবিধানে 'অধিকারের বিল' (Bill of Rights) সন্নিবিষ্ট নহে, তাহা আমি গ্রহণ করি বা গ্রহণ করিতে বলি কিরূপে? মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট হওয়ার প॰ সংবিধান সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

৩। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও মৌলিক অধিকারেব ভিত্তিতে রচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হয়; এবং রাষ্ট্র-দার্শনিকদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা (civil liberty) সংরক্ষণের জন্য মৌলিক অধিকার সংবিধানভুক্ত করা অপরিহার্য কি না, তাহা লইয়া বিতর্ক সুরু হয়।

ইহাদের ফলে নূতন ধরনের শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব

এই বিতর্কের অবসান আজও ঘটে নাই। কিন্তু তবুও দেখা যায়, নবগঠিত রাষ্ট্রসমূহ লিখিত সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট করারই পক্ষপাতী। সুতরাং বলা যায়, মার্কিনদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ-পদ্ধতি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মার্কিন সংবিধানের প্রভাব

আজিকার দিনের বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধের আতংক, মন্দাবাজার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির দরুন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আকর্ষণ কমে নাই। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে মাত্র। এই পরিবর্তনের প্রভাব হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাদ যায় নাই। তবুও যুক্তরাষ্ট্রীয় লক্ষণ সর্বাধিক প্রতিভাত এই দেশেরই শাসন-ব্যবস্থায়। শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়া ইহাই বোধ হয় এই শাসন-ব্যবস্থা অনুধাবনের প্রধান আকর্ষণ।

শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়া মার্কিন সংবিধান অনুধাবনের আকর্ষণ :

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা অনুধাবনের আর একটি আকর্ষণ। পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ প্রযোজ্য বা কাম্য কোনটাই নহে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ নীতি ও উহার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। আবার শুধু আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে বলিলে ভুল হইবে ; উহাকে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া জাতিকে সম্প্রসারিত ও জাতীয় মর্যাদাকে বৃদ্ধি করিয়া চলিযাছে। বলা যায়, আইনের অনুশাসন (Rule of Law) সম্বন্ধে সাধারণ ইংরাজ যেমন মোহমুগ্ধ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণও তেমনি সাধারণ মার্কিন নাগরিকের আরাধ্য নীতি।

২। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

ইংরাজদের ন্যায় রক্ষণশীলতা ও প্রগতির সমন্বয়কে মার্কিন জীবন-পদ্ধতিরও (American Way of Life) বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইংরাজরা যেমন রাজতন্ত্র, লর্ড সভা, প্রিভি কাউন্সিল প্রভৃতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বজায় রাখিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে সকল ক্ষেত্রেই সময়োপযোগী করিয়া লইয়াছে, মার্কিনরাও তেমনি সম্পত্তির অধিকার, উদ্যোগের স্বাধীনতা (freedom of enterprise), অংগরাজ্যসমূহের স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি ব্যাহত না করিয়াও শাসন-ব্যবস্থাকে সমাজ কল্যাণাভিমুখী, কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনমত শক্তিশালী এবং জাতিকে অভূতপূর্বভাবে মর্যাদাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশ্বের বৃহত্তর অংশ যে-জাতির নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মানিয়া লইয়াছে অন্তত রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়া সেই শাসন-ব্যবস্থা পর্যালোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মার্কিন জীবন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য—রক্ষণশীলতা ও প্রগতির সমন্বয়

রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা অনুধাবনের আকর্ষণ হইল মার্কিন জাতির বিশ্ব-নেতৃত্ব

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

(HISTORICAL SURVEY)

[মার্কিন জাতির জন্ম ঘোষণা—আমেরিকার প্রথম জাতীয় সরকার—রাষ্ট্র-সমবায় গঠন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান—যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব]

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন আমেরিকার পুরাতন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ইহার ফলে মার্কিন জাতির জন্ম ঘোষিত হয়।* এই স্বাধীনতার ঘোষণা উপনিবেশগুলির সহিত ইংল্যাণ্ডের দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবাদের ফল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ হইতে যাহারা ঐ 'নূতন জগতে' (New World) আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে তাহাদের অধিকাংশই ছিল ইংরাজ। পরে অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশ হইতে আগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও শেষ পর্যন্ত ইংরাজরাই উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগের উপনিবেশগুলিতে সংখ্যাধিক থাকিয়া যায়। উপনিবেশ স্থাপনকারী এই ইংরাজগণ স্বদেশ হইতে লইয়া আসিয়াছিল অধিকারের বিল (Bill of Rights), ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta) প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ। এই আদর্শের সহিত ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতির গুরুতর সংঘর্ষ বাধিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। ১৭৬৩ সালে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষে ফরাসীরা উত্তর আমেরিকা হইতে বিতাড়িত হইলে অনেক নূতন ভূখণ্ড ইংল্যাণ্ডের অধিকারে আসে। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের যে বিরাট ঋণ হয় তাহার একটা মোটা অংশ চাপাইয়া দেওয়া হয় উপনিবেশগুলির উপর। উপরন্তু, উপনিবেশ-শাসনের সাধারণ ব্যয়নির্বাহের জন্য উপনিবেশগুলির উপর নূতন নূতন কর ধার্য করা হয়, উহাদের ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং ইংল্যাণ্ডকে উহাদের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য চালানোর অধিকার প্রদান করা হয়।

মার্কিন জাতির জন্ম ঘোষণা

ইহার ফলে প্রথমে সুরু হয় প্রতিবাদ। জেফারসন, প্যাট্রিক হেনরী, এ্যাডামস প্রভৃতি ঔপনিবেশিক নেতা সদ্যপ্রকাশিত লকের মতবাদের ভিত্তিতে প্রচার করিতে থাকেন যে, ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতি 'স্বাভাবিক অধিকার' (natural rigths) এবং গণতন্ত্র বিরুদ্ধ—উপনিবেশগুলির সম্মতি না লইয়া করধার্য ও ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডের নাই।

---

* "The Declaration of Independence is the birth certificate of the American Nation."

ইংল্যাণ্ড এই প্রতিবাদকে কঠোর হস্তে দমন করিতে সচেষ্ট হইলে বাধিয়া উঠে বিবাদ। ১৭৭৪ সালে ম্যাসাচুসেটসের আহ্বানে প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেস (The First Continental Congress) সম্মিলিত হয়। এই কংগ্রেসে বিদ্রোহী ঔপনিবেশিকদের প্রতিনিধিগণ এক অধিকারের ঘোষণা (Declaration of Rights) করিয়া ইংল্যাণ্ডকে সমস্ত অন্যায় আইনের বিলোপসাধন করিতে বলেন, এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জনের (boycott) ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

'আমেরিকার প্রথম জাতীয় সরকার'

ইহার পর ১৭৭৫ সালে দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস (The Second Continental Congress) আহূত হয়। এই দ্বিতীয় কংগ্রেসই পরবর্তী বৎসরে (উক্ত ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই) স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ইহাই ১৭৮১ সাল পর্যন্ত সম্মিলিত বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির সরকার হিসাবে কার্য করে। এইজন্য ইহাকে 'আমেরিকার প্রথম জাতীয় সরকার' (America's first national government) বলিয়া অভিহিত করা হয়।*

'রাষ্ট্র-সমবায়' গঠন

স্বাধীনতা ঘোষণার পর ইংল্যাণ্ড ও উপনিবেশগুলির মধ্যে পুরাপুরি যুদ্ধ সুরু হয়, এবং (দ্বিতীয়) কংগ্রেসের নির্দেশে উপনিবেশগুলি 'রাষ্ট্র' (States) আখ্যা লইয়া জনসাধারণের সম্মেলন (Convention) ডাকিয়া নিজ নিজ সরকার গঠন করিতে থাকে। দ্বিতীয় কংগ্রেস আমেরিকার বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির সরকার হিসাবে কার্য করিলেও প্রথমে উহার কোন সংবিধান ছিল না ; জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে উহাকে অস্থায়ীভাবে গঠন করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ সুরু হইলে সংবিধানসিদ্ধ এক স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। তখন কংগ্রেসের উপর এক সংবিধান প্রণয়নের ভার অর্পিত হয়। ১৭৭৭ সালে কংগ্রেস যে সংবিধান প্রণয়ন করে তাহা 'রাষ্ট্রসমূহের' মধ্যে এক চুক্তিপত্রের ন্যায়। ইহা 'রাষ্ট্র-সমবায়ের অনুচ্ছেদ' (Articles of Confederation) নামে অভিহিত, এবং ইহা দ্বারা এক 'রাষ্ট্র-সমবায়'ই (Confederation) গঠিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান

এই 'রাষ্ট্র-সমবায়ের অনুচ্ছেদ' ১৭৮১ সালে যুদ্ধ ঘোষণাকারী ১৩টি 'রাষ্ট্র' (উপনিবেশ) দ্বারা অনুমোদিত (ratified) হইয়া কার্যকর হয়, এবং ইহাকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান বলিয়া গণ্য করা হয়।

প্রধানত স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনার জন্যই মার্কিনদের রাষ্ট্র-সমবায় গঠিত হইয়াছিল বলিয়া স্বাধীনতা-যুদ্ধে জয়লাভের পর ১৭৮৩ সালে ইংল্যাণ্ডের সহিত শান্তি স্থাপিত হইলে ঔপনিবেশিকদের নিকট উহার দুর্বলতাগুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইতে থাকে। মানরোর (Munro) মতে, মার্কিনদের আদি রাষ্ট্র-সমবায়ের চারিটি প্রধান

* Ferguson and McHenry, *The American System of Government*

দুর্বলতা বা চারিটি প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাব ছিল : ইহার করধার্য, ঋণগ্রহণ, ব্যবসাবাণিজ্যের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরক্ষার জন্য রক্ষিবাহিনী পোষণের ক্ষমতা ছিল না। ফলে রাষ্ট্র-সমবায় ও উহার শাসনযন্ত্র কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে 'রাষ্ট্রগুলি'র উপর নির্ভরশীল ছিল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও প্রতিযোগিতার ভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। রাষ্ট্রগুলি প্রবর্তিত সংরক্ষণমূলক শুল্ক (protective tariff) এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকের ফলে আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য (inter-state commerce) বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছিল। উপরন্তু বিয়ার্ডের মতে, বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের বিত্তশালী এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের বিত্তহীন ঔপনিবেশিকদের মধ্যে শ্রেণীসংঘর্ষও ছিল বিশেষ প্রকট।* মোটকথা, উপরি-উক্ত বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য সাধিত হইতে পারে নাই এবং মার্কিন জাতির জন্ম ঘোষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির উদ্ভব ঘটে নাই। এই প্রসংগে জর্জ ওয়াশিংটন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা কখনও এক জাতি, কখনও বা ১৩টি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি হিসাবে কার্য করিতেছি।"—"We are one nation today and thirteen tomorrow." ফলে কংগ্রেসের অধীনে স্বাধীনতা-সংগ্রামে সফলতা এবং পরে কিছু শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সত্ত্বেও 'রাষ্ট্র-সমবায়ের অনুচ্ছেদে'র সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে আহূত সভায় আলেকজেণ্ডার হ্যামিলটন ও তাঁহার সমর্থকগণ অন্যান্য প্রতিনিধিকে বুঝাইতে সমর্থ হন যে, যুক্তরাষ্ট্র গঠন ব্যতিরেকে পূর্ণ জাতি গঠন সম্ভব হইবে না। সুতরাং রাষ্ট্র-সমবায়ের অনুচ্ছেদের সংশোধনের পরিবর্তে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাথমিক বিরোধিতার পর প্রতিনিধিবর্গ এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সমর্থন করেন, এবং এই উদ্দেশ্যে ১৭৮৭ সালে জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে ফিলাডেলফিয়ায় আর একটি সম্মেলন (Convention) আহ্বান করা হয়। সভায় যে নূতন শাসন-ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহাই বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার আদি রূপ। ঐ শাসন-ব্যবস্থাকে বিয়ার্ডের মত অনেকে বিত্তশালীদের অধিকার-সংরক্ষণের দলিল বলিয়া মনে করিলেও জাতি গঠনের আশা-আকাংক্ষা উহাতেই প্রতিভাত হয় বলিয়া সাম্প্রতিক লেখকগণ মনে করেন।** অনেক বিরোধিতা ও গোলযোগের পর উহা প্রথমে ১২টি ও শেষ পর্যন্ত ১৩টি 'রাষ্ট্র' কর্তৃক অনুমোদিত (ratified) হয়, এবং সকল রাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত হইবার পূর্বেই উহা প্রবর্তিত হয় ১৭৮৯ সালে। প্রবর্তনের পরবর্তী বৎসরেই উহার ১০টি সংশোধন (First Ten Amendments) দ্বারা রাষ্ট্রসমূহের বিরোধিতার

রাষ্ট্র সমবায়ের দুর্বলতা

---

* Charles A. Beard, *An Economic Interpretation of the Constitution of the United States*

** F. McDonald, *We The People, The Economic Origins of the Constitution*

অবসান করা হয়। ক্রমশ অন্যান্য রাষ্ট্রের যোগদানের ফলে অংগরাজ্যসমূহের সংখ্যা ১৩ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮-এ দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক কালে আবার আলাস্কা ও হাওয়াইকে 'রাষ্ট্রে'র মর্যাদাদানের সিদ্ধান্তের ফলে অংগরাজ্যগুলির সংখ্যা ৫০-এ পরিণত হইয়াছে; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকায় তারকার সংখ্যাও ৪৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫০-এ দাঁড়াইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি লইয়া গঠিত। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই উপনিবেশগুলি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল, এবং ব্রিটেন এই বিরোধিতা দমন করিতেছিল কঠোর হস্তে। ফলে শেষ পর্যন্ত উপনিবেশগুলি মিলিত হইয়া ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং মার্কিন জাতির জন্ম ঘোষিত হয়। যে-সংস্থার অধীনে স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস বা সংক্ষেপে শুধু 'কংগ্রেস' নামেই অভিহিত। এই কংগ্রেসের অধীনেই উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উপনিবেশগুলি মোটামুটি এক রাষ্ট্র-সমবায়ে মিলিত হইয়াছিল। শান্তির পর এই রাষ্ট্র-সমবায়ের দুর্বলতা পরিস্ফুট হইয়া পড়িলে ১৭৮৭ সালে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইহা প্রবর্তিত হয় ১৭৮৯ সালে, এবং ইহাই বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার আদি রূপ। ঐ শাসন-ব্যবস্থা ১৭০ বৎসর ধরিয়া সম্প্রসারিত হইয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

(CHARACTERISTICS OF THE CONSTITUTION)

[১। সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের সার্বভৌমিকতা, ২। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি, ৩। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি, ৪। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি, ৫। শাসন বিভাগের একক কর্তৃত্ব ৬। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ, ৭। মৌলিক অধিকারের ঘোষণা, ৮। উপাধি নিষিদ্ধকরণ, ৯। সরকারী সুযোগসুবিধার ভাগ-বাঁটোয়ারা পদ্ধতি, এবং ১০। দ্বৈত নাগরিকতা— যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি: ক। ক্ষমতা বণ্টন, খ। সংবিধানের প্রাধান্য, এবং গ। বিচার বিভাগের প্রাধান্য—সংবিধানের সম্প্রসারণ]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই চরম আইন। উহার প্রস্তাবনায় জনগণের সার্বভৌমিকতা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত এবং সংবিধানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রস্তাবনাও (Preamble) সুরু হইয়াছে 'জনগণে'র উল্লেখ করিয়া। বলা হইয়াছে, "আমরা

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এক সার্থকতর রাজ্যসংঘ গঠন, ন্যায় ও আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্ঠা, যৌথ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা, কল্যাণের সম্প্রসারণ এবং স্বাধীনতার আশীর্বাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এই সংবিধান বিধিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠা করিতেছি।"*

১। সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের সার্বভৌমিকতা

ম্যাডিসনের মতে, এই ঘোষণার ফলে মার্কিন শাসন-ব্যবস্থা প্রত্যেক স্বাধীনতা-পূজারীর নিকট আরাধনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টকভিলও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, মূর্তি-পূজকদের নিকট বিশ্বে বিগ্রহের যে-স্থান মার্কিনদের শাসন-ব্যবস্থায় জনগণেরও সেই স্থান। লর্ড ব্রাইস বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবিষ্ট জনগণের সার্বভৌমিকতাই গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয়। ইহাই শাসনতন্ত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। ষ্ট্রং-এর (C. F. Strong) মতে, যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান সর্বাধিক মাত্রায় পাওয়া যায় এই শাসনতন্ত্রে।** যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলিতে শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কর্তৃত্ব বুঝায়।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। আধুনিক লেখকগণ অবশ্য বলেন যে, মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থাকে আর প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় (truly federal) বলিয়া গণ্য করা চলে না, এককেন্দ্রিকতার ছাপ উহার সর্বাংগে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। (এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি প্রসংগে পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইতেছে।)

শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর একপ্রকার ক্ষমতার বণ্টন রহিয়াছে। ইহা হইল সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ। সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ এমন-

৩। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি

ভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে তিনটি বিভাগই পরস্পর হইতে পৃথক থাকিয়া নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিতে পারে। সংবিধানের ১ম অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা কংগ্রেসের হস্তে, ২য় অনুচ্ছেদ অনুসারে সমগ্র শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে, এবং ৩য় অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা বিচার বিভাগের হস্তে ন্যস্ত।

* "We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America."

** "The constitution of the United States is the most completely federal constitution in the world."

এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। ইহা তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণার প্রতিফলন এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া।*

(১৭৮৭ সালে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা প্রণীত হয় তখন লক্ ও মন্টেস্কুর মতবাদের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। 'স্বাভাবিক অধিকার' (Natural Rights) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতি প্রচার করিয়াছিলেন লক এবং উহাকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন মন্টেস্কু। মন্টেস্কুর যুক্তি স্বাধীনতাকামী মার্কিন ঔপনিবেশিকদের বিশেষ অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সুতরাং ইহা একরূপ ঠিকই ছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা যখন প্রণীত হইবে তখন উহা ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের স্বতন্ত্র ক্ষমতার ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইবে। নচেৎ, মানুষের অধিকার (Rights of Man)—ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ রাজশক্তি কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণরদের সহিত স্থানীয় ব্যবস্থা বিভাগ ও বিচার বিভাগের সংযোগের প্রত্যক্ষ কুফলও তাহারা ভোগ করিয়াছিল। এই যোগাযোগের সুযোগ লইয়া শাসন বিভাগ বা গভর্ণরগণ একরূপ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিযাছিলেন। সুতরাং উপনিবেশসমূহ শাসন বিভাগের পরিবর্তে তাহাদের আঞ্চলিক আইনসভাসমূহকেই অধিকতর শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছিল এবং শাসন বিভাগের সহিত ব্যবস্থা বিভাগ ও বিচার বিভাগের যাহাতে ঘনিষ্ঠ ও অকাম্য যোগাযোগ না থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছিল। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থাতেও সরকারের তিনটি বিভাগই পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ তত্ত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল।)

এই নীতি অনুসরণের কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সহিত সম্পর্কিত আর একটি নীতিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয়। ইহা হইল নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের তত্ত্ব (Theory of Checks and Balances)। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের অভাবে নহে, উহার ফলেও কোন বিভাগ অকাম্যভাবে শক্তিশালী হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। এই আশংকা দূর করিবার জন্য মার্কিনী শাসনতন্ত্রকে এরূপভাবে রচনা করা হইয়াছে যাহাতে প্রত্যেক বিভাগ আর দুই বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসনযন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই পদ্ধতিতে সরকারের অনেক ক্ষমতা দুইটি বিভাগ দ্বারা ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সহিত সিনেটেরও ক্ষমতা রহিয়াছে; সন্ধি সম্পাদন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হইলেও ইহা সিনেটের অনুমোদন-সাপেক্ষ;

৪। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি

* "The American Constitution was a child of its age. It was eighteenth century in its political theory." It "also reflected the reaction against the alien governors of colonial times." E. S Griffith

বাণী (message) প্রেরণ ও সম্মতিদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন ; সিনেট ইমপিচ্‌মেন্ট-বিচার করে এবং কংগ্রেস নিম্নতন আদালত স্থাপন করে , সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস-প্রণীত আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে ; ইত্যাদি। লর্ড ব্রাইসের মতে, এইভাবে জনগণের সার্বভৌমিকতার উৎস হইতে উৎসারিত ক্ষমতা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। কোনটাই কিন্তু কূল ছাপাইয়া যাইতে পারে না। কোন ক্ষেত্রে কূল ছাপাইবার আশংকা দেখিলে বিচার বিভাগ বাঁধের মুখ ঘুরাইয়া দেয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের মত এই নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিও তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণার প্রতিফলন। মোটকথা, স্বাধীনতাকামী ঔপনিবেশিকরা একমাত্র ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকেই চূড়ান্ত রক্ষাকবচ বলিয়া মনে করে নাই, যাহাতে সরকারের বিভাগসমূহ পরস্পরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তাহার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছিল।

শাসন-ব্যবস্থার অসংগতি ও সংঘর্ষ

তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ নহে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি অনুসারে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ মাত্র নিজ নিজ কার্যই সম্পাদন করে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি অনুসারে প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব গণ্ডি ছাড়াইয়া অপরের এলাকায় প্রবেশ করে। ফলে উদ্ভব হয় অসংগতি ও সংঘর্ষের। এই অসংগতি ও সংঘর্ষের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। বলা হয়, ইহা আজিকার সমাজ-কল্যাণকর

যৌথ দায়িত্ব ও একক নেতৃত্বের বিনাশ

রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য যৌথ দায়িত্ব ও একক নেতৃত্ব (joint responsibility and united leadership) একপ্রকার বিনষ্ট করিয়াছে।* সমাজ-কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ব্যবস্থা বিভাগের এবং ঐ আইনকে কার্যকর করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। উভয়েই দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারে। আবার প্রণীত আইন বিচার বিভাগ দ্বারা বাতিল হইলে ঐখানেই সংশ্লিষ্ট সমাজ-কল্যাণ প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে।

৫। শাসন বিভাগের একক কর্তৃত্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব মাত্র একজনের হস্তে ন্যস্ত। সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ এখানে আর ক্ষমতা বিভাগ করিতে চাহেন নাই। প্রথমে প্রস্তাব উঠিয়াছিল যে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সহিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ (Council of Advisers) সংযুক্ত করা হইবে ; কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ইহার পর রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানকে পরামর্শ-বৈঠকে আহ্বান করিতে থাকিলে ক্যাবিনেট-প্রথা গড়িয়া উঠে। কিন্তু

* It has destroyed "the concert of leadership in government, which is so important in the present age of ministrant politics." Finer

এই ক্যাবিনেট-ব্যবস্থার সহিত পার্লামেন্টীয় ক্যাবিনেট-ব্যবস্থার কোন সাদৃশ্য নাই। পার্লামেন্টীয় সরকারে শাসন বিভাগের দায়িত্ব যৌথভাবে ক্যাবিনেটের হস্তে ন্যস্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ন্যস্ত হইল একমাত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে। এইরূপ একক (unified) শাসনকর্তৃত্ব শুধু কেন্দ্রের নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলিরও বৈশিষ্ট্য।

৬। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোটামুটিভাবে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের (representative democracy) ব্যবস্থা করিলেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অংগরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় এখনও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংমিশ্রণকে ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

৭। মৌলিক অধিকারের ঘোষণা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেই সর্বপ্রথম নাগরিকের মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট হয়। এই সকল মৌলিক অধিকারের মধ্যে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, গতিবিধির স্বাধীনতা, অভিযুক্ত হইলে যথাবিহিত আইনের পদ্ধতিতে (due process of law) বিচার পাইবার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতিই প্রধান। মূল সংবিধানে এই মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারা সন্নিবিষ্ট ছিল না বলিয়াই অনেকগুলি 'রাষ্ট্র' সংবিধানকে অনুমোদন (ratify) করিতে চাহে নাই। ফলে সংবিধান প্রবর্তনের পরই প্রথম ১০টি সংশোধনের দ্বারা উহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। বিচারপতি ষ্টোনের (Stone) মতে, এই অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন। উপরন্তু, মার্কিন দেশবাসীরা যে চিন্তায় ও ভাবে স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করিতে সর্বদা দৃঢ়সংকল্প, ইহা তাহারও দ্যোতক।*

৮। উপাধি নিষিদ্ধ-করণ

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রথম হইতেই উপাধি বিতরণ ও গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (১ম অনুচ্ছেদ ৯ (৮))। ইহাকেও অন্যতম নাগরিক-অধিকার বা সাম্যের অধিকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৯। সরকারী সুযোগ-সুবিধার ভাগ-বাঁটোয়ারা পদ্ধতি

সরকারী সুযোগসুবিধার ভাগ-বাঁটোয়ারা পদ্ধতি (the spoils system) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয় সরকারী চাকরির বেলায়, এবং পরে ইহাকে প্রসারিত করা হয় 'কনট্রাক্ট', কর-অব্যাহতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতিতে নূতন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ফলে তাঁহার দলীয় সমর্থকগণই প্রধান প্রধান সরকারী পদ অধিকার করেন ও পূর্বতন

* They express the conviction of the people that "democratic processes must be preserved at all costs" They are also "an expression and a command that the freedom of the mind and spirit must be preserved."

পদাধিকারিগণকে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, এবং রাষ্ট্রপতির দলীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই 'কনট্রাক্ট' ইত্যাদি বিতরিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ব্যবস্থা বিশেষ ব্যাপক ছিল। বর্তমানে অবশ্য নির্বাচনমূলক পরীক্ষার দ্বারা স্থায়ী চাকরিয়াদের নিযুক্ত করা হয় বলিয়া ইহার পরিধি অনেক সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং সরকারী কার্যে প্রভূত দক্ষতা দেখা দিয়াছে; দলীয় ভিত্তিতে 'কনট্রাক্ট' বিতরণের পদ্ধতিও অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১০। দ্বৈত নাগরিকতা

পরিশেষে, শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দ্বৈত নাগরিকতার কথা (double citizenship) উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রত্যেক মার্কিন দেশবাসী একই সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কোন এক অংগরাজ্যের নাগরিক। এই দ্বৈত নাগরিকতা সত্ত্বেও মার্কিনরা একটি সংহত জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়—যথা, রক্ষণশীলতা, মতৈক্য, বিভিন্ন স্তরের আইনের বিভিন্ন মর্যাদা প্রভৃতি। এ-সম্পর্কে আলোচনা সর্বশেষ অধ্যায়ে 'মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থা'র প্রসংগে করা হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১০টি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে: ১। সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের সার্বভৌমিকতা। মার্কিনদের নিকট সংবিধানই চরম আইন এবং জনগণের সার্বভৌমিকতাই উহার ভিত্তি। ২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমানে অবশ্য উহার সর্বাংগে এককেন্দ্রিকতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ৩। লক্ ও মন্টেস্কুর মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত সংবিধান-রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্রে 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ' নীতিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছেন। ৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সহিত জড়িত আছে 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি'। বলা হয়, এই শেষোক্ত নীতি বর্তমান সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের দ্যোতক নহে। ৫। শাসন বিভাগের একক কর্তৃত্ব সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ইহা শুধু কেন্দ্রে নহে, রাজ্যগুলিতেও পরিব্যাপ্ত। ৬। কয়েকটি রাজ্যে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অস্তিত্বের দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৭। সংবিধানে নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত করা হইয়াছে। ৮। উপাধি বিতরণ ও গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া অন্যতম সাম্যের অধিকারের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ৯। সরকারী সুযোগসুবিধার ভাগ-বাঁটোয়ারা এই দেশের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য। তবে ইহার পরিমাণ ও পরিধি অবশ্য ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। এবং ১০। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া রক্ষণশীলতা, মতৈক্য প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও শাসন-ব্যবস্থাতে পরিলক্ষিত হয়।

৺ তৃতীয় অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি

(NATURE OF THE FEDERAL SYSTEM)

[১। ক্ষমতা বণ্টন, ২। সংবিধানের প্রাধান্য, এবং ৩। বিচার বিভাগের প্রাধান্য—সংবিধানের সম্প্রসারণ। পরিশিষ্ট—সংবিধানের সংশোধন-পদ্ধতি]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে সংবিধানের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এখন এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিরই বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কেন্দ্র বা সমগ্র দেশের সরকারকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশ অংগরাজ্যগুলির জন্ম সংরক্ষিত রাখিয়াছে। ইহার উপর সংবিধান সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলির নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর করধার্য করিবার বা বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি হরণ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। তেমনি সন্ধি চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করিবার, কোন রাষ্ট্র-সমবায়ে যোগদান করিবার, মুদ্রা নির্মাণ করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি অংগরাজ্যগুলির নাই। যাহাতে শাসনক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সকল সময়ই সম্ভব হয় সেইজন্ত সংবিধানের দশম সংশোধনে বলা হইয়াছে যে, সংবিধান যে-ক্ষমতা কেন্দ্রকে সমর্পণ করে নাই এবং অংগরাজ্যসমূহের নহে বলিয়া ঘোষণা করে নাই তাহা সকলই অংগরাজ্যসমূহের ক্ষমতা।*

ক। ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি

শাসনক্ষমতার এইরূপ বণ্টনের ফল দাঁড়ায় যে, শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর রাষ্ট্রকার্য সম্প্রসারণের ফলে যে-সকল ক্ষমতার উদ্ভব হয় তাহাদের প্রায় সকলই অবশিষ্টাংশের (residuary powers) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অংগরাজ্যসমূহের হস্তগত হইয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলিয়া মনে হইবে। এই প্রসংগে অবশ্য ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের আপেক্ষিক দুর্বলতা প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের সূচক বলিয়া গণ্য করা হয়। তত্ত্বগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রকে যতটা দুর্বল মনে হয় কার্যক্ষেত্রে উহা অবশ্য ততটা দুর্বল নয়।

তত্ত্বগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র অংগরাজ্যগুলির তুলনায় দুর্বল

* "The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States are reserved to the States..."

শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর হইতেই কেন্দ্রকে নানাভাবে শক্তিশালী করিয়া আনা হইতেছে। সাম্প্রতিককালে এই কেন্দ্রিকরণের প্রবণতা (tendency to centralisation) বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে।* ইহার মূলে আছে বিবিধ কারণ।

সাম্প্রতিক গতি হইল কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার দিকে

প্রথমত, অন্যান্য দেশের জনগণের ন্যায় মার্কিনদেরও সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা বহু পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। যে-সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে তাহাই শ্রেষ্ঠ এ-বিশ্বাস মার্কিনদের আজ আর নাই। তাহারা বেন্থাম প্রভৃতি আদি হিতবাদীদের (original utilitarians) মত আর মানিয়া লইতে পারে না যে ব্যক্তিই তাহার কল্যাণের শ্রেষ্ঠ বিচারক। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক আনুগত্যের পরিবর্তে গড়িয়া উঠিয়াছে জাতির প্রতি আনুগত্য। বিভিন্ন অংগরাজ্যের স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থ যে বৃহত্তর তাহা আজ মার্কিন দেশবাসীরা অনুভব করিতে পারিয়াছে। গৃহযুদ্ধের সময় এ্যাব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিজয়ই এইদিকে দৃষ্টিভংগি পরিবর্তনের সূচনা করে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মন্দাবাজার, বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতির আশংকা অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় মার্কিনদেরও সর্বদা সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। ফলে তাহারা অংগরাজ্যের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। গত ১৯২৯ সালের মন্দাবাজারের (Great Trade Depression) পর রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের (Franklin D. Roosevelt) নয়া ব্যবস্থা (New Deal) কেন্দ্রিকরণের পথ বহু পরিমাণে সম্প্রসারিতও করে। কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য (grants-in-aid), পথঘাট নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, বেকারী ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। ফলে অংগরাজ্যগুলি কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা সমর্পণ করিতেও বাধ্য হয়। তাহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর যুগে যুদ্ধের আবহাওয়া কেন্দ্রকে আরও শক্তিসঞ্চয়ে সহায়তা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র শক্তিশালী হইবার কারণ :

পরিশেষে, এই প্রসংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থার ভূমিকারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া সুপ্রীম কোর্ট, উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতেই ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। সংবিধানে অংগরাজ্যসমূহকে সকল অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) দেওয়া হইলেও কেন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছে এক ব্যাপক ক্ষমতা। ইহা হইল সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ সার্থকভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য কংগ্রেসের যে-কোন আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।**

* "Although still one of the world's leading exponents of federalism, the United States has profoundly changed its own system, chiefly by expanding central authority at the expense of local autonomy." Ferguson and McHenry, *The American System of Government*

** "To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution...powers vested by the Constitution." *Art. 1 Sec. 8 (18)*

এই ক্ষমতার ব্যাপকতা কতদূর তাহা লইয়া আদিতে তুমুল বিতর্ক হইয়াছিল। জেফারসন প্রভৃতি বলিয়াছিলেন যে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত (specified) নহে এমন কোন ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের নাই ; অপরদিকে হ্যামিলটন প্রভৃতির মত ছিল যে, উল্লিখিত ক্ষমতা ছাড়াও কেন্দ্রের অনেক 'অনুমিত ক্ষমতা' (implied powers) আছে। বিখ্যাত বিচারপতি মার্শালের (Marshall) নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্ট হ্যামিলটন-গোষ্ঠীর মতই সমর্থন করে। বিখ্যাত মামলা ম্যাকলুচ বনাম ম্যারিল্যাণ্ডের (McCulloch v. Maryland, 1819) মত কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া সকল সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রের সপক্ষে রায় দিয়া প্রমাণ করিতে থাকে যে জাতি গঠন করিতে হইলে, জনকল্যাণ সম্প্রসারিত করিতে হইলে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিতেই হইবে।

কেন্দ্রের হস্তে অনুমিত ক্ষমতা

এইভাবে জাতীয় স্বার্থে শাসন-ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতিকে বেশ কতকটা বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে বলা চলে। তবুও দাবি করা হয় যে, মার্কিন দেশবাসীর যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পরম্পরাগত সুবিধাগুলি—যথা, শাসনকার্য লইয়া আঞ্চলিকভাবে পরীক্ষা চালানো, রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ প্রভৃতি—এখনও বিশেষভাবে ভোগ করিতে পারে। বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা জাতীয় সংহতি ও কাম্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য কোনটির পথেই বাধার সৃষ্টি করে নাই। ১৯৫৩ সালে কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত আন্তঃসরকার সম্বন্ধ কমিশন (Commission on Inter-governmental Relations, 1953) এই অভিমতই মোটামুটি সমর্থন করে।

কেন্দ্রিকরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে নাই

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বলিতে দুইটি জিনিস বুঝায়—যথা, শাসনতন্ত্র লিখিত হইবে এবং ইহা সুপরিবর্তনীয় হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ইহাতেও অলিখিত অংশ রহিয়াছে। অন্যান্য শাসনতন্ত্রের ন্যায় ইহাতেও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (constitutional conventions) গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাদের মর্যাদা শাসনতান্ত্রিক আইন অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা, যথাসম্ভব বিভিন্ন অংগরাজ্য হইতে ক্যাবিনেট সদস্য মনোনয়ন, কোন অংগরাজ্য হইতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগ করিবার সময় রাষ্ট্রপতির পক্ষে ঐ রাজ্যের তাঁহার দলভুক্ত সিনেটরদের সহিত পরামর্শ করিবার প্রথা—যাহা 'সিনেটর সম্পর্কিত সৌজন্য' (Senatorial Courtesy)' নামে অভিহিত, ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংবিধানে কোথাও ক্যাবিনেটের কথা উল্লেখ নাই। কিন্তু

খ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রাধান্যের প্রকৃতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও অলিখিত অংশ রহিয়াছে

এই ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা ওয়াশিংটনের সময় হইতে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে ক্যাবিনেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ। শাসনতন্ত্রে একথা কোথাও নাই যে রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন অংগরাজ্য হইতে ক্যাবিনেট-সদস্য মনোনয়ন করিতে হইবে, অথবা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের সময় ঐ রাজ্যের তাঁহার দলভুক্ত সিনেটরদের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। তবুও রীতি-নীতি মানিয়া রাষ্ট্রপতিকে ইহা করিতে হয়। সিনেটর সম্পর্কিত সৌজন্য উপেক্ষা করিয়া নিয়োগ করিলে সিনেট সেই নিয়োগ বাতিল করিয়া দেয়। ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের (Truman) এইরূপ দুইটি নিয়োগ সিনেট কর্তৃক বাতিল হয়।

আনুষ্ঠানিক দিক হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অতিমাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয়—ইহার সংশোধন করা একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার। প্রথমত, সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করাই কঠিন কার্য। সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে, হয় (১) উভয় পরিষদের প্রত্যেকটিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা জাতীয় আইনসভা বা কংগ্রেস অথবা ; (২) দুই-তৃতীয়াংশ অংগরাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক সভা (Convention)। এইভাবে সংশোধনী প্রস্তাব আনযন করা হইলে উহাকে প্রত্যেক রাজ্যের আইনসভার নিকট অথবা প্রত্যেক রাজ্যে এই উদ্দেশ্যে আহূত সভাসমূহেব নিকট উপস্থিত করিতে হয়। যদি অংগরাজ্যগুলিতে ঐ উদ্দেশ্যে আহূত সভার অন্তত তিন-চতুর্থাংশ অথবা আইনসভাসমূহের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করে তবেই উহা কার্যকর হয়। আবার অংগরাজ্যসমূহের দ্বারা সমর্থনের কোন সময় নির্দিষ্ট নাই। সম্প্রতি অবশ্য সংশোধনী প্রস্তাবেই সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিবার ঝোঁক দেখা যাইতেছে। যাহা হউক, সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ এবং অংগরাজ্যসমূহ দ্বারা ঐ প্রস্তাবের বিচারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়।

সংশোধন-পদ্ধতি বিশেষ জটিল

সংশোধন বা পরিবর্তন পদ্ধতি এরূপ জটিল ও দুরূহ বলিয়া বিগত ১৭০ বৎসরের উপর সময়ের মধ্যে আনীত সহস্রাধিক সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে ২৮টি মাত্র দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনবলে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয় এবং উহার মধ্যে আবার মাত্র ২২টি তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের অনুমোদনবলে কার্যকর হয়। সুতরাং এ-পর্যন্ত মোট ২২ বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে। কার্যক্ষেত্রেও যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় ইহা তাহারই প্রমাণ।

তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত অবস্থার সহিত অদ্ভুত সংগতি-সাধনের ক্ষমতা দেখাইয়াছে। উহা অংগরাজ্যসমূহের স্বাতন্ত্র্যের দৃঢ় মনোভাব সমর্থন করিয়া জাতি-গঠনের পথে প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য হয় নাই, জরুরী অবস্থায় ও প্রয়োজনীয়

ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের হস্তে যথোপযুক্ত কর্তৃত্ব সমর্পণে বাধার সৃষ্টি করে নাই, শিল্প-নিয়ন্ত্রণ ও শ্রম-কল্যাণ প্রসারের অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয় নাই, বর্ধিত কার্যভারসম্পন্ন সরকারের দক্ষতা ব্যাহত করে নাই, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও সরকারের পথে দাঁড়ায় নাই। বলা হয় যে, নির্বাচকদের ইচ্ছা এবং সময়গত প্রয়োজনীয়তা মার্কিন দেশের শাসন-ব্যবস্থায় সকল সময়ই প্রতিফলিত হইয়াছে। সংবিধানের 'অনুমিত ক্ষমতাবলে' (implied powers) ব্যক্তিত্বশালী রাষ্ট্রপতিগণ সকল প্রকার সংকটের সময়ই জাতির উপযুক্ত নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন, এবং ইহাতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে সংবিধানসংক্রান্ত বিচার বিভাগের ব্যাখ্যা। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, মার্কিন সংবিধান বিশেষ সুপরিবর্তনীয় (flexible)—অনেকের মতে, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও সুপরিবর্তনীয়। তবে যদি প্রশ্ন করা হয়, ব্রিটেনের মত মার্কিন দেশে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের রূপ অতটা সুপরিস্ফুট হয় নাই কেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রনৈতিক কারণেরই নির্দেশ করিতে হয়—সংবিধানগত বাধার নহে।* রক্ষণশীল মার্কিন দেশবাসী দ্রুত পরিবর্তন সমর্থন করে নাই, এবং ফলে বিচার বিভাগকেও কতকটা রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হইতে হইয়াছে। এ-সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

কার্যক্ষেত্রে সংবিধানের সুপরিবর্তনীয় রূপই প্রকাশিত হইয়াছে

রাষ্ট্রনৈতিক কারণেই দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই, সংবিধানগত কারণে নহে

বিচার বিভাগের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হইলেও ইহার পরিমাণে তারতম্য থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রাধান্য অনন্যসাধারণভাবে প্রকট। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক হিসাবে কার্য করিতে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সেখানে নিজেকে এরূপভাবে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে, শাসনতন্ত্র-প্রণেতৃবর্গ তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের (F. D Roosevelt) ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, ইহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে "জাতীয় আইনসভার চূড়ান্ত কর্তৃত্বসম্পন্ন তৃতীয় কক্ষ।"** বিচার বিভাগের আলোচনা প্রসংগে এ-সম্বন্ধেও পরে আলোচনা করা হইতেছে।

গ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগের প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রকট

সংবিধানের সম্প্রসারণ (Growth of the Constitution): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে ১৭৮৭ সালে ১৩টি

* "If the United States has not seen fit to extend nationalisation or 'the welfare state', as far as Britain the obstacles have been political and not constitutional." Griffith

** "...the Judiciary...is coming more and more to constitute a scattered, loosely organised and slowly operating Third House of the National Legislature."

রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের সভায় যে-সংবিধান প্রণীত হইয়াছিল এবং ১৭৮৯ সালে 'রাষ্ট্রগুলি' (States) দ্বারা যে-সংবিধান গৃহীত হইয়াছিল তাহা হইতে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনেকাংশে পৃথক। ১৭৮৭ সালে প্রণীত অতি সংক্ষিপ্ত মূল সংবিধানের কাঠামোর অবশ্য বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই ; বিগত ১৭০ বৎসরে উহার চারি-পঞ্চমাংশ অপরিবর্তিতই রহিয়া গিয়াছে। তবুও ধীরে ধীরে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতিতে ও বৈশিষ্ট্যে প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে।* শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, প্রথা, বিচার বিভাগীয় রায় (judicial decisions) এবং সংবিধানের পূর্বোল্লিখিত আনুষ্ঠানিক সংশোধনই এই পরিবর্তন সংঘটিত করিয়াছে।

কিভাবে সংবিধানের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে

মূল সংবিধানে ক্যাবিনেটের কোন উল্লেখ নাই , কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, প্রথম রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন বিভাগীয় প্রধানদের পরামর্শ-বৈঠক আহ্বান করিতে থাকিলে উহার সূত্রপাত হয়। তখন হইতে ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়া বর্তমানে উহা মার্কিন শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম অংগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শাসন বিভাগ বা কংগ্রেসের কোন কার্য সংবিধান-বহির্ভূত কি না, তাহার বিচার কে করিবে ? এ-সম্বন্ধেও সংবিধান নীরব বলা চলে। কিন্তু কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে ১৭৮৭ সালের সংবিধান-সভায় (Convention) মিলিত প্রতিনিধিবর্গ এই দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টকেই সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, ১৮০৩ সালে মারবারী বনাম ম্যাডিসন (Marbury *v.* Madison, 1803) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট প্রথম এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং তখন হইতে জ্যাকসন প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহা শাসনতন্ত্রের অন্যতম অলিখিত বিধান বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।

রাষ্ট্রপতিকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত করাই হইল মূল শাসনতন্ত্রের বিধান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে-প্রথার উদ্ভব হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ নির্বাচন ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ নির্বাচন-পদ্ধতি শাসনতন্ত্র-প্রণেতৃবর্গ মোটেই কল্পনা করেন নাই, ইহা স্বচ্ছন্দে বলা চলে। উপরন্তু, আদিতে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি একই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইতেন। ১৮০৪ সালে দ্বাদশ সংশোধন দ্বারা উভয়ের নির্বাচন-পদ্ধতিকে পৃথক করা হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব এবং উহাদের দ্বারা প্রার্থী মনোনয়ন প্রভৃতিও সম্পূর্ণ প্রথার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ কর্তৃক অনুমিত ক্ষমতা

* "Time has brought relatively little change to the text of the document. Four-fifths of its provisions are unchanged in any formal fashion. Yet there has been a gradual but decisive political evolution in the tone and nature of much of the government." Griffith

(implied powers) গ্রহণের ফলেও সংবিধানের রূপ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাধিকারের প্রসার ইংল্যাণ্ডের পূর্বে ঘটিয়াছে। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের (private enterprise) নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টায় সুপ্রীম কোর্ট ও প্রতিষ্ঠিত স্বার্থসমূহের নিকট হইতে বিশেষ বাধা আসিয়াছে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামাজিক চেতনা ও অনিয়ন্ত্রিত বেসরকারী উদ্যোগের কুফল উপলব্ধির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সমাজ-কল্যাণের পথে বেশ কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীল মার্কিন শাসন-ব্যবস্থাও কতকটা উদারনৈতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। এই দিক দিয়া লর্ড ব্রাইস উক্তি করিয়াছেন যে মার্কিন জাতির রূপান্তরের সংগে সংগে সংবিধানেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে।* অধ্যাপক বিয়ার্ডের মতে, একটি প্রাণবন্ত জাতি যখন কতকগুলি জীবন্ত নীতি কার্যকর-করণের প্রচেষ্টা করিতেছে তখন সংবিধানের রূপ অপরিবর্তিত থাকে কি করিয়া?

গতিশীল সমাজে সংবিধান অপরিবর্তিত থাকিতে পারে না

পরিশিষ্ট : সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি (Appendix : Method of Amendment of the Constitution) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের চরম বা 'ক্ল্যাসিক' দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরা হয়। তবুও দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদি সংবিধান উহার ১৭০ বৎসর জীবনকালের মধ্যে বহু পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্য আনুষ্ঠানিক সংশোধন অপেক্ষা বিচারালয়ের ব্যাখ্যা, প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতির ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ—কারণ, এগুলির মাধ্যমে সংবিধান যতটা সম্প্রসারিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে, আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতিতে ততটা হয় নাই। বস্তুত, সংবিধানের সুরুতে উল্লিখিত 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' প্রতিফলিত হইয়াছে এই ব্যাখ্যা, প্রথা ও রীতিনীতিতে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সংবিধানের আনুষ্ঠানিক সংশোধন করিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিলেও ইহাদের মাধ্যমেই মার্কিন সংবিধান সময়ের সংগে সংগতি বজায় রাখিয়াছে—আধুনিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য সকল দেশেই শাসনতন্ত্রের রূপান্তর ও সম্প্রসারণ বহুলাংশে এই-ভাবেই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের 'ক্ল্যাসিক' দৃষ্টান্ত বলিয়া এই রূপান্তর ও সম্প্রসারণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সংবিধানের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সংশোধন অপেক্ষা অনুষ্ঠান বহির্ভূত পদ্ধতির ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ

* "The American Constitution has necessarily changed as the nation has changed."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ৫ম অনুচ্ছেদে উহার আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে (১) যখনই কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রয়োজনীয় মনে করিবে তখনই কংগ্রেসকে সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিতে হইবে; অথবা (২) দুই-তৃতীয়াংশ অংগরাজ্যের আইনসভা যদি অনুরোধ করে তাহা হইলে কংগ্রেসকে একটি সভা (Convention) আহ্বান করিয়া সংশোধনী প্রস্তাব আনয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে।*

আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়

এখানে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন: (১) কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য বলিতে মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বুঝায় না, কোরাম (quorum) থাকিলে উপস্থিত সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনেই সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করা যায়; (২) বর্তমানে অংগরাজ্যসমূহের সংখ্যা ৫০ বলিয়া ধরা হয় যে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিবার ৩৪টি রাজ্যের অনুরোধ প্রয়োজন।

১। সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন

প্রস্তাব আনয়ন হইল সংশোধনের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় হইল ঐ প্রস্তাবকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পর্যায়। এ-সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল নিম্নলিখিত রূপ: আনীত সংশোধনী প্রস্তাবকে হয় সকল অংগরাজ্যের আইনসভার নিকট, না-হয় সকল অংগরাজ্যে এই উদ্দেশ্যে আহূত সম্মেলন-সমূহের (conventions) নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে। বিশেষ সংশোধনের ক্ষেত্রে অনুমোদনের কোন্ পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হইবে, তাহা কংগ্রেসই আইন করিয়া ঠিক করিয়া দিবে।**

২। আনুমোদনের জন্য সংশোধনকে উপস্থাপন

তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্যায় হইল অনুমোদনের পর্যায়। এ-সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল যে, অনুমোদনের জন্য দুইটি পদ্ধতির যে-কোনটিই অবলম্বন করা হউক না কেন, তিন-চতুর্থাংশের দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কোন ক্ষেত্রেই সংশোধন কার্যকর হইবে না। অর্থাৎ, অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি অংগ-রাজ্যসমূহের আইনসভায় আনীত হইলে উহাদের তিন-চতুর্থাংশ এবং অংগরাজ্যগুলির আহূত সভাসমূহে আনীত হইলে উহাদের তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া যাইবে। বর্তমানে অংগরাজ্যগুলির সংখ্যা ৫০ বলিয়া ধরা হয় যে সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে কার্যকর হইবার জন্য ৩৪টি রাজ্যের

৩। অনুমোদন

* "The Congress, whenever two-thirds of both Houses, *shall deem it necessary*, shall propose amendments to the constitution, or, on the application of the legislatures of two-thirds of the several states, shall call a convention for proposing amendments."

** "...the one or the other mode of ratification may be proposed by the Congress."

সম্মতি প্রয়োজন। সংশোধনী ব্যবস্থায় আরও বলা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি ব্যতীত উহাকে সিনেটে সমপ্রতিনিধিত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।*

সংশোধন পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার

সংবিধান সংশোধনের উপরি-বর্ণিত পদ্ধতির ব্যাখ্যা নিম্নের ছকটির সাহায্যে করা যাইতে পারে :

সংশোধন পদ্ধতি

ক। সংশোধনী প্রস্তাব আনয়নের পদ্ধতি	খ। অনুমোদনের পদ্ধতি
১। কংগ্রেসের উভয় কক্ষের উপস্থিত সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে প্রস্তাব আনয়ন ;	১। অংগরাজ্যসমূহের আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ (৩৮টি) দ্বারা অনুমোদন ,
অথবা	অথবা
২। রাজ্যসমূহের আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের (৩৪টি) অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত সভা দ্বারা প্রস্তাব আনয়ন।	২। এই উদ্দেশ্যে অংগরাজ্যসমূহে আহূত সম্মেলনের তিন চতুর্থাংশ (৩৮টি) দ্বারা অনুমোদন।

সংশোধনী প্রস্তাব আনয়নের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আজ পর্যন্ত একবারও ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং প্রথম পদ্ধতিটিকেই একমাত্র পদ্ধতি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সংশোধনের স্বাভাবিক পদ্ধতি

অপরপক্ষে, অনুমোদনেব দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আজ পর্যন্ত একবার মাত্র (২১তম সংশোধনের ক্ষেত্রে) ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব, কংগ্রেস কর্তৃক দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন এবং অংগরাজ্যসমূহের আইনসভার অন্তত তিন-চতুর্থাংশ (৩৮টি) দ্বারা উহাব অনুমোদনকেই সংবিধান সংশোধনের স্বাভাবিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

সংবিধানের এই সংশোধন পদ্ধতিতে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যের সম্মতি ব্যতীত সিনেটে উহার সমপ্রতিনিধিত্ব হ্রাস করা ছাড়া সংশোধন দ্বারা সংবিধানের যে-কোন ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করা যায়।

সংশোধন পদ্ধতির দুইটি লক্ষণীয় বিষয়

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের সংশোধন সম্পূর্ণভাবে আইনসংক্রান্ত কার্য (legislative function)। ইহাতে প্রস্তাব আনয়নের সময় রাষ্ট্রপতির এবং অনুমোদনের সময় অংগরাজ্যসমূহের গভর্ণরদের সম্মতির (assent) কোন প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, কংগ্রেস যদি আনীত প্রস্তাব অংগরাজ্যসমূহের নিকট

*" "no state, without its consent, shall be deprived of its equal suffrage "

অনুমোদনের (ratification) জন্য প্রেরণ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে কি হইবে? এ-সম্পর্কে ব্যবস্থা হইল যে রাজ্য আইনসভাসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ আবেদন করিলে কংগ্রেস 'একটি শাসনতান্ত্রিক সম্মেলন' (a constitutional convention) আহ্বান করিতে বাধ্য হইবে। এই সম্মেলনে সংশোধনী প্রস্তাবকে অনুমোদনের জন্য রাজ্য আইনসভাসমূহে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে কংগ্রেসকে উহা প্রেরণ করিতেই হইবে। এ-পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই অবশ্য অংগরাজ্যসমূহের আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের নিকট হইতে এরূপ আবেদন বা দাবি আসে নাই, কিন্তু সপ্তদশ সংশোধনের ক্ষেত্রে (যাহার দ্বারা সিনেটের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়) আবেদনকারীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে কংগ্রেস প্রস্তাবটিকে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ না করিয়া পারে নাই।

অনুমোদন পদ্ধতির বিভিন্ন দিকের আলোচনা

বলা হইয়াছে, অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতিটি অনুসৃত হইবে তাহা কংগ্রেসই ঠিক করিয়া দেয়। এ-সম্পর্কে কংগ্রেস যদি কোন ব্যবস্থা না করে তবে অংগরাজ্যগুলি হয় আইনসভাসমূহের নিকট, না-হয় সম্মেলনসমূহের নিকট অনুমোদনের প্রশ্ন বিচারের জন্য সংশোধনী প্রস্তাবটিকে উপস্থাপিত করিতে পারে। একবার প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রস্তাবটির পুনর্বিবেচনা করা যায়।

ইহাও বলা হইয়াছে যে, সাধারণত আইনসভাসমূহ দ্বারা অনুমোদনের পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। ইহার কারণ, এই পদ্ধতিটি সরল ও ব্যয়বিহীন। আইনসভাসমূহ বৎসরের কোন-না-কোন সময় অধিবেশনে থাকে। সুতরাং উহাদের পক্ষে সংশোধনী প্রস্তাব বিচার করার জন্য কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। অপরপক্ষে, সম্মেলনসমূহ দ্বারা অনুমোদন কার্য দ্রুত সম্পাদিত হইতে পারে, কারণ আহূত সম্মেলনসমূহ মাত্র ঐ একটি বিষয়েরই বিচারবিবেচনা করে। সুতরাং এই পদ্ধতিটি জটিল ও ব্যয়বহুল হইলেও যেখানে ২১তম সংশোধনের মত দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন সেখানে মধ্যে মধ্যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।* উপরন্তু, তত্ত্বের দিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে সম্মেলনসমূহ দ্বারা অনুমোদন-প্রশ্নের বিচারবিবেচনায় জনমত অধিক প্রতিফলিত হয়, কারণ প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দিকের পুংখানুপুংখ বিচার করিয়া দেখে।

অনুমোদন কার্য শেষ হইতে কয়েক মাস হইতে কয়েক বৎসর লাগিতে পারে।

* ২১তম সংশোধন দ্বারা মদ্যপান নিষিদ্ধকারী ১৮শ সংশোধনী অনুচ্ছেদ (18th Amendment enforcing prohibition) বাতিল করা হয়। ১৯৩২ সালে যে নির্বাচনে গণতন্ত্রী দলীয় (Democratic Party) রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস জয়লাভ করে সেই নির্বাচনে জনমতের প্রবল দাবি ছিল এই ব্যবস্থার বিলোপসাধনের জন্য।

তবে অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস অনুমোদনের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। যেমন, অষ্টাদশ বিংশ একবিংশ ও দ্বাবিংশ সংশোধনের বেলায় কংগ্রেস সাত বৎসর সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ১৯৬০ সালে আনীত শেষ সংশোধনেও ঐরূপ সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের মধ্যে উহা ৩৮টি রাজ্য দ্বারা অনুমোদিত না হইলে বাতিল হইয়া যাইবে। এখন প্রশ্ন, যে-ক্ষেত্রে এরূপ নির্দিষ্ট সময় না থাকে সে-ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি কতদিন অননুমোদিত থাকিলে বাতিল হইয়া যায়? সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, সুপ্রীম কোর্টের ১৯৩৯ সালের এক সিদ্ধান্তের ফলে (Coleman *v.* Miller) বর্তমানে উহা কখনও বাতিল হয় না—অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া রাজ্যসমূহের কাছে পড়িয়া থাকে। যাহা হউক, যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভা বা সম্মেলনের মাধ্যমে আনীত সংশোধন তিন-চতুর্থাংশ অংগরাজ্য দ্বারা অনুমোদিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন কার্যকর হয় না। ১৯২৪ সালে প্রস্তাবিত শিশুশ্রম রোধকারী সংশোধন এ-পর্যন্ত মাত্র ২৮টি রাজ্য দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যকর হইবার জন্য পূর্বে (যখন অংগরাজ্যের সংখ্যা ছিল ৪৮) ৩৬টি রাজ্যের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল, এবং বর্তমানে ৩৮টি রাজ্যের অনুমোদন প্রয়োজন।* এইভাবে মাত্র ১৩টি রাজ্য অনুমোদন না করিলে সংশোধনী প্রস্তাব কার্যকর হয় না বলিয়া ইহাকে ১৩টি রাজ্যের স্বৈরাচার (tyranny of thirteen States) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতি জটিল, দুরূহ ও সময়-সাপেক্ষ

o অতএব দেখা যাইতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি জটিল, দুরূহ ও সময়-সাপেক্ষ। ফলে সংবিধানের ১৭০ বৎসরের অধিককাল জীবনে উত্থাপিত সহস্রাধিক সংশোধনের মধ্যে মাত্র ২৮টি দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন বলে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয় এবং উহার মধ্যে আবার ২২টি তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের অনুমোদন বলে কার্যকর হয়। সুতরাং এ-পর্যন্ত মোট ২২ বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে। প্রথম ১০টি সংশোধনের কথা বাদ দিলে গড়ে ১৪ বৎসরে একটি করিয়া সংশোধন কার্যকর হইয়াছে। এইজন্য অনেকে সংবিধান সংশোধনের অপেক্ষাকৃত সরল

এইজন্য অনেক সময় সরল পদ্ধতি অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়

পদ্ধতি অবলম্বনের সুপারিশ করিয়া থাকেন। অন্যতম সুপারিশ হইল যে, কংগ্রেসে সাধারণ সংখ্যাধিক্যের (simple majority) বলে সংশোধন আনয়ন এবং তিন-চতুর্থাংশের পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্য দ্বারা অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হউক। অনেকে আবার রাজ্যসমূহের সাধারণ সংখ্যাধিক্য বলে অনুমোদনের কথাও বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, এই সকল নির্দেশিত সরল সংশোধন পদ্ধতি মার্কিন জনসাধারণের মনে

* পূর্বে যখন অংগরাজ্যের সংখ্যা ছিল ৪৮ তখন ৩৫টি রাজ্য এবং বর্তমানে যখন রাজ্যসংখ্যা ৫০ তখন ৩৭টি রাজ্য অনুমোদন করিলেও সংশোধন কার্যকর হইবে না।

বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে নাই। ইহার কারণ হইল, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সংশোধন জটিল ও সময়-সাপেক্ষ হইলেও সংবিধান স্থিতিশীল থাকে নাই। প্রথা ও রীতিনীতি, বিচারালয়ের ব্যাখ্যা, আইনসভার বিশ্লেষণ প্রভৃতি দ্বারা মার্কিন সংবিধান প্রয়োজনীয়ভাবে সম্প্রসারিত হইয়া সময়ের সহিত তাল রাখিয়াছে। লর্ড ব্রাইসের উক্তিকে পুনরুক্ত করিয়া বলা যায়, মার্কিন জাতির রূপান্তরের সংগে সংগে সংবিধানেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রপতি উইলসনের সুপ্রচলিত উক্তি যে, প্রাণবন্ত রাষ্ট্রনৈতিক সংবিধান বিবর্তনশীল হইতে বাধ্য (Living political constitutions must be Darwinian in structure)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান তাহার প্রকৃত উদাহরণ।

দুষ্পরিবর্তনীয়তা সত্ত্বেও মার্কিন সংবিধান সম্প্রসারিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে

সংক্ষিপ্তসার

সংবিধানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারও কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, সংবিধানে যেভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্র অপেক্ষা অংগরাজ্যগুলিরই শক্তিশালী হইবার কথা, কিন্তু বর্তমানে কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রই অধিক শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মূলে আছে বিবিধ কারণ—যথা, রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন, জাতির প্রতি আনুগত্যের উদ্ভব, সাম্প্রতিককালের ব্যাপক আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া সুপ্রীম কোর্টের সমর্থনের ফলে অনুমিত কেন্দ্রীয় ক্ষমতার (implied powers) বিশেষ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রিকরণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলি বিলুপ্ত হয় নাই—ঐ প্রকার শাসন-ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা এখনও অনেকাংশে ভোগ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত হইলেও উহাতে অলিখিত অংশ রহিয়াছে এবং উহা দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও সময়ের সহিত উহার সংগতিসাধন সম্ভব হইয়াছে। অনেকে বলেন, সংবিধান-বহির্ভূত পদ্ধতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের এরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে যে মনে হয় ঐ সংবিধান ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষাও সুপরিবর্তনীয়। এই ধারণা অবশ্য ভুল। রক্ষণশীলতার জন্য মার্কিন শাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় পরিমাণে পরিবর্তিত হইতে পারে নাই।

সংবিধানের সম্প্রসারণ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আদি রূপের প্রায় চারি-পঞ্চমাংশ অপরিবর্তিত আছে, তবুও ঐ শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহা সংঘটিত হইয়াছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্ভব, বিচার বিভাগের ব্যাখ্যা এবং সংবিধানের আনুষ্ঠানিক সংশোধন দ্বারা। সময়ের পরিবর্তনের সংগে এরূপ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং স্বাভাবিক পরিণতিই ঘটিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শাসন বিভাগ

(THE EXECUTIVE)

[রাষ্ট্রনৈতিক ও স্থায়ী শাসন বিভাগ—রাষ্ট্রপতি—নির্বাচন, ক্ষমতা ও কার্য, মার্কিন রাষ্ট্রপতির সহিত ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর তুলনা—উপরাষ্ট্রপতি—ক্যাবিনেট]

***রাষ্ট্রনৈতিক ও স্থায়ী শাসন বিভাগ* (The Political and the Permanent Executive) :** অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগও দুই অংশে বিভক্ত—যথা, রাষ্ট্রনৈতিক ও স্থায়ী শাসন বিভাগ। শাসন বিভাগের রাষ্ট্রনৈতিক বা অস্থায়ী অংশকে বলা হয় প্রেসিডেন্সী (Presidency)। ইহা রাষ্ট্রপতি, ক্যাবিনেট এবং রাষ্ট্রপতির সহিত সরকারীভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও এজেন্সী সমুদয় লইয়া গঠিত। এই প্রেসিডেন্সীর উপরই চূড়ান্ত পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত থাকে। শাসন বিভাগের অপর অংশ আমলাতন্ত্র (bureaucracy) বা স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের লইয়া গঠিত। বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান, আইনকে কার্যকর করা, ইত্যাদি ইহাদের কার্য।

প্রেসিডেন্সী ও আমলাতন্ত্র

রাষ্ট্রপতির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও এজেন্সী সমুদয়ের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব সচিব, পরামর্শদাতা ও সহকারী, বাজেটের ব্যুরো (Bureau of the Budget), অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ (Council of Economic Advisers), জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ (National Security Council) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির নিকটই ক্যাবিনেটের যৌথ কার্য বিশেষভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব লইয়াই একরূপ ব্যস্ত থাকেন, মিলিতভাবে সমস্যার বিচারবিবেচনার সুবিধা বা সময় পান না।*

প্রেসিডেন্সীর বিভিন্ন উপাদান

***রাষ্ট্রপতি* (President) :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার রাষ্ট্রপতি-শাসিত। তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতিই একমাত্র শাসক; আইনানুসারে মূল শাসনকর্তৃত্ব তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। মূল বলা হইতেছে কারণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি অনুসারে

---

* The Cabinet "is no longer the instrument once it was for consideration and adoption of major policies." Griffith

কিছু শাসনকর্তৃত্ব সিনেটের হস্তেও ন্যস্ত করা হইয়াছে।* যাহা হউক, রাষ্ট্রপতি তত্ত্ব ও কার্যক্ষেত্র—উভয় দিক দিয়াই শাসকপ্রধান (Head of the Government)।** ক্যাবিনেটের যৌথ কার্য বর্তমানে রাষ্ট্রপতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও এজেন্সী সমুদয়ের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ায় 'রাষ্ট্রপতি-পদের' গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি-পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি

নির্বাচন (Election): তত্ত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রপতি এক নির্বাচক-সংস্থা দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক অংগরাজ্য রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসে ঐ রাজ্যের প্রতিনিধির সমানসংখ্যক নির্বাচক নির্বাচন করে। কংগ্রেসের কোন সদস্য অথবা জাতীয় সরকারের কোন কর্মচারী এইরূপ মধ্যবর্তী নির্বাচক-সংস্থায় নির্বাচিত হইতে পারেন না। মধ্যবর্তী নির্বাচকগণ নির্দিষ্ট তারিখে নিজ নিজ অংগরাজ্যে সমবেত হইয়া গোপন ব্যালট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনকার্য সমাধা হইয়া গেলে ব্যালটগুলি ওয়াশিংটনে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় উহা গণনা করিয়া দেখা হয় যে, রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থী কেহ নির্বাচক-সংস্থার সদস্যসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন কি না। যদি কেহ এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন তবে তিনিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হন। আর কেহই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারিলে ঊর্ধ্বসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত অনধিক তিনজন প্রার্থীর মধ্য হইতে পুনরায় গোপন ভোটে কংগ্রেসের নিম্নতর কক্ষের (The House of Representatives) মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করা হয়। এইভাবে জনপ্রতিনিধি সভা আজ পর্যন্ত দুইজন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করিয়াছে।

তত্ত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রপতি এক পৃথক নির্বাচক-সংস্থা দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন

পূর্বে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদের জন্য একটিমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত। সংখ্যাধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী রাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতেন। এই পদ্ধতিতে ১৮০০ সালে দুইজন প্রার্থী সমানসংখ্যক ভোট পাইলে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন দ্বারা এই দুই পদাধিকারীর নির্বাচন-পদ্ধতিকে পৃথক করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে এরূপ পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়া সংবিধান-

* The Constitution has vested in the President "most, but not all, of the executive power." Ferguson and McHenry

** "The position of the President of the United States is double. He is the formal head of the nation…he is also effective head of the executive" Brogan

প্রণেতৃবর্গ সাধারণ জননেতাদের (demagogues) কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে এই পরোক্ষ নির্বাচন কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে নির্বাচক-সংস্থার সদস্যগণ দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন এবং তাঁহারা দলীয় প্রার্থীকেই সমর্থন করিতে অংগীকারাবদ্ধ থাকেন। ১৭৯৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত এই অংগীকার কখনও ভংগ করা হয় নাই। সুতরাং বর্তমানে দলীয় জননেতারাই রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হন। এই কারণে অনেকের মতে, সোজাসুজি প্রত্যক্ষ জনপ্রিয় নির্বাচনেরই ব্যবস্থা করা উচিত।

কিন্তু দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে

রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীকে অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক (natural-born citizen) হইতে হইবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ বৎসর বসবাস করিতে হইবে। তবে ১৪ বৎসর একাদিক্রমে বসবাসের প্রয়োজন হয় না।

যোগ্যতা ও কার্যকাল

রাষ্ট্রপতি ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। পূর্বে তাঁহার পুনর্নির্বাচনে সংবিধানগত কোনরূপ বাধা ছিল না; সংবিধান অনুসারে তিনি যতবার সম্ভব ততবারই পুনর্নির্বাচিত হইতে পারিতেন। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে এই শাসনতান্ত্রিক প্রথা গড়িয়া উঠে যে, কোন ব্যক্তি দুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। জেনারেল গ্রাণ্ট (General Grant), থিয়োডর রুজভেল্ট (Theodore Roosevelt) প্রভৃতির ন্যায় দুই-একজন রাষ্ট্রপতি এই প্রথা ভংগের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সফলকাম হন নাই। জেনারেল গ্রাণ্ট যখন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন জনপ্রতিনিধি সভা (The House of Representatives) প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল যে, জর্জ ওয়াশিংটনের সময় হইতে যে-প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহাকে ভংগ করা অবিবেচনামূলক এবং দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা বিরোধী কার্য হইবে। ইহার ফলে রাষ্ট্রপতি গ্রাণ্ট আর তৃতীয়বার নির্বাচনপ্রার্থী হন নাই। থিয়োডর রুজভেল্ট অবশ্য তৃতীয়বার নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটজনক সময়ে ফ্রাংকলিন রুজভেল্টকে তৃতীয় এবং চতুর্থবার রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত করিয়া এই প্রথা ভংগ করা হয়। বর্তমানে আবার উপরি-উক্ত প্রথাকে কার্যকর করা হইয়াছে। এইবার প্রথাটি আইনের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫১ সালে সংবিধানের দ্বাবিংশতিতম সংশোধন দ্বারা

বর্তমানে কোন ব্যক্তিই দুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না

ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিই দুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই রাষ্ট্রপতিকে দেশদ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কার্যের জন্ম ইমপিচ্‌মেণ্ট-পদ্ধতির দ্বারা পদচ্যুত করা যায়। এই পদ্ধতিতে জাতীয় আইনসভার নিম্নতর কক্ষ জনপ্রতিনিধি সভা (The House of Representatives) রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে এবং উচ্চতর কক্ষ সিনেট (The Senate) উহার বিচার করে। বিচারকার্যের সময় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যদি সিনেটের উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ অভিযোগ সমর্থন করেন তবেই রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়।

পদচ্যুতির পদ্ধতি

কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে অথবা তিনি পদত্যাগ করিলে অথবা পদচ্যুত হইলে শাসনকার্য পরিচালনার ভার পড়ে উপরাষ্ট্রপতির উপর। এই শতাব্দীতে তিনজন উপরাষ্ট্রপতি—যথা, থিয়োডর রুজভেল্ট, কুলিজ (Coolidge) এবং ট্রুম্যান (Truman) রাষ্ট্রপতির মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্য (Presidential Powers and Functions): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রধান কর্মকর্তাগণের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পন্ন।* ষ্ট্রং-এর (C. F. Strong) মতে, শুধু প্রধান কর্মকর্তা নহে, কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এইরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন কর্মকর্তা আর নাই।** সংবিধান যে-ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছে তাহার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচারালয়ের রায়, কংগ্রেস-প্রণীত আইন এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা। সুতরাং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই ক্ষমতাসমূহকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—যথা, শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, আইন বিষয়ক ক্ষমতা এবং বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা-বৃদ্ধি ও উহার কারণ

ক। শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers): রাষ্ট্রপতি হইলেন জাতীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান। তাঁহার কর্তব্য হইল দেখা যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান, কংগ্রেস-প্রণীত সকল আইন, পররাষ্ট্রসমূহের সহিত সন্ধি ইত্যাদি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতসমূহের

* "Every four years there springs from the vote created by the whole people a President over that great nation. I think the whole world offers no finer spectacle than this ; it offers no higher dignity..." John Bright

** ".. in no other constitutional state in the world today does there exist an officer with such vast powers as those of the President of the American Union."

রায় ও নির্দেশসমূহ যেন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী কার্যকর হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগীয় সকল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতসমূহের বিচারপতিগণকেও নিযুক্ত করিবার ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। অবশ্য, এই সকল নিয়োগ ব্যাপারে তাঁহাকে সিনেটের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে সিনেট সাধারণত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ ব্যাপারে অসম্মতি জ্ঞাপন করে না। ইহার কারণ হইল, রাষ্ট্রপতি এই সকল নিয়োগ করিবার পূর্বেই প্রচলিত সৌজন্যবিধি (Senatorial Courtesy) অনুসারে সিনেটে তাঁহার দলীয় সদস্যদের মতামত গ্রহণ করেন। সুতরাং পরে আর অসম্মতি জ্ঞাপনের ভয় থাকে না। শাসন বিভাগের কোন কর্মচারীকে পদচ্যুত করিবার জন্য অবশ্য রাষ্ট্রপতিকে সিনেটের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয় না, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব ক্ষমতা।

নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি সকল রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং এই পদাধিকারবলে তিনি শত্রুকে পরাস্ত করিবার জন্য যে-কোন কার্য করিতে পারেন। এই ক্ষমতার ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন সময়ে দেশে বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (*Habeas Corpus*) স্থগিত রাখা, রাশিয়া আক্রমণ করা, পিকিং-এ 'প্রতিরক্ষা' করা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে ক্ষমতা

বৈদেশিক ব্যাপার-পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত, কিন্তু তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলে তাহা কার্যকর হইবার জন্য সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশের চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। সিনেটের এই অনুমোদন এড়াইবার জন্য রাষ্ট্রপতিগণ অনেক সময় সন্ধি ব্যতিরেকেই পররাষ্ট্রের ভূখণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এইভাবে টেক্সাস, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, হায়তি প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। পরিশেষে, যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের একচেটিয়া হইলেও রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক বিষয় পরিচালনার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন করিয়া তুলিতে পারেন, তখন আর কংগ্রেসের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের হইলেও যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করিবার ক্ষমতা হইল এককভাবে রাষ্ট্রপতির।

বৈদেশিক ব্যাপার পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা

যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত ক্ষমতা

খ। আইন বিষয়ক ক্ষমতা (Legislative Powers): ল্যাস্কি বলিয়াছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় সকল সময়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর আইন

বিষয়ক ক্ষমতাকে ঈর্ষা করিতে বাধ্য।* বস্তুত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উপর শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতির আইন বিষয়ক ক্ষমতা বিশেষ নাই। তিনি কংগ্রেসের কোন পরিষদের সভ্য হইতে পারেন না বা পরিষদকে ভাঙিয়া দিতে পারেন না; কংগ্রেসের কোন পরিষদের সভায় উপস্থিত হইয়া ইচ্ছামত বক্তৃতা করিতে পারেন না; স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তিনি কোন বিলও উত্থাপন করিতে পারেন না। শাসনতান্ত্রিক এই সকল বাধা সত্ত্বেও কালক্রমে এরূপ প্রথাগত রীতিনীতির উদ্ভব হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি কার্যক্ষেত্রে হইয়া দাঁড়াইয়াছেন আইন বিষয়ক কার্যপরিচালনার সর্বাধিনায়ক। এই পরিবর্তনের মূল কারণ হইল দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব। সাধারণত কংগ্রেসের দুই পরিষদেই রাষ্ট্রপতির দলের সংখ্যাধিক্য থাকে। ইহার ফলে রাষ্ট্রপতি যে-আইন প্রণয়ন প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন কংগ্রেস সেই আইন প্রণয়নে অগ্রসর হয়। অবশ্য কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির দলের সংখ্যাধিক্য না থাকিলে এই পদ্ধতি কার্যকর হয় না।

তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতির আইন বিষয়ক ক্ষমতা বিশেষ নাই

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন আইন বিষয়ক কার্যপরিচালনার সর্বাধিনায়ক

এই পরিবর্তনের কারণ:
১। দলীয় ব্যবস্থা

দ্বিতীয়ত, সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি বিশেষ বিশেষ সময়ান্তরে কংগ্রেসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদাদি জ্ঞাপন করিতে বাধ্য। সংবাদ জ্ঞাপনের সময় যে-যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলিয়া মনে করেন সে-সম্বন্ধেও সুপারিশ প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি অনেক সময় এই সংবাদ ও সুপারিশ প্রেরণের ক্ষমতা এরূপভাবে ব্যবহার করেন যে, সাধারণেও যেন ঐ বিশেষ আইনের প্রয়োজনীয়তা একরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। তখন কংগ্রেসের পক্ষে ঐ আইন পাস করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

২। সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতার সুযোগ্য ব্যবহার

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সংবাদপত্রগুলির নিকট রাষ্ট্রের নীতি ও শাসন পরিচালনা সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য পেশ করেন। ইহাতে এবং তাঁহার বেতার বক্তৃতা দ্বারা জনমত বিশেষভাবে গঠিত হয়। এইভাবে গঠিত জনমতের সাহায্যে প্রয়োজন হইলে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। অর্থাৎ, তাঁহার নির্দেশানুযায়ী আইন প্রণয়ন না করিলে জনমতের সমক্ষে কংগ্রেসকে দাঁড় করাইয়া উহার সমালোচনা করেন। অনেক সময় এইভাবে জনমতের সমর্থন হারাইবার ভয়ে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির নির্দেশকে আইনের রূপ দিতে বাধ্য হয়।

৩। রাষ্ট্রপতির জনমত গঠন করিবার ক্ষমতা

* "Under all normal circumstances an American President must envy the legislative position of the British Prime Minister."

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতির হস্তে যে অসংখ্য পদে নিয়োগ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বিতরণের ভার রহিয়াছে তাহার দ্বারাও তিনি কংগ্রেসের অনেক সদস্যকে নিজের সমর্থনে টানিয়া আনেন। সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার (spoils) বিতরণ দ্বারা তিনি অনেক সদস্যকে ব্যক্তিগত দলভুক্ত করিয়া থাকেন।

৪। চাকরি বিতরণ

পরিশেষে, কংগ্রেস পাস করিলেই বিল আইনে পরিণত হয় না। ইহার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিরও প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতিজ্ঞাপন করিতে অস্বীকার করিলে তখন ইহাকে কংগ্রেসের উভয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যের ভোটে পুনরায় পাস করা ছাড়া ঐ আইন প্রণয়নের আর কোন পন্থা নাই। কংগ্রেসের দুইটি পরিষদের কোনটিতে যদি রাষ্ট্রপতির দলের এক-তৃতীয়াংশের কিছু অধিক সদস্যও থাকে, তবে এই বিল কখনও আইনে পরিণত হইবে না। সুতরাং কংগ্রেস যদি রাষ্ট্রপতি নির্দেশিত বিল পাস করিতে অস্বীকার করে, তবে রাষ্ট্রপতিও কংগ্রেস কর্তৃক প্রেরিত বিলে সম্মতিজ্ঞাপন করিতে অস্বীকার করিবেন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে তাঁহার নির্দেশিত আইন প্রণয়নে বাধ্য করিতে পারেন। আজ পর্যন্ত ৬০০ বারের অধিক এই ক্ষমতার ব্যবহার করা হইয়াছে। যদিও সংবিধানে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা অতি সামান্য হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে কিন্তু কার্যত রাষ্ট্রপতির এই 'সামান্য ভূমিকা' এখন প্রধান ভূমিকায় পরিণত হইয়াছে।*

৫। রাষ্ট্রপতির বিলে অসম্মতি জ্ঞাপনের ক্ষমতা

গ। বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা (Judicial Powers): ইমপিচ্‌মেণ্ট ছাড়া অন্য যে-কোন পদ্ধতিতে বিচারের দণ্ড মার্জনা করিবার বা দণ্ডাদেশ হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। এই ক্ষমতা সাধারণত প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানেরই থাকে। পার্লামেণ্টীয় সরকারে ইহা ব্যবহৃত হয় মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের পতি ও শাসন বিভাগের কর্তা বলিয়া তিনি স্ববিবেকানুযায়ী ইহার ব্যবহার করেন।

রাষ্ট্রপতি স্ববিবেকানুযায়ী এই ক্ষমতার ব্যবহার করেন

উপসংহারে বলা যায়, রাষ্ট্রপতি-পদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেকখানি নির্ভর করে পদাধিকারীর ব্যক্তিত্ব ও কর্মক্ষমতার উপর। ব্রাইস প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কেন বিখ্যাত ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হন না (Why great men are not chosen Presidents)। সেই সময় হইতে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীর জটিল সমস্যা যে শক্তিশালী নেতৃত্বের দাবি করে তাহার ফলে শক্তিমান

* "...The President's influence as chief-lawmaker now bulks larger than his executive authority." Lindsay Rogers

পুরুষগণই এই পদে অধিষ্ঠিত হইতেছেন। ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট, উড্রু উইলসন, আইসেনহাওয়ার প্রভৃতি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি লিংকন বা ওয়াশিংটনের মতই শাসন-ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।* জাতিগোষ্ঠীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান মর্যাদা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিজ্ঞানের বিপুল প্রসার প্রভৃতি এই যুগে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে বিশ্বের রংগমঞ্চে প্রধান ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ দিয়াছে। এ-ভূমিকা কোন বিশেষ রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহার নিজেরই ক্ষুদ্রতা প্রমাণিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহিত ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর তুলনা (A Comparison between the President of U. S. A. and the British Prime Minister) : তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উভয়েই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এক নির্বাচক-সংস্থা দ্বারা এবং প্রধান মন্ত্রী তত্ত্বগতভাবে নির্বাচিত হন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দ্বারা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উভয় নির্বাচনই হইল সম্পূর্ণভাবে জননির্বাচন বা জনপ্রিয় নির্বাচন (popular election)। মার্কিন দেশে প্রাথমিক নির্বাচক জানে যে, নির্বাচক-সংস্থায় তাঁহার নির্বাচিত সদস্য রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থী কোন ব্যক্তিকে সমর্থন করিবেন, এবং ইংল্যাণ্ডেও সাধারণ নির্বাচক জানে যে, সে যে-দলকে সমর্থন করিতেছে সেই দল কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে কোন্ ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিবেন। সুতরাং প্রধান কর্মকর্তা (chief executive) মনোনয়নের দিক দিয়া উভয় দেশেই তত্ত্ব ও ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

উভয়েই তত্ত্বের দিক হইতে পরোক্ষভাবে কিন্তু কার্যত প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত

মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতি ও ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদের মধ্যে দ্বিতীয় সংগতি সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ, উভয়েই শাসক-প্রধান বা প্রধান কর্মকর্তা। প্রকৃতপক্ষে, দুইটি প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকপ্রধান হিসাবেই তাঁহাদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে তুলনা করা হয়।

উভয়েই শাসকপ্রধান

ল্যাস্কির মতে, এই তুলনামূলক বিচারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা অধিক ও ন্যূন উভয়ই বিবেচিত হইবেন।** প্রথমত, পদমর্যাদার দিক হইতে দেখিলে, ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ন্যূন। প্রধান মন্ত্রী শুধু শাসকপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান নহেন। রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের পতি, শাসন বিভাগেরও কর্তা। রাষ্ট্রের পতি হিসাবে তিনি যে সামাজিক মর্যাদা ভোগ করেন তাহা ব্রিটিশ

পদমর্যাদার দিক দিয়া প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ন্যূন

* "The American presidential system has been moulded by what our great chief executives have chosen to do and were able to do because of the force of their character." Dimock and Dimock, *American Government in Action*

** The President is "both more and less than a Prime Minister."

প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। ব্রিটেনে সামাজিক মর্যাদা রাজা বা রাণীর প্রাপ্য ; প্রধান মন্ত্রী ইহার অংশীদাররূপে পরিগণিত হন না।

শাসন বিভাগের উপর কর্তৃত্বের দিক হইতেও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ন্যূন। তত্ত্বগতভাবে প্রধান মন্ত্রী হইলেন সমমর্যাদাসম্পন্ন পদাধিকারী-দের মধ্যে প্রধান (chief among equals)। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যগণ প্রধান মন্ত্রীর সহকর্মী, তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী নহেন। কমন্স সভার নিকট দায়িত্ব হইল যৌথভাবে সকল মন্ত্রীর—একা প্রধান মন্ত্রীর নহে। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতির কোন সহকর্মী নাই—ক্যাবিনেটের সদস্যগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। ইহাদের দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট এবং সমগ্র শাসন বিভাগের জন্য রাষ্ট্রপতি হইলেন এককভাবে দায়ী। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া জেনিংস বলিয়াছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন একক ভাবে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, কিন্তু ব্রিটেনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল যুদ্ধ-কালীন ক্যাবিনেট (War Cabinet)—একা চার্চিল নহেন। উপরন্তু, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীকে সর্বদা দলীয় সংহতির কথা চিন্তা করিতে হয় ; এ-চিন্তা কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতির পথে বিশেষ প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিতে পারে না। উইলসনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দল বা সমগ্র জাতি উভয়েরই নেতা হইতে পারেন, তবে তিনি যদি জাতিরই নেতৃত্ব করার সিদ্ধান্ত করেন তাহা হইলে তাঁহার দল তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না।

শাসন বিভাগের উপর কর্তৃত্বের দিক হইতেও প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ন্যূন

রাষ্ট্রপতি তাঁহার দলকে উপেক্ষা করিতে পারেন, প্রধান মন্ত্রী পারেন না

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর পদমর্যাদা ও শাসনক্ষমতা সম্পন্ন হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইন বিষয়ক ক্ষমতায় প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা ন্যূন। ইহার কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রবর্তিত আছে, ইংল্যাণ্ডে নাই। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেটই আইন প্রণয়ন করে। পার্লামেন্টের কার্য ক্যাবিনেট-প্রণীত আইনে সম্মতি প্রদান করা মাত্র। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়নই কংগ্রেসের উভয় কক্ষের প্রধান কার্য। রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার ক্যাবিনেটের কোন সদস্য এই আইন প্রণয়ন কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ প্রেরণ করিয়াই নিরস্ত হইতে হয়। তাঁহার প্রেরিত নির্দেশ উপেক্ষিতও হইতে পারে। তখন তাঁহার পক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা ছাড়া আর কোন বিশেষ উপায় নাই। সুতরাং ল্যাস্কির উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া

কিন্তু আইন বিষয়ক ক্ষমতায় রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা ন্যূন

বলা যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি সর্বদাই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর আইন বিষয়ক ক্ষমতাকে ঈর্ষা করিবেন।

· সুতরাং ল্যাস্কির উক্তি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী একই সংগে পরস্পর হইতে ন্যূন এবং পরস্পর হইতে অধিক—তাহা সমর্থনীয়।

উপসংহার : আধুনিক মতানুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীর উর্ধ্বে

তবুও অধিকাংশ আধুনিক লেখকের মতে, সামগ্রিক ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক দিয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতির স্থান ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর উর্ধ্বে নির্দেশ করিতে হয়। অধ্যাপক অগ (F. A. Ogg) এবং অধ্যাপক রে (P. O. Ray) বলেন, একনায়কগণকে বাদ দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকপ্রধান।* গ্রিফিথের মতে, ক্ষমতা ও প্রভাবপ্রতিপত্তিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত।** এ্যাসকুইথের (Asquith) অভিমত যে, ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদকে পদাধিকারী যাহা ইচ্ছা তাহাতেই পরিণত করিতে পারেন, তাহার বিরোধিতা করিয়া ইঁহারা বলেন যে, কোন প্রধান মন্ত্রীই তাঁহার পদকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সমান মর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন নাই। উড্র উইলসন (Woodrow Wilson) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে 'কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা' (Congressional Government) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এ-বর্ণনা আজ মোটেই প্রযোজ্য নহে, তাঁহার সময়েও প্রযোজ্য ছিল না। সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে অনেকাংশে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীন করিলেও জেফারসন, জ্যাকসন, লিংকন, থিয়োডর রুজভেল্ট, উইলসন, ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট প্রভৃতি রাষ্ট্রপতি ঐ পদকে অকল্পনীয়-ভাবে কংগ্রেসের প্রভাবমুক্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন।

আধুনিক মতে, রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন

অপরদিকে কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর পদমর্যাদা, কর্তৃত্ব প্রভৃতি সকলই এখনও সর্বদা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া আছে। বিরোধী দল, প্রধান মন্ত্রীর নিজের দল, ক্যাবিনেটে তাঁহার সহকর্মিগণ—সকলেই যেন প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাব লইয়া কার্য করিয়া থাকেন। ফলে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর পদ মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদের সমতুল্য হইয়া উঠিতে পারে নাই।†

---

* The President of the U S. A. "has become—with the exception of certain of Europe's Dictators—the most powerful head of the government known to our day." Ogg and Ray, *Introduction to American Government*

** "......the powers and influence of a President are enormous, certainly exceeding those of a Prime Minister." E. S. Griffith, *The American System of Government*

† Ferguson and McHenry, *American System of Government*; Finer, *Governments of Greater European Powers*

***উপরাষ্ট্রপতি* (The Vice-President) :** উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির ন্যায় একই পদ্ধতিতে এবং একই কার্যকালের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁহার প্রধান কার্য হইল—(ক) সাধারণ অবস্থায় সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করা, এবং (খ) মৃত্যু পদত্যাগ পদচ্যুতি ইত্যাদির দ্বারা রাষ্ট্রপতির আসন শূন্য হইলে রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হইয়া কার্য পরিচালনা করা। উপরাষ্ট্রপতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করিতে অপারগ হইলে তাঁহার স্থানাধিকার করেন অস্থায়ী সভাপতি (President *Pro Tempore*) ; কিন্তু উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে ঐ পদ অধিকার করেন জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার। বর্তমানে অনেক সময় উপরাষ্ট্রপতিকে ক্যাবিনেটের সভায় যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়। আইসেনহাওয়ার উপরাষ্ট্রপতি নিক্সনকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে ক্যাবিনেটের সভাপতিত্ব করিবার দায়িত্বও দিয়াছিলেন।

নির্বাচন ইত্যাদি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস উপরাষ্ট্রপতিকে সহজেই ভুলিয়া যায়। পদটি আনুষ্ঠানিক-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হইলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা উচ্চাকাংক্ষাসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদদের সমাধিস্থল বলিয়া পরিগণিত হয়। ফলে পদাধি-কারীকে 'অনাবশ্যক মহামহিম' (His Superfluous Highness) প্রভৃতি পরিহাসমূলক উক্তিতেও অভিহিত করা হইয়াছে।

উপরাষ্ট্রপতি-পদের মর্যাদা

উপরাষ্ট্রপতির পদ কার্যত এইরূপ মর্যাদাশূন্য হইবার দুইটি প্রধান কারণ আছে—যথা, (ক) দলীয় মনোনয়ন ব্যবস্থা, এবং (খ) সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতা। দুই রাষ্ট্রনৈতিক দলই সাধারণত উপদল, স্বার্থ ইত্যাদিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য জাতীয় দিক দিয়া একরূপ অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকেই উপরাষ্ট্রপতি-পদের জন্য মনোনয়ন করে। ফলে জাতি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সিনেটের সভাপতি হিসাবে বিশেষ কিছু করিবারও নাই। ডয়েসের (Dawes) মত দুই-একজন উপরাষ্ট্রপতি সিনেটে তাঁহাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমর্থ হন নাই। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও কর্মদক্ষ ব্যক্তির কর্মস্পৃহা কমিয়া যাইতে বাধ্য। অধিকাংশ মার্কিন উপরাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে ইহাই ঘটে, কর্মে নিস্পৃহার ফলে ধীরে ধীরে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া যান।

সম্প্রতি ওয়ালেশ, নিক্সন প্রভৃতি উপরাষ্ট্রপতি এই পদকে যে গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তোলা সম্ভব তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। এই ধরনের উপরাষ্ট্রপতিদের লইয়া রাষ্ট্রপতিদের হয় কিছুটা বিপদ। ফলে উপরাষ্ট্রপতির হস্তে কিছু কর্তৃত্বও সমর্পণ করিতে হয়। আইসেনহাওয়ার নিক্সনের ক্ষেত্রে তাহাই করিয়াছিলেন।

উপরাষ্ট্রপতির পক্ষে যে যে-কোন সময় রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হওয়ার প্রয়োজন

হইতে পারে, এই সম্ভাবনায় বিচার কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা করে না। তাই উপরাষ্ট্রপতি-পদে রাষ্ট্রপতির সমতুল্য ব্যক্তিকে মনোনীত না করিবার প্রচেষ্টাই করা হয়। তবুও থিয়োডর রুজভেল্টের ন্যায় কোন কোন ব্যক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, উপরাষ্ট্রপতির পদ হইতে রাষ্ট্রপতির পদে উন্নীত হইলে তাঁহারা রাষ্ট্রপতিরই সমতুল্য, এমনকি অধিক হইতেও সমর্থ।

পদটিকে আরও গুরুত্ব প্রদান করা উচিত

রাষ্ট্রপতির দপ্তর, ইত্যাদি (President's Secretariat, etc.) : রাষ্ট্রপতির দপ্তর নূতন কোন সংস্থা নহে। তবে পূর্বে ইহা ছিল ক্ষুদ্রাকার, কিন্তু বর্তমান কর্মমুখর রাষ্ট্রের দিনে হইয়া উঠিয়াছে বৃহদাকার। ফলে দপ্তরের সংগঠনও কতকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আইসেনহাওয়ার রাষ্ট্রপতির সহকারী (Assistant to the President) পদের সৃষ্টি করিয়া ঐ পদাধিকারীর হস্তে বাজেটের ব্যুরো, জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ প্রভৃতি তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সংহতিসাধনের ভার দিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি হুভার (Hoover) তিনজন প্রধান শাসন বিভাগীয় কর্মসচিব (Executive Secretaries) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই সকল কর্মসচিবের সংখ্যার ও কার্যাবলীর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলেও ইহারাই রাষ্ট্রপতির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা ছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক বিশেষ সহকারী (Special Assistants), বিশেষ উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ (Special Counsels and Experts) রাষ্ট্রপতির সংগে জড়িত আছেন। ইহারাই 'রাষ্ট্রপতির সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি' নামে অভিহিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই সকল এজেন্সী ব্যক্তিসমুদয়ের নিকটই বর্তমানে ক্যাবিনেটের যৌথ কার্যাবলী অনেকাংশে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ক্যাবিনেট (The Cabinet) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট যে সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, উহা যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। সংবিধানে ক্যাবিনেটের ব্যবস্থা না করিলেও সংবিধান প্রণেতৃবর্গ ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপতির পক্ষে কোন সংস্থার নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হইবে। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, সিনেটই এই পরামর্শদানের ভার গ্রহণ করিবে। কিন্তু প্রথম রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন দেখিলেন যে, সিনেট প্রত্যক্ষ পরামর্শদানে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তখন তিনি বিভাগীয় প্রধানদের বৈঠক আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই এইরূপ বৈঠক 'ক্যাবিনেট বৈঠক' (Cabinet Meetings) নামে অভিহিত হইল, এবং উহা হইতে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল বর্তমান ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা—যাহা বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম অংগ বলিয়া পরিগণিত।

উদ্ভব

(ক্যাবিনেট সাধারণত রাষ্ট্রপতি এবং শাসন বিভাগীয় দপ্তর ও এজেন্সীসমূহের কর্মকর্তাদের লইয়া গঠিত হয়। সময় সময় উপরাষ্ট্রপতিকেও ক্যাবিনেটের সদস্য মনোনয়ন করা হয়) রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার উপরাষ্ট্রপতি নিক্সনকে শুধু ক্যাবিনেটে আহ্বানই করেন নাই, নিজের অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করিবার ভারও দিয়াছিলেন। (কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি বা কোন দপ্তরের প্রধান ক্যাবিনেটের সদস্য হইবেন কি না, তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির উপর)

গঠন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট এখনও আইনের স্বীকৃতিলাভ করে নাই। প্রথাগত রীতিনীতির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা এবং আইনের স্বীকৃতিলাভ না করা—এই দুই দিক দিয়াই ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের মিল দেখা যায়। কিন্তু উভয় দেশের ক্যাবিনেট-ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। বস্তুত, ব্রিটেনের ধরনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের মূলত কোন সাদৃশ্য নাই বলিলেও চলে।* প্রথমত, গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়া দুই দেশের ক্যাবিনেটের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে প্রধান মন্ত্রীর কতকটা প্রাধান্য থাকিলেও ক্যাবিনেটের সদস্যগণ হইলেন তাঁহার সহকর্মী, অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সদস্যগণ পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা, নিম্নতন কর্মচারী বা 'কেরানী' মাত্র—তাঁহার সহকর্মী নহেন।** তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। নিয়োগ ব্যাপারে অবশ্য সিনেটের আনুষ্ঠানিক সমর্থনের প্রয়োজন হয়; কিন্তু সিনেট এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করে। ফলে কাহারা ক্যাবিনেটের সদস্য হইবেন তাহা প্রধানত নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব মতামতের উপর।†

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সহিত তুলনা :
ক। সাদৃশ্য

খ। বৈসাদৃশ্য :
১। উভয়ের গঠন-প্রকৃতি পৃথক

রাষ্ট্রপতি সাধারণত নিজ দল হইতেই ক্যাবিনেটের সদস্য নিয়োগ করেন ; কিন্তু তাঁহাকে ইহা যে করিতেই হইবে এরূপ কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই) ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট নিজে গণতন্ত্রী দলের (Democratic Party) লোক হইয়াও সাধারণতন্ত্রী

* "...the American Cabinet hardly corresponds to the classic idea of a cabinet to which representative government in Europe has accustomed us." Laski, *American Presidency*

** "The Cabinet is a mere collection of Presidential minions, 'clerks', as they have been called." Finer

† "...an American 'cabinet' unlike a British is purely the creation and creature of its chief." Brogan

দলের সহিত সংশ্লিষ্ট আইক্স্ (Ickes) এবং ওয়ালেশকে (Wallace) ক্যাবিনেটের সদস্যপদে নিযুক্ত করেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এ-ধরনের কার্য কল্পনাতীত বিবেচিত হয়।

ইংল্যাণ্ডে প্রধান মন্ত্রীকে যে-ব্যক্তিকে ক্যাবিনেটে মনোনয়ন করিতে হয় তাহা একপ্রকার নির্দিষ্ট থাকে, কারণ প্রধান মন্ত্রীর দল এবং সমগ্র দেশ আশা করে যে অমুক অমুক ব্যক্তি ক্যাবিনেটে স্থান পাইবেন। এই দলীয় ও জাতীয় সিদ্ধান্তের (verdict) বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় না। অবশ্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণের পর প্রধান মন্ত্রী নিজস্ব বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ্যাটর্নী-জেনারেলের পদ ব্যতীত ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্য নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা এত ব্যাপক যে উহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়াই গণ্য করা হয়। ক্যাবিনেটের সদস্যপদে কোন ব্যক্তির দাবিই অপরিহার্য বিবেচিত হয় না।*

২। যৌথ সংস্থা হিসাবে গুরুত্বও এক নহে

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটকে আবার একটি পরিষদ (body) বলিয়াও বর্ণনা করা ভুল ; ইহার কোন যৌথ দায়িত্ব নাই, অর্পিত বিশেষ কোন যৌথ কার্যভারও নাই। উদ্ভবের পর বেশ কিছুদিন ধরিয়া ইহা যৌথভাবে পরামর্শ করিয়া জাতীয় নীতি নির্ধারণ করিত। কিন্তু প্রায় বিগত একশত বৎসর ধরিয়া, বিশেষ করিয়া এই শতাব্দীর সুরু হইতে, ইহার এই যৌথ কার্যের গুরুত্ব দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। বর্তমান কর্মমুখর রাষ্ট্রের দিনে শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ দপ্তরের কাজে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ায় আর যৌথভাবে নীতি-নির্ধারণের বিশেষ সুযোগসুবিধা পান না। ফলে যৌথ কার্য ও নীতি-নির্ধারণের ভার মূলত হস্তান্তরিত হইয়াছে 'প্রেসিডেন্সী'র নিকট।** এখনও প্রতি শুক্রবার ক্যাবিনেটের সভা আহূত হয়, কিন্তু সভায় ক্যাবিনেট সদস্যগণ যৌথভাবে নীতি-নির্ধারণ করা অপেক্ষা নিজ নিজ দপ্তর সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানই অধিক করিয়া থাকেন। সভায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শলাপরামর্শ করা হইলেও রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা না করিলে কোন ভোট লওয়া হয় না। এ্যাব্রাহাম লিংকনের উক্তি যে, ক্যাবিনেটের সভায় একমাত্র রাষ্ট্রপতির ভোটই কার্যকর, তাহা সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলা হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, যৌথ সংস্থা হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে।

* "In Cabinet personnel...the President is the master" Ferguson and McHenry, *American System of Government*

** ২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রিটেনে কিন্তু রাষ্ট্রকার্য বৃদ্ধির ফলে ক্যাবিনেটের অনুরূপ অবনতি ঘটে নাই। দপ্তরসমূহের বিপুল কর্মভার সত্ত্বেও ঐ দেশে ক্যাবিনেট যৌথ সংস্থা হিসাবে গুরুত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে)

রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার ক্যাবিনেটের দপ্তর (Cabinet Secretariat), ক্যাবিনেটের কর্মসচিব (Cabinet Secretary) প্রভৃতি সংস্থা ও পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এই অবনতির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিরোধে বিশেষ সমর্থ হন নাই। সুতরাং (অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট যে নীতি-নির্ধারণের দিক দিয়া ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সহিত অন্তত কতকটা তুলনীয়ও হইবে, সে আশা পোষণ করা যায় না।

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সদস্যগণের সহিত ব্যবস্থা বিভাগের সম্পর্কও কোনমতে ব্রিটিশ ব্যবস্থার অনুরূপ নহে।

৩। ব্যবস্থা বিভাগের সহিত সম্পর্কও বিপরীত

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রবর্তিত থাকার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সদস্যগণ কংগ্রেসের কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন না, আইন প্রণয়ন কার্য পরিচালনা কবিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই, কংগ্রেসের নিকট তাঁহাদের কোনরূপ দায়িত্বও নাই। তাঁহাদের দায়িত্ব হইল সম্পূর্ণভাবে একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট, এবং রাষ্ট্রপতি হইলেন সমগ্র শাসন বিভাগের কার্যের জন্য এককভাবে দায়িত্বশীল। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির জন্য রাষ্ট্রপতির এই দায়িত্ব ব্যবস্থা বিভাগ বা কংগ্রেসের নিকট নহে—জনসাধারণের নিকট মাত্র) কিন্তু এক ইমপিচ্‌মেণ্টের পদ্ধতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতির এই দায়িত্ব কার্যকব করার আর কোন উপায় নাই।

উপসংহার

(অতএব, সকল দিক দিয়াই লর্ড ব্রাইসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার করা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের ক্যাবিনেটের সহিত ততটা তুলনীয় নহে যতটা তুলনীয় হইল কোন জার (Czar) বা সুলতান বা কনস্‌টানটাইন-জাষ্টিনিয়ানের মত রোমক সম্রাটের মন্ত্রি-পরিষদের সহিত।* এই সকল মন্ত্রি-পরিষদ ছিল জনসাধারণের সহিত সম্পর্কবিহীন এবং সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের মুখাপেক্ষী ; মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণও হইলেন আইনসভার নিকট দায়িত্বহীন এবং একরূপ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভরশীল। অন্যভাবে বলা যায়, ইহা রাষ্ট্রপতিরই ক্যাবিনেট (Cabinet of the President), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট নহে।)

* The American Cabinet "resembles not so much the Cabinets of England and France as the group of ministries who surround the Czar or the Sultan or who executed the bidding of a Roman Emperor like Constantine or Justinian."

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রনৈতিক ও স্থায়ী শাসন বিভাগ: অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগও দুই অংশে বিভক্ত—রাষ্ট্রনৈতিক ও স্থায়ী শাসন বিভাগ। রাষ্ট্রনৈতিক শাসন বিভাগকে বলা হয় প্রেসিডেন্সী এবং স্থায়ী শাসন বিভাগ আমলাতন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্সী রাষ্ট্রপতি, ক্যাবিনেট, অন্যান্য কর্মসচিব ও এজেন্সীসমূহ লইয়া গঠিত। এই সকল কর্মসচিব এবং এজেন্সীর নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ কার্যাবলী বর্তমানে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি: সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিই একমাত্র শাসক। তিনি তত্ত্ব ও কার্যক্ষেত্র উভয় দিক দিয়াই শাসকপ্রধান। তবে শাসন বিষয়ক সকল ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত নহে; নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি অনুসারে কিছু ক্ষমতা সিনেট ব্যবহার করিয়া থাকে।

তত্ত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের উদ্ভবের ফলে কার্যক্ষেত্রে এই নির্বাচন হইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রত্যক্ষ। বর্তমানে কোন ব্যক্তিই দুই বারের অধিক রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারেন না। কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির আসন শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি ঐ পদে উন্নীত হন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা: মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য করা হয়। তাঁহার শাসনসংক্রান্ত, আইনসংক্রান্ত ও বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে তাঁহার আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা না থাকিবারই কথা, কিন্তু কার্যত তিনি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন আইন বিষয়ক কার্য-পরিচালনার সর্বাধিনায়ক। রাষ্ট্রপতি কিরূপ ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন হইবেন তাহা অনেকটা নির্ভর করে বিশেষ পদাধিকারীর ব্যক্তিত্ব ও কর্মক্ষমতার উপর।

ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সহিত তুলনা: অনেক সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদের সহিত ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদের তুলনা করা হয়। তুলনায় উভয়ে পরস্পর হইতে অধিক ও ন্যূন বিবেচিত হন। তবুও মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা অধিক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

উপরাষ্ট্রপতি: উপরাষ্ট্রপতির পদকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে পদটি সম্ভাবনাপূর্ণ হইতে পারে। উপরন্তু, উপরাষ্ট্রপতি যে-কোন সময় রাষ্ট্রপতি-পদে উন্নীত হইতে পারেন বলিয়া পদটিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

ক্যাবিনেট: ক্যাবিনেট সংবিধান-বহির্ভূত পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং আইনের স্বীকৃতি এখনও লাভ করে নাই। এই দিক দিয়া ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সহিত মিল থাকিলেও উভয় দেশের ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্যই অধিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটকে রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট বলা যায়। ইহার কোন যৌথ দায়িত্ব নাই; নীতি-নির্ধারণের যৌথ ভারও ইহার নিকট হইতে বর্তমানে অনেকাংশে হস্তান্তরিত হইয়াছে। উপরন্তু, ব্যবস্থা বিভাগের সহিত ইহার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। এই সকল কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটকে রোমক সম্রাটদের মন্ত্রি-পরিষদের সহিত তুলনা করা হয়, পার্লামেন্টীয় সরকারের ক্যাবিনেটের সহিত নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবস্থা বিভাগ

(THE LEGISLATURE)

[কংগ্রেস—জনপ্রতিনিধি সভা—ইহার ক্ষমতা ও কার্য—স্পীকার। সিনেট—ক্ষমতা ও কার্য। কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্য—কমিটি-ব্যবস্থা]

কংগ্রেস (The Congress) : সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি অনুসরণ করিলেও সরকারের নীতি বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগকেই অধিক শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্বারাই ব্যবস্থা বিভাগ গঠনের ব্যবস্থা করিয়া ইহার উপর রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণের কতকটা ভার দিয়াছেন। এই ব্যবস্থা বিভাগ বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা 'কংগ্রেস' নামে অভিহিত। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার মত কংগ্রেসও দ্বি-পরিষদসম্পন্ন। নিম্নতর কক্ষের নাম জনপ্রতিনিধি সভা (The House of Representatives) এবং উচ্চতর কক্ষের নাম সিনেট (The Senate)। সিনেট যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি—অর্থাৎ, সকল অংগরাজ্যের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এবং জনপ্রতিনিধি সভা জাতীয় নীতিতে—অর্থাৎ, সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। কিন্তু জনপ্রতিনিধি সভা জনপ্রিয় পরিষদ (popular chamber) হইলেও—অর্থাৎ, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিলেও সিনেট কিংবা রাষ্ট্রপতির ন্যায় মর্যাদা ভোগ করে না।* সাম্প্রতিক যুগে জনপ্রতিনিধি সভার বিশেষীকৃত কার্যের (specialised work) পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইলেও উহা সিনেটের সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং প্রাথমিক পরিষদ (primary chamber) হইয়াও জনপ্রতিনিধি সভা মার্কিন দেশবাসীর নিকট মাধ্যমিক স্তরে (at the secondary level) অবস্থিত।

জনপ্রতিনিধি সভা (The House of Representatives) : জনপ্রতিনিধি সভা দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। পূর্ববর্তী আদমসুমারি অনুসারে নির্বাচনের পূর্বে প্রতি অংগরাজ্য হইতে সদস্যসংখ্যা ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। আলাস্কা ও হাওয়াই-এর অন্তর্ভুক্তির ফলে বর্তমান সদস্যসংখ্যা

গঠন

* "The Lower House...cannot compete for popular interest either with the Senate or with the President." Brogan

৪৩৭-এ দাঁড়াইয়াছে। মোটামুটি ৩'৫০ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু একজন করিয়া জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু এই সদস্য নির্বাচনে কি ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা হইবে তাহা বিভিন্ন অংগরাজ্য এককভাবে নির্ধারণ করে। সুতরাং নির্বাচক হইবার যোগ্যতা এবং নির্বাচন-পদ্ধতি দেশের সর্বত্র এক নহে। কোন কোন অংগরাজ্যে ভোটাধিকারী হইবার জন্য ট্যাক্স প্রদান (poll tax) করিতে হয়। ফলে অনেক দরিদ্র কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। কয়েক ক্ষেত্রে আবার শিক্ষাকে ভোটাধিকার প্রদানের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়। তবে সংবিধানের পঞ্চদশ ও উনবিংশ সংশোধন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও জাতি বর্ণ পূর্বদাসত্ব এবং নারীত্বের অজুহাতে বর্তমানে কাহাকেও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। ফলে মোটামুটিভাবে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি কাযকর হইয়াছে বলা যায়।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত জেরিমেণ্ডারিং (Gerrymandering) নামে একটি ত্রুটি জনপ্রতিনিধি সভার সদস্য নির্বাচনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। আজও অবশ্য ইহার অবসান ঘটে নাই। জেরিমেণ্ডারিং শব্দটি ম্যাসাচুসেটসের গভর্ণর জেরির নাম হইতে উদ্ভূত। জেরি এমনভাবে নির্বাচন-এলাকা নির্ধারণ করিতে শিখাইয়াছিলেন যে উহাতে বিশেষ দলেরই সুবিধা হইত। এই ত্রুটি সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও ইহার কার্যকারিতা দিন দিন কমিতেছে।

জেরিমেণ্ডারিং

জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যপদ-প্রার্থীকে অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক, অন্তত ৭ বৎসর যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং যে-অংগরাজ্য হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতেছে তাহার বাসিন্দা হইতে হয়। সদস্যপদে আসীন থাকাকালীন কেহ কোন সরকারী পদে আসীন থাকিতে পারেন না।

ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions) ঃ সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে জনপ্রতিনিধি সভার ক্ষমতা সিনেটের ক্ষমতারই সমতুল্য। তবে অর্থ বিল উপস্থাপিত করিবার ক্ষমতা জনপ্রতিনিধি সভার একচেটিয়া। ইমপিচ্‌মেণ্ট-পদ্ধতিতে অভিযোগ আনয়ন করিবার ক্ষমতাও এককভাবে জনপ্রতিনিধি সভার। কিন্তু ইমপিচ্‌মেণ্ট-পদ্ধতি এত কম ব্যবহৃত হয় যে এই ক্ষমতা বর্তমানে একরূপ গুরুত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। জনপ্রতিনিধি সভা সিনেটের সহিত একযোগে সংবিধানের সংশোধন ও নূতন অংগরাজ্যের অন্তর্ভুক্তির কার্যে অংশগ্রহণ করে। ইহা ছাড়াও যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারেন তবে ইহা প্রথম তিন জন প্রার্থীর মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে।

অর্থ বিল উত্থাপন করিবার ক্ষমতা হইল জনপ্রতিনিধি সভার একচেটিয়া

ব্রিটেনের কমন্স সভার ন্যায় মার্কিন দেশের জনপ্রতিনিধি সভার কার্য প্রধানত কমিটির মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৬০টি কমিটি আছে; তন্মধ্যে ১৯টি কমিটি স্থায়ী। কমিটিগুলি দলীয় ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সর্বদাই লক্ষ্য রাখে যে, প্রত্যেক কমিটিতেই যেন ইহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। এই সকল স্থায়ী কমিটি ছাড়াও একটি 'সমগ্র কক্ষ কমিটি' আছে। ইহার সভাপতিত্ব করেন স্পীকার (The Speaker) কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য।

কমিটি-ব্যবস্থা

স্পীকার (The Speaker): জনপ্রতিনিধি সভার প্রধান প্রধান কর্মকর্তার মধ্যে স্পীকার, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতৃদ্বয় এবং দলীয় হুইপগণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে জনপ্রতিনিধি সভার সভাপতি বা স্পীকার সদস্যগণ দ্বারা নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। সদস্যগণের মধ্য হইতে স্পীকারের নির্বাচনও রীতিনীতির (convention) ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, কারণ সংবিধানে এমন কোন ধারা নাই যে স্পীকারকে সদস্যগণের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইতে হইবে। জনপ্রতিনিধি সভার ন্যায় স্পীকারের কার্যকালও ২ বৎসর।

প্রধান প্রধান কর্মকর্তা

ইংল্যাণ্ডে কমন্স সভার স্পীকার যেমন নির্বাচনের পর সম্পূর্ণভাবে দল-নিরপেক্ষ হন, মার্কিন দেশের জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার কখনই সেরূপ দল-নিরপেক্ষ হন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাঁহাকে নির্বাচিত করে এবং তিনি সকল সময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে কার্য করিতে থাকেন।* ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির জন্য শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিতে না পারায় স্পীকারের হস্তে জনপ্রতিনিধি সভার নেতৃত্বের এই দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব করা ছাড়াও স্পীকার সভাপতি হিসাবে নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

স্পীকার দল নিরপেক্ষ নহেন; তিনিই প্রধানত আইন প্রণয়ন কার্য পরিচালনা করেন

অতি সাম্প্রতিককালে অবশ্য ব্রিটিশ কমন্স সভার স্পীকারের ন্যায় জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকারের দল-নিরপেক্ষ হইবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। বলা হয়, এই শতাব্দীর প্রথম দশকের স্পীকার জোসেফ ক্যাননের (Joseph Cannon) পর আর কেহ সম্পূর্ণ দলীয় স্বার্থে স্পীকারের কার্য সম্পাদন করেন নাই।

সাম্প্রতিক গতি

* "Unlike the impartial and judicious Speaker of the British House of Commons the American House presiding officer acts a party leader and uses the powers of his office to promote his party's program." Ferguson and McHenry

তবুও স্পীকারকে বিশেষ দলের সহিত জড়িত বলিয়াই ধরা হয়, এবং তাঁহার দল পরবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে তবেই তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন।

স্পীকারের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা প্রসংগে এখানে পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে তিনিই সেই পদে অধিষ্ঠিত হন।

সিনেট (The Senate) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আইনসভার উচ্চতর পরিষদ সিনেট অংগরাজ্যসমূহের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত। ইহাতে প্রত্যেকটি রাজ্যের ২ জন হিসাবে ৫০টি রাজ্যের মোট ১০০ জন প্রতিনিধি আছেন। সংবিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি ব্যতীত কোন রাজ্যকে সিনেটে তাহার সমপ্রতিনিধিত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। সকল অংগরাজ্যের জনসংখ্যা সমান না হওয়ায় এই সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি জনসংখ্যার সহিত বিশেষ অসমানুপাতিক। যেমন, নিউইয়র্ক রাজ্যের জনসংখ্যা নেভাডা রাজ্যের জনসংখ্যার দ্বিগুণ, কিন্তু উভয়ই দুইজন করিয়া সদস্য প্রেরণ করে। ইহার ফলে ছোট ছোট ১৮-১৯টি অংগরাজ্য (এক তৃতীয়াংশের অধিক), যাহাদের জনসংখ্যা সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশও হইতে পারে, সন্ধি চুক্তি সংবিধানের সংশোধন ইত্যাদি ব্যাপারে বাকী অংগরাজ্যগুলির, ফলে মোট জনসংখ্যার চারি-পঞ্চমাংশের, ইচ্ছা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। কারণ, সংবিধান অনুসারে এই সকল ব্যাপারে দুই-তৃতীয়াংশ সিনেটরের সমর্থন প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক বলিয়া মনে করা হয়। পূর্বে প্রতিনিধিবর্গ বা সিনেটরগণ (Senators) তাঁহাদের অংগরাজ্যের আইনসভাসমূহ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইতেন। ১৯১৩ সালে সংবিধানের সপ্তদশ সংখ্যক সংশোধনের (seventeenth amendment) দ্বারা এই নির্বাচনকে জনপ্রিয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ, বর্তমানে সিনেটরগণ তাঁহাদের অংগরাজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

১৯১৩ সাল হইতে সিনেটরগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন

সিনেটে অংগরাজ্যসমূহের সমপ্রতিনিধিত্ব—ইহা অগণতান্ত্রিক বিবেচিত হয়

সিনেটরগণের কার্যকাল ৬ বৎসর। প্রতি ২ বৎসর অন্তর তাঁহাদের এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করেন। কোনও অংগরাজ্যে একই সময়ে দুই জন সিনেটরের পদ শূন্য হয় না। সুতরাং প্রতি অংগরাজ্য হইতে দুই জন সিনেটর বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হন। ইহার ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে, একই অংগরাজ্যে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে দুই জন সিনেটর নির্বাচিত হইয়াছেন।

সিনেটের সদস্যপদের জন্য প্রার্থীকে অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক, ৯ বৎসর যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং যে-রাজ্য হইতে নির্বাচনপ্রার্থী সেই রাজ্যের অধিবাসী হইতে

হয়। সিনেটের সদস্য থাকাকালীন কেহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সিনেটের কমিটি-ব্যবস্থা

জনপ্রতিনিধি সভার ন্যায় সিনেটও কমিটির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। সিনেটের কমিটিসমূহের মধ্যে অর্থ কমিটি, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কমিটি, বিচারসংক্রান্ত কমিটি এবং বৈদেশিক ব্যাপার পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions): বিভিন্ন রাষ্ট্রের উচ্চতর কক্ষসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া গণ্য করা হয়। ষ্ট্রং-এর মতে, সিনেট হইল একমাত্র কার্যকর যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ।* ষ্ট্রং-এর অভিমত সমর্থন করিয়া আর একজন আধুনিক সমালোচক বলিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান অংগ রাষ্ট্রপতি, জনপ্রতিনিধি সভা এবং সিনেট—এই তিনটি হইলেও অনেক কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অথবা জনপ্রতিনিধি সভাকে বাদ দেওয়া চলে, কিন্তু সিনেটকে বাদ দেওয়া চলে এইরূপ কার্যক্ষেত্র সংখ্যায় অত্যল্প—এমনকি নাই বলিলেও হয়। কোন কোন আধুনিক লেখক অবশ্য ক্ষমতায় জনপ্রতিনিধি সভাকে সিনেটের সমতুল্য মনে করেন, কিন্তু মর্যাদায় সিনেট যে উর্ধ্বে অবস্থিত তাহা স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

এখন সিনেটের ক্ষমতা কতদূর প্রসারিত ও মর্যাদা কিরূপ ব্যাপক তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। উহার অর্থ বিল উত্থাপন করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও উহা অর্থ বিলের সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। এই সংশোধন আনয়ন করিবার ক্ষমতা সিনেট এরূপভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে যে, কালক্রমে অর্থসংক্রান্ত প্রকৃত ক্ষমতা ইহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। উহা শুধু বিলের শিরোনামাটি (title) বাদ দিয়া অন্য সমগ্র অংশ সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়া তাহা জনপ্রতিনিধি সভায় ফেরত পাঠাইতে পারে। সুতরাং এই সংশোধনী ক্ষমতার মাধ্যমে কার্যক্ষেত্রে নূতন বিলই উত্থাপন করিতে পারে। আইন প্রণয়নের অন্যান্য ব্যাপারে ইহা তত্ত্বের দিক দিয়াই জনপ্রতিনিধি সভার সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

সিনেট উচ্চতর কক্ষসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী

সিনেটের ক্ষমতা

কয়েক বিষয়ে কিন্তু সিনেটের ক্ষমতা জনপ্রতিনিধি সভা হইতে অধিক। প্রথমত, সন্ধির চূড়ান্ত অনুমোদন (ratification) সমগ্র কংগ্রেস করে না—একমাত্র সিনেটই করে। অবশ্য সমস্ত সিনেট যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত সন্ধি অনুমোদন করিবে এরূপ

* "So powerful is the Senate, indeed, that it is regarded...as the *sole* effective Federal Chamber in the United States"

কোন কথা নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রপতি উইলসন ভার্সাই সন্ধি ও জাতিসংঘের সংবিধানে (Covenant of the League of Nations) স্বাক্ষর করিয়া আসিলে সিনেট উহা অনুমোদন করিতে অস্বীকার করে। ফলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর মূল্যহীন হইয়া পড়ে। বর্তমানে অবশ্য শাসন বিভাগীয় চুক্তি ইত্যাদির (executive agreements, etc.) ফলে সন্ধি-অনুমোদন কতকটা গুরুত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়ত, সিনেট রাষ্ট্রপতিকে যে-কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে অনুরোধ করিতে পারে। তৃতীয়ত, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি মাত্র সিনেটেরই সম্মতি গ্রহণ করেন। এ-বিষয়েও জনপ্রতিনিধি সভার কোন এক্তিয়ার নাই। চতুর্থত, একমাত্র সিনেটই যে-কোন সরকারী কর্মচারীর কার্যাকার্য সম্বন্ধে তদন্ত করিতে পারে। এই তদন্তের ভয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ সর্বদাই শংকিত থাকেন, কারণ ইহার ফলে একদিনেই তাঁহাদের সুনাম, প্রতিপত্তি ও পদোন্নতির আশা ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে। পঞ্চমত, ইমপিচ্‌মেণ্ট বিষয়ে জনপ্রতিনিধি সভা অভিযোগ আনয়ন করে কিন্তু অভিযোগের বিচার করে সিনেট। পরিশেষে, ইহাও বলা যায়, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রার্থী পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করিলে সিনেটই তখন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে।

কয়েক বিষয়ে সিনেটের ক্ষমতা-জনপ্রতিনিধি সভা হইতে অধিক

একরূপ সংবিধান-প্রণেতৃবর্গের উদ্দেশ্য অনুসারেই সিনেট এইরূপ শক্তিশালী পরিষদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা জনপ্রতিনিধি সভার পরিবর্তে সিনেটকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়া ইহার উপর রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার দিয়াছিলেন। সিনেট এই ক্ষমতা যথাযথভাবেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। ইহা ছাড়াও অবশ্য সিনেটের এই বিশেষ মর্যাদার অন্যান্য কারণ আছে। ব্রুং, ফাইনার (Herman Finer) প্রভৃতি নিম্নলিখিত কারণগুলির নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমত, সিনেট একরূপ চিরস্থায়ী পরিষদ—ইহার সকল সদস্য কোন সময়ে একই সংগে পদত্যাগ করেন না। সুতরাং সিনেট শাসনকার্য পরিচালনার সহিত একরূপ জড়িতই থাকে। দ্বিতীয়ত, সিনেট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর পরিষদ ; ইহা সকল বিষয় সম্যকভাবে আলোচনা করিতে পারে, যাহা বৃহত্তর পরিষদ—অর্থাৎ, জনপ্রতিনিধি সভার পক্ষে সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, প্রত্যেক অংগরাজ্যের দুইজন সিনেটরের প্রত্যেকে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হন বলিয়া প্রত্যেককে তাঁহার অংগরাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু জনপ্রতিনিধি সভায় অংগরাজ্যের অনেকজন করিয়া প্রতিনিধি থাকেন। সুতরাং সিনেটের মর্যাদা যে অধিক

সিনেট এইরূপ শক্তিশালী হইবার বিভিন্ন কারণ :

১। সংবিধান-প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা

২। সিনেট একরূপ চিরস্থায়ী পরিষদ

৩। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর পরিষদ বলিয়া সিনেট সকল বিষয় সম্যকভাবে আলোচনা করিতে পারে

হইবে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কোন হেতু নাই। চতুর্থত, ১৯১৩ সাল হইতে সিনেটরগণও প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হইতেছেন। ফলে এই দিক দিয়াও তাঁহারা জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলে তাঁহারা অংগরাজ্যের প্রতিনিধির (representatives of the units) পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবেই জনপ্রতিনিধি (representatives of the people) হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আরও বলা যায় যে সিনেটের প্রকৃতি পারস্পরিক সংরক্ষণ সমিতির ন্যায়।* রাষ্ট্রপতির দলভুক্ত হইলেও কোন সিনেটর সিনেটের মর্যাদা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ইতস্তত করেন না। 'সিনেটর সম্পর্কিত সৌজন্য' উপেক্ষা করিলে ত কথাই নাই। পরিশেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃগণের নিকট জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যপদ অপেক্ষা সিনেটের সদস্যপদই অধিকতর লোভনীয়। অংগরাজ্যসমূহের ভূতপূর্ব অনেক গভর্ণর সিনেটের সদস্যপদ কামনা করেন এবং জনপ্রতিনিধি সভার কোন সদস্য সিনেটর হইতে পারিলে ত তিনি ইহাকে পদোন্নতি বলিয়াই মনে করেন। এই পদোন্নতির বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলে টকৃভিলের ভাষায় (Tocqueville) সিনেট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, "বিজ্ঞ ও প্রখ্যাত আইনজীবী, সৈন্যাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রনৈতিক নেতা প্রভৃতির পরিষদ।" কিন্তু "জনপ্রতিনিধি সভায় একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।"

৪। প্রতিনিধিগণের অধিক মর্যাদা

৫। প্রত্যক্ষ নির্বাচন

৬। রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃগণের মনোভাব

উপসংহার হিসাবে লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ সিনেটের দ্বারা একদিকে জনপ্রতিনিধি সভার গণতান্ত্রিক আধিক্য এবং অপরদিকে রাষ্ট্রপতির রাজতান্ত্রিক উচ্চাশা নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। সিনেট এই কার্য অতি সুন্দরভাবে সম্পাদন করিয়া আসিতেছে।

লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া উপসংহার

কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions of the Congress): ক্ষমতা বণ্টন-পদ্ধতি** এবং কংগ্রেসের দুই পরিষদের ক্ষমতার বর্ণনা হইতেই কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর ধারণা করা যাইবে। সংবিধান অনুসারে কংগ্রেসের ক্ষমতা মোটামুটি দুই প্রকারের: (ক) হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা (delegated powers), এবং যুগ্ম ক্ষমতা (concurrent powers)। হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা হইল সেইগুলি যেগুলি সংবিধান কংগ্রেস বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছে।

সংবিধান-প্রদত্ত দুই প্রকার ক্ষমতা

* "The Senate is a mutual protection society."

** ১৪-১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই ক্ষমতাগুলিকে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। সংবিধানে কোন নির্দিষ্ট যুগ্ম তালিকা নাই, তবে দেউলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাপারে কংগ্রেস কোন আইন প্রণয়ন না করিলে রাজ্য সরকারগুলি ঐ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। সুতরাং এগুলিকে যুগ্ম ক্ষমতা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

পরবর্তী যুগে হস্তগত অন্যান্য ক্ষমতা

এই দুই প্রকার ক্ষমতা ছাড়া শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও বিচারের রায়ের ফলে আরও দুই প্রকার ক্ষমতা কংগ্রেসের হস্তগত হইয়াছে—যথা, অনুমিত ক্ষমতা (implied powers), এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (inherent powers)। অনুমিত ক্ষমতা হইল জাতীয় প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা, এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হইল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্য করিবার ক্ষমতা।

ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

অপরদিকে কংগ্রেসের ক্ষমতাকে নানাভাবে সীমাবদ্ধও করা হইয়াছে। প্রথমত, কংগ্রেসের কোন জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা (emergency powers) নাই। ১৯৩৩ সালে রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ইহা দাবি করিয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট দাবি মানিয়া লয় নাই। দ্বিতীয়ত, সংবিধান অনুসারে কতকগুলি নিষিদ্ধ কাযে কোন হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতার ব্যবহার করা যায় না। যেমন, করধার্য করিবার ক্ষমতা বলে কংগ্রেস রপ্তানি দ্রব্যের উপর কোন কর ধার্য করিতে পারে না। তৃতীয়ত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের দরুন কংগ্রেস কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শাসন বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না।

কংগ্রেসের অন্যান্য ক্ষমতাকে সংবিধানসংক্রান্ত ক্ষমতা (constituent powers), নির্বাচনসংক্রান্ত ক্ষমতা (electoral powers), শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (executive powers), নির্দেশমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক ক্ষমতা (directory and supervisory powers), এবং বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা (judicial powers)—এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সংবিধানসংক্রান্ত ক্ষমতা হইল সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ; নির্বাচন-সংক্রান্ত ক্ষমতা বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে আংশিক ক্ষমতা ; রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ মনোনয়ন, সন্ধি ইত্যাদির অনুমোদনকেই বলা হয় শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ; এজেন্সী কমিশন ইত্যাদি গঠন ও উহাদের তত্ত্বাবধানই নির্দেশমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক ক্ষমতা ; এবং ইমপিচ্‌মেণ্ট ইত্যাদি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি অনুসারে কংগ্রেস মূলত ব্যবস্থা বিভাগ হইলেও আধুনিক গতি অনুসারে উহার অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্য আছে।

***কমিটি-ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন* (The Committee System and Law-making) :** বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ কমন্স সভার

ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি সভার কার্যও প্রধানত কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই উক্তি আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হইলেও সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন কার্যে কমিটি-ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্রিটিশ পদ্ধতি হইতে বহুগুণ অধিক। ব্রিটেনের পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন কার্য পরিচালনার কেন্দ্র হইল ক্যাবিনেট; ক্যাবিনেট-সদস্যগণই আইন প্রণয়নের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রবর্তিত থাকার দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এইরূপ কোন কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার ক্যাবিনেটের সদস্যগণ আইন প্রণয়ন কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না এই বিষয়ে নেতৃত্ব গিয়া পড়িয়াছে বিভিন্ন কমিটির হস্তে, এবং রাষ্ট্রপতি উইলসনের ভাষায় কমিটিগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছে "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইনসভা" (little legislatures)।

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি ব্যবস্থার প্রকৃতিগত পার্থক্য

ব্রিটেনে সাধারণত দ্বিতীয় পাঠের (second reading) পরই বিলসমূহকে বিভিন্ন কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ বিল উত্থাপিতই হয় কমিটি কর্তৃক এবং উহাদের সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা শুরু হইবার পূর্বেই উহারা সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। ব্রিটেনে বিভিন্ন কমিটির সভাপতি একরূপ অজ্ঞাতনামাই থাকেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু কমিটির সভাপতির নামেই বিল প্রচারিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে কমিটি বলিতে উহার সভাপতিকেই বুঝায়।

আইন প্রণয়নের দায়িত্ব এইভাবে ন্যস্ত থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটিগুলিকে বিশেষীকৃত (specialised) হইতে দেখা যায় ব্রিটেনে এইরূপ বিশেষিকরণের দিকে বিশেষ ঝোঁক নাই। গঠনের দিক দিয়াও উভয় দেশের কমিটি-ব্যবস্থায় পার্থক্য রহিয়াছে। কমন্স সভার বিভিন্ন কমিটি নির্বাচন কমিটি (committee of selection) দ্বারা মনোনীত হয়, যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু মূলত কমিটি গঠনকার্য সম্পাদন করে জনপ্রতিনিধি সভা ও সিনেটে বিভিন্ন দলের আঞ্চলিক সংস্থা (party caucuses)। এই সংস্থাগুলি প্রথমে একটি উচ্চতর কমিটি (committee on committees) মনোনয়ন করে এবং ঐ কমিটি বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য মনোনীত করে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি-ব্যবস্থায় বিশেষভাবে আঞ্চলিক ও দলীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

গঠনগত পার্থক্য

এই আঞ্চলিক ও দলীয় প্রভাবের জন্য কতকগুলি কমিটি শুধু আঞ্চলিক স্বার্থের প্রহরী হিসাবেই কার্য করে এবং প্রহরী কমিটি (watch-dog committees) নামে অভিহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ 'ক্ষুদ্র ব্যবসায় কমিটি'র (the committee on small business) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় এইরূপ বিশেষীকৃত কমিটির স্থান অপরিহার্য হইলেও ইহা সম্পূর্ণভাবে সমর্থনীয় নহে। অতিমাত্রায় বিশেষিকরণের দরুন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের মধ্যে সকল সময় সংহতিসাধন করা সম্ভব হয় না। ফলে সুচিন্তিত কার্যক্রম অনুসরণ করা যায় না। উপরন্তু, আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। উভয় কারণেই জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়।

মাকিনী কমিটি-ব্যবস্থার ত্রুটি

সংক্ষিপ্তসার

কংগ্রেস : মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা বিভাগকে বলা হয় কংগ্রেস। উহা জনপ্রতিনিধি সভা ও সিনেট এই দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে জনপ্রতিনিধি সভা হইল নিম্নতর কক্ষ বা জনপ্রিয় পরিষদ এবং সিনেট হইল উচ্চতর পরিষদ।

জনপ্রতিনিধি সভা : সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ৩৫০ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু একজন করিয়া নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত। ইহার ক্ষমতা সিনেটের ক্ষমতার মোটামুটি সমতুল্য হইলেও মর্যাদা সিনেট অপেক্ষা অনেক কম।

স্পীকার : জনপ্রতিনিধি সভার সভাপতি বা স্পীকার ইংল্যাণ্ডের কমন্স সভার স্পীকারের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন না। তবে এই পক্ষপাতপূর্ণ কাজের পরিমাণ দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

সিনেট : সকল অংগরাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ১০০ জন সদস্য লইয়া গঠিত। ইহা অর্থ বিল উত্থাপন করিতে না পারিলেও ইহার অর্থসংক্রান্ত সামগ্রিক ক্ষমতা জনপ্রতিনিধি সভা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। অন্যান্য কয়েকটি ক্ষমতা কিন্তু ইহার একচেটিয়া। এই ক্ষমতা বলে এবং আকারে ক্ষুদ্রতর ও চিরস্থায়ী পরিষদ বলিয়া সিনেট জনপ্রতিনিধি সভা অপেক্ষা অনেক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন। মার্কিন রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষে সিনেটের সদস্যপদই কাম্য, জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যপদ নহে। সিনেট এরূপ মর্যাদাসম্পন্ন যে উভয় পরিষদের মধ্যে উহার ইচ্ছাই বলবৎ হয়। এইজন্য সিনেটকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উচ্চতর পরিষদ বা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বলিয়া গণ্য করা হয়।

কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী : কংগ্রেসের ক্ষমতা বিভিন্ন প্রকারের। ইহার মধ্যে কতকগুলি সংবিধান-প্রদত্ত, কতকগুলি পরবর্তী যুগে বিচারের রায় ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। কংগ্রেসের ক্ষমতাকে আবার নানাভাবে সীমাবদ্ধও করা হইয়াছে। তবুও ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি অনুসারে কংগ্রেস যে শুধু আইন প্রণয়নই করে তাহা নহে ; উহার শাসন, বিচার, তত্ত্বাবধান, সংবিধানের সংশোধন, ইত্যাদি সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে।

কমিটি-ব্যবস্থা : মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি-ব্যবস্থার গুরুত্ব অতি অধিক। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির জন্য এই কমিটিগুলির উপরই আইন প্রণয়নের ভার পড়িয়াছে। ফলে কমিটিগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এক একটি ক্ষুদ্র আইনসভা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিচার-ব্যবস্থা

(JUDICIARY)

[বিচার-ব্যবস্থার দুই অংগ—যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা এবং অংগরাজ্যসমূহের বিচার-ব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট—সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান শুধু সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া 'অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত' স্থাপনের ভার কংগ্রেসের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। এই ক্ষমতাবলে কংগ্রেস বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় আদালত স্থাপন করে। অপরদিকে রাজ্যগুলিও নিজ নিজ সংবিধান বলে তাহাদের নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলে। যাহা হউক, বলা যায় যে মার্কিন দেশের বর্তমান বিচার-ব্যবস্থা দুইটি অংগ লইয়া গঠিত—অংগরাজ্যসমূহের বিচার-ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা। 'অংগরাজ্যসমূহের বিচার-ব্যবস্থা' বলিতে বিভিন্ন অংগরাজ্যের সংবিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বিচারালয়কেই বুঝায়। ইহারা সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যের সংবিধান অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। কয়েকটি রাজ্যে বিচারকগণ নির্দিষ্ট-কালের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন ; বাকী রাজ্যগুলিতে শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগের প্রথাই অনুসৃত হয়। শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ অধিকাংশ সময় আজীবনের জন্য করা হইলেও অকর্মণ্যতার জন্য বৃদ্ধ বয়সে বিচারকগণকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

বিচার-ব্যবস্থার দুইটি অংগ—অংগরাজ্যসমূহের বিচার ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা (The Federal Judiciary) : যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা শীর্ষস্থানে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্ট এবং কংগ্রেসের আইন দ্বারা স্থাপিত নিম্নতর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহ লইয়া গঠিত। এই নিম্নতর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়গুলি তিন ভাগে বিভক্ত—(ক) মূল এলাকা সমেত যুক্তরাষ্ট্রীয় জিলা আদালত, (খ) ভ্রাম্যমাণ আপিল আদালত, এবং (গ) বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনাল। বর্তমানে ৮৭টি যুক্তরাষ্ট্রীয় জিলা আদালত, ১১টি ভ্রাম্যমাণ মার্কিন আদালত, এবং ৫টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আছে। এই ট্রাইব্যুনালগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় দাবি আদালত (Federal Court of Claims), রাজ্য-শুল্ক আদালত (Court of Customs), এবং কর আদালত (Tax Court) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়গুলির ক্ষমতাধীন বিষয়সমূহ সংবিধান হয় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে, না-হয় ইংগিতের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছে। অপরপক্ষে, অংগরাজ্যসমূহের আদালতগুলির ক্ষমতা রহিয়াছে অবশিষ্ট বিষয়সমূহের উপর। বিবাদের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং বাদী-বিবাদীর মর্যাদা ও নিবাস অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের তিন ধরনের মামলার বিচারের ক্ষমতা রহিয়াছে—যথা, (ক) যে-সকল মামলা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও সন্ধি, নৌবাহিনী ও জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত ; (খ) যে-সকল মামলা রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য সরকারী মন্ত্রী এবং কন্সালদের স্পর্শ করে ; এবং (গ) যে-সকল বিবাদ বা মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার অথবা বিভিন্ন অংগরাজ্যের নাগরিক অথবা কোন অংগরাজ্য পক্ষ (party) থাকে। সংবিধানের একাদশ সংশোধন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে এক অংগরাজ্যের নাগরিকের দ্বারা অন্য অংগরাজ্যের বিরুদ্ধে আনীত অথবা কোন বহিঃরাষ্ট্রের নাগরিকের দ্বারা আনীত কোন মামলার বিচার হইতে পারে না। ইহার উপর মনে রাখিতে হইবে যে, উপরি-উক্ত তিন শ্রেণীর মামলা বা বিচার সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহের অধিকার অনন্য নহে, কারণ সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়কে কোন অনন্য ক্ষমতা (exclusive power) প্রদান করে নাই। তবে কংগ্রেস আইনের সাহায্যে স্থির করিয়া দেয় যে, উপরি-উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্‌গুলি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অনন্য ক্ষমতা ভোগ করিবে। এইরূপ নির্ধারিত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয় যুক্তরাষ্ট্র এবং অংগরাজ্যের বিচারালয়গুলির যুগ্ম অধিকারে থাকে। বর্তমানের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে উপরি-উক্ত দ্বিতীয় বা 'খ' শ্রেণীর মামলা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহ অনন্য অধিকার ভোগ করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহ কি ধরনের মামলার বিচার করে

সুপ্রীম কোর্ট (The Supreme Court) **:** যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রীম কোর্ট সিনেটের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ৯ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। একবার নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণকে একমাত্র ইমপিচ্‌মেন্ট ছাড়া আর কোন উপায়ে পদচ্যুত করা যায় না।

গঠন

সুপ্রীম কোর্টের মূল (original), এবং আপিল (appellate)—উভয় এলাকাই আছে। সংবিধান অনুসারে যে-সকল মামলা রাষ্ট্রদূত, অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও কন্সাল সম্পর্কিত অথবা যে-সকল মামলার এক পক্ষ হইল কোন অংগরাজ্য সে-সকল মামলার বিচার যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকাতেই হইবে।* কংগ্রেস আইন করিয়া এই মূল এলাকার পরিধি

মূল এলাকা

* "......in all cases affecting Ambassadors, other Public Ministers and Consuls, and those in which a State shall be party the Supreme Court shall have original jurisdiction." *Art. III (2)*

সম্প্রসারিত করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে কার্যত বেআইনীভাবে সংবিধানের সংশোধন করা হইবে। সংবিধান প্রবর্তনের সংগে সংগে কংগ্রেস আইন পাস (Judiciary Act, 1879) করিয়া সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করে, কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট মারবারী বনাম ম্যাডিসন (Marbury *v.* Madison) মামলায় উহা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে। যাহা হউক, সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় সামান্য সংখ্যক মামলারই বিচার হয় এবং এই আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ভূমিকা অনুধাবনে এই ধরনের মামলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে।

আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা

যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত মামলার বিচার করিতে হয় বলিয়া সুপ্রীম কোর্টের পক্ষে অনেক সময় আন্তর্জাতিক আইনেরও ব্যাখ্যা করিতে হয়।

সুপ্রীম কোর্টের অধিকাংশ মামলার বিচার হইল আপিল বিচার। ইহার আপিল এলাকায় নিম্নতর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশ্ন সমন্বিত মামলার আপিল বিচারের শুনানী হয়। এ-ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের এলাকা কতটা সংবিধান-প্রদত্ত তাহা লইয়া মতদ্বৈধতা আছে। অনেকে বলেন, সুপ্রীম কোর্টের আপিল এলাকা বিশেষ সম্প্রসারিত হইয়াছে অনুমানের ফলে (by implication)। অর্থাৎ, সুপ্রীম কোর্ট অনুমান করিয়া লইয়াছে যে নির্দিষ্ট ধরনের মামলার আপিল বিচার করিবার অধিকার উহার আছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকা আইন দ্বারা সম্প্রসারিত করিতে সমর্থ না হইলেও আপিল এলাকা কিছুটা সম্প্রসারিত করিয়াছে। ফলে সংবিধান-প্রদত্ত এলাকা ছাড়াও নূতন আপিল এলাকা সংযুক্ত হইয়াছে।* এই আপিল এলাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহার দরুনই সুপ্রীম কোর্ট উহার অনন্যসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন এই ভূমিকা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

আপিল এলাকা

সুপ্রীম কোর্ট ও অধিকার সংরক্ষণ (The Supreme Court and Protection of Rights): আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, মূল সংবিধান রচিত হওয়ার অব্যবহিত পরই প্রথম দশ দফা সংশোধনের মারফত কতকগুলি অধিকার শাসন ও আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ হইতে সংরক্ষিত করিবার জন্য সংবিধানভুক্ত করা হয়। এই অধিকারগুলিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'অধিকারের বিল' (The American 'Bill of Rights') নামে পরিচিত। নবম সংশোধনে আরও বলা হইয়াছে যে, সংবিধানে বর্ণিত অধিকারগুলিই সব নয়, উহা ছাড়াও লোকের অন্যান্য স্বাভাবিক অধিকার অব্যাহত থাকিবে। প্রথম দশটি সংশোধন ব্যতীত আবার সংবিধানের অন্যান্য

সংবিধানভুক্ত 'অধিকারের বিল' ও অন্যান্য অধিকার

* L. P. Beth, *The Constitution and The Supreme Court*

অংশে বিভিন্ন অধিকার সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অংগরাজ্যগুলি যাহাতে অধিকারের বিল ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে তাহার জন্য সংবিধানের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধন গ্রহণ করা হয়। কারণ, এই দুইটি সংশোধনে স্পষ্টই বলা হয় যে কোন রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের সুযোগসুবিধাকে (privileges and immunities) ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না এবং আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ব্যতীত (without due process of law) কাহাকেও তাহার জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আরও বলা হইয়াছে যে বর্ণ, বংশ বা পূর্বতন দাসত্বের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ বা হরণ করা যাইবে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির হস্তক্ষেপ হইতে অধিকার সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা সংবিধানে রহিয়াছে। এখন সংবিধানের ব্যাখ্যা ও সরকারের আইন এবং কার্যাদির বিচারবিবেচনার ভার সুপ্রীম কোর্টের উপর অর্পিত বলিয়া অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বও মূলত সুপ্রীম কোর্টের হস্তে ন্যস্ত। কারণ, সংরক্ষিত অধিকারের ব্যাখ্যা সুপ্রীম কোর্টকেই করিতে হয়।

অধিকার সংরক্ষণে সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্ব

সুপ্রীম কোর্ট এই দায়িত্ব কিভাবে পালন করিয়াছে তাহা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ১৮৮৬ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার যে-ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে সুপ্রীম কোর্ট সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত করিবার দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়াছিল—অর্থাৎ, ঐ সময় সুপ্রীম কোর্ট সাধারণ লোক বা শ্রমিকশ্রেণীর পরিবর্তে প্রধানত ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিল।* সমাজ-কল্যাণমূলক আইনকানুনকে বিশেষ সুনজরে দেখে নাই। সংবিধানের পঞ্চম এবং চতুর্দশ সংশোধনে বলা হইয়াছে, সরকার কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবনের নিরাপত্তা স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার হইতে 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (due process of law) ব্যতীত বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় সংবিধানের এই ধারার ব্যাখ্যা এমনভাবে করে যে যাহার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সংরক্ষণই উহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৫ সালে এক মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় প্রদান করে যে সরকার শ্রমিকের কার্যের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে শ্রমিক ও

সুপ্রীম কোর্ট এই দায়িত্ব কিভাবে পালন করিয়াছে :

ইহা সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে

* "The important period of judicial protection of economic rights from government action, however, was the half-century from 1886 to 1936. The Chief beneficiaries were the wealthy and business classes." Potter

মালিকের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা অযৌক্তিকভাবে ব্যাহত করা হইবে। ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে, মালিকশ্রেণী যত ঘণ্টা খুশী তত ঘণ্টা শ্রমিককে খাটাইতে সমর্থ।

অবশ্য এই মামলায় বিচারক হোমস্ (Justice Holmes) সুপ্রীম কোর্টের সংখ্যাধিক্যের মতের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, দেশের অধিকাংশ লোক যে অর্থ-নৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করে না সেই মতবাদের ভিত্তিতে মামলাটির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং চতুর্দশ সংশোধনের 'স্বাধীনতা' (liberty) শব্দটির বিকৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।*

সম্প্রতি অবশ্য এই দৃষ্টিভংগি কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে

সাম্প্রতিককালে সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টিভংগি কতকটা পরিবর্তিত হইয়াছে এবং উহা অর্থ-নৈতিক বিষয়সংক্রান্ত আইনকানুনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সহজে রাজী হয় না। কারণ, সুপ্রীম কোর্ট এখন উপলব্ধি করিয়াছে যে বৃহত্তর স্বার্থে আইনের দ্বারা ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকারকে কতকাংশে ক্ষুণ্ণ করা অনেক সময়ই প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্যান্য সামাজিক সংরক্ষণে সুপ্রীম কোর্ট এখনও বিশেষ সক্রিয়

অন্যান্য ব্যক্তিগত সামাজিক অধিকারের (civil liberties) ক্ষেত্রে অবশ্য সুপ্রীম কোর্ট এখনও যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। এই অধিকারগুলির মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমবেত হইবার অধিকার, বন্দী প্রত্যক্ষিকরণ, ন্যায় বিচার প্রভৃতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ-ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট মোটামুটিভাবে সরকারী হস্তক্ষেপ, বিশেষত অংগরাজ্যগুলির হস্তক্ষেপ হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছে।

তবে সকল ক্ষেত্রে নহে

তবে যখনই যুদ্ধ কিংবা কমিউনিষ্ট মতবাদের ভীতি দেখা দেয় তখনই অধিকারের সংরক্ষক (protector and guardian of civil liberties and the Bill of Rights) হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা বিশেষ থাকে না। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষদিকে ও পঞ্চম দশকের প্রথমদিকে রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের দরুন ব্যক্তি-স্বাধীনতা সরকার ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ণ করিলেও সুপ্রীম কোর্ট উহাতে কোনপ্রকার বাধাদান করে নাই। অবশ্য হোমসের মত বিচারকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সুপ্রীম কোর্টের অধিকাংশের মতের বিরোধিতা করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হোমসের মতে, রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট ও সমূহ বিপদের (a clear and present danger) কারণ না হইলে কাহারও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা সমীচীন

* 'This case is decided upon an *economic theory* which a large part of the country does not entertain...... I think that the word "liberty" in the Fourteenth Amendment is perverted when it is held to prevent the natural outcome of a dominant opinion....' *Lockner v. New York*, 198 U. S. 45 (1905)

নয়। ১৯১৯ সালে এব্রামস বনাম যুক্তরাষ্ট্র মামলায় হোমস্ বিশেষ জোরের সহিত অভিমত প্রকাশ করেন যে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মাধ্যমেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং কল্যাণের পথে অগ্রসর হই; সুতরাং জরুরী অবস্থায় সমূহ বিপদ টানিয়া না আনিলে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া যায় না।* বেশ কয়েক বৎসর পর হোম্সের এই মত সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক স্বীকৃত হয়। সম্প্রতি আবার যুদ্ধের পর কমিউনিষ্ট ভীতির (the communist scare) দরুন উহার দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং অধিকার সংরক্ষণ ব্যাপারে হোমস্-নির্দিষ্ট পথ হইতে সুপ্রীম কোর্ট অনেক দূরে সরিয়া যায়।**

ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে অন্যান্য মামলার তুলনায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট সরকারী হস্তক্ষেপকে সহজে স্বীকার করিয়া লইতে চাহে না। বিশেষ করিয়া উহা বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদাচরণকে প্রতিহত করিতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচেষ্টা করিয়াছে। ইহার ফলে নিগ্রোজাতির মর্যাদা ও অধিকার অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন, সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে শিক্ষার ব্যাপারে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইলেও শ্বেতকায় এবং নিগ্রোদের জন্য যদি পৃথক শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন কর্তৃক নির্দিষ্ট 'আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হইবার অধিকার'কে ('equal protection of the laws') ক্ষুণ্ণ করা হইবে; সুতরাং ঐরূপ পৃথকিকরণ সংবিধান-বহির্ভূত কার্য হইবে।†

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণে সুপ্রীম কোর্ট বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে

পরিশেষে, সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকিতে হইবে। সুপ্রীম কোর্টের যে-ক্ষমতাই থাকুক না কেন উহার পক্ষে দেশের প্রধান মতধারার (the main stream of public opinion) বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন হইয়া পড়ে। তাই দেখা যায় যে যখনই দেশে যুদ্ধের হিড়িক বা মতাদর্শের সংঘাত বাধে তখনই সুপ্রীম কোর্ট ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করিতে অসমর্থ হয়। ইহা ছাড়া সুপ্রীম কোর্ট সরকারের হস্তক্ষেপ হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু

অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের সীমাবদ্ধতা

* "Only emergency that makes it immediately dangerous to leave the correction of the evil counsels to time warrants making any exception to the sweeping command, 'Congress shall make no law abridging the freedom of speech.'" Justice Holmes in *Abrams v United States*

** "During the communist scare after the War the Court has openly retreated from its advanced position" Potter

† "We conclude that in the field of public education, the doctrine of '*separate but equal*' has no place. Separate educational facilities are inherently unequal." *Brown v. Board of Education*, 347 U. S. 483 (1954)

বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নানাভাবে ক্ষুন্ন হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের পক্ষে কোন কিছু করিবার বিশেষ সুযোগ থাকে না।

সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা (Role of the Supreme Court): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের অভিভাবক এবং চরম ব্যাখ্যাকার হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা অতি ব্যাপক এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতার ভিত্তি হইল মার্কিন দেশের সংবিধানের প্রাধান্য। সংবিধানের প্রধান্য থাকায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে—অর্থাৎ, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইল, সংবিধানের নির্দেশ কি তাহা স্থির করিবে কে? অন্যভাবে বলা যায় যে, সংবিধানের ব্যাখ্যা করিবে কে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা গিয়া পড়িয়াছে আদালতের হস্তে এবং আইনসভা ও শাসন বিভাগ সংবিধান অনুযায়ী কার্য করিতেছে কি না তাহার বিচারের চরম ভার ন্যস্ত হইয়াছে সুপ্রীম কোর্টের হস্তে। কংগ্রেস প্রণীত আইন এবং শাসন বিভাগের কার্যের বৈধতা চূড়ান্তভাবে স্থির করে এই সুপ্রীম কোর্ট।

সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের চরম ব্যাখ্যাকার

এই প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন যে সংবিধান লিখিত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলেই আদালতের প্রাধান্য ও অভিভাবকত্ব থাকিবে এমন কোন কথা নাই। ফ্রান্সে লিখিত সংবিধান থাকা সত্ত্বেও আদালতকে আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা (constitutionality) বিচারের ভার দেওয়া হয় নাই। অপরদিকে আবার সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না।

সংবিধান লিখিত হইলেই অবশ্য আদালতের এ-প্রাধান্য থাকে না

আবার আইনের ব্যাখ্যা (interprotation) এবং আইনের বৈধতা বিচারের (judicial review) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আদালত কোন্ আইনের অর্থ কি তাহা নির্ধারণ করে, কিন্তু বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে আদালত দেখে যে সংশ্লিষ্ট আইন বা কার্য সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমারেখা লংঘন করিতেছে কি না।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট আইনের ব্যাখ্যাকার হিসাবেই মাত্র কার্য করে না, আইন ও শাসন বিভাগীয় কার্যের বৈধতা বিচার করিয়া যে-কোন আইন ও শাসন বিভাগের কার্যকে সংবিধান বহির্ভূত বলিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে।

আইনের ব্যাখ্যা ও আইনের বৈধতা বিচার

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট উভয়ই করিয়া থাকে

* "Judicial review is the examination by the courts, in cases actually before them, of legislative statutes and executive or administrative acts to determine whether or not they are prohibited by a written constitution or are in excess of powers granted by it." Dimock & Dimock, *American Government in Action*

সুপ্রীম কোর্টের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই। সংবিধানের দুইটি নির্দেশ হইল এইরূপ: সংবিধান, সংবিধান অনুযায়ী প্রণীত যুক্তরাজ্যের আইন এবং যুক্তরাজ্যের চুক্তিসমূহ দেশের চরম আইন হইবে।* সংবিধান, যুক্তরাজ্যের আইন ও চুক্তি সংক্রান্ত সকল বিবাদের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ক্ষমতা থাকিবে।**

বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট অধিকার করিয়াছে

প্রেসিডেন্ট জেফারসনের মত অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আদালতের হাতে বৈধতা বিচারের ক্ষমতা ন্যস্ত করার কোন উদ্দেশ্য সংবিধান-প্রণেতৃগণের ছিল না এবং এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে অন্যায়ভাবে লংঘন করিয়াছে। অপরপক্ষে অন্যান্য চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, সুপ্রীম কোর্টের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা মার্কিন সংবিধানের প্রকৃতিতেই নিহিত।

যাহা হউক, সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের উপরি-উক্ত ধারার ব্যাখ্যার মারফত নিজের হাতে বৈধতা বিচারের ক্ষমতা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে। প্রধান বিচারপতি মার্শালের (Chief Justice Marshall) নেতৃত্বেই সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্য ও বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৩ সালে তিনি মারবারী বনাম ম্যাডিসন (Marbury *v.* Madison) মামলায় সুপ্রীম কোর্টের এই বৈধতা বিচারের ক্ষমতার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন:

কখন হইতে এবং কিভাবে এই ক্ষমতা অধিকার করে

আইনসভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট এবং এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না, কারণ ইহা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত। সংবিধান আবার দেশের মৌলিক আইন এবং আইনসভা প্রণীত সকল আইনের ঊর্ধ্বে। এই অবস্থায় আইন-সভার কোন বিধান সংবিধানকে লংঘন করিলে তাহা অবৈধ হইবে এবং আদালত উহা মানিতে বাধ্য থাকিবে না।

সুতরাং যে-স্থলে লিখিত সংবিধান দেশের সর্বপ্রধান আইন এবং বিচারকদের ঐ সংবিধান সংরক্ষণ করিবার শপথ গ্রহণ করিতে হয় সে-স্থলে বিচারালয়ের স্বাভাবিক-

* "This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof, and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land..." ***Article VI S. 2 of the Constitution of the United States***

** "The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising under this constitution, the laws of the United States and treaties made, or which shall be made, under their authority..." ***Article III S. 2 of the Constitution of the United States***

ভাবেই অধিকার রহিয়াছে আইনসভার আইনের বৈধতা বিচার করিবার এবং ঐ আইন সংবিধানবিরোধী হইলে উহাকে বাতিল করিয়া দেওয়ার।*

মার্শালের এই ব্যাখ্যার বহু সমালোচনা হইলেও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা স্বীকৃত। সংবিধানবিরোধী বলিয়া আইনসভার আইনকে বাতিল করিবার এই ক্ষমতার সহিত যোগ হইয়াছে সংবিধানে বিভিন্ন ধারায় ভাষার অস্পষ্টতা বিশেষ করিয়া 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' সংক্রান্ত ধারা ('due process of law' clause)। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনে (the fifth amendment) বলা হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। ১৮৬৮ সালের চতুর্দশ সংশোধনের (the fourteenth amendment) দ্বারা অংগরাজ্যগুলির বেলায়ও অনুরূপ ঐ একই বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। 'যথাবিহিত পদ্ধতি'র ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সুপ্রীম কোর্ট শুধুমাত্র পদ্ধতি যথাযথ কি না তাহাই দেখে না; আইন স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতিকে (the principles of natural justice) লংঘন করিয়াছে কি না—অর্থাৎ, আইন ন্যায়সংগত কি না, তাহারও বিচার করে।

এইভাবে আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতার সহিত আইনের যৌক্তিকতা বা সমীচীনতা বিচারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা হয় যে বিচারকদের ব্যাখ্যাই হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।** অর্থাৎ, সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যে-অর্থ করে তাহাই হইল মার্কিন দেশের চরম সংবিধানগত আইন। ইহার ফলে সংবিধানের প্রকৃতি ও তাৎপর্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান মোটেই দুষ্পরিবর্তনীয় নহে—বরং বিশেষ সুপরিবর্তনীয়, এমনকি ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষাও সুপরিবর্তনীয়।

সুপ্রীম কোর্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে সংবিধানের নিয়ামক এবং সংবিধান হইয়াছে বিশেষ সুপরিবর্তনীয়

এই আলোচনা হইতে আরও অনুমান সহজেই করা যাইবে যে আইনসভা কর্তৃক

* "It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is......

If, then, the Courts are to regard the Constitution, and the Constitution is superior to any ordinary act of legislature the Constitution, and not such ordinary act, must govern the case to which both apply."

** "We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is." Chief Justice Charles Evans Hughes

প্রণীত আইনের বৈধতা ও যৌক্তিকতা বিচারের সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা আইনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, যে-পর্যন্ত-না সুপ্রীম কোর্ট তাহার মতামত দেয় সে-পর্যন্ত কোন আইন আইন কি না সে-সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া যায়। অনেক সময়ই আবার যে-আইনকে আজ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল কাল আবার ঐ আইনই বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইল।* উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৫ সালে এক মামলায় সুপ্রীম কোর্ট কার্যের সময় সীমাবদ্ধ করিয়া নিউ ইয়র্ক যে-আইন পাস করে তাহাকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে।** ১৯০৮ সালে আর একটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ঐ ধরনের আইনকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করে।†

ইহার ফলে আইনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছে

হ্যামার বনাম ডাজেনহার্ট (Hammer v. Dagenhart) মামলায় ১৯১৮ সালে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়াছিল যে, বাণিজ্যসংক্রান্ত ক্ষমতাবলে (commerce power) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য (inter-state trade) নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ক্ষমতা কংগ্রেসের নাই। ১৯৪১ সালে আবার যুক্তরাষ্ট্র বনাম ডার্বি (United States v. Darby) মামলায় এই রায় উল্টাইয়া দিয়া সুপ্রীম কোর্টই বলিয়াছিল যে, বাণিজ্যসংক্রান্ত ক্ষমতা হইল পূর্ণ ক্ষমতা এবং ইহার বলে কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবেই আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আদালত এই ধারণা সমর্থন করিয়া আসিতেছিল যে, মার্কিন নাগরিকদের যথেচ্ছ বিদেশ ভ্রমণে বাধা দিবার ক্ষমতা শাসন বিভাগের আছে। কিন্তু ১৯৫৮ সালের দুইটি মামলায়†† সুপ্রীম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে 'ভ্রমণের অধিকার' (right to travel) মার্কিনদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার; ইহাকে ব্যাহত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পূর্ণ পরিবর্তনশীলতার এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আশ্চর্যের বিষয় হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত-সমূহ, বিশেষ করিয়া সুপ্রীম কোর্ট, এই সকল মামলার বিচারে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়াই ব্যস্ত থাকে নাই, বিশেষ সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা লইয়াও আলোচনা করিয়াছে। সুতরাং লর্ড ব্রাইসের মত যে সুপ্রীম কোর্ট জনসাধারণের ইচ্ছা প্রসূত সংবিধানের ব্যাখ্যাই করিয়াছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহকে সকল সময়ই পরিহার

সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্র-নীতির সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে

* "In America the law is not occasionally an ass, as in all countries, it is even more than in other countries a lottery." Brogan, *U S A—An Outline of the Country, its People and Institutions*

** Lochner v. New York

† Muller v. Oregon

†† Kent & Briehl v. Secy. of State এবং Daytan v. Secy. of State

করিয়া চলিয়াছে, তাহা ভুল।* এই দিক দিয়া মার্কিন বিচার-ব্যবস্থার, বিশেষ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের, স্বরূপ টকভিলের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়িয়াছিল। টকভিল বলিয়াছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নের উদ্ভব বড় একটা ঘটে না যাহা শেষ পর্যন্ত আইনের প্রশ্ন-মীমাংসার রূপ ধারণ না করে।** লর্ড ব্রাইস ও টকভিলের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের রাষ্ট্রনৈতিক রূপ আরও প্রকট হইয়াছে।

শাসনতন্ত্র-প্রণেতৃবর্গ চাহিয়াছিলেন যে, সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিবে—ন্যায়বিচার ইহা অধিকার হিসাবে নহে, কর্তব্য হিসাবেই গ্রহণ করিবে। সুপ্রীম কোর্ট ইহাই করিয়াছে, তবে অবাঞ্ছিতভাবে। মানুষে মানুষে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ইহা কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কর্তব্য হিসাবে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করিতে গিয়া ইহা কার্যত জাতীয় আইনসভার চরম ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় পরিষদে পরিণত হইয়াছে।

মানুষে মানুষে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া সুপ্রীম কোর্ট কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে

বর্তমানে কংগ্রেস যখন আইন প্রণয়ন করে তখন সুপ্রীম কোর্টের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ঐ কার্য সম্পাদন করে। প্রণীত আইন যেন বিচার বিভাগের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে, সে-বিষয়ে কংগ্রেসকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। [illegible] আইন-প্রণেতাদের দায়িত্ববোধ শিথিল হইয়া পড়ে এবং প্রণীত আইন হয় গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন। ১৯৩৭ সালে রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থার পুনর্গঠনে কংগ্রেসকে নির্দেশ প্রদানকালে সুস্পষ্টভাবে এই অভিযোগই আনয়ন করিয়াছিলেন।†

ইহা জাতীয় আইন-সভার চরম ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় পরিষদে পরিণত হইয়াছে

যদি মনে করা হয় যে বিচারপতিগণ সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন-সমূহের শ্রেষ্ঠ মীমাংসক, তবে এই ধারণা একেবারে ভুল। তাঁহাদের বিশেষ শিক্ষা ও আবেষ্টনী তাঁহাদিগকে সাধারণ লোকের দুঃস্থদশা সম্বন্ধে একরূপ অচেতন করিয়া তুলে। যাহারা অন্য পর্যায়ের লোক, তাহাদের ধারণাও অন্য প্রকারের হয়।†† বিচারপতিগণ তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত; সুতরাং তাঁহাদের চিন্তাধারাও ঐ পথে চলে। শ্রমিক নিয়োগের যৌক্তিকতা বিচারের সময়ে তাঁহারা দেখেন শিল্পপতির কোনরূপ

* Bryce, *American Commonwealth*

** "Scarcely any political question arises on the United States that is not resolved, sooner or later, into a judicial decision." Alexis De Tocqueville, *Democracy in America*

† ১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

†† "Those who live differently also think differently." Laski

ক্ষতি হইবে কি না, বেকারী ভাতার প্রয়োজনীয়তা বিচার করেন শিল্পপতির করভার বৃদ্ধির সম্ভাবনার দিক হইতে, ইত্যাদি। সুতরাং, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার ভার বিচারপতিগণের হস্তে দিলে মানুষে মানুষে ন্যায়ের সম্ভাবনা নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহাই ঘটিয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের বিরোধিতার জন্য রুজভেল্টের পক্ষে সমাজজীবনের সংস্কারসাধনের প্রচেষ্টা অনেকটা বিফল হইয়াছিল। গত তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের সময় তাঁহার প্রেরণায় কংগ্রেস যে ১৭টি সংস্কারমূলক আইন পাস করে তাহাদের সব কয়টিই সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের মতে, মন্দাবাজারের ফলে জরুরী অবস্থার উদ্ভব ঘটিলেও জাতীয় সরকারের সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না।* ১৯৫২ সালে দেশব্যাপী ধর্মঘটের সময় জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান যখন ইস্পাত কারখানাগুলিকে অস্থায়ীভাবে সরকারী পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট তখনও ঐ কার্যকে সংবিধানবিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল।

সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ ভূমিকা জনসাধারণের স্বার্থ ব্যাহত করিয়াছে

বিচারালয়ের, বিশেষ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের, এই ভূমিকার জন্য অধিকাংশ মার্কিন দেশবাসীর পক্ষে "প্রাণময় সুখশান্তিপূর্ণ স্বাধীন জীবনের" জন্য জেফারসনের যে-স্বপ্ন (Jefferson's American dream of life, liberty and pursuit of happiness) তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই। ব্রোগানের (Brogan) ন্যায় আধুনিক সমালোচকগণের মতে, এই কারণে আঞ্চলিক দৃষ্টিভংগি সংকুচিত করিয়া জাতি-গঠনে বিশেষ সহায়তা করা সত্ত্বেও, প্রয়োজন হইল সুপ্রীম কোর্টের চরম ক্ষমতা খর্ব করিবার। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই পথেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধনকার্য সুরু হইবে।

সুতরাং ইহার ক্ষমতা খর্ব করিবার প্রয়োজন আছে

সংক্ষিপ্তসার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা দুই অংশে বিভক্ত—অংগরাজ্যসমূহের বিচার-ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত হইল সুপ্রীম কোর্ট।

সুপ্রীম কোর্ট: ইহা ৯ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। ইহা আপিল বিচারের চূড়ান্ত আদালত। ইহার মূল এলাকাও আছে। এই দুই এলাকার মধ্যে আপিল এলাকাই ব্যাপকতর এবং ইহার মধ্যেই রহিয়াছে সুপ্রীম কোর্টের প্রকৃত ভূমিকা। সুপ্রীম কোর্ট আন্তর্জাতিক আইনেরও ব্যাখ্যা করে।

* "Emergency does not create power. Emergency does not increase granted power or diminish the restrictions imposed upon power......" (Home Building and Loan Ass'n v. Blaisdell)

সুপ্রীম কোর্ট ও অধিকার সংরক্ষণ : সংবিধানভুক্ত ও অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত। এই অধিকার সংরক্ষণে অতীতে সুপ্রীম কোর্ট সম্পত্তির অধিকারীদের বিশেষ সমর্থন করিয়াছে। তবে বর্তমানে ইহার দৃষ্টিভংগি কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনও অবশ্য ইহা অন্যান্য সামাজিক অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ সক্রিয়। কিন্তু যুদ্ধ ও কমিউনিষ্ট ভীতির সময় এই সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা : সংবিধান-প্রদত্ত না হইলেও সংবিধান ও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন প্রকার আইনের বৈধতা বিচারের চূড়ান্ত ভার গিয়া পড়িয়াছে সুপ্রীম কোর্টের উপর। শেষোক্ত অধিকার —অর্থাৎ, আইনের বৈধতা বিচারের বেশ কিছুটা অপব্যবহার করিয়া সুপ্রীম কোর্ট নিজেকে রাষ্ট্রনীতির সহিত জড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। এই রাষ্ট্রনীতি বিশেষভাবে রক্ষণশীল। ফলে সমাজ-সংস্কার ও প্রগতির পথ পদে পদে ব্যাহত হইতেছে, এবং মার্কিন দেশবাসীর পক্ষে আকাংক্ষিত জীবন গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে দাবি উঠিয়াছে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করিবার। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এই পথেই সংস্কারকার্য সুরু হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

অংগরাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা

(GOVERNMENTS OF THE STATE)

[সমমর্যাদাসম্পন্ন অংগরাজ্য—লিখিত সংবিধান—সংবিধানের বিভিন্নতা—মৌলিক অধিকারের ঘোষণা—ব্যবস্থা বিভাগ—শাসন বিভাগ—বিচার বিভাগ—প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ]

৫০টি অংগরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া জিলা (Federal District of Columbia) লইয়া 'মহাদেশীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র'র (Continental United States) রাষ্ট্রক্ষেত্র। কার্যক্ষেত্রে অংগরাজ্যগুলির অনন্য ক্ষমতার (exclusive powers) অধিকাংশ জাতীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইলেও তাহাদের 'আইনগত সার্বভৌম এলাকা' বিশেষ সংকুচিত হয় নাই। অর্থাৎ, আইনত এখনও তাহারা নির্দিষ্ট এলাকা সহ স্বতন্ত্র 'রাষ্ট্র', যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্য মাত্র নহে। সংবিধান যে-ক্ষমতা জাতীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করে নাই তাহা উহাদেরই ক্ষমতা। তবে কোন বিশেষ ক্ষমতা জাতীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে কি না—অর্থাৎ, উহা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট ক্ষমতাসমূহের (enumerated powers) অন্তর্ভুক্ত কি না তাহা বিচারের ভার সুপ্রীম

অংগরাজ্যসমূহ আইনত এখনও 'রাষ্ট্র'

কোর্টের উপর ন্যস্ত। কংগ্রেস নূতন কোন অংগরাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে, কিন্তু পুরাতন অংগরাজ্যসমূহের সম্মতি ব্যতিরেকে উহাদের সীমানার রদবদল করিয়া নূতন কোন অংগরাজ্য গঠন করিতে পারে না। সংবিধান অনুসারে অংগরাজ্য-গুলিতে সাধারণতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা (republican government) বজায় রাখিবার দায়িত্ব জাতীয় সরকারের উপর ন্যস্ত ; উহাদিগকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করাও জাতীয় সরকারের কর্তব্য।

সকল অংগরাজ্যই সমমর্যাদাসম্পন্ন

অংগরাজ্যগুলি আয়তন, জনসংখ্যা, আর্থিক সংগতি প্রভৃতির দিক দিয়া পরস্পর হইতে বিশেষ পৃথক হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে সমান মর্যাদাসম্পন্ন। অর্থাৎ, সকলেই সিনেটে সমান সংখ্যক (২ জন করিয়া) সদস্য প্রেরণের অধিকারী।

প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র লিখিত সংবিধান আছে

সংবিধান কিন্তু একই প্রকারের নহে

অংগরাজ্যগুলির প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র লিখিত সংবিধান আছে। অংগরাজ্যগুলি যে আইনত রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত ইহা তাহারই প্রমাণ। সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনের ভারও অংগরাজ্যসমূহের উপর পৃথকভাবে ন্যস্ত। ফলে বিভিন্ন রাজ্যের সংবিধানের আকার, ব্যবস্থা ও সংশোধন পদ্ধতিতে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন রাজ্যের সংবিধান বৃহৎ ও জটিল। উহাদিগের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারসমূহের (local governments) গঠন ও কার্য-পরিচালনা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে ; আবার কোন কোন সংবিধানে শুধু রাজ্য সরকারের গঠন ও কার্য পদ্ধতি বর্ণিত আছে। কোন কোন সংবিধানের সংশোধনভার সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের আইনসভার উপর ন্যস্ত, কোন কোন স্থানে আবার সংশোধনের জন্য গণভোটের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই মৌলিক অধিকার ঘোষিত আছে

ব্যবস্থা বিভাগ

অধিকাংশ সংবিধানেই যুক্তরাষ্ট্রের মত কতকগুলি মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ আছে এবং একটি ছাড়া সকল অংগরাজ্যেরই আইনসভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন (bi-cameral)। আইনসভাগুলি সাধারণত দুই বৎসরে একবার করিয়া মিলিত হয়। বর্তমানে অবশ্য এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা গঠন এবং বৎসরে একবার করিয়া আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

শাসন বিভাগ

সকল রাজ্যেই গভর্ণর জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাঁহার কার্যকাল ৫০টির মধ্যে ১৫টি রাজ্যে দুই বৎসর এবং বাকী ৩৫টি রাজ্যে চারি বৎসর। বর্তমানে কার্যকাল আরও বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। অধিকাংশ রাজ্যেই গভর্ণরের সম্মতি না-দিবার ক্ষমতা (veto power) আছে। এইভাবে গভর্ণর সম্মতি প্রদানে অস্বীকার করিলে ঐ বিল আবার

বিশেষ সংখ্যাধিক্যে আইনসভা দ্বারা পুনরায় পাস না হইলে উহা আইনে পরিণত হয় না। গভর্ণর ছাড়াও রাজ্য সরকারের অন্যান্য কয়েকজন পদাধিকারী জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে রাজ্যের সচিব (Secretary of State), কোষাধ্যক্ষ, এটর্নী-জেনারেল প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন কোন রাজ্যে সহকারী গভর্ণরও (Lieutenant Governor) আছেন।

বিচার-ব্যবস্থা

প্রত্যেক রাজ্যেই স্বতন্ত্র বিচার-ব্যবস্থা (judiciary) আছে। রাজ্যের সংবিধানের ব্যাখ্যার ভার রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থার হস্তেই ন্যস্ত। বিচারকেরা কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাজ্যের সংবিধানে 'প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে'র (direct democratic checks) ব্যবস্থা আছে। এই সকল রাজ্যে গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিকগণ প্রয়োজনীয় আইন পাস করিয়া লইতে পারে এবং গণভোটের ক্ষমতাবলে কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইবে কি না সে-সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করিতে পারে।

উপসংহার

দেখা যাইতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থার ঐক্য ও পার্থক্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়; উহাদিগকে কোনমতেই সম্পূর্ণ সমগোত্রীয় বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। আবার উহাদিগের ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনে পার্থক্যও প্রভূত। এই কারণে একজন আধুনিক লেখক অংগরাজ্যগুলিকে সামগ্রিকভাবে শাসন-ব্যবস্থার গবেষণাগার (laboratory) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহারা শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে এবং দেখিয়া থাকে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ পরীক্ষা চালানো বিপজ্জনক। অতএব, অন্তত পরীক্ষাগার হিসাবে মার্কিন দেশের অংগরাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থার মূল্য রহিয়াছে। বর্তমানে অবশ্য ক্রমবর্ধমান জাতীয় সমস্যা এই পরীক্ষার পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। ফলে ব্যবহারিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (applied politics) একটি অধ্যায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে।*

সংক্ষিপ্তসার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যসমূহ আইনের চক্ষে এখনও 'রাষ্ট্র' বলিয়া পরিগণিত। কংগ্রেস নূতন কোন অংগরাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলেও পুরাতন অংগরাজ্যগুলির সম্মতি ব্যতীত

* "National nature of many problems blocks effective state experimentation. The Nation gains apace, though many hold it laggart." Griffith

উহাদের সীমানার কোন রদবদল করিতে পারে না। অংগরাজ্যগুলিতে সাধারণতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং উহাদিগকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করা জাতীয় সরকারের দায়িত্ব।

যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে অংগরাজ্যগুলি সমমর্যাদাসম্পন্ন। সকলেরই স্বতন্ত্র লিখিত সংবিধান আছে। এই সকল সংবিধান একই প্রকারের নহে; উহাদিগের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকারভেদ দেখা যায়। যেমন, সকল রাজ্যেরই আইনসভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন নহে, অথবা সকল রাজ্যেই গভর্ণরের কার্যকাল এক নহে। আবার কতকগুলি রাজ্যে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও আছে।

এইভাবে অংগরাজ্যগুলি শাসন-ব্যবস্থা লইয়া গবেষণা চালাইতেছে, বলা হয়। তবে বর্তমানে অংগ-রাজ্যগুলিতে একই ধরনের সংবিধান প্রবর্তনের বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

দলীয় ব্যবস্থা

(THE PARTY SYSTEM)

[দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—দল-নিরপেক্ষ নির্বাচন, দলীয় পার্থক্য সম্পূর্ণ সংগঠনগত—সাধারণতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী দল—আঞ্চলিক কারণে তৃতীয় দল মাথা তুলিতে পারে নাই]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার সহিত অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের, বিশেষ করিয়া ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার বিশেষ সামঞ্জস্য নাই। প্রথমত, ঐ সকল দেশে নির্দলীয় নির্বাচক (independent voter) এবং নির্দলীয় প্রার্থীর সন্ধান বিশেষ মিলে না; কিন্তু মার্কিন দেশে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচক হইল নির্দলীয়—কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহিত তাহারা সংশ্লিষ্ট নহে। আবার রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট নির্বাচকদের অনেকের আনুগত্যও বিশেষ ক্ষণস্থায়ী; তাহারা আজ এই দলের এবং কাল ঐ দলের সমর্থক হইতে দ্বিধাবোধ করে না। সুতরাং মোটামুটিভাবে মার্কিন নির্বাচকগণকে দল-নিরপেক্ষ (non-partisan) বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

১। মার্কিন দেশে অধিকাংশ নির্বাচক দল-নিরপেক্ষ

দ্বিতীয়ত, সুরু হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-party System) প্রচলিত। বর্তমানের প্রধান দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল সাধারণতন্ত্রী দল (Republican Party) এবং গণতন্ত্রী দল (Democratic Party)। দল দুইটির মধ্যে নীতিগত বা ভিত্তিগত কোন পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। উভয়ের মধ্যে বর্তমান পার্থক্য মূলত সংগঠনগত। ফলে, সাধারণতন্ত্রী দলের অনেক নীতি গণতন্ত্রী

২। সংগঠনগত পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা

দলের সমর্থকদের দ্বারা এবং গণতন্ত্রী দলের অনেক নীতি সাধারণতন্ত্রী দলের সমর্থকদের দ্বারা সমর্থিত হইতে দেখা যায়।

৩। দলীয় সংগঠনের রূপ মূলত আঞ্চলিক

তৃতীয়ত, এখনও দলীয় সংগঠন অনেকাংশে আঞ্চলিক রূপ ধারণ করিয়া আছে; দুই দলের কোনটিরই জাতীয় সংগঠন সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। ইহার কারণ, সংবিধান নির্বাচন-পরিচালনার ভার বিভিন্ন রাজ্যের উপর অর্পণ করিয়াছে, জাতীয় সরকারের উপর নহে।

দল দুইটির উদ্ভবের ইতিহাস

ইতিহাসের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থা সুরু হইতেই আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করিলেও চিরকালই এইরূপ সংগঠনগত পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ঐ দেশের আদি রাষ্ট্রনৈতিক দল দুইটি—হ্যামিলটনের যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থনকারী দল (Federalists) এবং জেফারসনের সাধারণতন্ত্রী দল বা যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী দল (Jeffersonian Republicans or Anti-federalists) নীতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই সংগঠিত হইয়াছিল। প্রথম দলটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, এবং দ্বিতীয় দলটি অংগরাজ্যসমূহের অধিকার সংরক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল।

পরে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থনকারী দলের আনুষ্ঠানিক বিলোপ ঘটিলেও ঐ দলের সমর্থকদের মধ্য হইতেই গড়িয়া উঠে উদারনৈতিক দল (Whig Party)। উদারনৈতিক দল সংস্কারমূলক উদার নীতি প্রচার করিতে থাকে, এবং অপরদিকে জেফারসনের সাধারণতন্ত্রী দল 'গণতন্ত্রী' (Democratic) এই নাম গ্রহণ করিয়া রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ায়।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভব

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাসত্বপ্রথা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রশ্ন ও সমস্যা হইয়া উঠে। উদারনৈতিক দল এইবার সাধারণতন্ত্রী দল (Republican Party) নামে পরিচিত হইয়া ঐ প্রথার বিলোপসাধনে বদ্ধপরিকর হয়, কিন্তু রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গণতন্ত্রী দল দাসত্বপ্রথাকে বজায় রাখিবারই শপথ গ্রহণ করে। ফলে ষষ্ঠ দশকে গৃহযুদ্ধের সময় বর্তমান দল দুইটির উদ্ভব ঘটে।

গৃহযুদ্ধের ফলে মার্কিন দেশে দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত হইলেও দল দুইটির অস্তিত্ব লোপ পাইল না। কিন্তু তখন হইতে আজ পর্যন্ত দল দুইটির বিবর্তন-ইতিহাসে একমাত্র সংগঠনকে সুদৃঢ় করিবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। এই সময়ের মধ্যে এমন কোন নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না যাহা দল দুইটির কোনটি

অনুরাগের সহিত অনুসরণ করিয়াছে। শিল্প-সংরক্ষণের (Industrial Protection) উল্লেখ করিয়া বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। বহুদিন ধরিয়া শিল্প-সংরক্ষণ ছিল উভয় দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্যের ভিত্তি। সাধারণতন্ত্রী দল ছিল সংরক্ষণ এবং গণতন্ত্রী দল ছিল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। বর্তমানে গণতন্ত্রীদের মধ্যে সংরক্ষণ সমর্থকদের সংখ্যা কম নহে এবং সাধারণতন্ত্রীদের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের পক্ষপাতীও বহু।

বর্তমানে দল দুইটির মধ্যে নীতিগত কোন মৌলিক পার্থক্য নাই

গণতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী—উভয় দলই বর্তমানে একমাত্র নির্বাচন-সাফল্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্বাচনী ইস্তাহার প্রস্তুত করে এবং স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, এবং সংখ্যাধিক রাজ্য যে-নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী তাহাই ঘোষণার ব্যবস্থা করে। ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, অন্তত পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে এই দুইটি প্রধান দলের মধ্যে কোন মৌলিক মতভেদ নাই।

আভ্যন্তরীণ নীতি সম্বন্ধে এই দুইটি দলের মধ্যে যে-মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহাও অনেকাংশে বাহ্যিক। তবে দেখা যায়, বর্তমানে গণতন্ত্রী দল অধিকতর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণতন্ত্রী দল অধিকতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। অর্থাৎ, বর্তমানে গণতন্ত্রী দল কিছুটা প্রগতিশীল এবং সাধারণতন্ত্রী দল কিছুটা রক্ষণশীল হইয়া পড়িয়াছে।

এই দিকে গতি শুরু হয় গত তৃতীয় দশকের মন্দাবাজারের পর হইতে।* দলীয় স্ববোধিতা সত্ত্বেও গণতন্ত্রী দলীয় রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট, ট্রুম্যান প্রভৃতি যুগের দাবি মানিয়া সংস্কারের পথে বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অপরদিকে সাধারণতন্ত্রী দল তাহাদের রক্ষণশীলতার অপবাদ দূর করিবার জন্য আইসেনহাওয়ার, উইলকি প্রভৃতি নির্দলীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য মনোনীত করিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও দেখা যায় যে, এ্যাব্রাহাম লিংকন, থিওডর রুজভেল্ট প্রভৃতি সাধারণতন্ত্রী দলীয় রাষ্ট্রপতি যে সংস্কারের হাওয়া তুলিয়াছিলেন তাহা আজ গিয়া লাগিয়াছে গণতন্ত্রী দলেরই নৌকার পালে। অবশ্য তবুও ঐ দেশের দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় উভয় দলের মধ্যে চেহারার কোন মূল পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন, এবং কোন দলটি বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।**

পূর্বে সাধারণতন্ত্রী দল ছিল সংস্কারপন্থী, এখন গণতন্ত্রী দল হইল সংস্কারপন্থী

তবুও দল দুইটি মৌলিক পার্থক্যহীন

* "Since the New Deal Era the tendency has been for the progressive to concentrate in the Democratic Party and for the Republican Party to become the conservative organ" Ferguson and McHenry, *American System of Government*

** "There is no natural majority party, we are becoming a generally two party nation." E. Sevareid, *Who Will Win in 1960?*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় দলের অনস্তিত্বের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দলীয় সংগঠনের মধ্যেই পাওয়া যায়। ১৯১২ সালের নির্বাচনে থিয়োডর রুজভেল্টের অধীনে গঠিত প্রগতিশীল দল (Progressives) সাধারণতন্ত্রী দল অপেক্ষা অনেক বেশী সমর্থন পাইয়াছিল, কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই আঞ্চলিক সংগঠনের অভাবে উহা অধিকাংশ সমর্থনই হারাইয়া ফেলে। সুতরাং আঞ্চলিক সংগঠনই দলীয় ভিত্তি। এই আঞ্চলিক সংগঠনের অভাবে মার্কিন শ্রমিক দল (American Labour Party) এবং অন্যান্য ছোটখাট ছয়-সাতটি দল বিশেষ মাথা তুলিতে পারে নাই। ইহারা যখনই কোন নূতন কথা বলে, নূতন প্রতিশ্রুতি দেয়, তখনই সাধারণ ও গণতন্ত্রী দল উহা গ্রহণ করিয়া নির্বাচকদের সমর্থন পাইতে প্রচেষ্টা করে। ফলে নূতন দলের নূতন কিছু করিবার থাকে না। বিদেশী সমালোচকদের মতে, মার্কিন দেশের দলীয় নীতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত না হওয়ায় উহা ত্রুটিপূর্ণ; মার্কিন দেশবাসীরা কিন্তু মনে করে যে উহাতেই তাহাদের কাজ বেশ চলিয়া যাইতেছে।

অন্য কোন দল মাথা তুলিতে পারে নাই কেন

সংক্ষিপ্তসার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার সহিত অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে দলীয় ব্যবস্থার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অন্যান্য দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দল-নিরপেক্ষ নির্বাচক ও নির্দলীয় প্রার্থীর সন্ধান বড় একটা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত; কিন্তু দল দুইটির ভিত্তি হইল সংগঠনগত পার্থক্য, নীতিগত পার্থক্য নহে। তৃতীয়ত, এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় সংগঠন আঞ্চলিক রূপ ধারণ করিয়া আছে, জাতীয় রূপ ধারণ করিতে পারে নাই।

ঐ দেশে দলীয় ব্যবস্থা সুরু হইতেই আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু পূর্বে দলগুলি নীতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। অবশ্য সুরু হইতেই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। প্রথম দল দুইটি হইল যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থনকারী এবং যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী দল। যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী দল সাধারণতন্ত্রী দল নামেও অভিহিত হইত। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়টি উহার বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে একপ্রকার যুক্তরাষ্ট্র সমর্থনকারী দল হইতেই গড়িয়া উঠে বর্তমান দিনের সাধারণতন্ত্রী দল, এবং সাধারণতন্ত্রী বা যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী দল গণতন্ত্রী দল নামে পরিচিত হয়। সাধারণতন্ত্রী দল ছিল সংস্কারপন্থী এবং গণতন্ত্রী দল ছিল রক্ষণশীলতার সমর্থক। বর্তমানে ঠিক বিপরীত অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে—সাধারণতন্ত্রী দলই রক্ষণশীলতাকে আঁকড়াইয়া আছে এবং গণতন্ত্রী দল সংস্কারের ধ্বজা বহন করিতেছে। তবুও উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য সম্পূর্ণ পরিমাণগত, মোটেই নীতিগত নহে। তাই দুইটি দলের মধ্যে কোন্‌টি সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় দলের অস্তিত্বের কারণ কি? কারণ হইল আঞ্চলিক সংগঠনের অভাব। আঞ্চলিক সংগঠনের অভাবে কোন দল গড়িয়া উঠিলেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। উহাদের দেওয়া নূতন প্রতিশ্রুতি, উহাদের বলা নূতন কথা সাধারণতন্ত্রী বা গণতন্ত্রী দল তৎক্ষণাৎ আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের প্রচারকার্য চালায়। ফলে নূতন দলের অকালমৃত্যু ঘটে।

নবম অধ্যায়

মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থা

(THE AMERICAN SYSTEM OF GOVERNMENT)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা আলোচনার উপসংহার হিসাবে ঐ দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পূর্বোল্লিখিত ছাড়া আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইংল্যাণ্ড বা ভারতের ন্যায় পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব প্রথমে ক্যাবিনেটের এবং পরে প্রধান মন্ত্রীর হস্তে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই দায়িত্ব ব্যাপক নির্বাচকমণ্ডলী হইতে পার্লামেণ্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত। "এইরূপ ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ শাসন করিতে পারে, বিরোধী দল সমালোচনা এবং বিকল্প ব্যবস্থা নির্দেশ করিতে পারে।"* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত নহে, সুতরাং দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করাও অসম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি অনুসারে সরকার-পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হওয়া ছাড়াও ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি অনুসারে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে বিভক্ত। ফলে শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগ বেশ কতকটা পরস্পরবিরোধী হইয়া দাড়াইয়াছে।

১। মার্কিন দেশে দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় অসম্ভব

তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা অকার্যকর হয় নাই। স্বতন্ত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিভাগ অল্পবিস্তর পরস্পরের সমবায়ে কার্য করিয়া সংবিধানের কাঠামোকে ১৭০ বৎসরের অধিককাল—অন্য যে-কোন লিখিত সংবিধান হইতে অধিককাল বজায় রাখিয়াছে এবং মোটামুটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সংঘটন করিয়াছে। এইজন্য বলা হয় যে মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থা মতৈক্যের ভিত্তিতে গঠিত (it is a government by consensus)।

২। মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি মতৈক্য

মার্কিন দেশে নেতৃত্বের অবস্থান নির্ণয় করাও কঠিন। ইংল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে জনগণের নেতৃত্ব রাষ্ট্রনৈতিক দলের উপর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক দলের নেতৃত্ব প্রধান মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক দল দুইটি সুসংগঠিত হইলেও তাহাদের কোন সুনির্ধারিত নীতি নাই। ফলে জনসাধারণ দলের পরিবর্তে অনেক সময় প্রভাবশালী উপদলেরই (pressure groups) নেতৃত্ব মানিয়া থাকে। রাষ্ট্রপতিও তাঁহার দলের অবিসংবাদী নেতা নহেন ; আবার সকল সময় রাষ্ট্রপতির

৩। রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব বিক্ষিপ্ত, কেন্দ্রীভূত নহে

* "In this setting a 'government can govern'; an opposition criticise and offer alternatives." E. S. Griffith, *The American System of Government*

দল যে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের জন্য আইনসভায় রাষ্ট্রপতির কোন বিশেষ স্থান নাই, এবং সিনেট 'পারস্পরিক স্বার্থসংরক্ষক সমিতি' (mutual protection society) বলিয়া দলভুক্ত সিনেটরগণও অনেক সময় রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা ও নির্দেশকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহারা আবার ইহা দেখাইতেই ব্যস্ত থাকেন যে ব্যবস্থা বিভাগের ক্ষেত্রে তাঁহারা রাষ্ট্রপতির প্রতিদ্বন্দ্বী।

(প্রভাবশালী উপদলসমূহের এই নেতৃত্ব সকল সময় জনস্বার্থের (public interest) বিরোধী বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। বরং বিষয়টিকে শাসনতান্ত্রিক 'ঐক্য বনাম বহুত্ব' (unity v. pluralism)—এইভাবে দেখা যাইতে পারে। সংক্ষেপে, শাসনতান্ত্রিক বহুত্ব বলিতে সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝায় যাহা বিভিন্ন স্বার্থ, সংঘ ও কর্তৃত্বের সমবায়ে গঠিত। বর্তমানের মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থা এইরূপ বহুত্ববাদেরই প্রতিফলন। ইহাতে সংঘ ও স্বার্থের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া ইহাকে 'সংঘ হিতবাদ' (group utilitarianism) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। বেন্থাম, মিল প্রভৃতির আদি হিতবাদ হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। এই তত্ত্ব অনুসারে ব্যক্তিই তাহার কল্যাণের শ্রেষ্ঠ বিচারক ; সুতরাং রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব স্বল্প হস্তক্ষেপ করিবে। বর্তমানের সংঘ হিতবাদ অনুসারে সংঘই তাহার স্বার্থের শ্রেষ্ঠ বিচারক। সুতরাং সংঘ যাহা প্রয়োজনীয় মনে করে রাষ্ট্রকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ন্যায় রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তার নীতি নয়—বরং সংঘস্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপেরই সুস্পষ্ট নীতি। অতএব, রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করিতে হয় —বিভিন্ন সংঘস্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হয়। এই সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টার ফলে শাসনতান্ত্রিক 'বহুত্ব' 'ঐক্যে' পরিণত হইয়াছে। সুতরাং মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থাকে ঐক্য ও বহুত্বের সুসমন্বয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান।)

৪। মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ও বহুত্বের সুসমন্বয়

শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বলিয়া মার্কিন দেশে সকল আইন সমমর্যাদাসম্পন্ন নহে। মর্যাদার প্রথম স্তরে আছে—শাসনতান্ত্রিক আইন ; অন্য সকল আইন ইহার সহিত সংগতি রাখিয়াই প্রণীত হইবে—ইহাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। মূল শাসনতান্ত্রিক আইন অন্যায় বা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহার সংশোধন অবশ্য করা যাইতে পারে ; কিন্তু ইহা একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার। ফলে ১৭০ বৎসরে মাত্র এরূপ ২২টি সংশোধন কার্যকর হইয়াছে। এই দিক দিয়া বলা হয় যে মার্কিন দেশের শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে রক্ষণশীল।

৫। মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থা রক্ষণশীল

এই রক্ষণশীলতা কিন্তু জাতীয় সংহতি ও সমৃদ্ধির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায় নাই। এই রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থার অধীনেই একটি 'মহাদেশ' এবং একটি বিরাট জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার নেতৃত্ব বিশ্বের বৃহত্তর অংশ আজ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

৬। রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রসর হইয়াছে

সংবিধানের ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক প্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে, জাতি গঠনের প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করিয়াছে সত্য—তবুও সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, সর্বাংগীণ সম্প্রসারণের পথ কখনও রুদ্ধ হয় নাই। প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণ যে সম্ভব ঐ দেশের বিগত ১৭০ বৎসরের ইতিহাস তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে। এই সম্প্রসারণের জন্য বৈচিত্র্যকে বিসর্জন দেওয়ার, আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত করিবার এবং প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ বিনষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় নাই। যুদ্ধ, মন্দাবাজার, পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতি সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলি এখনও বৈচিত্র্যকে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, এখনও তাহারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া শাসন-ব্যবস্থার গবেষণাগার হিসাবে কার্য করিতেছে। দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব সত্ত্বেও এখনও কংগ্রেস বা রাজ্যের আইন-সভাসমূহ শাসন বিভাগের ইচ্ছাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের রূপ দিবার যন্ত্রে পরিণত হয় নাই। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের অধীনে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য এখনও বজায় আছে। এই বিশেষজ্ঞদের যুগে আইনসভায় জনপ্রতিনিধিগণ তাঁহাদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন নাই। আইন প্রণয়ন তাঁহাদেরই কার্য রহিয়া গিয়াছে।

উপসংহার: সুপরিচালিত বলিয়া ঐ শাসন-ব্যবস্থা অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা

এইভাবে পুরাতনকে বর্জন না করিয়াও মার্কিন দেশ অগ্রসর হইয়াছে। অতএব, এই শাসন-ব্যবস্থা সেই সুপ্রচলিত উক্তিই সমর্থন করে যে, শাসনতন্ত্রের রূপ লইয়া বিতর্ক করা নিরর্থক। যে-শাসনতন্ত্র সর্বাপেক্ষা সুপরিচালিত তাহাই শ্রেষ্ঠ।

সংক্ষিপ্তসার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় কয়েকটি এরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যাহা ক্যাবিনেট-শাসিত সরকারের কোন ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় দায়িত্ব নির্ণয় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, ইহা সত্ত্বেও কিন্তু ঐ শাসন-ব্যবস্থা মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুপরিচালিত হইয়াছে। তৃতীয়ত, ঐ দেশে রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্বেরও অবস্থান নির্ণয় করা যায় না, কারণ ইহা কেন্দ্রীভূত নহে। এই বিক্ষিপ্ত ও নেতৃত্ব শাসনতান্ত্রিক বহুত্বেরই পরিচায়ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ও বহুত্বের সুসমন্বয়ের এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ। আবার, মার্কিনী শাসন-ব্যবস্থা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। কিন্তু এই রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও ঐ দেশের অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে—মার্কিনীরা পুরাতনকে বজায় রাখিয়াও নূতনের সন্ধান দিতে পারিয়াছে। মোটকথা, সুপরিচালিত হওয়াছে বলিয়া ঐ শাসন-ব্যবস্থাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

অনুশীলনী

1. Indicate the salient features of the constitution of the U. S. A. (৯-১৪ পৃষ্ঠা)

2. In what sense can the U. S. constitution be regarded as more flexible than the British ? (C. U. 1951)

[ইংগিত : আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অত্যন্ত দুষ্পরিবর্তনীয় এবং ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অত্যন্ত সুপরিবর্তনীয়। কিন্তু কোন দেশের সংবিধানের পরিবর্তনশীলতা মাত্র আনুষ্ঠানিক সংশোধন-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা, বিচারালয়ের ব্যাখ্যা প্রভৃতির উপরেও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন অনেকখানি নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান ব্যাখ্যা করিবার চরম ক্ষমতা হইল সুপ্রীম কোর্টের। প্রধানত এই সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় করিয়া তুলিয়াছে। উহার একটিমাত্র রায়ের দ্বারা যে কোন দিন ইহার যে কোন ধারার অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। এই দিক দিয়া দেখিলে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও সুপরিবর্তনীয়। উপরন্তু, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্ভব, বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অলিখিত ক্ষমতার (implied powers) ব্যবহার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে সময়োপযোগী করিতে সাহায্য করিয়াছে। এবং ১৭-১৯ এবং ৫৯-৬১ পৃষ্ঠা]

3. What are the methods by which the American Constitution has developed ? (B. U. (P.I) 1963) (১৯-২১ পৃষ্ঠা)

4. Indicate how far the theory of Separation of Powers holds good as far as the government of the U. S. A. is concerned.

(C. U. 1963) (১০-১২, ৩১-৩২, ৪১ এবং ৪৮ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the position and powers of the President of the U. S. A. Explain, in this connection, the process of Presidential election (C. U. 1944) (২৭-৩৭ পৃষ্ঠা)

6. 'The President of the U. S. A. is more and less than a king, he is also both more and less than a Prime Minister.' Discuss.

(বিশেষ অনুশীলনী এবং ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা)

7. Describe the position of the President in relation to the Congress of the U. S. A. (C. U. 1956) (৩০-৩৩ এবং ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা)

8. Examine the powers of the President of the United States of America. (C. U. (P. I) 1962) (৩০-৩৪ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the position of the President of the U. S. A. in relation to Cabinet. (C. U. 1959) (২৭-২৮ এবং ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

10. Compare the Cabinet in the U. S. A. with the Cabinet in Great Britain. (বিশেষ অনুশীলনী এবং ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

11. 'The American Cabinet can hardly be regarded as a Cabinet in the classic sense.' Discuss.

[পূর্ববর্তী প্রশ্ন হইতে এই প্রশ্নের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।]

12. Discuss the nature and composition of the Cabinet in the U.S.A. and its role in the determination of the policy of the government of that country. (C. U. 1962) (২৭ এবং ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

13. Compare and contrast the position and powers of the President of the U. S. A. with those of the British Prime Minister. (বিশেষ অনুশীলনী এবং ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা)

14. How far is it justifiable to regard the Senate of the U. S. A. as the most powerful second chamber in the world ?

(C. U. 1957, '60) (৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা)

15. Give a brief account of the composition and functions of the Senate of the U. S. A. (B.U. (M) 1963) (৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা)

16. Give in brief the composition and jurisdiction of the Supreme Court of the U. S. A. What role does it play in the constitutional system of the country ? (C. U. 1958) (৫৭-৫৬ এবং ৫৯-৬১ পৃষ্ঠা)

17. Describe the role of the U. S. Supreme Court as (a) defender of civil rights, and (b) the guardian of the Constitution.

(B. U. (O) 1963) (৫৫-৬১ পৃষ্ঠা)

18. Discuss the procedure of amending the constitution of the United States of America. (C. U.) (P.I) 1963) (১৮ এবং ২১-২৬ পৃষ্ঠা)

19. Discuss fully the process of legislation in the congress of the U.S.A. (C. U. (P. I) 1963) (৫০-৫২ এবং ৬৩ পৃষ্ঠা)

সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা

ভূমিকা ঃ পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা প্রসংগে বার্কার উক্তি করিয়াছেন, "গণতন্ত্র যে কত উচ্চ শিখরে উঠিতে পারে সে-সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। গণতন্ত্রের এই স্বাভাবিক গবেষণাগারে অন্তর্নিহিত প্রেরণা বলে এরূপ সব শক্তিশালী উপাদানের সৃষ্টি হইয়াছে......যাহা গণতন্ত্রের পথে পদসঞ্চারকারী প্রত্যেক দেশেরই দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া আছে।" অধ্যাপক কোল (G. D. H. Cole) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ ক্ষুদ্রাকার সমাজ-ব্যবস্থারই বাইবেল। রাষ্ট্র যখন বৃহদাকার ধারণ করে তখন ব্যক্তির পক্ষে নাগরিকের ভূমিকায় আর প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদের মৌলিক নীতিগুলিও একপ্রকার প্রয়োগহীন হইয়া পড়ে। সুইজারল্যাণ্ডের কথা স্মরণ রাখিলে অধ্যাপক কোল বোধ হয় এই অভিমতকে বিশ্বজনীন সত্য বলিয়া প্রচার করিতে ইতস্তত বোধ করিতেন। বস্তুত, রুশো যে 'বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত সমাজের' (legitimately founded society) কথা বলিয়াছেন, আজিকার দিনে তাহার বাস্তব প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায় সুইস্ শাসন-ব্যবস্থায়। রুশোর মতে, মৌলিক আইন প্রণয়নের কার্য সকল সময়ই জনসাধারণ দ্বারা সম্পাদিত হইবে, এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন 'সরকার' ঐ মৌলিক আইনের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া যাইবে। সামগ্রিকভাবে দেখিলে সুইজারল্যাণ্ড শাসন-ব্যবস্থা এইভাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। এই দেশে সংবিধানের সংশোধন এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রহিয়াছে। কয়েকটি ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টনে আবার গণ-সমাবেশের (popular assembly) মাধ্যমে শাসন পরিষদের সদস্য এবং বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থাও আছে। ফলে নগর-রাষ্ট্রের পরিবেশ বিদায় লইলেও সুইস্-নাগরিকের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বা রাষ্ট্রকার্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিবার অধিকার ব্যাহত হয় নাই। 'বিশালতার সমস্যা' (problem of hugeness) সমাধান করিয়া গণতন্ত্র যে তাহার স্বরূপ বজায় রাখিতে পারে, সুইজারল্যাণ্ড তাহা অদ্ভুতভাবে দেখাইয়াছে।

গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য

এই দেশ 'বিশালতার সমস্যা' সমাধান করিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিয়াছে

গণতন্ত্রের অন্যতর উপাদান সাম্যও সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত। এই সাম্য শুধু সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নহে, অর্থনৈতিকও বটে। মানুষে মানুষে পূর্ণ সমতার কল্পনা করা যায় না, কিন্তু ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সংকোচনের পথে বহুদূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। সুইজারল্যাণ্ড এই সহজ যুক্তিকে যেন

জীবন-পদ্ধতি (way of life) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই দেশ ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে কখনও ব্যাপক হইতে দেয় নাই; ফলে ব্যবধান সংকোচনের প্রশ্নও উঠে নাই। এই দেশ সর্বহারা দলের উদ্ভব ঘটিতে দেয় নাই, ফলে সর্বহারাদের আন্দোলনের আশংকাও করে নাই। প্রকৃতপক্ষে, এই বিংশ শতাব্দীতে 'গণতান্ত্রিক পবিত্রতা' বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাতেই সর্বাধিক মাত্রায় প্রতিভাত। এইজন্য বলা হয়, সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের আলোচনায় সুইজারল্যাণ্ডের নামোল্লেখই সর্বাগ্রে করিতে হয়। সুতরাং ক্ষুদ্র দেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শক্তি হইলেও সুইজারল্যাণ্ড আদর্শ স্থানীয়, এবং ইহাই এই দেশের শাসন-ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণের প্রাথমিক কারণ।

ইহা সাম্যকেও বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছে

'গণতান্ত্রিক পবিত্রতা'ই এই শাসন-ব্যবস্থার আকর্ষণের মূল কারণ

অন্যান্য কারণের সন্ধান পাওয়া যায় সুইস জীবন-পদ্ধতির (Swiss Way of Life) অপরাপর দিকের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল 'সেবা ও সমন্বয়ের প্রেরণা'। এই প্রেরণাকে সুইসদের জীবনধর্ম বলিয়াও অভিহিত করা যায়। সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনীতি সেবাধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত। দলীয় নেতা, আইনসভার সদস্য, শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তা সকলেই অল্পবিস্তর সেবার ধ্বজা বহন করিয়া চলেন। ফলে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতালাভের জন্য কলাকৌশল প্রভৃতি কোনকিছুই দানা বাঁধিতে পারে নাই, এবং নেতৃত্বের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। উপরন্তু, যে সমন্বয়-ধর্মের (religion of adjustment) অনুসরণে সুইসরা বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ধ্যানধারণাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সমবায়ে অদ্ভুতভাবে জাতি গঠন করিয়াছে—তাহাও ঐ দেশের শান্ত রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়ার অন্যতম হেতু। অন্যভাবে বলিতে গেলে, 'সমন্বয়' সুইস জাতীয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া জাতীয় সংহতিসাধন ও স্বাদেশিকতার পথে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক কখনও দেখা দেয় নাই, বিরোধ বিশৃংখলা আন্দোলন-অভিযান কখনও ব্যাপক রূপ ধারণ করে নাই। এই সমন্বয়ের মন্ত্র যদি ব্রিটেন গ্রহণ করিত তবে বোধ হয় দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড যুক্তরাজ্য (U. K.) হইতে কখনই বিচ্যুত হইত না।

ইহার অবশ্য অন্যান্য আকর্ষণও আছে:

এই দেশের শাসন-ব্যবস্থায় সেবাধর্ম বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে

কিভাবে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি (right of self-determination) মিটানো যায় সেই চিন্তায় প্রায় সকল রাষ্ট্রকেই কোন-না-কোন সময় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড কিন্তু পৃথিবীর সম্মুখে এই প্রশ্ন সর্বদাই তুলিয়া ধরিয়াছে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি উঠিবে কেন? যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-

ব্যবস্থাই কি এই দাবি মিটানোর স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়? বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর কার্যকর করে।

এবং ইহা আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যারও অপূর্ব সমাধান করিয়াছে

ইহার উপর সুইজারল্যাণ্ড দেখাইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা সৃষ্টি হইলে আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যা সমাধানের সহজ এবং স্বাভাবিক পথও প্রস্তুত হয়।

প্রধানত এই কারণেই এই দেশে স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিভিন্ন মহল হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে স্বাধীন ভারতের জন্য সুইস ধরনের শাসন-ব্যবস্থাই প্রণয়ন করা হউক। ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়িবে।

সুইস ধরনের শাসন ব্যবস্থা এ-দেশে প্রবর্তিত হয় নাই। কিন্তু তবুও আমাদের পক্ষে ঐ শাসন ব্যবস্থা অনুধাবনের গুরুত্ব কোনমতে হ্রাস পায় নাই। অখণ্ড ভারতবর্ষের যে-অংশে আমরা ভারত-রাষ্ট্র গঠন করিয়াছি তাহাতে জাতীয় সংহতি-সাধনের সমস্যা আজও বিশেষ প্রবল, এমনকি পূর্বাপেক্ষা গুরুতরও বলা চলে। অনেকের মতে, এই সমস্যা সমাধানের পথ সুইজারল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এবং এইখানেই রহিয়াছে আমাদের পক্ষে ঐ শাসন ব্যবস্থার

আমাদের পক্ষে এই শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনার বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে

পর্যালোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। উপরন্তু, সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায় আমরাও মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (mixed economy) গ্রহণ করিয়াছি। এই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার সাফল্যের শর্তাবলী সুইস জীবন পদ্ধতিতে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই দিকেও রহিয়াছে সুইজারল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থা অনুধাবনের সার্থকতা। পরিশেষে, বর্তমানে আমরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজিতে বসিয়াছি। এই ব্যাপারেও আমাদের পক্ষে সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, ব্রাইস প্রভৃতি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকদের মতে, স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ডের মত আর কোথাও এত সফল হয় নাই।

তবে একটি বিষয় আমাদের নিকট আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হয়। যে-দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রের আদর্শের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যে-দেশের জাতীয় জীবন-পদ্ধতি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে অব্যাহতভাবে বহন করিয়া চলিয়াছে

নারীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই

সে-দেশে এখনও স্ত্রীজাতিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এখনও যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে নারীজাতিকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে টানিয়া আনা হইলে উহাদের নারীসুলভ বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, উহারা নিজেদের কর্তব্য পালনে অবহেলা করিবে, ইত্যাদি। যাহা হউক, সম্প্রতি নারীজাতির ভোটাধিকারের সপক্ষে আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। ফলে ফাউদ জেনেভা ও নিউক্যাসেলে ক্যাণ্টন সম্পর্কিত ব্যাপারে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্যাণ্টনে স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক পরিক্রমা ও শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি

(HISTORICAL SURVEY AND THE NATURE OF THE CONSTITUTION)

[রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—ঐতিহাসিক পরিক্রমা—শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : ১। সুইজারল্যাণ্ড একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র, ২। ইহা দীর্ঘ বিবর্তনের ফল, ৩। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যসাধনের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ, ৪। শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি ক্যাণ্টনগত, ৫। কিন্তু জাতিকরণ ও যুক্তরাষ্ট্রিকরণ সম্পূর্ণ নহে, ৬। এখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ৭। উচ্চতন পরিষদে সদস্য প্রেরণ ব্যাপারে ক্যাণ্টনগুলি স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে, ৮। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি এ-দেশে বিশেষ প্রযুক্ত নহে, ৯। বিশেষ ধরনের শাসন বিভাগ, এবং ১০। বিশেষ ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত শাসনতন্ত্রের আর দুইটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদারনৈতিক ভিত্তি—এই বিষয়ে সাম্প্রতিক গতি]

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-সমবায় (Confederation) ২২টি ক্যাণ্টনের সমবায়ে গঠিত। ইহাদের মধ্যে ১৯টি হইল পূর্ণ ক্যাণ্টন এবং বাকী ৩টি ক্যাণ্টন ৬টি অর্ধ-ক্যাণ্টনের সমন্বয়। যাহা হউক, সংবিধানে ক্যাণ্টনসংখ্যা ২২ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।* সুইস রাষ্ট্রের পরিধি প্রায় ১৬ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় অর্ধ কোটি। রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হইলেও অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভবগত, ধর্মগত এবং ভাষাগত বিভিন্নতা রহিয়াছে। প্রধান তিনটি ভাষা হইল জার্মান, ফরাসী এবং ইতালীয়। ইহা ব্যতীত রোমান্স (Romansch) নামে আর একটি ভাষাও প্রচলিত আছে। জনসমষ্টির শতকরা ৭২ জন জার্মান, ২১ জন ফরাসী, ৬ জন ইতালীয় এবং ১ জন রোমান্স (Romansch) ভাষাভাষী।** সংবিধান (১১৬ অনুচ্ছেদ) অনুসারে এই চারিটি ভাষাই সুইজারল্যাণ্ডের 'জাতীয় ভাষা' এবং প্রথম তিনটি ভাষা যুক্তরাষ্ট্রের 'সরকারী ভাষা'।

রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ধর্মের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫৭ ভাগ প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী এবং প্রায় শতকরা ৪১ ভাগ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। ইহা ছাড়া ইহুদি আছে প্রায় ২০ হাজার। এইরূপ বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধতা ও স্বাদেশিকতার দিক দিয়া সুইসরা ইয়োরোপের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে। সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন

ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য

* অনুচ্ছেদ ১।

** রোমান্স ভাষাকে স্বীকৃতিদান করা হয় মাত্র ১৯৩৮ সালে।

ভাষাভাষী ও ধর্মীয় গোষ্ঠী আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে শুধু যে উপেক্ষা করিয়াছে তাহাই নহে, কিভাবে এইরূপ বিভিন্নতা সত্ত্বেও জাতি গঠন করিতে হয়—তাহাও পৃথিবীকে দেখাইয়াছে।*

ঐতিহাসিক পরিক্রমা (Historical Survey): সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তনের প্রথম সূত্রপাত হয় ১২৯১ সালে, যখন নিজেদের সমস্বার্থ এবং অধিকার অষ্ট্রিয়ার সামন্তপ্রভুদের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে 'ফরেষ্ট ক্যাণ্টন' (Forest Cantons) নামে পরিচিত তিনটি ক্যাণ্টনের ভূদাস (serfs) এবং স্বাধীন জনসাধারণ এক স্থায়ী চুক্তিতে (A Perpetual Covenant) আবদ্ধ হয়। এই সম্মিলিত ক্যাণ্টনগুলি স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সফলতার সহিত সংগ্রাম চালাইতে থাকে এবং ক্রমশ অন্যান্য ক্যাণ্টন উহাদের সহিত যোগ দেয়। অবশেষে ১৬৪৮ সালে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে (The Treaty of Westphalia) এই ক্যাণ্টন-সমবায় (Confederation) অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের নামমাত্র কর্তৃত্বকে অপসারিত করিতে সমর্থ হয় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। এই সময় সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত ক্যাণ্টনগুলির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া ১৩টিতে দাড়াইয়াছিল। ক্যাণ্টনগুলি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও ইহাদের মধ্যে কোন সুদৃঢ় বন্ধন ছিল না এবং কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারও গড়িয়া উঠে নাই। এইভাবে অসংলগ্ন সমবায়ে মিলিত হইয়া ক্যাণ্টনগুলি চলিতে লাগিল।

যুক্তরাষ্ট্র বিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়:

১। ক্যাণ্টন সমবায় গঠন

২। ক্যাণ্টন-সমবায়ের সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃতি লাভ

তারপর আসিল ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ এবং আনুষংগিক বিশৃংখলা। ১৭৯৮ সালে ফরাসী সৈন্য সুইজারল্যাণ্ড দখল করিল এবং এক কেন্দ্রীভূত শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকদের মধ্যে যে-অসন্তোষ দেখা দিল তাহার ফলে ১৮০৩ সালে নেপোলিয়ন তাহার 'মধ্যস্থতার আইনে'র (The Act of Mediation) দ্বারা আংশিকভাবে ক্যাণ্টনগুলির পূর্বতন স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিলেন এবং ক্যাণ্টন-সমবায়ের পুনঃপ্রবর্তন করিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ সালের চুক্তির সাহায্যে সমবায়ে এবং ক্যাণ্টনগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার

৩। ফরাসী বিপ্লব এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

৪। ক্যাণ্টন-সমবায়ের পুনঃপ্রবর্তন

* "Today there is no people in Europe among whom a sense of national unity and patriotic devotion is more firmly fixed than among the Swiss"

"...the Swiss offer a splendid example of how statehood and national patriotism can be fostered in utter defiance of the principle of political self-determination for racial and linguistic groups." Zurcher, *The Political System of Switzerland*.

চেষ্টা হয়। ইতিমধ্যে সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত ক্যান্টনগুলিব সংখ্যা বাড়িয়া বর্তমান সংখ্যা ২২টিতে দাঁড়ায়।

ইহার পর সুইজারল্যাণ্ডেব রাষ্ট্র-বিবর্তনের যুগান্তকারী ঘটনা হইল ১৮৪৮ সালের গৃহযুদ্ধ। ১৮৪৬ সালে সাতটি ক্যাথলিক ক্যান্টন একজোট হয় এবং ১৮৪৮ সালে ক্যান্টন-সমবায় বা রাষ্ট্র-সমবায় (Confederation) হইতে পৃথক হওয়ার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা কবে। যুদ্ধে কযেক দিনের মধ্যেই বিদ্রোহী ক্যান্টনগুলিব পবাজয় ঘটে এবং ১৮৪৮ সালে যে-সংবিধান প্রবর্তিত হয় তাহা পূর্বতন বাষ্ট্র-সমবাযকে (*Staatenbund*) মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে যুক্তবাষ্ট্রে (*Bundestaat*) পরিণত কবে। এই সংবিধানেব আমূল পরিবর্তন করা হয় ১৮৭৪ সালে এবং পরিবর্তিত সংবিধান গণভোটে অনুমোদিত হয়। পববর্তী কালে বহু সংশোধন করা হইলেও ঐ ১৮৭৪ সালেব সংবিধান অনুসারেই বর্তমানে সুইজার-ল্যাণ্ডেব শাসন-ব্যবস্থা পবিচালিত হয়।

৫। গৃহযুদ্ধ, ১৮৪৮ সালের সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব

৬। ১৮৭৪ সালে সংবিধানের আমূল সংশোধন

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Features of the Constitution) : সংবিধানেব বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুইজারল্যাণ্ডকে একটি বাষ্ট্র-সমবায় (Confederation) বলিযা অভিহিত করা হইযাছে, কিন্তু প্রস্তাবনা ও কাযকবী অংশেবই বিভিন্ন স্থানে এই বাষ্ট্র-সমবাযেব সংবিধানকে (Constitution of this Confederation) 'যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান' (Federal Constitution) বলিযাই বর্ণনা করা হইয়াছে। ফলে সুইজারল্যাণ্ড একটি রাষ্ট্র-সমবায় না যুক্তরাষ্ট্র, ইহা লইযা মতদ্বৈধতার অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সংবিধানের কাযকরী অংশ বিশ্লেষণ কবিলে সুইজারল্যাণ্ডেব যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। অতএব, সুইজাবল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সহ একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র (a federal State), বাষ্ট্র-সমবায় নহে। ক্রমবিকাশের ইতিহাস ধরিয়া অনেক সময় সুইজারল্যাণ্ডকে প্রাচীনতম যুক্তরাষ্ট্র বলিয়াই গণ্য কবা হয়।*

১। রাষ্ট্র-সমবায় বলিয়া অভিহিত সুইজারল্যাণ্ড প্রকৃত পক্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্র

এই ক্রমবিকাশকেই সুইজাবল্যাণ্ডের সংবিধানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা হয়। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র কোন এক বিশেষ

* 'In the Swiss Confederation we have the oldest of existing federal states. In spite of its name it is now a true federation and not a confederation." Strong, and "...although Switzerland may retain the word *confederation* in her legal name, she is technically a *federation* .. ." Zurcher

সভা (convention) বা গণপরিষদ কর্তৃক রচিত হয় নাই। ইহা অতি দীর্ঘদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্র-অভিমুখে বিবর্তিত হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। ব্রিটিশ সংবিধান দীর্ঘতর বিবর্তনের ফল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিবর্তন সুইজারল্যাণ্ডের মত যুক্তরাষ্ট্র ও লিখিত সংবিধান অভিমুখে হয় নাই।

২। এই শাসনতন্ত্র দীর্ঘ বিবর্তনের ফল

'রাষ্ট্র'সমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অবসান না ঘটাইয়া কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহাদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সমন্বয়সাধন করা যায়, সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা তাহারই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। এই দিক দিয়া এই শাসন-ব্যবস্থার স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার উপরে নির্দেশ করিতে হয়।

৩। সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য-সাধনের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ

সুইজারল্যাণ্ডে স্বাভাবিকভাবে নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমারেখা (natural boundary) নাই, ভাষা ও ধর্মের সমতাও নাই। তবুও সুইসরা একটি জাতি (Nation)—পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ, স্বাদেশিকতায় ভরপুর একটি জাতি।

সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান সাধারণতান্ত্রিক (republican)। শুধু কেন্দ্র নহে, ক্যাণ্টনগুলিও অন্য কোন ধরনের শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না (অনুচ্ছেদ ৬)। এই সাধারণতান্ত্রিক ঐতিহ্য পাঁচ শত বৎসরের মত পুরাতন এবং আধুনিক পৃথিবীতে সুইজারল্যাণ্ডই প্রথম সাধারণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

৪। সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান

সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার প্রদেশগত বিভিন্নতা (cantonal habits)। ইতিহাসের দিক দিয়া সুইস ক্যাণ্টনসমূহের মত রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগত এত পার্থক্য আর কোথাও দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুইস্ ক্যাণ্টনগুলির কোনটিতে প্রবর্তিত ছিল বিশেষ উন্নত ধরনের গণতন্ত্র, আর কোনটিতে বা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাততন্ত্র। এই সকল পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ক্যাণ্টনসমূহের সমবায়ে বর্তমানের সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলেও, ক্যাণ্টনগুলি পূর্বেকার ধ্যানধারণা ও রীতিনীতি হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লয় নাই। এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমে ক্যাণ্টনবিশেষের নাগরিক হইয়া তবেই জাতীয় নাগরিকতা লাভ করা যায়, এবং সুইস্ নাগরিকের সামাজিক অধিকার মোটামুটিভাবে ক্যাণ্টনেরই আইনকানুনের উপর নির্ভরশীল। বস্তুত, সুইজারল্যাণ্ডের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা অন্য দেশের দৃষ্টান্ত অথবা শাসনতান্ত্রিক তত্ত্বের পরিবর্তে ক্যাণ্টনগত স্বভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

৫। শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি ক্যাণ্টনগত

অধ্যাপক ষ্ট্রং (C. F. Strong) বলেন, সুইস্‌রা যদিও একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং সার্থক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছে, তবুও অনেক বিষয়ে ইহা জাতিকরণ ও যুক্তরাষ্ট্রিকরণের এক অসম্পূর্ণ উদাহরণ। সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, ক্যাণ্টনগুলির সার্বভৌমিকতা যতদূর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় নাই ক্যাণ্টনগুলি ততদূর পর্যন্ত সার্বভৌম; এবং সেই হেতু যে-সকল ক্ষমতা তাহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করে নাই তাহা তাহাদেরই ক্ষমতা।* শাসনতন্ত্রবিদদের মতে, সংবিধানের এই ব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ডের সার্বভৌমিকতাকে একদিকে কেন্দ্র এবং অপরদিকে ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে বণ্টিত করিয়াছে, এবং সার্বভৌমিকতার এই বণ্টন জাতীয় ঐক্যকে হ্রাস করিয়া জাতিকরণকে অসম্পূর্ণ করিয়াছে। অপরদিকে আবার ৫ ও ৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে ক্যাণ্টনসমূহের সংবিধানগুলির সংরক্ষণের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দিয়া উহাদিগকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখা হইয়াছে। ক্যাণ্টনসমূহের সংবিধানগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সুইজারল্যাণ্ড সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে নাই।**

৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য-সাধনে শ্রেষ্ঠ হইলেও সুইজারল্যাণ্ডে জাতিকরণ ও যুক্তরাষ্ট্রিকরণ সম্পূর্ণ নহে

ক্যাণ্টনগুলিকে এইভাবে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখা হইলেও অন্য একদিক দিয়া তাহাদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা হইল গণভোট-পদ্ধতির মাধ্যমে। সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, কোন ক্যাণ্টনের অধিবাসিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে দাবি করিলে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ ক্যাণ্টনের সংবিধান অথবা সংবিধানের সংশোধনকে মানিয়া লইতে বাধ্য। সুইজারল্যাণ্ডে গণভোট ছাড়া গণ-সমাবেশ (*Landsgemeinde*) ও গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা আছে। গণভোট, গণ সমাবেশ ও গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের এই যে ব্যবস্থা ইহা সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। লর্ড ব্রাইসের মতে, সাম্প্রতিক গণতন্ত্রগুলির মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের নামই সর্বাগ্রে করিতে হয়। "এই দেশে অন্যান্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অধিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।"†

৭। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা।

* "The Cantons are sovereign so far as their sovereignty is not limited by the Federal Constitution; and, as such, they exercise all the rights which are not delegated to the Federal Power."

** "In proportion as the cantonal constitutions depend upon federal authority rather than upon the constitution itself... ..the State as a whole is less federalised" Strong

† "...it contains a greater variety of institutions based on democratic principles than any other country."

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সুইজারল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের সম্যক প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে (অনুচ্ছেদ ৪) সকল সুইস্‌ই আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং কোন কারণেই কেহ অপর নাগরিকগণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন নহে। উপরন্তু, প্রাপ্তবয়স্ক সকল পুরুষ নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করা হইয়াছে এবং আইনসভাসমূহ মাত্র নির্বাচিত সদস্য লইয়াই গঠিত হয়। অধ্যাপক মানরোর মতে, সুইজারল্যাণ্ডে অর্থনৈতিক সাম্যের নীতিও বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বিশেষ ব্যাপক নহে। ফলে "সুইজারল্যাণ্ডে সর্বহারা নাই, দুঃখদুর্দশা নাই, কদর্য বস্তিজীবন নাই।" একজন আধুনিক লেখকের মতে, এই সকল কারণে 'সুইজারল্যাণ্ড' ও 'গণতন্ত্র' শব্দ দুইটি বর্তমানে প্রায় সমার্থবোধক হইয়া উঠিয়াছে।*

৮। গণতান্ত্রিক নীতি-সমূহের প্রতিফলন

সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোন অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই সত্য, কিন্তু উহার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে কতকগুলি অধিকারকে সংরক্ষিত করা হইয়াছে। উল্লিখিত আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ছাড়াও সুইসরা ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সংঘ গঠন ও আবেদন করিবার অধিকার, ইত্যাদি ভোগ করে। অবশ্য ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা অবাধ নহে। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবেই জেশুইটদের (Jesuits) কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য যাহাতে প্রবর্তিত না হয় সে-দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে (অনুচ্ছেদ ৫১)। তবুও মোটামুটিভাবে সুইজারল্যাণ্ডকে অন্যতম ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular State) বলিয়া অভিহিত করা যায়।

৯। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ

১০। ধর্ম-নিরপেক্ষতা

সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চতর পরিষদ প্রতি ক্যাণ্টন হইতে দুই জন করিয়া প্রতিনিধির (Deputies) ভিত্তিতে মোট ৪৪ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইলেও, প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যাপারে বিভিন্ন ক্যাণ্টনের মধ্যে কোন নীতিগত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কি পদ্ধতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে এবং প্রতিনিধিগণ কতদিন করিয়াই বা সদস্যপদে আসীন থাকিবেন—এই দুইটি বিষয় ক্যাণ্টনসমূহ সম্পূর্ণ একক ও স্বতন্ত্র ভাবে নির্ধারণ করে। বর্তমানে ২১টি ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টন (১৫টি পূর্ণ ক্যাণ্টন ও ৬টি অর্ধ-ক্যাণ্টন) প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে বা গণ-সমাবেশের মাধ্যমে

১১। উচ্চতর পরিষদ গঠনে ক্যাণ্টনগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতা

* "*Switzerland* and *democracy* have in recent times become almost synonymous terms." Zurcher

প্রতিনিধি নির্বাচন করে, এবং বাকী ৪টি ক্যান্টন হইতে প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট আইন-সভা দ্বারা নির্বাচিত হন। প্রতিনিধিগণ এক হইতে চারি বৎসর সদস্যপদে আসীন থাকেন। সাধারণত গণনির্বাচনের মাধ্যমে প্রেরিত (popularly elected) প্রতিনিধিদেরই কার্যকাল আইনসভাসমূহ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অপেক্ষা অধিক হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চতন পরিষদ গঠন ব্যাপারে অংগরাজ্য বা ক্যান্টন-গুলির এই স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতা (variation) সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উপরন্তু, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার কক্ষ দুইটি সমক্ষমতাসম্পন্ন। শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের সময় কক্ষ দুইটির মিলিত অধিবেশন বসে, এবং উহারা একটি ঐক্যবদ্ধ সংস্থা হিসাবে কার্য করে। আইন প্রণয়ন ও আনুসংগিক কার্য সম্পাদনের সময় আবার উহারা পৃথক হইয়া যায়, এবং উভয় কক্ষ দ্বারাই অনুমোদিত না হইলে কোন আইন গৃহীত হয় না। এইরূপ ব্যবস্থা সোবিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

১২। আইনসভার কক্ষদ্বয়ের ঐক্যবদ্ধতা ও সমক্ষমতা

সুইজারল্যাণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে যে বিশেষ অনুসরণ করা হয় নাই সে-ধারণা পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যের আলোচনা হইতেই করা যাইবে। ইহার ফলেই আইনসভাকে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিতে হয়। যেমন, ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকর্তাদের নির্বাচিত করে, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের নিযুক্ত করে এবং প্রয়োজন হইলে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিস্থাপন, সন্ধি ইত্যাদি অনুমোদন, সৈন্যদল গঠন করা ও ভাঙিয়া দেওয়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষেত্রাধিকার লইয়া বিবাদ-মীমাংসা প্রভৃতির ভারও আইনসভার উপর ন্যস্ত। বলা হয়, এত বিবিধ কর্তব্য আইনসভা কদাচিৎ সম্পাদন করিয়া থাকে।*

১৩। সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বিশেষ অনুসৃত হয় নাই

সংবিধানের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য হইল বিশেষ ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিশেষ রূপ। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে করা হইতেছে। তবে এখানে উহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা প্রয়োজন। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসকপ্রধান হইলেন একজনের পরিবর্তে ৭ জন—একের পরিবর্তে একটি পরিষদ, এবং তত্ত্বগতভাবে এই পরিষদ সম্পূর্ণভাবে আইনসভার অধীন। উপরন্তু, আনুষ্ঠানিকভাবে

১৪। শাসন বিভাগ বিশেষ ধরনের

* "Few Parliaments have more miscellaneous duties." Zurcher

সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ বলিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয়ত, সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সমতুল্য নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রণীত কোন আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করার ক্ষমতা আদালতের নাই। এই ক্ষমতা নাই বলিয়া সুইজারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আদালতের সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও সংরক্ষক বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের যে-ভূমিকা থাকে, তাহাও নাই।

১৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের চরম ব্যাখ্যাকর্তা ও সংরক্ষক নহে

পরিশেষে, সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থা উদারনৈতিক দর্শনের (liberalism) নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও শেষার্ধে যখন রাষ্ট্র-সমবায় এবং বর্তমান ক্যাণ্টনগুলির অধিকাংশের সংবিধান গৃহীত হয় তখন ছিল উদারনৈতিক দর্শনেরই যুগ। ফলে সংবিধানগুলিতে পদে পদে এই দর্শনের নীতিরই উল্লেখ পাওয়া যায়। পরম্পরাগত উদারনৈতিক স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক—যথা, বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি সংবিধানে স্থান ত পাইয়াছেই, উপরন্তু, উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে স্থায়ী সৈন্যদল রাখাও সংবিধানে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা অনুসরণ প্রভৃতি কর্তব্য রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হইয়াছে।

১৬। সুইস্ রাষ্ট্র ব্যবস্থা উদারনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন

আবার উদারনৈতিক ঐতিহ্য অনুসারে সম্পত্তির অলংঘনীয় অধিকার, চুক্তির স্বাধীনতা, জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা (freedom of enterprise), অবাধ প্রতিযোগিতা প্রভৃতিও ছিল সুইস্ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম মূলভিত্তি। কিন্তু বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই ভিত্তিতে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছে। গত তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার, দুই বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার ব্যয়ের দরুন বিরাট অঙ্কের সরকারী ঋণের সৃষ্টি, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুবিধার দাবি, সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের দিকে বিশ্বজনীন গতি, প্রভৃতি সুইসদিগকে পরম্পরাগত উদার নীতি অনেকটা বিদায় লইতে বাধ্য করিয়াছে। ফলে স্বাতন্ত্র্যবাদের (*laissez faire*) পরিবর্তে বর্তমানে দেখা দিয়াছে নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান করভার এবং বহুসংখ্যক কার্টেলের অস্তিত্ব। এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দরুনই অনেকাংশে সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রপ্রবণতা প্রবল হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহার জন্যই আবার অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতার অপরাপর দিকও বজায় রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

—এই দর্শন দিন দিন দূরে সরিয়া যাইতেছে

সংক্ষিপ্তসার

বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রায় অর্ধ কোটি জনসংখ্যা এবং ২২টি ক্যান্টন (১৯টি পূর্ণ ক্যান্টন এবং ৬টি অর্ধ-ক্যান্টনের সমন্বয়ে ৩টি ক্যান্টন) লইয়া সুইজারল্যাণ্ডের 'রাষ্ট্র-সমবায়' গঠিত। ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সুইস্‌রা একটি জাতি—সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ জাতি, এবং রাষ্ট্র-সমবায় বলিয়া অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ড একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র।

এই যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন বিবর্তনের ফল। বিবর্তন শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে এবং পূর্ণ পরিমার্জিত হইয়া বর্তমান সংবিধান গৃহীত হয় ১৮৭৪ সালে।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : ১। রাষ্ট্র সমবায় বলিয়া অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ড যে একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র—ইহাই সংবিধানের প্রথম বৈশিষ্ট্য। ২। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দীর্ঘদিন বিবর্তনের ফল। বিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্র সমবায় হইতে যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ৩। সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যসাধনের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। ইহা ক্যান্টনগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া সার্থক সুইস্ জাতি গঠন করিয়াছে। ৪। সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান প্রাচীনতম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান। ৫। ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হইল ক্যান্টনগত বিভিন্নতা। ক্যান্টনগুলির প্রকারভেদ আজও বজায় আছে, এবং ইহারই উপর গড়িয়া তোলা হইয়াছে সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ৬। সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যসাধনে সম্পূর্ণ সমর্থ হইলেও ঐ দেশ যুক্তরাষ্ট্রের এবং জাতিকরণের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নহে। ক্যান্টনগুলি তাহাদের সংবিধান সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল, এবং ঐ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সংবিধান দ্বারা 'বণ্টিত' হইয়াছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস্ জাতি কোনটাই সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ৭। তবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা ক্যান্টনগুলির কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীলতাকে হ্রাস করিয়াছে। ৮। এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্রের অন্যান্য প্রতিফলনও সুইজারল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় বিশেষভাবে প্রতিভাত। এইজন্য সুইজারল্যাণ্ডকে শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া গণ্য করা হয়। ৯। সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১০। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সমতুল্য নহে। আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যাপারে ক্যান্টনগুলি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। ১১। সুইজারল্যাণ্ড ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে স্বীকার করে নাই। ফলে ঐ দেশের শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ অন্যান্য দেশ হইতে ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও সংরক্ষক নহে। ১২। সুইস্ রাষ্ট্র ব্যবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত। তবে দিন দিন এই দর্শনের নীতি দূরে সরিয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

(SWISS FEDERALISM)

[যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : ১। ক্ষমতা বণ্টন, ২। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, ৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ—শাসন ব্যবস্থার বর্তমান কেন্দ্রপ্রবণতা—সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি]

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা প্রসংগে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয় তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সমগ্র শাসনক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সাধারণ সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত করিয়া দেওয়া হয় যে, দুই শ্রেণীর সরকারই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আইনগতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই ক্ষমতা বণ্টন করা হয় লিখিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এবং উভয় শ্রেণীর সরকারই চুক্তিস্বরূপ এই শাসনতন্ত্রকে মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে। কেন্দ্রীয় কিংবা আঞ্চলিক কোন সরকারের সাধারণ আইনসভা একে অপরের সহযোগিতা ব্যতীত অন্তত ক্ষমতা বণ্টন বিষয়ে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে পারে না। কারণ, অন্যথায় এক সরকার অন্য সরকারের ক্ষমতা অপহরণ এবং স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করিবার অবকাশ পাইবে। সুতরাং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং দুষ্পরিবর্তনীয়তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়। তৃতীয়ত বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে বিবাদ-বিসংবাদ বাধা স্বাভাবিক। সুতরাং ঐ বিবাদ বিসংবাদের নিরপেক্ষভাবে মীমাংসার জন্য উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক উচ্চতন আদালত থাকা প্রয়োজন। তাহা হইলে দেখা গেল, (১) ক্ষমতা বণ্টন, (২) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, এবং (৩) নিরপেক্ষ উর্ধ্বতন আদালত হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।*

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

এখন আলোচনা করা প্রয়োজন যে, সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে এবং কতদূর বর্তমান।

* যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃততর আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানে'র ১৪শ অধ্যায় দেখ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির হস্তে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) আর কেন্দ্রের হস্তে নির্দিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সংবিধান যতদূর পর্যন্ত ক্যাণ্টনগুলির সার্বভৌমিকতার উপর সীমারেখা টানে নাই ততদূর পর্যন্ত উহারা সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং এ দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে যে-সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয় নাই তাহা ক্যাণ্টনগুলি প্রয়োগ করে। অতএব বলা হয়,- আমেরিকার প্রথম ১৩টি রাষ্ট্রের মত, সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলি তাহাদের পূর্বতন 'সার্বভৌম শক্তি'কে সীমাবদ্ধ করিয়া বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের খাতিরে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে যথোপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে।*

ক্ষমতার বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনা

কেন্দ্রের ক্ষমতাগুলিকে আবার প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—অনন্য ক্ষমতা (Exclusive Powers) এবং যুগ্ম ক্ষমতা (Concurrent Powers)। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার অনন্য অধিকার ভোগ করে—যুদ্ধঘোষণা, শান্তিস্থাপন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেলপথ, ডাকবিভাগ, পোত ও বিমান চলাচল, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, ওজন পরিমাপ, মুদ্রা-ব্যবস্থা, সংরক্ষিত স্বত্ব, গোলাবারুদ ও সুরাসর উৎপাদন এবং বিক্রয় বাণিজ্য, শিল্প সংক্রান্ত আইন, জনকল্যাণমূলক কায, নাগরিক গ্রহণ, ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্রের যুগ্ম ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত যে-সমস্ত বিষয় আছে তাহার মধ্যে শিক্ষা, মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসন, শিল্প নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাংকের কায ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুগ্ম ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ক্যাণ্টনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ বাধিলে ক্যাণ্টনের ক্ষমতার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাই বলবৎ হয়।

কেন্দ্রীয় ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ

ইহা ব্যতীত সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষমতা বণ্টনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এমন অনেক বিষয় আছে—যেমন, কৃষি, বিবাহ, ক্যাণ্টনগুলির সন্ধি ও মৈত্রী, মোটর, বাইসাইকেল ইত্যাদি যাহার একাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এবং অপরাংশ ক্যাণ্টনগুলির হস্তে ন্যস্ত। শাসনকার্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সুইজারল্যাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহ পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় কর্মচারিগণ। ইহাকে অনুভূমিক প্রশাসন-ব্যবস্থা (horizontal administrative structure) বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে কিন্তু

ক্ষমতা বণ্টনের বৈশিষ্ট্য

* ১০ পৃষ্ঠা দেখ।

অনেক কেন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে ক্যাণ্টনগুলি। ইহাকে 'উল্লম্ব প্রশাসন-ব্যবস্থা' (vertical administrative structure) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়ন করে, কিন্তু ক্যাণ্টনগুলির সরকারী কর্মচারীরা ঐগুলিকে কার্যকর করে। কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের হস্তে কেবল নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার থাকে। অবশ্য বৈদেশিক বিষয়, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন এবং পরিচালনা উভয়ই করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে শাসনক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ নীতি। বলা হয়, ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে এবং ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রিকরণের (growing centralisation) প্রতি ক্যাণ্টনগুলির বিদ্বেষ ঘনীভূত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাই সমর্থনীয়।*

সুইজারল্যাণ্ডে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কেন্দ্রিকতার সহিত জড়িত আছে শাসন-ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ নীতি

· যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—সংবিধানের প্রাধান্য এবং দুষ্পরিবর্তনীয়তা—সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে বর্তমান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে, সুইজারল্যাণ্ডে সংবিধানের প্রাধান্য নাই, কারণ সেখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (The Federal Tribunal) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার কোন আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না, যদিও ইহা ক্যাণ্টনগুলির আইনের বৈধতা বিচার করিতে সমর্থ। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভার বিধি-বহির্ভূত ক্ষমতা প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অন্য প্রকারের ব্যবস্থা আছে। ৩০ হাজার নির্বাচক অথবা ৮টি ক্যাণ্টন দাবি করিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে জনসাধারণের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হয়। সুতরাং সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে আদালতের পরিবর্তে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য যে-ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রস্তাবাকারে আইন (*arretes*) পাস করে এবং উহাকে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য নয় ও জরুরী বলিয়া ঘোষণা করে সে-ক্ষেত্রে ঐ আইনকে জনসাধারণের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হয় না। জনসাধারণের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকিবার অভিপ্রায়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অনেকক্ষেত্রেই আইন এইরূপ প্রস্তাবাকারে পাস করে।** ইহার বিরুদ্ধে

সংবিধানের প্রাধান্য সুইজারল্যাণ্ডেরও শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সুইজারল্যাণ্ডে আদালতের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে জনসাধারণ

* "Such a 'vertical' administrative structure seems desirable not only because it promotes economy but also because it helps to overcome cantonal objection to the growing political centralisation." Zurcher

** "Since the legislature has no desire to have its work interrupted by popular interference, a majority of legislation is designated as *arretes* rather than laws, and most of the former are declared 'urgent' or 'not universally binding'." Codding

প্রতিক্রিয়া হিসাবে জনসাধারণের চাপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে এই ধরনের কোন আইন সংবিধানকে লংঘন করিলে উহাকে জনসাধারণ ও ক্যান্টনগুলি কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। ক্যান্টনগুলির উপর আরও বাধা রহিয়াছে যে, তাহাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের বিরোধী হইতে পারিবে না। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রাধান্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই, তবে এই প্রাধান্য বজায় রাখিবার আইনগত ব্যবস্থা হইল অপূর্ণাংগ।*

সংশোধন বিষয়ে সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কিংবা ৫০ হাজার নির্বাচক সংবিধানের সংশোধন প্রস্তাব পেশ করিতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সংশোধন গৃহীত হইতে হইলে গণভোটে (Referendum) অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের দ্বারা এবং অধিকসংখ্যক ক্যান্টনের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একদিকে যেমন সংশোধনকার্যে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলি উভয়কেই অংশগ্রহণ করিতে হইবে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি স্বীকৃত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি কেন্দ্র ও অঞ্চলগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ভার শুধু দুই সরকারের উপর থাকিবে না, জনসাধারণের উপরও থাকিবে—এই নীতিও প্রবর্তিত হইয়াছে। পরোক্ষভাবে অবশ্য কেন্দ্রীয় আইনসভা সাধারণ আইন পাস করিয়া কার্যত সংবিধানের রদবদল করিতে পারে, কারণ আদালত উহাকে রোধ করিতে অসমর্থ। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ৩০ হাজার নির্বাচক অথবা ৮টি ক্যান্টন কেন্দ্রীয় আইনকে গণভোটে দিতে বাধ্য করিতে পারে। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে কেবল ভোটপ্রদানকারীদের সাধারণ ভোটাধিক্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন গৃহীত হইতে পারে।

সংবিধানের পরিবর্তন সম্পর্কে মিশ্র নীতি

সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ভূমিকা কি, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখও করা হইয়াছে।** অনেকের মতে, আবার যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভার একটি দ্বিতীয় কক্ষ থাকিবে এবং এই দ্বিতীয় কক্ষে প্রত্যেক অঞ্চল হইতে সমান সংখ্যক সদস্য থাকিবে। বলা হয়, ইহার দ্বারা অংগরাজ্যগুলির (units) সমমর্যাদা প্রতিপন্ন হয় এবং জনবহুল রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে জনবিরল রাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সুইজারল্যাণ্ডে এই নীতি অনুসরণ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষে প্রত্যেক ক্যান্টন হইতে দুই জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) ও জাতীয় (national) নীতির মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য

সুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ

* Formal supremacy of the constitution is unquestioned ..but "the means of protecting that supremacy are juridically imperfect." Zurcher

** ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

সুইজারল্যাণ্ডে উভয় কক্ষকে সমক্ষমতাসম্পন্ন করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা যে সোবিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর পরিষদ সিনেট এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নতর পরিষদই অধিক ক্ষমতাশালী।

ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডেও শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবার দিকে প্রবণতা দেখা দিয়াছে। ১৮৭৪ সালের পর হইতে কেন্দ্রের ক্ষমতা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। কেন্দ্রীভূত অর্থ-ব্যবস্থা ও ক্ষমতা আর্থিক সংকট, বেকারত্ব, যুদ্ধ, জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রসারলাভে সাহায্য করিয়াছে। সংবিধানে ক্যাণ্টনগুলির 'সার্বভৌমিকতা'র কথা বলা হইলেও অর্থসাহায্য, সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্রণ, ক্যাণ্টনগুলির সংবিধানরক্ষার অজুহাতে তাহাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ ইত্যাদির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শক্তি ক্যাণ্টনগুলির উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সুইজারল্যাণ্ডেও কেন্দ্রপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়

সংবিধান অনুযায়ী ক্যাণ্টনগুলি তাহাদের অর্থ-ব্যবস্থা পুলিস এবং সীমানার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে সমর্থ, কিন্তু এইরূপ চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন ক্যাণ্টনের স্বার্থবিরোধী হইতে পারে না। আবার ক্যাণ্টনগুলি নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক ধরনের কোন চুক্তিও করিতে পারিবে না। ফলে ক্যাণ্টনগুলি এই সকল চুক্তি সম্পাদনের পথে অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজ-কল্যাণের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র বিস্তার করিতেছে। ইহাতে সুইস রাষ্ট্রসমবায়ের যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ বজায় রাখা সম্পর্কে বিশেষ আশংকা দেখা দিয়াছে।

সংবিধানের সংশোধন-পদ্ধতি (Amendment of the Constitution): সংবিধানের পরিবর্তন দুই প্রকারের হইতে পারে—(১) আমূল পরিবর্তন এবং (২) আংশিক পরিবর্তন। আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় উত্থাপিত হইতে পারে। আবার ৫০ হাজার নির্বাচক গণ উদ্যোগের (popular initiative) মাধ্যমেও ঐরূপ পরিবর্তনের দাবি করিতে পারে। যে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুই কক্ষের মধ্যে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দেয় অথবা নির্বাচকরা সংশোধন দাবি করে, সে-ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করা হইবে কি না—এই প্রশ্নটি গণভোটের দ্বারা প্রথমে স্থিরীকৃত হয়। গণভোটে সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে সংশোধনকার্যের জন্য আইনসভার নূতন নির্বাচন হয়। যেভাবেই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হউক না কেন, উহা আবার

সামগ্রিক পরিবর্তনের পদ্ধতি

গণভোটে অংশগ্রহণকারী অধিকসংখ্যক নাগরিক এবং অধিকসংখ্যক ক্যাণ্টন কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

আংশিক পরিবর্তনের বেলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে কোন সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উহা ভোটপ্রদানকারী নাগরিকগণের অধিকসংখ্যক এবং অধিকসংখ্যক ক্যাণ্টন কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। আংশিক পরিবর্তন গণ-উদ্যোগের (popular initiative) মাধ্যমেও হইতে পারে। ৫০ হাজার নির্বাচক কোন নির্দিষ্ট সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ আকারে অথবা সম্পূর্ণ বিলের আকারে পেশ করিতে পারে। প্রথম আকারের প্রস্তাবের বেলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার অনুমোদন থাকিলে উক্ত সভা প্রস্তাব অনুযায়ী খসড়া প্রস্তুত করে এবং উহাকে জনসাধারণ ও ক্যাণ্টনগুলির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করে। আর যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রস্তাবকে অনুমোদন না করে তবে প্রশ্নটি সম্পর্কে গণভোট লওয়া হয়। গণভোটে সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে আইনসভা সংশোধনকার্যে অগ্রসর হয়। যেখানে প্রস্তাব সম্পূর্ণ বিলের আকারে করা হয়, সেখানে আইনসভার অনুমোদন থাকিলে উহাকে জনসাধারণ এবং ক্যাণ্টনগুলির নিকট সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হয়। আর যদি বিলে অনুমোদন না থাকে তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বিলটিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়া ঐ প্রত্যাখ্যানী সুপারিশ সহ উহাকে গণভোটে দিতে পারে, অথবা একটি পরিবর্ত বিল (substitute for initiative) রচনা করিয়া গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে উত্থাপিত মূল বিলের সহিত উহাকে জনসমীপে পেশ করিতে পারে।

আংশিক পরিবর্তনের পদ্ধতি

উপরি-উক্ত সংশোধন-পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোন সংশোধনই কার্যকর হয় না যতক্ষণ-পর্যন্ত-না সংশ্লিষ্ট সংশোধন গণভোটে অংশগ্রহণকারী নাগরিকদের অধিকাংশ এবং অধিকসংখ্যক ক্যাণ্টন কর্তৃক গৃহীত হয়। সুতরাং সংবিধান সংশোধনে গণসমর্থন ও অধিকসংখ্যক ক্যাণ্টনের সমর্থন অপরিহার্য।

সংবিধান পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি উভয়ই কার্যকর

ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে এ-পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা দ্বারা আনীত ৫৮টি সংশোধনী প্রস্তাব গণভোটে গৃহীত হয় এবং ১৭টি বাতিল হয়। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাণ্টনগুলি গণসিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে উত্থাপিত মোট ৩০টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ৫টি গণভোট ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাণ্টনগুলির ভোটে গৃহীত হয়। আইনসভা এ-পর্যন্ত ৮টি গণ-উদ্যোগের 'পরিবর্ত বিল' (substitute for initiative) পেশ করিয়াছে, এবং উহার মাত্র ২টি গণভোট ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাণ্টনগুলির ভোটে বাতিল হইয়াছে। সুতরাং মোট সংশোধনী

প্রস্তাবের সংখ্যা হইল ৯৩ এবং প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাবের সংখ্যা হইল ৪৪। অতএব, একশত বৎসরের উপর সময়ে (১৮৪৮ সাল হইতে) মাত্র ৪৯টি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তারই একরূপ পরিচায়ক।

সংক্ষিপ্তসার

যে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়: (১) কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, (২) সংবিধানের প্রাধান্য ও দুষ্পরিবর্তনীয়তা, এবং (৩) নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা।

সুইজারল্যাণ্ডে নির্দিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা ক্যান্টনগুলির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রের ক্ষমতা আবার দুই প্রকারের—অনন্য ক্ষমতা এবং যুগ্ম ক্ষমতা। ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে বৈশিষ্ট্য হইল যে, কতকগুলি ক্ষমতার একাংশ কেন্দ্রের হস্তে, এবং অপরাংশ ক্যান্টনগুলির হস্তে ন্যস্ত। আবার অনেক কেন্দ্রীয় আইন পরিচালনা করা হয় ক্যান্টনসমূহের কর্মচারীদের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ শুধু নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। সুতরাং সুইজারল্যাণ্ড আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণের সহিত জড়িত আছে শাসনকার্য পরিচালনার বিকেন্দ্রিকরণ নীতি।

সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রাধান্য সংরক্ষণের ভার আদালতের পরিবর্তে জনসাধারণের উপর ন্যস্ত, এবং সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কে মিশ্র নীতি প্রবর্তিত। ঐ দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে জনসাধারণ বাতিল করিয়া দিতে পারে এবং সংবিধানের সংশোধনে নির্বাচকদের ও ক্যান্টনগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

- সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সমতুল্য নহে; উহা সুইস্ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা ও সংরক্ষক নহে।
- সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষ সমক্ষমতাসম্পন্ন। এইরূপ ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া আর কোন যুক্তরাষ্ট্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডেও কেন্দ্রপ্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সংবিধানের সংশোধন-পদ্ধতি: বলা হইয়াছে, সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে মিশ্র নীতি—অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সংশোধন ব্যাপারে একদিকে কেন্দ্র ও ক্যান্টনসমূহ এবং অপরদিকে জনসাধারণ অংশগ্রহণ করে। সংশোধন সামগ্রিক বা আংশিক হইতে পারে, এবং সংশোধনী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভা বা গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে উত্থাপিত হইতে পারে। যে-ভাবেই উত্থাপিত হউক না কেন, উহা গণভোট এবং ক্যান্টনসমূহের সংখ্যাধিক্যে পাস হওয়া প্রয়োজন। এ-পর্যন্ত ৯৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪৪টি বাতিল হইয়াছে। ইহা মোটামুটি সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তারই পরিচায়ক।

তৃতীয় অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ

(THE FEDERAL EXECUTIVE)

[যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য—বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা—যুক্তরাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষের দপ্তর]

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of the Federal Executive) : সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের গঠন-প্রকৃতি।

১৮৪৮ সালে সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান প্রণয়নকালে শাসন বিভাগের প্রকৃতি কি হইবে, তাহা লইয়া বিশেষ বিচারবিবেচনা চলে। এই প্রসংগে আমেরিকার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির মত রাষ্ট্রপ্রধান-পদের সৃষ্টির প্রশ্ন উঠে। কিন্তু সংবিধান সংক্রান্ত কমিটি এই ধরনের শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়া উক্তি করে যে, সুইসদের গণতান্ত্রিক চেতনা ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য মানিয়া লইতে পারে না।* এইরূপ শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধান রাজতন্ত্র বা নায়কতন্ত্রের দিকে প্রবণতার সূচনা করে বলিয়াই সংবিধান প্রণেতৃবর্গ মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা আমেরিকা বা অন্য কোন দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া স্থানীয় অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করেন। তাঁহারা দেখিতে পান যে বহু ক্যাণ্টনেই একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত কাউন্সিল বা পরিষদ (Councils) শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনেরই সিদ্ধান্ত করেন। ফলে সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্যপালিকা শক্তি বা শাসনক্ষমতা কোন একজন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা হয় নাই। উহা ন্যস্ত করা হইয়াছে সাত জন সদস্য লইয়া গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (The Federal Council) নামক পরিষদের হস্তে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুই কক্ষ একত্র অধিবেশনে মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণকে (Councillors) মনোনয়ন করে। প্রত্যেক

সুইজারল্যাণ্ড আমেরিকার দৃষ্টান্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্যাণ্টনের অনুকরণে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের ব্যবস্থা করে

* "Our democratic feeling revolts against any exclusive personal pre-eminance"

সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদ বা আইনসভার প্রথম কক্ষ পুনর্গঠিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদও তত্ত্বগতভাবে পুনর্গঠিত হয়। সদস্যরা এক একবার চারি বৎসরের জন্য মনোনীত হইলেও পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনর্নির্বাচিতই হইয়া থাকেন। ফলে তাঁহাদের কার্যকাল সাধারণত দীর্ঘ হয়। একাদিক্রমে দুই দশক ধরিয়া সদস্যপদে অধিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নহে, তিন দশক ধরিয়া অধিষ্ঠানের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।*

সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা একটি পরিষদের হস্তে ন্যস্ত

সংবিধান অনুসারে জাতীয় পরিষদের সভ্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হইতে সমর্থ, কিন্তু ইহা একপ্রকার প্রথায় পরিণত হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সভ্যদের মধ্য হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের মনোনীত করা হইবে। নির্বাচনের পর সদস্যদের আইনসভার সভ্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহারা আইনসভায় বক্তব্য ও প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন, কিন্তু ভোটপ্রদান করিতে পারেন না। একদিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং আইনসভা উভয়কেই স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন সংস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভাকে ভাঙিয়া দিতে পারে না এবং আইনসভা পরিষদকে নির্বাচিত করিলেও উহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। আর একদিক দিয়া কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকে আইনসভার অধীন বলিয়াই ধরিতে হয়, কারণ পরিষদকে আইনসভার অধীন থাকিয়াই কার্য সম্পাদন করিতে হয়। বস্তুত সংবিধান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করিবার যন্ত্র মাত্র। ষ্ট্রং (C. F Strong) বলেন, পরিষদের সদস্যগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ভৃত্য মাত্র ইহার প্রভু নহেন।** গুরুত্বপূর্ণ শাসনকার্য সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিষদকে হয় আইনসভার পূর্বানুমতি লইতে হয়, না-হয় পরে কার্যকে অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়। আইনসভা আবার শাসন পরিষদকে নিয়মিত নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকে এবং সময় সময় শাসনকার্য সম্পাদনের বিস্তারিত বিবরণ চাহিয়া পাঠায়। বিবরণ সম্পর্কে আইনসভার সদস্যরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সমালোচনা ইত্যাদি করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। মোটকথা, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ নিজেকে আইনসভার 'এজেণ্ট' হিসাবেই গণ্য করে। নীতি নির্ধারণ করা ইহার কার্য নয়, ইহার কার্য হইল আইনসভার নীতি এবং জাতির নীতিকে কার্যকর করা।†

পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সভ্য হইতে পারে না

* Rappard, *The Government of Switzerland*

** "The Ministers are not the leaders of the Houses, but their servants"

† "It (the Council) is expected to carry out, and does carry out, the policy of the Assembly, and ultimately the policy of the nation, just as a good man of business is expected to carry out the orders of his employer." Dicey

এই কারণেই আইনসভা ও পরিষদের মধ্যে কোন অনতিক্রম বিরোধ দেখা দেয় না। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আইনত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভার ভৃত্য হইলেও কার্যত কতকটা ইংল্যাণ্ডের ক্যাবিনেটের মতই ইহার ক্ষমতা ও প্রভাব রহিয়াছে। ইহা একদিকে যেমন আইনসভার যন্ত্রস্বরূপ, অপরদিকে আবার আইনসভার পথপ্রদর্শকও বটে।* কারণ, পরিষদের সদস্যদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আইনসভা শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না। দ্বিতীয়ত, শাসন বিভাগের কর্মকর্তা বলিয়া পরিষদের সদস্যরা আইনসভার কার্যপদ্ধতি ও কার্যক্রমকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। পরিশেষে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীয় নেতৃবর্গই শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন বলিয়া আইনসভা পরিষদকে মান্য করিয়া থাকে।

আইনত আইনসভার ভৃত্য হইলেও কার্যত পরিষদ আইনসভাকে পরিচালিত করে

পরিষদের সভ্যগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং মর্যাদা ও দলীয় নিয়মানুবর্তিতাই ইহার কারণ

কোন একটি ক্যাণ্টন হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের একাধিক সদস্য নির্বাচিত করা যায় না। প্রথানুযায়ী জার্মান ভাষাভাষী ক্যাণ্টনগুলি হইতে ২ জনের বেশী সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে থাকিতে পারে না। দুইটি সর্ববৃহৎ জার্মান ভাষাভাষী ক্যাণ্টন জুরিক (Jurich) ও বার্ন (Bern), ফরাসী ভাষাভাষী ক্যাণ্টন ভড (Vaud), এবং ইতালী ভাষাভাষী ক্যাণ্টন টিসিনো-এর (Ticino) প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে সকল সময়েই থাকেন।

প্রত্যেক বৎসর যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে পরিষদের একজন সহ-সভাপতি নিযুক্ত করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি পর পর দুই বৎসর একই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন না। প্রথানুসারে এক বৎসরের সহ-সভাপতি পরবর্তী বৎসরে সভাপতি পদে উন্নীত হন।

পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি

সুইজারল্যাণ্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ বলিয়া কিছু নাই। সংবিধান অনুসারে পরিষদের সভাপতিকে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে গণ্য করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কিংবা ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর মত কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব ভোগ করেন না। তিনি জাতির প্রধান কার্যবাহক নহেন। তাঁহার পদ প্রধানত সম্মানের পদ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি দেশের হইয়া প্রতিনিধিত্ব করেন মাত্র।** তিনি যাহা কিছু ক্ষমতা

---

* "Legally the servant of the Legislature, it exerts in practice almost as much authority as do English, and more than do some French Cabinets, so that it may be said to lead as well as to follow." Lord Bryce

** "He is simply the chairman of the executive committee of the nation and...performs the ceremonial duties of the popular head of the state." Lowell

ভোগ করেন তাহা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে এবং সংশ্লিষ্ট শাসন বিভাগের প্রধান কর্তা হিসাবে মাত্র।* যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদেও তিনি অন্যান্য সদস্যের তুলনায় অধিক ক্ষমতা বা মর্যাদা ভোগ করেন না। তিনি কেবলমাত্র পরিষদের সভাপতিত্ব করেন এবং প্রয়োজন হইলে নির্ণায়ক ভোট (casting vote) ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু অন্যান্য সদস্যের উপর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তাঁহার নাই। কার্যক্ষেত্রে তিনি অবশ্য বিভিন্ন শাসন বিভাগের কার্যের পর্যবেক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পরিষদের সভাপতি সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি হিসাবে পরিগণিত

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ যে-সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করে তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং (৩) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা।

ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ

আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা বা কার্য: আইন প্রণয়ন ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সংবিধান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নিকট আইনের খসড়া উপস্থিত করে এবং আইনসভার পরিষদ-দ্বয় বা ক্যাণ্টনসমূহ যে-সকল প্রস্তাব করে সেগুলি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ নিজের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রদান করে।** সংবিধানের এই ক্ষমতাবলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ কার্যক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন পদ্ধতির নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ নূতন আইনের উদ্যোক্তা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ। এমনকি যে-ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা মনে করে যে আইন পাসের প্রয়োজন রহিয়াছে সে-ক্ষেত্রেও সাধারণত আইনসভা নিজে আইন উত্থাপন করে না, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকে আইন উত্থাপনের জন্য অনুরোধ জানায়। পরিষদ বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের মাধ্যমে বিলের খসড়া রচনা করে এবং আইনসভার নিকট উহা নিজের রিপোর্ট সহ উপস্থাপিত করে। আইনসভা নিজে পরিষদকে আইন উত্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাইলেও ঐ আইন সম্পর্কে পরিষদের রিপোর্ট অনুকূল না হইলে সাধারণত ঐ আইন পাস করে না। আবার আইনসভায় বিল উপস্থাপিত করার সংগেই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কার্য শেষ হইয়া যায় না। আইন-সভার মধ্য দিয়া বিল পাস করাইয়া লওয়ার দায়িত্বও রহিয়াছে। আইনসভার

* "Such official authority as the President may wield comes to him as a member of the Council and as head of one of the seven administrative departments." Zurcher, *The Political System of Switzerland*

** "It (the Federal Council) submits drafts of laws and *arretes* to the Federal Assembly and makes a preliminary report upon proposals submitted to it by the Councils or the Cantons" *Article 102 (4) of the Swiss Constitution*

কমিটিতে যখন বিলের বিচারবিবেচনা চলে তখন বিলটি সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত পরিষদ-সদস্য উপস্থিত থাকেন এবং কমিটিকে উহার কার্যে সহায়তা করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যের তুলনায় পরিষদ-সদস্যের অভিজ্ঞতা অধিক হওয়ায় তাঁহার পরামর্শ ও মতামতই সাধারণত কার্যকর হয়। ইহা ছাড়া যখন আইনসভার কোন কক্ষে বিলটির বিচারবিবেচনা চলে ভারপ্রাপ্ত সদস্যকেই উহার সমর্থনে যুক্তি যোগাইতে হয় এবং উহার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে হয়। আইন প্রণয়ন ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাপক র‍্যাপার্ড (Rappard) উক্তি করিয়াছেন, ইহা অনস্বীকার্য যে সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ ও প্রভাবশীল কার্য আইনসভা সম্পাদন করে না, করে শাসন বিভাগ।*

আরও একভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহা হইল 'অর্ডিন্যান্স' প্রবর্তনের ক্ষমতা। বর্তমান দিনে সর্বত্রই সরকারী কার্য অভূতপূর্বভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এ-অবস্থায় আইনসভার পক্ষে বিস্তৃতভাবে সকল প্রকার আইনকানুন রচনা করা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই আইনসভা আইনের প্রধান সূত্রগুলি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া প্রয়োজনীয় বিস্তৃত নিয়মকানুন করার ক্ষমতা শাসন বিভাগের হস্তে ছাড়িয়া দেয়। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ এই ধরনের নিয়মকানুন বা অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করিতে পারে। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ কর্তৃক প্রবর্তিত এই সকল নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে আইন সম্পর্কিত গণভোট (legislative referendum) দাবি করা যায় না। দেখা যায় যে এই সকল নিয়মকানুনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। জরুরী অবস্থা দেখা দিলে এই প্রকার নিয়মকানুনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসে। এরূপ অবস্থায় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকে যে-কোন প্রকার অর্ডিন্যান্স প্রবর্তনের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৯ সালে আইনসভা কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত এই অবাধ ক্ষমতা প্রদানের উল্লেখ করা যায়।

পরিষদ অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করিতে পারে

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা বা কার্য: সংবিধান অনুযায়ী সুইজারল্যাণ্ডের চরম কার্যকরী ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের হস্তে ন্যস্ত।** প্রধান শাসন পরিচালন-সংস্থা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বিভিন্ন ক্ষমতা ভোগ ও বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

* "One is forced to admit that the most responsible and influential work is that not of the so-called legislature but of the executive." Rappard, *The Government of Switzerland*

** "The supreme directing and executive authority of the confederation is exercised by a Federal Council composed of 7 members" *Article 95 of the Swiss Constitution*

প্রথমত, সুইজারল্যাণ্ডের বৈদেশিক বিষয়সমূহের পরিচালনার ভার কার্যত এই পরিষদের হস্তে ন্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি হইলেন সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি। তাঁহার মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণকে গ্রহণ করা এবং বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের দায়িত্ব। এই পরিষদই বিদেশের সহিত চুক্তি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা পরিচালনা করে এবং চুক্তি অনুমোদন করে অবশ্য এ-বিষয়ে চরম ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার হস্তে ন্যস্ত। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভার নিকট বৈদেশিক চুক্তি পেশ করে এবং আইনসভার সমর্থন থাকিলে প্রস্তাব (arrêtés) পাস করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকে চুক্তি অনুমোদনের ক্ষমতা দেওয়া হয় আবার আইনসভা ইচ্ছা করিলে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের হস্তে চুক্তি সম্পাদন ও অনুমোদনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিতে (delegate) পারে।

১। বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কিত ক্ষমতা

দ্বিতীয়ত সুইজারল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্বও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের। এই দায়িত্বপালনের উদ্দেশ্যে পরিষদকে সুইজারল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনী সংগঠন করিতে হয়। যখন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অধিবেশনে থাকে না তখন পরিষদ আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য অথবা প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যসামন্ত ব্যবহার করিতে পারে। অবশ্য যে ক্ষেত্রে দুই হাজারের অধিক সৈন্য নিয়োগ করা হয় অথবা সৈন্য নিয়োগের সময় তিন সপ্তাহের অধিক হয় সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকে আইনসভার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করিয়া উহার কার্যাদিকে অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়

২। আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব

তৃতীয়ত, আইনসভার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আর একটি প্রধান দায়িত্ব। অবশ্য এই ক্ষেত্রে কার্যের চাপ কতকটা কম কারণ বহু বিষয় সম্পর্কেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে কার্যকর করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে ক্যাণ্টনগুলির হস্তে। তবে পরিষদকে তত্ত্বাবধানের কার্য করিতে হয়। ক্যাণ্টনগুলি কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারসংক্রান্ত রায়কে কার্যকর করিতেছে তাহার তদারক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ করে। যে-ক্ষেত্রে ক্যাণ্টনগুলি নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বিষয়টিকে আদালত অথবা আইনসভার নিকট উপস্থিত করিতে পারে। শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য নিয়োগও করিতে পারে।

৩। আইনসভার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার দায়িত্ব

ইহা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেট (Budget) প্রণয়ন করে এবং জাতীয় আয়-ব্যয় পরিচালনা করে। আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বহিরবস্থা সম্পর্কে ইহাকে আইনসভার নিকট রিপোর্ট প্রদান করিতে হয়। বিভিন্ন পদে নিয়োগ ক্ষমতাও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলপথ পরিচালনা বিভাগের (Federal Railways Administration) মত অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থা যে-সমস্ত পদ পূরণ করে তাহা ছাড়া অন্যান্য পদে নিয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ।

৪।· বিবিধ ক্ষমতা ও দায়িত্ব

বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা: যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও ভোগ করে। ক্যাণ্টনগুলি নিজেদের মধ্যে অথবা অন্যান্য দেশের সহিত যে-চুক্তি সম্পাদন করে পরিষদ তাহার বিচারবিবেচনা করিয়া থাকে এবং এই সকল চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ কি না তাহা নির্ধারণ করে। কতিপয় ক্ষেত্রে ইহার আপিল (appeals) বিচারের ক্ষমতাও রহিয়াছে। সরকারের বিভিন্ন শাসন বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই পরিষদের নিকট আপিল করা যায়। অনুরূপভাবে রেলপথ-ব্যবস্থার উচ্চতম সংস্থার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের নিকট আপিল আনয়ন করা যায়। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানভুক্ত কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ক্যাণ্টনগুলির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে আপিল করা যায়। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা, কবরস্থান, ক্যাণ্টন-গুলিতে নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে ক্যাণ্টনগুলির সিদ্ধান্ত ও কার্যের বিরুদ্ধে পরিষদে আবেদন করা যায়। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নহে; ইহার বিরুদ্ধে আবার আইনসভার নিকট আপিল করা যায়।

অন্যান্য দেশের মত সুইজারল্যাণ্ডেও বর্তমান সময়ে শাসন বিভাগের ক্ষমতা দ্রুত প্রসারলাভ করিয়াছে।* যুদ্ধ, আর্থিক সংকট প্রভৃতিই হইল ইহার মূল কারণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ঐ সমস্যাগুলিকে আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য শাসন বিভাগের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের নিরাপত্তা স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য পরিষদের হস্তে অবাধ কর্তৃত্ব (blanket authority) অর্পণ করা হয়। এই কর্তৃত্বের বলে পরিষদ ব্যাপক নিয়মকানুন প্রণয়ন এমনকি অর্ডিন্যান্সও জারি করিতে থাকে।** শাসন বিভাগের এইরূপ কর্তৃত্বে অনভ্যস্ত সুইসরা যুদ্ধের পরই

বর্তমান গতি : শাসন বিভাগের প্রাধান্য বৃদ্ধি

* "...Switzerland has not been immune from the contemporary world-wide tendency to strengthen executive power." Zurcher

** ২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে। গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে আনীত প্রস্তাব দ্বারা এই সকল নিয়মকানুন বাতিল করা হয়। এই প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও শাসন পরিষদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা যে স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকারের তিনটি অংগের মধ্যে কার্যক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভার গিয়া পড়িয়াছে এই শাসন বিভাগের হস্তে। এইরূপ হইবার আরও কারণ রহিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরা আইনসভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। স্বাভাবিকভাবেই ইঁহারা অভিজ্ঞ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হন। ইহা ব্যতীত এই সকল ব্যক্তি পরিষদের সদস্যপদে বহুদিন ধরিয়া কার্য করেন। ফলে ইঁহাদের পক্ষের মর্যাদা, ইঁহাদের শাসনকার্য পরিচালনার দক্ষতা ও রাষ্ট্রনৈতিক বিচারবুদ্ধি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইঁহারা সহজেই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পান।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা

(Comparative Study of the Features of the Federal Council): এখন সংক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের (Federal Council) প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে।

পার্লামেণ্টীয় এবং অ-পার্লামেণ্টীয় উভয় প্রকারের শাসন বিভাগের সহিত কতকটা সংগতি থাকিলেও সুইজারল্যাণ্ডের শাসন বিভাগের সহিত ইহাদের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। বস্তুত, সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকে এক স্বতন্ত্র ধরনের (unique) শাসন-ব্যবস্থা বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে প্রথমেই দেখা যাইবে, ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রি-পরিষদের মতই সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার সহিত তুলনা:

১। সুইস্ পরিষদের সদস্যগণ আইনসভা হইতে নিযুক্ত হইলেও আইনসভার সদস্য থাকেন না

সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান অনুসারে বাহির হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নিয়োগে কোন বাধা না থাকিলেও, কার্যত ইংল্যাণ্ডের মত সুইজারল্যাণ্ডে আইনসভার সদস্যদের মধ্য হইতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে যখন আইনসভার সদস্য এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন তখন তাঁহাদিগকে আইনসভার সভ্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। অপরপক্ষে, ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যরা আইনসভার সদস্য থাকেন।

দ্বিতীয়ত, ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রি-পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক গঠিত হয়, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে বিভিন্ন দলের মধ্য হইতে—এমনকি পরস্পরবিরোধী দলগুলির মধ্য হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়।* ইহার ফলে সদস্যদের মধ্যে অনেক সময় মতানৈক্য দেখা দেয়, কিন্তু ইহাতে কার্যের বিশেষ বিঘ্ন ঘটে না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভার ইচ্ছার নিকট নতি স্বীকার করিয়াই চলে।

২। সুইস্ পরিষদের সদস্যরা বিভিন্ন দল হইতে নিযুক্ত হন; মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে নহে

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরা এক একবার চারি বৎসরের জন্য মনোনীত হইলেও পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন এবং সাধারণত সদস্যরা সদস্যপদে যতদিন থাকিতে ইচ্ছা করেন ততদিন তাঁহাদের পুনর্নির্বাচিত করিয়া পদে বহাল রাখা হয়। সদস্যপদের এই স্থায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ ও ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য। ইংল্যাণ্ডের মত দেশে মন্ত্রি-পরিষদ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। আবার এই সময়ের মধ্যে আইনসভার আস্থা হারাইলে উহা হয় পদত্যাগ করে, না-হয় পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের এই স্থায়িত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ডাইসি উক্তি করিয়াছেন যে, পরিষদকে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 'বোর্ড অফ ডিরেক্টরস' (a Board of Directors) বলিয়া বর্ণনা করা যায়, ইহাকে সংবিধানের দ্বারা ও আইনসভার ইচ্ছানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কার্যাদি পরিচালনা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়।** সুতরাং এই সকল বিশ্বস্ত শাসন-পরিচালকদের পুনর্নির্বাচন না করিবার কোন সংগত কারণ থাকিতে পারে না।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ ক্যাবিনেটের ন্যায় অস্থায়ী সংস্থা নহে

চতুর্থত, সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সমাকারের সমমর্যাদাসম্পন্ন বহুজন-বিশিষ্ট শাসন পরিষদ (Collegial Executive)। যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের একজন সভাপতি আছেন তিনি অন্যান্য সদস্যের তুলনায় অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন না। এদিক হইতে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকার সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না। অধ্যাপক হোয়ারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে তত্ত্বের দিক যাহাই হউক না কেন, প্রকৃতক্ষেত্রে ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রী শাসনকার্য পরিচালনার মূলভিত্তিস্বরূপ। ক্যাবিনেটের উত্থানপতন হয় প্রধান মন্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া। তিনি মন্ত্রি-পরিষদের

* The members of the Federal Council are "elected not only from different party groups but from party groups fundamentally opposed to each other" Brooks, *Government and Politics of Switzerland*

** "The Swiss Council, indeed, is...not a ministry or a Cabinet in the English sense of the term. It may be described as a Board of Directors appointed to manage the concerns of the Confederation in accordance with the articles of the constitution and in general difference to the wishes of the Federal Assembly." Dicey

সদস্যদের মনোনীত করেন ও উহাদের উপর কর্তৃত্ব করেন। প্রয়োজনবোধ করিলে তিনি অন্য যে-কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি এ-ধরনের কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না। তিনি অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ কিংবা পদচ্যুত করিতে পারেন না; তিনি অন্যান্য সদস্যের উপর কোন কর্তৃত্বও করিতে পারেন না। সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক। তাঁহার পদ প্রধানত সম্মানের এবং তিনি দেশের নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কায করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতিত্ব করিলেও তিনি অন্যান্য সদস্যের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন না। কাযক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন শাসন বিভাগের কাযের পযবেক্ষক হিসাবে কায করেন। সুতবাং ক্ষমতা ও মযাদার দিক দিয়া ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থার প্রধান মন্ত্রী এবং সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতির মধ্যে কোন তুলনাই হয় না।*

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন প্রধান মন্ত্রী নাই

পঞ্চমত, দায়িত্বশীলতা যে-অর্থে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সে-অর্থে উহা সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের নাই। ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের যৌথ এবং পৃথকভাবে দায়িত্বশীল থাকিতে হয়। যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility) বলিতে বুঝায় যে, ক্যাবিনেটে যে-সকল নীতি গৃহীত হয় কোন মন্ত্রী তাহাদিগকে আইনসভা এবং আইনসভার বাহিরে অস্বীকার করিতে পারেন না, সকলকে একই সুরে কথা বলিতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রীকে আবার সরকারী পক্ষ সমর্থন করিয়া ভোটপ্রদান ও বক্তৃতা প্রদান করিতে হয়। যে-মন্ত্রী এইভাবে এক সহযোগে কাজ করিতে পারেন না তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রীকে আবার নিজের দপ্তরের কাযাকায এবং ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য জবাবদিহি করিতে হয়। তবে যৌথ দায়িত্বের নীতি থাকায় সাধারণত কোন মন্ত্রীকে সমালোচনা বা আক্রমণ করা হইলে উহাকে সমস্ত সরকারের উপর আক্রমণ বলিয়াই ধরা হয়। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের দায়িত্ব গ্রহণে ক্যাবিনেট অস্বীকৃত হইতে পারে। এ-অবস্থায় উক্ত মন্ত্রীকেই তাঁহার কাযের রাষ্ট্রনৈতিক ফলাফল ভোগ করিতে হয় এবং সমালোচনার ফলে এককভাবে পদত্যাগ করিতে হইতে পারে। যাহা হউক, ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতার আসল তাৎপয হইল যে মন্ত্রি-পরিষদকে আইনসভার আস্থাভাজন হইতে হইবে। আইনসভায় আস্থা হারাইলে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করিতে হয়।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের দায়িত্বশীলতা ক্যাবিনেটের সদস্যদের দায়িত্বশীলতার অনুরূপ নয়

* "He (the President of the Swiss confederation) is no sense a prime minister; therefore he does not select his colleagues, and has no authority over them His legal powers are virtually the same as those of the other councillors although he sits at the head of the table."

ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে, যখন সরকারের সাধারণ নীতির বিরুদ্ধে আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়, অথবা সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিলকে বা কোন খাতে সরকারের অর্থমঞ্জুরীর দাবিকে প্রত্যাখান করা হয় অথবা সরকারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিলের সংশোধন করা হয়, তখন মন্ত্রি-পরিষদকে হয় পদত্যাগ করিতে হয়, না-হয় পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত গ্রহণ করিতে হয়। সুইজারল্যাণ্ডে এই ধরনের কোন দায়িত্বশীলতা নাই। যদিও একথা সত্য যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের যৌথ ও পৃথক কার্য রহিয়াছে এবং সংবিধানে বলা হইয়াছে যে অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ সংস্থা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবুও কার্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শাসনসংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের সদস্যরা পৃথকভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রসংগে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের একজন প্রাক্তন সদস্য উক্তি করেন: 'যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বলিয়া কিছু নাই—আছেন শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ'।* ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় কোন মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মতপ্রকাশ করিতে পারেন না; সুইজারল্যাণ্ডে কিন্তু এমন কোন নিয়ম নাই। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরা একে অপরের বিরুদ্ধে আইনসভায় বক্তৃতা করিতে ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত বিলের বিরোধিতা করিতে পারেন। পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত বা বিল আইনসভা বা জনসাধারণ প্রত্যাখ্যান করিলে অথবা কোন বিল পরিষদের মতের বিরুদ্ধে গৃহীত হইলেও ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার মন্ত্রীদের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ পদত্যাগ করে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সহজ ও সরলভাবে আইনসভা বা জনসাধারণের সিদ্ধান্তকে মানিয়া লয়।**

৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সামগ্রিকভাবে কোন নীতি-নির্ধারণ করে না

ষষ্ঠত, উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ যৌথ সংস্থা হিসাবে কোন সাধারণ নীতি-নির্ধারণ করে না। বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাদির আলোচনা ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সাধারণ নীতি সম্পর্কে কোন আলোচন করে না। বস্তুত, সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে যৌথ সংস্থা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন নীতি থাকিবে না।† কারণ, নীতি-নির্ধারণের ক্ষমতা পরিষদকে দেওয়া হইলে ঐ নীতিকে সমালোচনা এবং প্রয়োজন হইলে পরিষদকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা আইনসভাকে দিতে হইবে। সুইজারল্যাণ্ডে

* "There is no Federal Council—there are only Federal Councillors" Ruchonnet

** "If the councillors find themselves outvoted on any matter they do not resign, as in France or England; they merely pocket their pride and obey the will of the legislative bodies with as good grace as they can muster." Munro

† "The Swiss constitutional system *assumes* that the Federal Council will have no policy as a college" C. J. Hughes, *The Parliament of Switzerland*

নীতি-নির্ধারণের দায়িত্ব হইল আইনসভার; অবশ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়ায় পরিষদের সদস্যরা সাধারণ নীতির উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। ইহার সহিত ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় যে চূড়ান্তভাবে শাসননীতি নির্ধারণের ক্ষমতা হইল ক্যাবিনেটের। দলীয় কর্মসূচী ও নির্বাচকদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই নীতি নির্ধারিত হয়। নীতি-নির্ধারণের পর ঐ নীতিকে কার্যকর করার জন্য যদি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হয়। অবশ্য আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় নীতি অনুযায়ী আইন পাস করাইয়া লইতে কষ্ট হয় না।

তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে ক্যাবিনেটের নীতি যদি আইনসভায় প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহা হইলে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করিতে হইবে অথবা আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রসংগে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্টের অধিবেশন সুরু হইবার সময় যে 'রাজকীয় অভিভাষণ' (Speech from the Throne) দেওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণভাবে ক্যাবিনেট কর্তৃক রচিত, এবং ঐ অভিভাষণে ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মসূচীর কথাই উল্লেখ করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের নীতি ঘোষণা ও ব্যাখ্যা করিয়া কোন অভিভাষণ দেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভার নিকট যে বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করে তাহা হইল ভিন্ন ভিন্ন শাসন বিভাগের কাযের রিপোর্ট। ইহাতে যৌথ সংস্থা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন নীতির কথা থাকে না বা থাকিতে পারে না। সুতরাং যৌথ সংস্থা হিসাবে পরিষদের সামগ্রিক নীতির কোন আলোচনা আইনসভায় হয় না। যাহা হয় তাহা হইল বিভিন্ন বিভাগের কার্যাদির সমালোচনা মাত্র। কোন বিভাগের রিপোর্ট যদি আইনসভা প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ পদত্যাগ করে না।*

৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আইনসভা ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা নাই

সপ্তমত, ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে শাসন বিভাগ আইনসভাকে ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারে। যেমন, ইংল্যাণ্ডে রাণীকে শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। ইহা আইনসভাকে ভাঙিয়া দেওয়ার ভয় দেখাইয়া আইনসভাকে নিয়ন্ত্রিতও করিতে পারে না।

* "That there can be no overall Federal Council policy in set terms, and therefore no President's Speech from the Throne to explain it, is a logical consequence of the whole Swiss system.... The Federal Council as a whole cannot be removed therefore it cannot *formulate* and submit policy." Hughes

অষ্টমত, উল্লেখ করা হইযাছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সামগ্রিকভাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনার নীতি-নির্ধারণ করে না। এই বৈশিষ্ট্য হইতে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের মধ্যে আর একটি পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা রাষ্ট্রনীতিবিদ (politician) হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত ও দলীয় কর্মসূচী অনুসারে শাসননীতি নির্ধারণ ও শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। গতানুগতিক সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের উপর নির্ভর করেন। দলীয় নীতি পরিচালনায় দক্ষতার দরুনই ইঁহারা মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। অপরদিকে, সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ রাষ্ট্রনেতা হিসাবে যতটা না কায করেন, ততটা করেন দক্ষ সরকারী কর্মচারী হিসাবে। অধিকাংশ সময় সদস্যরা তাঁহাদের বিভাগের সাধারণ শাসনসংক্রান্ত কায লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের পদ অনেকাংশে বিভাগের স্থায়ী কর্মসচিবের পদের অনুরূপ।* এইজন্যই প্রার্থীদের শাসনকার্য পরিচালনার দক্ষতা, বিচারবুদ্ধি, মানসিক গঠন (temper) ও সঠিক কায করিবার বা সঠিক কথা বলিবার সূক্ষ্মবোধ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহাদিগকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত করা হয়।**

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরা যতটা সরকারী কর্মচারী ততটা রাষ্ট্রনীতিবিদ নহেন

ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার সহিত তুলনামূলক আলোচনার পর এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থার সহিত সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন একজন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি তত্ত্ব ও কার্যক্ষেত্রে উভয় দিক দিয়াই শাসকপ্রধান। ইঁহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা কোন এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা হয় নাই। একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদই হইল এই ক্ষমতার অধিকারী। পরিষদের সদস্যরা সকলেই সমক্ষমতাসম্পন্ন। অবশ্য এক বৎসরের জন্য সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে আইনসভা নির্বাচন করে। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক মাত্র।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থার সহিত তুলনা

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে আছেন রাষ্ট্রপতি, সুইজারল্যাণ্ডে আছে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথার ভিত্তিতে একটি ক্যাবিনেট গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সহিত কোনমতে তুলনীয় নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয়

* "A Federal Councillor is more of a civil servant, and rather less of a politician, than his British counterpart." Hughes

** "It is administrative skill, mental grasp, good sense, tact and temper that recommend a candidate." Bryce

পরিষদের সদস্যগণ সমক্ষমতাসম্পন্ন। রাষ্ট্রপতি (সভাপতি) এই সদস্যদের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতে পারেন না। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মার্কিন রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নন। ফাইনারের ভাষায়, ইঁহারা হইলেন রাষ্ট্রপতির নিম্নতন কর্মচারী অথবা কেরানী মাত্র। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন; অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট সদস্যগণ হইলেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত। আবার রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে ইঁহাদের যখন-তখন পদচ্যুত করিতে পারেন।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ সমক্ষমতা-সম্পন্ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাবিনেট-সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ কর্মচারী

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি চারি বৎসরের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে এক নির্বাচক-সংস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত হন; অপরদিকে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ চারি বৎসরের জন্য আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। অবশ্য সদস্যগণের মধ্যে যিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে এক বৎসরের জন্য কায করেন।

৩। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনগণ দ্বারা পরোক্ষভাবে, সুইস্ রাষ্ট্রপতি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন

চতুর্থত, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নিজ দল বহির্ভূত ব্যক্তিদেরও ক্যাবিনেটের সদস্য মনোনীত করিতে পারেন তথাপি তিনি সাধারণত নিজের দল হইতেই ক্যাবিনেটের সদস্য নিয়োগ করিয়া থাকেন, এবং দলীয় নীতিকে কাযকর করাই হইল রাষ্ট্রপতির লক্ষ্য। সুইজারল্যাণ্ডে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন দল হইতে, এমনকি পরস্পরবিরোধী দলগুলি হইতে নিযুক্ত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিংবা ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের মত সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ কোন দলীয় স্বার্থসাধন বা দলীয় কর্মসূচী কাযকর করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না।*

৪। মার্কিন রাষ্ট্রপতি দলীয় নিজ দল হইতে ক্যাবিনেট গঠন করেন কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে বিভিন্ন দল হইতে পরিষদ-সদস্য নিয়োগ করা হয়

পঞ্চমত, স্থায়িত্বের দিক হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিপদ এবং সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ঐ কার্যকালের মধ্যে আইনসভা তাঁহার প্রতি আস্থা হারাইলেও তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। অনুরূপভাবে সুইজারল্যাণ্ডে আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকে নিযুক্ত করিলেও উহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইজারল্যাণ্ডের পার্থক্য রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতিপদে দুই বারের অধিক নিযুক্ত হইতে পারেন না। অপরপক্ষে,

* "They (the councillors) are not chosen to carry out party pledges or to serve the interest of a party, as is the case with members of the cabinet in Great Britain and in the United States" Munro

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ বারবার নির্বাচিত হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ যতদিন পদে থাকিতে ইচ্ছা করেন সাধারণত ততদিনই তাঁহাদের পুনর্নির্বাচিত করা হয়। এদিক হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের (executive) তুলনায় সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ অধিকমাত্রায় স্থায়ী।*

৫। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের মেয়াদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল অপেক্ষা অধিক

ষষ্ঠত, শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ দ্বারা শাসন বিভাগ এবং আইনসভাকে স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি অবশ্য আইনসভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থাদি সম্পর্কে সংবাদাদি জ্ঞাপন করেন এবং যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলিয়া মনে করেন সে-সম্বন্ধেও সুপারিশ প্রেরণ করেন। কিন্তু ক্যাবিনেটের সদস্যরা আইনসভায় যোগদান করিয়া আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা করিতে পারে না। অপরদিকে, সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরা অধিবেশনে যোগদান করেন, বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। আইন প্রণয়ন ব্যাপারে এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের ভূমিকা থাকিলেও ইহাকে আইনসভার 'এজেন্ট' হিসাবেই গণ্য করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন বিভাগ আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত।**

৬। মার্কিন দেশে রাষ্ট্রপতি আইনসভায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার কাযে অংশগ্রহণ করেন

সপ্তমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রবর্তিত করা হইলেও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত আইনে পরিণত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে অস্বীকার করিলে কংগ্রেসের উভয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যের ভোটে পুনরায় পাস করা ছাড়া ঐ আইন প্রণয়ন করিবার কোন পন্থা নাই। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বা রাষ্ট্রপতির বিল নাকচ করিবার এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকে আইনসভার নিকট নতি-স্বীকার করিয়া চলিতে হয়—এমনকি আইনসভার অনুরোধে এমন সমস্ত বিল আইনসভার নিকট উপস্থিত করিতে হয় যাহাদিগকে পরিষদ মোটেই সমর্থন করে না।

৭। মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিল নাকচ করার ক্ষমতা যেরূপ রহিয়াছে, সুইজারল্যাণ্ডের পরিষদের সে-রকম ক্ষমতা নাই

* "...though it is elected by Parliament, it is more permanent even than the executive of the United States." C. F. Strong

** "In Swiss constitutional theory the executive is not an independent or coordinate branch of government as it is, for example, in the American system ; the Swiss have made the executive the formal servant of the legislature." Zurcher, *The Political System of Switzerland*

উপরি-উক্ত তুলনামূলক আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ এক বিশেষ ধরনের শাসন বিভাগ। ইহাকে পার্লামেন্টীয় বা ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা কিংবা অ-পার্লামেন্টীয় বা রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা কোনটার মধ্যেই শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ইহাতে উভয় শাসন-ব্যবস্থারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ নির্দিষ্ট এবং আইনসভার মতামতের দ্বারা ইঁহারা পদচ্যুত হন না। আবার ইঁহারা আইনসভার সদস্যও থাকিতে পারেন না। এই সকল দিক হইতে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন, ইঁহারা আইনসভার অধিবেশন ও বিতর্কে যোগদান করেন এবং শাসন বিভাগের কার্যাদির জন্য জবাবদিহি করেন। এই দিক দিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সহিত পার্লামেন্টীয় বা ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার সংগতি রহিয়াছে।

পার্লামেন্টীয় ও অ পার্লামেন্টীয় উভয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে পরিলক্ষিত হয়

যুক্তরাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষের দপ্তর (The Federal Chancellory):

সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষের দপ্তর বলিয়া একটি সংস্থা আছে। উহার কর্তা রাষ্ট্র-সমবায়ের অধ্যক্ষ (Chancellor of the Confederation) নামে অভিহিত। তিনি আইনসভার যুগ্ম অধিবেশনে সাধারণত এক একবার চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন; তবে সাধারণত যতদিন ইচ্ছা করেন ততদিনই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। উপাধ্যক্ষগণ (the Vice-Chancellors) যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বা শাসন বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত হন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উপাধ্যক্ষগণের মধ্য হইতেই পরবর্তী অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষ হইলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সচিব। আইনসভার উভয় পরিষদ সংযুক্ত অধিবেশনে বসিলেও তিনি উহার সচিব হিসাবে কার্য করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পক্ষ হইতে সাধারণত তিনিই সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন; যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেকটি আইনে তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর থাকে; এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা ইত্যাদির তত্ত্বাবধান তিনিই করিয়া থাকেন। যাহা হউক, সুইস্ শাসন-ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ শাসন বিভাগের (unified executive) যত কিছু গুণ তাহা প্রায় সকলই দেখা যায়; দলীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ বহুদিন ধরিয়া একযোগে কার্য করিতে সমর্থ হন।

রাষ্ট্র-সমবায়ের অধ্যক্ষ

তাঁহার কার্যাবলী

উৎকর্ষ

সংক্ষিপ্তসার

সুইজারল্যাণ্ড আমেরিকার দৃষ্টান্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্যাণ্টনসমূহে প্রবর্তিত ব্যবস্থা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রবর্তন করে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সাত জন সদস্য লইয়া গঠিত। ইহারই হস্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্যপালিকাশক্তি ন্যস্ত। পরিষদের সদস্যগণ আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন, এবং একবার নির্বাচিত হইলে একাদিক্রমে বহু বৎসর ধরিয়া পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পরিষদের সভ্যগণ আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না। আইনত শাসন পরিষদ আইনসভার অধস্তন।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রপতি নাই, শাসন পরিষদের সভাপতিই ঐ নামে অভিহিত হন। প্রত্যেক শাসন পরিষদের সদস্য এক এক বৎসরের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অধিষ্ঠিত থাকাকালীন মর্যাদায় কিছু অধিক হইলেও ক্ষমতায় তিনি অপর ছয় জন সদস্যের সমান। পরিষদের একজন সহ সভাপতিও আছেন।

শাসন পরিষদ আইনসংক্রান্ত, শাসনসংক্রান্ত এবং বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ-ই আইনের খসড়া উপস্থাপিত করে এবং আইনসভা দ্বারা উহা পাস করাইয়া লয়। পরিষদের অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতাও আছে।

পরিষদের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা মোটামুটি চারি প্রকার: ১। বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমতা, ২। আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা, ৩। আইনসভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারে ক্ষমতা, এবং ৪। বিবিধ ক্ষমতা।

বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা পরিষদ ক্যাণ্টনগুলির চুক্তি ইত্যাদির বিচারবিবেচন করিয়া থাকে। কতিপয় ব্যাপারে পরিষদের আপিল বিচারের ক্ষমতাও আছে। বর্তমান যুগের গতি অনুসারে ধীরে ধীরে শাসন বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বা সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের সহিত পার্লামেন্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত উভয় শ্রেণীর শাসন বিভাগের মিল ও পার্থক্য দুই-ই দেখা যায়। অর্থাৎ একদিকে ইহা ক্যাবিনেট ব্যবস্থার অনুরূপ এবং অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের সদৃশ। প্রথমে ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়: ১। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও আইনসভার সদস্য থাকেন না, ২। পরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন দলভুক্ত হন, ৩। পরিষদ ক্যাবিনেটের ন্যায় অস্থায়ী সংস্থা নহে, ৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের নায়ক বা প্রধান মন্ত্রী নাই, ৫। পরিষদের সদস্যদের দায়িত্বশীলতা ক্যাবিনেটের সদস্যদের দায়িত্বশীলতা হইতে পৃথক, ৬। পরিষদ সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ করে না, ৭। পরিষদের আইনসভা ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা নাই, ৮। পরিষদের সদস্যবর্গকে রাষ্ট্রনীতিবিদ অপেক্ষা সরকারী কর্মচারী হিসাবে অধিক গণ্য করা যায়।

এখন রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১। সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্র ব্যবস্থার শীর্ষে আছে রাষ্ট্রপতির স্থলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ, ২। পরিষদের সদস্যগণ সমক্ষমতাসম্পন্ন, ৩। সুইস্ রাষ্ট্রপতি আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন, জনসাধারণ দ্বারা নহে, ৪। বিভিন্ন দল হইতে পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করা হয়, ৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের মেয়াদ রাষ্ট্রপতির কার্যকাল হইতে অধিক, ৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় অংশগ্রহণ করেন, এবং ৭। মার্কিন রাষ্ট্রপতির ন্যায় সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের বিল নাকচ করিবার ক্ষমতা নাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষের দপ্তর: যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বা শাসন বিভাগের সচিবকে যুক্তরাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ বলা হয়। তিনি আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন। অনেকজন উপাধ্যক্ষও আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা

(THE FEDERAL LEGISLATURE)

[যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা—রাজ্যপরিষদ ও জাতীয় পরিষদ—গঠন ও কার্য পদ্ধতি—উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতা]

যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা (The Federal Assembly) : সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নাম যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা (The Federal Assembly)। ইহা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। উচ্চতন কক্ষের নাম রাজ্যপরিষদ (The Council of States), আর নিম্নতন কক্ষের নাম হইল জাতীয় পরিষদ (The National Council)। এই দ্বি-কক্ষ-সমন্বিত আইনসভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-কক্ষসম্পন্ন আইনসভার অনুকরণে প্রবর্তিত হইয়াছে। রাজ্যপরিষদ ক্যাণ্টনগুলির প্রতিনিধিত্ব করে, আর জাতীয় পরিষদ হইল সমস্ত জনসমষ্টির প্রতিনিধিমূলক সংস্থা।

গঠন : দ্বি পরিষদ ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে প্রবর্তিত

গঠন ও কার্য পদ্ধতি (Composition and Procedure) : রাজ্যপরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪৪ জন। পরিষদে প্রত্যেক ক্যাণ্টন হইতে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি এবং অর্ধ-ক্যাণ্টন হইতে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি থাকেন। প্রতিনিধি মনোনয়নের পদ্ধতি এবং তাঁহাদের কার্য-কালের মেয়াদ ইত্যাদি ক্যাণ্টনগুলি নির্ধারিত করে। এইজন্য কোন ক্যাণ্টনের প্রতিনিধি হয়ত জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন, আবার কোন ক্যাণ্টনে আইনসভা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকে। কার্যকালের মেয়াদও আবার কোন ক্যাণ্টনে ৪ বৎসর, কোন ক্যাণ্টনে ৩ বৎসর, আবার কোন ক্যাণ্টনে মাত্র ১ বৎসর।*

রাজ্যপরিষদে প্রতিনিধি মনোনয়ন ইত্যাদির ব্যাপারে ক্যাণ্টনগুলির স্বাতন্ত্র্য আছে ; ফলে বিভিন্ন পদ্ধতিও দৃষ্ট হয়

জাতীয় পরিষদ ১৯৬ জন জনপ্রতিনিধি লইয়া গঠিত। প্রতি ২২,০০০ জন-অধিবাসীর জন্য একজন সদস্য থাকিবেন এই ভিত্তিতে এবং সমানু-পাতিক ভোট-পদ্ধতির সাহায্যে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ জন সাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রতি ক্যাণ্টন হইতে অন্তত একজন প্রতিনিধি থাকিতেই হয়। প্রত্যেক ২০ বৎসর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিক (স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার নাই)

জাতীয় পরিষদের গঠন, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটা-ধিকার ও সমানুপাতিক ভোটদান-পদ্ধতি

---

* ১১।১২ পৃষ্ঠা দেখ।

ভোটদানে সমর্থ, যদি-না অবশ্য তাহার ক্যাণ্টনের কোন আইন তাহাকে সক্রিয় নাগরিকতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। যাজকগণ ছাড়া ভোটদানে সমর্থ এই প্রকারের প্রত্যেক নাগরিকই জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারে।

উভয় কক্ষের সভাপতি ও সহ-সভাপতি

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রত্যেক কক্ষ আপন সদস্যদের মধ্যে হইতে একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করে। যখন কোন প্রশ্নে দুই পক্ষের ভোট সমানসংখ্যক হয় তখন সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতি নির্ণায়ক ভোট প্রয়োগ করিতে সমর্থ।

অধিবেশন ও অনুষ্ঠান রীতি

প্রত্যেক বৎসর দুই কক্ষ স্থায়ী নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে সাধারণ অধিবেশনে মিলিত হয়। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ জাতীয় পরিষদের এক-চতুর্থাংশ সদস্যের অথবা পাঁচটি ক্যাণ্টনের অনুরোধক্রমে অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারে। প্রত্যেক কক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য কক্ষের মোট সভ্যসংখ্যার অধিকাংশের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন এবং সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভোটপ্রদানকারীদের অধিকাংশের অনুমোদন থাকা প্রয়োজন।

উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the two Houses): তত্ত্বগতভাবে আইন প্রণয়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে উভয় কক্ষ সমক্ষমতাসম্পন্ন। কোন আইন পাস করিতে হইলে দুই কক্ষেরই অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কার্যত রাজ্য পরিষদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল—কারণ, উদ্যমী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ জাতীয় পরিষদের সদস্যপদলাভে আগ্রহান্বিত হন।

আইনত উভয় পরিষদ সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও কার্যত রাজ্যপরিষদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল

কোন বিষয়ে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তাহা দুই কক্ষের সমান-সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত মীমাংসা-কমিটির (an Arbitration Committee) নিকট মীমাংসার জন্য পেশ করা যাইতে পারে। সাধারণত দুই কক্ষের অধিকসংখ্যক সদস্যরা একদলভুক্ত হওয়ায় এইরূপ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

মীমাংসা-কমিটি

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি মনোনয়ন, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারক নির্বাচন, ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি কতিপয় কার্যের বেলায় দুই কক্ষ যুক্ত অধিবেশনে মিলিত হয়। ইহা ব্যতীত দুই কক্ষের বৈঠক পৃথকভাবে বসে। সাধারণত সভা প্রকাশ্যভাবে হইয়া থাকে।

কয়েক ক্ষেত্রে যুক্ত অধিবেশন প্রয়োজন হয়

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতি বিশেষ একটা স্থান পায় নাই। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার হস্তে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যতীত শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার মত এত বিবিধ ক্ষমতা সাধারণত কোন আইনসভা ভোগ করে না।*

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের অভাবে আইনসভার শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতা (Powers of the Federal Legislature) : সংবিধান অনুসারে যে-সমস্ত বিষয় অপরাপর যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বিচারবিবেচনা করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষগুলির এলাকাধীন সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়ন এবং অধ্যাদেশ প্রবর্তন করিতে পারে। শাসন, বিচার ও সৈন্য বিভাগীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষগুলির নির্বাচন, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপন, ক্যাণ্টনগুলির নিজেদের মধ্যে অথবা বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তির অনুমোদন, সুইজারল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা এবং প্রতিরক্ষা, যুদ্ধঘোষণা এবং শান্তিস্থাপন, ক্যাণ্টন-গুলির সংবিধান এবং ভৌগোলিক সীমার অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী, যুক্তরাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ইত্যাদি সকল বিষয়ই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আয়ত্তাধীন।

অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা হয় নাই এরূপ সকল ক্ষমতাই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার এলাকাধীন

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিবর্তন ও সংশোধন করিতেও আইনসভা সমর্থ, তবে উহা গণভোটে অধিকসংখ্যক ভোটদাতা এবং অধিকসংখ্যক ক্যাণ্টন কর্তৃক গৃহীত হওয়া আবশ্যক। সংবিধানের সংশোধন ছাড়া অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, অধ্যাদেশ এবং অনির্দিষ্ট অথবা ১৫ বৎসর অধিক সময়ের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে নিয়ম আছে যে, ৩০ হাজার নাগরিক অথবা ৮টি ক্যাণ্টন দাবি জানাইলে ঐ আইন, অধ্যাদেশ বা চুক্তি—জনসাধারণের নিকট মতামতের জন্য পেশ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইনসভার ক্ষমতা জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। বিচারসংক্রান্ত ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতা বর্তমান রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের শাসন-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনসভায় আপিলের শুনানী হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষগুলির মধ্যে অধিকার লইয়া বিরোধ বাধিলে তাহার বিচার এবং

সীমাবদ্ধভাবে ইহা সংবিধানেরও পরিবর্তন করিতে সমর্থ

আইনসভার ক্ষমতা কিন্তু জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত

* ১২ পৃষ্ঠা দেখ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও বিচার কার্যের তত্ত্বাবধান করে এই আইনসভা। দুই কক্ষের সদস্যরা বিল উত্থাপন করিতে সমর্থ, কিন্তু বিল উত্থাপন এবং বিলের খসড়া রচনা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই করিয়া থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার অনুরোধ (postulate) জানানো, কোন বিষয় সম্পর্কে কার্যকরীভাবে উপায় অবলম্বনের দাবি (motion) জানানো ইত্যাদি অধিকার আইনসভার সদস্যরা ভোগ করিয়া থাকেন।*

সুইজারল্যাণ্ডে আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা এবং শাসন ও বিচার কার্যের তত্ত্বাবধান করে

সংক্ষিপ্তসার

সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন। পরিষদ দুইটির নাম রাজ্যপরিষদ এবং জাতীয় পরিষদ। জাতীয় পরিষদ নিম্নতর কক্ষ, উহা সমগ্র জাতির প্রতিনিধিমূলক সংস্থা। অপরদিকে, রাজ্যপরিষদ ক্যান্টনসমূহের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত।

উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক: আইনতঃ উভয় পরিষদ সমক্ষমতাসম্পন্ন। তবে কার্যতঃ উচ্চতর কক্ষ বা রাজ্যপরিষদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কয়েক ক্ষেত্রে উভয় পরিষদের সংযুক্ত অধিবেশন, এবং বাকী ক্ষেত্রে পৃথক অধিবেশন বসে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অভাবে আইনসভা বিবিধ কর্তব্য সম্পাদন করে।

ক্ষমতা: অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা নাই একপ সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই আইনসভার হস্তে ন্যস্ত। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাচন হইতে বিচার সম্পাদন অবধি পরিব্যাপ্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনসভার ক্ষমতা জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।

পঞ্চম অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

(THE FEDERAL JUDICIARY)

[যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনাল—গঠন, ক্ষমতা ও এক্তিয়ার]

যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনাল (The Federal Tribunal): সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিচারকার্যের জন্য একটিমাত্র আদালত আছে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা ট্রাইবুনাল (The Federal Tribunal বা

* ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

Bundesgericht) নামে অভিহিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থার সহিত সুইস্ ব্যবস্থার একদিক হইতে পার্থক্য রহিয়াছে। মার্কিন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত কতকগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় জেলা আদালত (Federal District Courts), কতকগুলি ভ্রাম্যমাণ আপিল আদালত (Federal Circuit Courts of Appeal) এবং বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনাল লইয়া গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় বীমা আদালতের (Federal Insurance Court) কথা ছাড়িয়া দিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালই হইল একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। সুইজারল্যাণ্ডে অধিকাংশ বিচার বিভাগীয় কার্য সম্পাদিত হয় ক্যান্টনগুলির আদালতে—এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালের রায়কে কার্যকর করা হয় ক্যান্টনগুলির কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

সুইজারল্যাণ্ডে সর্বোচ্চ আদালত বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত নাই

যাহা হউক, সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনাল বর্তমান রূপ গ্রহণ করে ১৮৭৪ সালের সংবিধানের সংশোধনের ফলে। পূর্বে ইহা এক সাময়িক আদালত মাত্র ছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব বা মর্যাদা ছিল না।* বিচারকরা নির্দিষ্ট স্থানে বসিতেন না, তাঁহাদের বেতনও নির্দিষ্ট ছিল না। নিয়োগের জন্য বিশেষ কোন যোগ্যতারও প্রয়োজন হইত না। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালের বিশেষ ক্ষমতাও ছিল না।

পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালের গুরুত্ব বা মর্যাদা বিশেষ কোন ছিল না

ক্যান্টনগুলির মধ্যে বিবাদের অথবা ক্যান্টন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনাল করিতে পারিত না। এই সকল বিবাদের বিচারবিবেচনা করিত হয় আইনসভা, না-হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ। আইনসভা কিংবা পরিষদ ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিলেই যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যান্টনগুলির মধ্যে দেওয়ানী মামলার বিচার করিতে পারিত। নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। ট্রাইব্যুনাল অধিকারভঙ্গের অভিযোগ বিচার করিতে তখনই সমর্থ হইত যখন ঐরূপ বিবাদ আইনসভা কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত হইত। ১৮৭৪ সালের সংবিধান সংশোধনের ফলে এই অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় ট্রাইব্যুনাল এক বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়।

গঠন (Composition): যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন। জার্মেনী, ইতালী ও ফরাসী এই তিনটি সরকারী

* "...the Federal Tribunal did not achieve any real prominence until it was reorganised and its duties were expanded by the 1874 constitutional reform." G A. Codding

ভাষার প্রতিনিধি যাহাতে আদালতে থাকেন বিচারক নির্বাচনের সময় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। আদালতের গঠন, বিচারকদের সংখ্যা, কার্যের মেয়াদ এবং বেতন আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। বর্তমানে আদালত ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত ২৬ জন বিচারক লইয়া গঠিত। ইহা ছাড়া ১১ জন অতিরিক্ত বিচারক (Supplementary Judges) আছেন। বিচারকদের ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত করা হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের মত প্রথানুসারে বিচারকরা যতদিন পর্যন্ত কার্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন ততদিন পযন্ত তাঁহাদিগকে পুনর্নির্বাচিত করিয়া পদে বহাল রাখা হয়। বলা হয়, ইহার জন্য বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। সংবিধান কিংবা আইনে যোগ্যতা সম্পর্কে কোন নির্দেশ না থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই বিচারকদেব নিয়োগ করেন।

ট্রাইবুনালের বিচারকগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন

এই প্রসংগে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দেশের অংগরাজ্যের কতকগুলিতে জনসাধারণ কর্তৃক বিচাবক নির্বাচনেব ব্যবস্থা থাকিলেও, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালযেব ক্ষেত্রে নির্বাচনপন্থা অনুসরণ করা হয় না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচাবকগণ সিনেটের অনুমতিক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। একবার নিযুক্ত হইলে ইমপিচমেণ্ট ছাড়া আর কোন উপায়ে পদচ্যুত করা যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলনা

ক্ষমতা ও এক্তিয়ার (Powers and Jurisdiction): যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুইজারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত হইলেও দেশেব অধিকাংশ ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন ক্যাণ্টনগুলির আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবেও ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।* অতএব, ইহাকে ঠিক 'প্রধান ধর্মাধিকরণ' আখ্যা দেওয়া যায় কি না, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।** যাহা হউক, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের দেওয়ানী, ফৌজদারী, শাসনতান্ত্রিক এবং শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করিবার অধিকার রহিয়াছে। অধিক পরিমাণ অর্থের দাবিদাওয়া-জড়িত দেওয়ানী মামলায় ক্যাণ্টনের উচ্চতন আদালত হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে আপিল করা হয়। যেখানে দেওয়ানী বিষয় লইয়া (ক) যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যাণ্টনের মধ্যে বিবাদ বাধে, অথবা (খ) ক্যাণ্টনগুলির নিজেদের মধ্যে বিবাদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনালের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার সীমাবদ্ধ

---

* ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

** "Although the Federal Tribunal is often described as the supreme court of the Swiss nation, its powers do not quite justify such a title." Zurcher, *The Political System of Switzerland*

বাধে, অথবা (গ) যুক্তরাষ্ট্র বা ক্যান্টন এবং কোন যৌথ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ দেখা দেয় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচার করার মূল এলাকা (original jurisdiction) রহিয়াছে। শেষোক্ত প্রকারের বিবাদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বাদী এবং মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য ৮০০০ ফ্রাংক হওয়া প্রয়োজন।

মূল এলাকা

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অভ্যুত্থান, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ, অধস্তন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উচ্চতন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারী কর্তৃক আনীত ফৌজদারী অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ ইত্যাদির ফৌজদারী বিচার হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে। ফৌজদারী বিচারের জন্য আদালত অনেক সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত (assizes) হিসাবে কার্য করে। শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে যে-বিচারক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ভোগ করে তাহার বিষয়বস্তু হইল : (ক) যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যাণ্টনগুলির কর্তৃপক্ষদের মধ্যে ক্ষেত্রাধিকার লইয়া বিবাদ, (খ) ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে সরকারী আইনসংক্রান্ত বিবাদ, এবং (গ) ক্যাণ্টনসমূহ কর্তৃক সংবিধানগত অধিকার হরণের জন্য নাগরিকদের অভিযোগ, ইত্যাদি। কিন্তু এই শাসনতান্ত্রিক বিচারক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধান (১১৩ অনুচ্ছেদ) স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত সমস্ত আইন এবং সাধারণ প্রকৃতির অধ্যাদেশগুলিকে প্রয়োগ করিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বাধ্য থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রের আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোনপ্রকার প্রশ্ন তুলিতে পারে না, যদিও উহা ক্যাণ্টনগুলির আইনকে অবৈধ বা সংবিধান-বহির্ভূত ঘোষণা করিতে সমর্থ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে, কারণ ৩০ হাজার নাগরিক অথবা ৮টি ক্যাণ্টন দাবি করিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন গণভোটের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন হয়।* এইরূপ দাবি না উঠিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন কার্যকর হইতে থাকে। সুতরাং আইন বলবৎ হইবে কি না-হইবে তাহার বিচার করে হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা নিজে অথবা নির্বাচকমণ্ডলী, কোন ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত নহে।

শাসনতান্ত্রিক বিচার-ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলিতে পারে না

পরিশেষে, ১৯২৮ সাল হইতে শাসনসংক্রান্ত বিচারালয় হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সরকারী কর্মচারীদের আইনগত ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে বিবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে।

* ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা শুধু যে সীমাবদ্ধ তাহাই নহে, ক্ষমতার এলাকাও সুনির্দিষ্ট নহে। কোন ক্যাণ্টন সংবিধান-প্রদত্ত নাগরিক-অধিকার হরণ করিলে তাহার বিচার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত করিতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ঐরূপ কোন অধিকার ভংগ করিলে তাহার প্রতিবিধান ট্রাইব্যুনাল করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা তাহার সীমানা লংঘন করিয়া কোন আইন পাস করিয়াছে কি না, সে-বিষয় নির্ধারণের ভার ট্রাইব্যুনালের হস্তে ন্যস্ত নহে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে ক্ষেত্রাধিকার লইয়া যে-বিবাদ তাহার আইনসংগত চূড়ান্ত মীমাংসা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত করিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হস্তে ন্যস্ত। এই কার্য সম্পাদনে ইহা আইনসভার যে-কোন বিধান ও শাসন বিভাগের যে-কোন কার্যের সংবিধানগত বৈধতা বিচার করিতে সমর্থ। প্রধান বিচারপতি মার্শালের (Chief Justice Marshall) নেতৃত্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট এই ব্যাপক ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট কোন আইন সংবিধানের ধারা অনুযায়ী করা হইয়াছে কি না, মাত্র তাহারই বিচার করে না, আইনটি ন্যায়সংগত কি না তাহার বিচারও করে। মোটকথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের অর্থ কি এবং আইন কি হইবে না-হইবে তাহা শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টই নির্ধারণ করে।*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় এইভাবে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সমকক্ষ ত হয়ই নাই, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কার্যাকার্যের বৈধতা বিচারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের যে-ভূমিকা থাকে তাহাও গ্রহণ করিতে পারে নাই।**

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতার এই সীমাবদ্ধতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আইনের বৈধতা বিচার করিবার অক্ষমতা সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম দুর্বলতা বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই অভিমতের যৌক্তিকতা বিচার করিতে হইলে দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয়—যথা, (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার

* "It is not what the legislature desires, but what the courts regard as juridically permissible, that in the end becomes law......" Roscoe Pound

** "......in view of the Tribunal's limited and unsystematic jurisdiction, it could hardly serve as an effective instrument for reviewing federal legislation judicially, even if such a power inhered in it." Zurcher

পক্ষে সংবিধান ব্যাখ্যা ও আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে আদালতের প্রাধান্য প্রয়োজন কি না, এবং (২) আইন ও শাসন ব্যাপারে আদালতের প্রাধান্য কাম্য কি না ? প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের স্বরূপ ব্যাখ্যার ব্যাপারে যে আদালতের হস্তেই চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সরকার এককভাবে ক্ষমতা বণ্টনকে পরিবর্তিত করিতে পারিবে না ; এবং উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত কোন সংস্থার হস্তে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাখ্যার ভার দিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে এই সংস্থা হইল আদালত ; অপরপক্ষে, সুইজারল্যাণ্ডে এই ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের হস্তে ন্যস্ত করা হয় নাই। এই দেশে ট্রাইব্যুনাল ক্যাণ্টনগুলির আইনের সংবিধানগত বৈধতা বিচার করিতে পারিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আইনের বৈধতা বিচার করিতে সমর্থ নয়। সুতরাং আশংকা করা হয় যে, কেন্দ্রীয় আইনসভা আইনের দ্বারা ক্ষমতা বণ্টনের স্বরূপ ও ক্যাণ্টনসমূহের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা চূড়ান্ত ক্ষমতা নহে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ৩০ হাজার ভোটদাতা বা ৮টি ক্যাণ্টন দাবি জানাইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আইনকে অনুমোদনের জন্য জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রণীত আইন কার্যকর হইবে কি না, তাহা জনসাধারণই নির্ধারণ করে। অবশ্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রস্তাবাকারে যে সকল আইন (arretes or resolutions) পাস করে সে-সকল ক্ষেত্রে গণভোটের (referendum) কোন ব্যবস্থা নাই। যাহা হউক, জনসাধারণের প্রাধান্য থাকায় সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রাধান্যকে প্রয়োজন বলিয়া মনে করা হয় না। এমনকি ১৯৩৯ সালে গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব করা হইলে জনসাধারণ উহাকে প্রত্যাখ্যান করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন জনসাধারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে বলা হয়, সুইস জাতি জনসাধারণের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী। যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালের হস্তে সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যার চরম ক্ষমতাপ্রদানকে অগণতান্ত্রিক বলিয়াই মনে করে।* প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের অভিজ্ঞতা এই সমালোচনার সমর্থন যোগায়। বিচারকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা আবার তাঁহাদের ধ্যানধারণা

* "The Swiss as a whole, place democracy, the observance of the will of the people, above constitutionality, the observance of the will of the Constitution" Hans Huber

অনুযায়ীই সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। এই-অবস্থায় জন-সাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আইনসভার আইনকে প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা আদালতের হস্তে ন্যস্ত করা কতদূর সমীচীন—সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। এই কারণেই অন্যান্য দেশে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে কিভাবে আদালতের আইনের বৈধতা বিচারের অসুবিধাকে পরিহার করা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কিংবা সুশাসনের জন্য আদালতের প্রাধান্য থাকাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা যায় না। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনালের যে প্রাধান্য নাই তাহাতে সুইস্ গণতন্ত্রের সুপরিচালনা কোনভাবে ব্যাহত হয় নাই।*

সুশাসনের জন্য আদালতের প্রাধান্যের প্রয়োজন হয় না

সংক্ষিপ্তসার

সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের বিচারকার্যের জন্য একটিমাত্র আদালত আছে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত। ইহার বিচারকগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন, এবং সাধারণতঃ পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারকগণকে দীর্ঘদিন ধরিয়া পদে বহাল রাখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনাল সর্বোচ্চ আদালত হইলেও 'প্রধান ধর্মাধিকরণ' আখ্যা পাইতে পারে কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে—কারণ, ইহার ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ এবং এলাকা বিশেষ অনির্দিষ্ট। ইহার দেওয়ানী, ফৌজদারী ও শাসনতান্ত্রিক মূল এলাকা আছে। ইহা ছাড়া দেওয়ানী বিচারের আপিল এলাকাও আছে। ইহার শাসনতান্ত্রিক এলাকা আইনসভার ক্ষমতা ও গণনিয়ন্ত্রণ দ্বারা সীমাবদ্ধ, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করে আইনসভা নিজে, না হয় গণভোটের মাধ্যমে জনসাধারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইব্যুনাল স্বীয় প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ ত হয়ই নাই, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কার্যাকার্যের বৈধতা বিচারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সাধারণ ভূমিকাও গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহা অবশ্য সুইস্ শাসন-ব্যবস্থার দুর্বলতার পরিচায়ক কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। সাম্প্রতিক ধারণা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং সুশাসন কোনটার জন্যই আদালতের প্রাধান্য অপরিহার্য নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রাধান্য না থাকা সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের উৎকর্ষ ব্যাহত হয় নাই।

---

* K. C Wheare, ***Federal Government***

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনের ব্যবস্থাসমূহ

(DEVICES OF DIRECT POPULAR GOVERNMENT)

[গণভোট, গণ-উদ্যোগ ও গণ-সমাবেশ]

গণভোট, গণ-উদ্যোগ ও গণ-সমাবেশ (Referendum, Initiative and Popular Assembly) : সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট দিক হইল গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) এবং গণ-সমাবেশের মাধ্যমে জনসাধারণের আইনসংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের অধিকার। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন যখন ভোটের দ্বারা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের জন্য জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হয় তখন তাহাকে গণভোট (Referendum) বলা হয়। অপরপক্ষে, নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক কর্তৃক উত্থাপিত আইনের প্রস্তাবকে গণ-উদ্যোগ (Initiative) বলা হয়। এইরূপ আইনের প্রস্তাব সাধারণত গ্রহণ বা বর্জনের জন্য সমস্ত নির্বাচক-মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করা হয়—অর্থাৎ, গণভোটে পেশ করা হয়। গণভোটের সাহায্যে জনসাধারণ আইনসভাপ্রণীত অকাম্য আইনের হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে সমর্থ হয় ; অপরদিকে গণ-উদ্যোগের মারফত জনসাধারণ আইনসভার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেদের ধ্যানধারণা ও ইচ্ছাকে আইনে পরিণত করিতে সমর্থ হয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য

গণভোট (Referendum) : গণভোট আবার দুই প্রকারের—বাধ্যতামূলক গণভোট (Compulsory Referendum) এবং ইচ্ছাধীন গণভোট (Optional Referendum)। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধন ব্যাপারে যে গণভোটের ব্যবস্থা আছে তাহা বাধ্যতামূলক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে যে গণভোটের ব্যবস্থা আছে তাহা ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ, ৩০ হাজার নাগরিক অথবা ৮টি ক্যান্টনের দাবিতে উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।* আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, শাসনতান্ত্রিক বাধ্যতামূলক গণভোটের বেলায় অধিকসংখ্যক নাগরিক এবং ক্যান্টনের

সুইজারল্যাণ্ডে বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন গণভোট উভয়ই প্রবর্তিত

* ১৯-২০ এবং ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

অনুমোদন প্রয়োজন হয়, কিন্তু সাধারণ আইন ও চুক্তি সংক্রান্ত ইচ্ছাধীন গণভোটের বেলায় শুধু ভোটপ্রদানকারী নাগরিকদের অনুমোদন থাকিলেই চলে। আবার, যে-সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন বা প্রস্তাব সাধারণভাবে প্রযোজ্য নহে, অথবা উহা যদি জরুরী প্রকৃতির হয় তাহা হইলে ঐ সমস্ত আইন বা প্রস্তাব সম্পর্কে গণভোট অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আইন বা প্রস্তাব সাধারণভাবে প্রযোজ্য বা জরুরী প্রকৃতির কি না, তাহা নির্ধারণ করিবার চরম ক্ষমতা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার। বলা হয় যে, জনসাধারণকে এড়াইবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকে। ক্যান্টনগুলিতে তাহাদের সংবিধানের সংশোধনের জন্য বাধ্যতামূলক গণভোটের ব্যবস্থা আছে। আবার কতকগুলিতে সাধারণ আইনের বেলায়ও বাধ্যতামূলক গণভোট প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

গণ-উদ্যোগ (Initiative)ঃ গণ-উদ্যোগ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।* অনুধাবনের সুবিধার জন্য এখানে উহার পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। এই প্রসংগে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধন বিষয়ে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে ইহার ব্যবস্থা নাই। ক্যান্টনগুলির একটি ছাড়া অন্যগুলিতে শাসনতান্ত্রিক আইন সম্পর্কে গণ-উদ্যোগ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ আইন সম্পর্কে অধিকাংশ ক্যান্টনে যেমন গণভোটের ব্যবস্থা রহিয়াছে তেমনি গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

শাসনতান্ত্রিক ও আইনবিষয়ক গণ-উদ্যোগ

যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সংবিধানের সংশোধন দুই ধরনের হইতে পারে—(১) আমূল পরিবর্তন (total revision), এবং আংশিক পরিবর্তন (partial rovision)। উভয় ক্ষেত্রেই ৫০ হাজার নাগরিক গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সংশোধন দাবি করিতে পারে।

সংবিধানের সামগ্রিক ও আংশিক পরিবর্তন

যে-ক্ষেত্রে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন দাবি করা হয় সে-ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করা হইবে কি না—এই প্রশ্নটি গণভোটের দ্বারা প্রথমে স্থিরীকৃত হয়। গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে আইনসভা ভাঙিয়া যাইয়া নূতনভাবে নির্বাচিত হয়। এই নূতন আইনসভা সংবিধান সংশোধিত করিয়া গণভোটের মাধ্যমে নাগরিক ও ক্যান্টনসমূহের নিকট উপস্থিত করে। অধিকাংশ নাগরিক ও অধিকাংশ ক্যান্টন কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ঐ সংশোধন কার্যকর হয়। ১৮৯১ সাল হইতে আজ পর্যন্ত একবারমাত্র ১৯৩৫ সালে এইরূপ সামগ্রিক সংশোধনের প্রস্তাব করা হয় এবং উহাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন সম্পর্কে গণ-উদ্যোগ

* ১৯-২০ পৃষ্ঠা।

গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে সংবিধানের আংশিক সংশোধনের দাবির ক্ষেত্রে পদ্ধতি কি হইবে না-হইবে, তাহা নির্ভর করে সংশোধন প্রস্তাব কোন্ আকারে উত্থাপন করা হইবে তাহার উপর। গণ-উদ্যোগ দুই আকারের হইতে পারে—(১) নির্দিষ্ট ও সাধারণ (*formulative* or specific and in general terms)। যে-ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ আকারের হয় সে-ক্ষেত্রে ৫০ হাজার নাগরিক সাধারণভাবে কোন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইচ্ছা প্রকাশ করে; অপরপক্ষে নির্দিষ্ট আকারের গণ-উদ্যোগের ক্ষেত্রে নাগরিকগণ সংশোধনী প্রস্তাব সম্পূর্ণ বিলের আকারে উপস্থিত করে। সাধারণ আকারের প্রস্তাবের বেলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার অনুমোদন থাকিলে, উক্ত সভা প্রস্তাব অনুযায়ী খসড়া প্রস্তুত করে এবং উহাকে জনসাধারণ ও ক্যাণ্টনগুলির নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হয়। আর যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রস্তাবকে অনুমোদন না করে তাহা হইলে প্রশ্নটি সম্পর্কে গণভোট লওয়া হয়। গণভোটে জনসাধারণের অধিকাংশের দ্বারা সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে (এ-ক্ষেত্রে ক্যাণ্টনের মতামতের প্রয়োজন হয় না) আইনসভা সংশোধনকার্যে অগ্রসর হয় এবং পরে সংশোধনকে জনসাধারণ ও ক্যাণ্টনগুলির নিকট গণভোটের জন্য উপস্থিত করা হয়।

সংবিধানের আংশিক সংশোধন সম্পর্কে গণ-উদ্যোগ

সাধারণ ও নির্দিষ্ট বিলের আকারে গণ-উদ্যোগ

সম্পূর্ণ বিলের আকারে যে-ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাব করা হয় সে-ক্ষেত্রে আইনসভার অনুমোদন থাকিলে উহাকে জনসাধারণ এবং ক্যাণ্টনগুলির নিকট সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হয়। আর যদি বিলে অনুমোদন না থাকে তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বিলটিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়া ঐ প্রত্যাখ্যানের সুপারিশসহ উহাকে গণভোটে দিতে পারে, অথবা একটি পরিবর্ত বিল (substitute for initiative) রচনা করিয়া গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে উত্থাপিত মূল বিলের সহিত একসংগে ক্যাণ্টন ও জনসাধারণের নিকট গণভোটের জন্য পেশ করিতে পারে।

গণ-সমাবেশ (Popular Assembly): যে-সকল ক্যাণ্টনে গণভোটের ব্যবস্থা নাই সেখানে বিশেষ কোন আইন গৃহীত হইবে কি না, তাহা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট ক্যাণ্টনের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের গণ-সমাবেশ (popular assembly or *Landsgemeinde*)। গণ-সমাবেশ আইন গ্রহণ বা বর্জন ছাড়াও শাসন পরিষদের সদস্য ক্যাণ্টন-কোর্টের বিচারপতি প্রভৃতিকে নির্বাচিত করে। সুতরাং গণ-সমাবেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সর্বাধিক প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা চারিটি অর্ধ-ক্যাণ্টন এবং একটি ক্যাণ্টনে প্রবর্তিত আছে।

গণ-সমাবেশ

প্রত্যক্ষ আইনপ্রণয়ন-ব্যবস্থার কার্যকারিতা (Working of Direct Legislation) : যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গণভোট এবং গণ-উদ্যোগ প্রযোগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উহাদের কাযকারিতা সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, সুইজারল্যাণ্ডেব সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও গণভোটেব দ্বাবা উহার প্রযোজনীয় সংশোধন করা মোটামুটি সকল সময়ই সম্ভব হইয়াছে। ১৮৪৮ সাল হইতে পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে ৯৩টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে ৪৯টি গণভোটে গৃহীত হয়। দ্বিতীয়ত, দেখা গিযাছে যে, বাধ্যতামূলক শাসনতান্ত্রিক গণভোটের বেলায় জনসাধারণের অনুমোদন যত সহজে পাওয়া যায় আইনসংক্রান্ত ইচ্ছাধীন গণভোটেব বেলায় ৩ত সহজে পাওয়া যায় না। এ-পর্যন্ত মাত্র ১৬টি আইন গণভোটে গৃহীত হইযাছে, অপরপক্ষে বাতিল হইযাছে ৩৬টি প্রস্তাব। শাসনতান্ত্রিক গণ-উদ্যোগেব ক্ষেত্রেও প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা খুব বেশী। তৃতীয়ত, সাধাবণ নির্বাচনেব তুলনায় গণভোটেব সময় ভোটপ্রদানকারীদেব সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। চতুর্থত, মৌলিক সংস্কারমূলক প্রস্তাব সাধারণত প্রত্যাখ্যান কবা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩৫ সালে সংকটাবস্থা সংক্রান্ত গণ উদ্যোগ (Crisis Initiative) দ্বারা সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষমতাব ব্যাপক বৃদ্ধিব প্রচেষ্টা গণভোটে বাতিল হইয়া যায়। ১৯২২ সালে সম্পত্তির উপর কর বসাইবাব (capital levy) জন্য, ১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদেব সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নিম্নতন কক্ষের পুনর্গঠনের জন্য, এবং ১৯৪৭ সালে পূর্ণনিয়োগাবস্থা (full employment) নিশ্চিত করিবার জন্য গণ-উদ্যোগেব মাধ্যমে আনীত প্রস্তাবসমূহও গণভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৮৪৮ সাল হইতে পরবর্তী একশত বৎসরে মোট ১৫০টি শাসনতান্ত্রিক ও আইনসংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ৬৫টি গণভোটে গৃহীত হয়। মোটামুটিভাবে ইহা সুইস জাতির রক্ষণশীলতারই পরিচায়ক।

গণভোট ও গণ-উদ্যোগের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম

গণভোট, গণ-উদ্যোগ ও গণ-সমাবেশের যে-সমস্ত গুণাগুণেব কথা উল্লেখ করা হয় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। ত্রুটি সম্পর্কে বলা হয় যে, বর্তমান রাষ্ট্রের আইন জটিল এবং তাহা অনুধাবন করিবার শক্তি জনসাধারণের নাই। আবার সংগঠিত শক্তিশালী কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষেও জনসাধারণকে সত্যকারের জনকল্যাণমূলক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা খুব সহজ। ইহা বিশেষভাবে ধনবৈষম্যমূলক সমাজে করা হইয়া থাকে। আবার এই উপায়গুলি যে ব্যয়বহুল তাহাব কথাও অনেক সময় বলা হইয়া থাকে।

গণভোট ও গণ-উদ্যোগের গুণাগুণ

অপরদিকে আবার গণভোট, গণ-উদ্যোগ ও গণ-সমাবেশের গুণের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গণভোট ও গণ-সমাবেশের দ্বারা আইনসভার দোষ-ত্রুটি এবং স্বৈরাচারিতা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, এবং ফলে কোন আইন জন-সাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইতে পারে না। বলা হয় যে, এই কারণে সুইজারল্যাণ্ডে শ্রেণী-স্বার্থসম্পর্কিত আইন (class-legislation) সাধারণত প্রণীত হয় না, আইনসভার সার্বভৌম তৃতীয় কক্ষ হিসাবে কার্য করিয়া জনগণ উহাকে বাধাপ্রদান করিয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানের একজন ব্যাখ্যাকর্তার মতে, প্রতিনিধিত্বের সমস্যা বড় কঠিন·· ···যেভাবেই ইহার সমাধান করা হউক না কেন, সুইস্‌রা বিশ্বাস করে যে নির্বাচিত আইনসভার পথে কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে উহা ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেই। সুতরাং প্রয়োজন হইল বিশেষাধিকারসম্পন্ন এক নিরপেক্ষ কর্তৃত্বের। যেখানে রাজা বা রাষ্ট্রপতি আছেন সেখানে তাঁহাকেই এই ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে যখন ঐরূপ পদ নাই তখন স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণই ঐ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তাহারাই আইনসভাকে সংযত রাখে।* গণ-উদ্যোগের সম্পর্কেও একই কথা বলা হয়। ইহার সাহায্যে আইনসভার নিষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।**

সাম্প্রতিক গতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে সুইজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহের বিরুদ্ধে কতকটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। অনেক সুইস্ নাগরিক আজ মনে করে যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা সহজ বলিয়া গণ-উদ্যোগ ও গণভোটের মাধ্যমে অকাম্য পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। এই কারণেই দেখা যায় যে, মৌলিক সংস্কারমূলক প্রস্তাবসমূহ সাধারণত প্রত্যাখ্যাত হয়। হয়ত এইজন্যই ভবিষ্যতে সুইজারল্যাণ্ড তাহার প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহকে সংকুচিত করিবে বা উহাদিগকে বিদায় দিবে।

উপসংহার

উপসংহার হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান দিনে এই সকল প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দোষত্রুটি যাহাই হউক না কেন ইহারা সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের প্রতিফলন এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্যোতক হিসাবে আর কোন শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায় না। সুতরাং, এই সকল পদ্ধতির বিলোপসাধন করিলে সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা অনুধাবনের আকর্ষণ কমিয়া যাইবে। উপরন্তু, সুইজারল্যাণ্ড যখন এই সকল ব্যবস্থাকে

---

* Deploige, *The Referendum in Switzerland*

** এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ১১শ অধ্যায় দেখ।

শাসন-পদ্ধতির অংগীভূত বলিয়া পরম্পরাগতভাবে গ্রহণ করিয়াছে তখন ইহাদিগের বিলোপসাধনের সপক্ষে অভিমত প্রদান করা অযৌক্তিক। যে শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হয় তাহাই কাম্য। সুইজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ একরূপ সুপরিচালিত হইয়াছে। সুতরাং কার্যকারিতার দিক দিয়াও ইহাদিগকে প্রবর্তিত রাখার সপক্ষে অভিমত প্রদান করিতে হয়।

সংক্ষিপ্তসার

সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। তিন প্রকার প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ঐ দেশে প্রবর্তিত—গণভোট, গণ-উদ্যোগ, এবং গণ-সমাবেশ। গণ-সমাবেশের সাক্ষাৎ মাত্র চারিটি অর্ধ-ক্যান্টন এবং একটি ক্যান্টনে পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তিন প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কার্যকর: (ক) সকল শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক গণভোটের ব্যবস্থা, (খ) শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা, এবং (গ) আইন ও সন্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন গণভোটের ব্যবস্থা। ক্যান্টনগুলির অধিকাংশে শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য আইন সম্পর্কে গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়া গণভোট-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত।

গণভোট ও গণ-উদ্যোগের প্রয়োগের ইতিহাস হইতে কয়েকটি সুস্পষ্ট নীতির সন্ধান পাওয়া যায়: ১। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও উহা প্রয়োজনমত সংশোধন করা কঠিন নহে, ২। সংবিধানসংক্রান্ত বাধ্যতামূলক প্রস্তাবকে জনসাধারণ যত সহজে সমর্থন করে, আইনসংক্রান্ত ইচ্ছাধীন প্রস্তাবকে তত সহজে সমর্থন করে না, ৩। শাসনতান্ত্রিক গণ-উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা খুব বেশী, ৪। মৌলিক সংস্কারমূলক প্রস্তাবকে সাধারণত প্রত্যাখ্যান করা হয়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহের কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও উহারা যে সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার একটি বিশেষ আকর্ষণীয় দিক সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহাদের বিলোপসাধন গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের দিক দিয়া অতি অকাম্য বিবেচিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

ক্যান্টনসমূহের শাসন-ব্যবস্থা

(ADMINISTRATION OF THE CANTONS)

[প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা—প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা—বিচার-ব্যবস্থা—স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা]

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Direct Democratic Government): সুইজারল্যাণ্ডের ১৯টি পূর্ণ এবং ৬টি অর্ধ-ক্যান্টনের শাসন-ব্যবস্থা একই ধরনের নহে। তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায়, ক্যান্টনসমূহে দুই

প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত—প্রত্যক্ষ (direct), এবং প্রতিনিধিমূলক (representative)। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থাকে গণ-সমাবেশ (*Landsgemeinde*) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা চারিটি অর্ধ-ক্যান্টন এবং একটি ক্যান্টনে প্রবর্তিত। প্রতি বৎসর একবার করিয়া খোলা মাঠে গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই উহাতে যোগদানের অধিকারী। গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাবেশাধিপতি (Landamman)। তিনি এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। ক্যান্টনের আইন ও শাসন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা এই সমাবেশের হস্তে ন্যস্ত। ইহা নূতন আইন প্রণয়ন করে এবং শাসন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুমোদন করে। ইহা প্রস্তাব দ্বারা ক্যান্টনের বিভিন্ন সমস্যার উপর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করে। শাসন পরিষদ এই সকল সিদ্ধান্তকে কার্যকর করিতে বাধ্য থাকে। শাসন পরিষদের সদস্যগণ, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং বিচারপতিগণ এই গণ সমাবেশ কর্তৃকই নির্বাচিত হন। এইভাবে নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে পাঁচটি অর্ধ ক্যান্টন ও ক্যান্টনের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে থাকে। সমালোচকগণের মতে, বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ সুইজারল্যাণ্ডের এই কয়টি অর্ধ-ক্যান্টন ও ক্যান্টনেই পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বরূপ

প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা (Representative Government): অপর ক্যান্টনগুলিতে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকিলেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদের প্রত্যেকটিতে বাধ্যতামূলক শাসনতান্ত্রিক গণভোট, শাসনতান্ত্রিক গণ-উদ্যোগ এবং সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন গণ-উদ্যোগের এবং হয় বাধ্যতামূলক না-হয় ইচ্ছাধীন গণ উদ্যোগের ব্যবস্থা আছে।

প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থার প্রকৃতি

গণভোট ও গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা থাকায় সকল ক্যান্টনের আইনসভাই এক-পরিষদসম্পন্ন এবং উহা ৩ বা ৪ বৎসরের জন্য জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়। মোটামুটি ৩৫০ হইতে ৫০০ জন নাগরিক পিছু একজন করিয়া সদস্য থাকেন। আইনসভা 'গ্রাণ্ড কাউন্সিল' বা ক্যান্টনের কাউন্সিল (Cantonal Council) নামে অভিহিত।

এই সকল ক্যান্টনের শাসনক্ষমতা একটি পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকে। পরিষদ ৫ হইতে ৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং সদস্যগণ সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে (simple majority principle) অথবা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে (proportional representation procedure) জনসাধারণ বা আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন। কার্যপদ্ধতিতে ক্যান্টনের শাসন পরিষদ অনেকাংশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের অনুরূপ। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের সদস্যগণের ন্যায় উহার সদস্যগণও আইনসভার ভৃত্য মাত্র, প্রভু নহেন। তাঁহারা বার

শাসন বিভাগ

বার পুনর্নির্বাচিত হইতে থাকেন এবং সাধারণ ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রস্তাব আইনসভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে তাঁহারা পদত্যাগ করেন না। আইনসভার ভৃত্য হইলেও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা আইনসভার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। তবুও আইনের দৃষ্টিতে শাসন পরিষদ আইনসভার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার যন্ত্রমাত্র, আইনসভার নিয়ামক নহে।

বিচার-ব্যবস্থা (Administration of Justice): ক্যাণ্টন-গুলির বিচার-ব্যবস্থা তিন প্রকারের আদালত লইয়া গঠিত। নিম্নতন পর্যায়ে আছে শান্তিশৃংখলা রক্ষার দায়িত্বসম্পন্ন বিচারপতিগণের (Justices of Peace) আদালত। ইহার পরবর্তী পর্যায়ের উচ্চতন মূল আদালতকে বিচারের আদালত (Courts of First Instance) এবং উচ্চতন আদালতকে আপিল আদালত বলা হয়। মূল বিচারের আদালত জিলা আদালত এবং আপিল বিচারের আদালত মহাধর্মাধিকরণ (High Court) নামেও খ্যাত। বিচারপতিগণ সকল সময়ই হয় জনসাধারণ দ্বারা না-হয় আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন। ছোটখাট মামলার বিচারে সালিসী-ব্যবস্থার ব্যাপকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

তিন ধরনের আদালত

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা (Local Governments): ক্যাণ্টনগুলির মূল শাসনতান্ত্রিক এককে (Administrative units) 'কম্যুন' (Communes) বলা হয়। ইহাদের উপর জনশৃংখলা রক্ষা, শিক্ষা, জল সরবরাহ প্রভৃতির দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। কোন কম্যুনে গণ-সমাবেশের মাধ্যমে এই সকল কায পরিচালনা করা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিমূলক পরিষদের ব্যবস্থাও আছে। কম্যুন ও ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষিত হয় আর একপ্রকার শাসনতান্ত্রিক এককের মাধ্যমে। ইহাদিগকে জিলা (Districts) বলা হয়। জিলার প্রধান কর্মকর্তা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। একদিক দিয়া জিলাগুলিকে আমাদের দেশের বিভাগ এবং 'জিলা-শাসক'কে বিভাগীয় কমিশনারের সহিত তুলনা করা চলে।

সুইজারল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে মূলত ইহাদের জন্য সুইজারল্যাণ্ডের সাধারণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অতুলনীয়ভাবে সফল হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে স্থানীয় সরকার যেরূপ নাগরিকতার শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কায করে, লোককে নাগরিক-কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে—সেরূপ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার গুরুত্ব

সংক্ষিপ্তসার

ক্যান্টনসমূহে দুই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত—প্রত্যক্ষ ও প্রতিনিধিমূলক। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা গণ-সমাবেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় চারিটি অর্ধ-ক্যান্টন এবং একটি ক্যান্টনে। অপরাপর ক্যান্টনের শাসন-ব্যবস্থা প্রতিনিধিমূলক হইলেও উহাদের ক্ষেত্রে গণভোট ও গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা আছে। এই সকল ক্যান্টনের শাসন বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের অনুরূপ এবং আইনসভাগুলি এক পরিষদসম্পন্ন।

বিচার-ব্যবস্থার জন্য ক্যান্টনগুলিতে তিন পর্যায়ের আদালত আছে। ছোটখাট মামলার বিচারে সালিসী ব্যবস্থার ব্যাপকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

সুইজারল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাও আছে। এই স্থানীয় শাসনকেন্দ্রগুলি অনন্যসাধারণভাবে নাগরিকতার শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে কাষ করে।

অষ্টম অধ্যায়

দলীয় ব্যবস্থা

(PARTY SYSTEM)

[দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি—দলীয় সংগঠন—প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল]

দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য বিবেচিত হয়। আকস্মিক কারণে নয়, স্বাভাবিক কারণেই গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। এই স্বাভাবিক কারণ হইল রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণার বিভিন্নতা। সকল ক্ষেত্রেই কিছু লোক রক্ষণশীল এবং কিছু লোক সংস্কারকামী হয়, সংস্কারকামীদের মধ্যে আবার কিছু লোককে দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী হইতেও দেখা যায়। আবার কিছু লোকের দৃষ্টিভংগি হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক এবং কিছু লোকের দৃষ্টিভংগি হয় সমাজতান্ত্রিক। ফলে উল্লিখিত স্বাভাবিক কারণেই গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠিত হইতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, সুইজারল্যাণ্ডও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। উপরন্তু, যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভাসমূহ গঠিত হয় সেখানে অগণিত বিশৃংখল ভোটদাতৃগণকে শৃংখলাবদ্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটিবেই।

গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থার অপরিহার্যতা

কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের দলীয় ব্যবস্থা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের দলীয় ব্যবস্থা হইতে অনেকাংশে পৃথক। প্রভৃত জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ডে দলীয় সংঘষ ব্যাপক রূপ ধারণ করে নাই; রাষ্ট্র-তরণীও দলীয় রাষ্ট্রনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া বিশৃংখলার পথে যাত্রা করে নাই। বলা যায়, সুইস্ দলীয় ব্যবস্থা সুইস্ গণতন্ত্রের উপর প্রলেপ মাত্র, উহার অংগীভূত নহে।

সুইজারল্যাণ্ডের দলীয় ব্যবস্থা অন্যান্য দেশ হইতে পৃথক

দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি (Nature of Party System): সুইজারল্যাণ্ডের দলীয় ব্যবস্থার এইরূপ অনন্যসাধারণ প্রকৃতির একাধিক কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ স্থায়ী এবং দল-নিরপেক্ষ বলিয়া উহার সদস্যগণের আনুষ্ঠানিক নিবাচনে কোন দলই উৎসাহ প্রদর্শন করে না। যেখানে একই ব্যক্তিগণকে পুনরায় নির্বাচিত করা হইবে সেখানে কোন দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না; বরং থাকে দলীয় সহযোগিতা। "ফলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় নির্বাচনে কোন বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতার পরাজয় ঘটিলে বিরোধী দলের শিবিরে আনন্দের ঢেউ উঠে না," বরং যাহাতে এ-ধরনের ঘটনা না ঘটে তাহার জন্য সকল দলই পূর্ব হইতে সতর্ক হয়।* দ্বিতীয়ত, গণভোট পদ্ধতির জন্যও দলীয় ব্যবস্থা দানা বাঁধিতে পারে নাই। যেখানে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হয় সেখানে আর আইনসভার বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কোন বিষয়কে পাস করাইয়া লইলেও গণভোটে উহা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে। তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদের কোন ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা (spoils system) নাই, ঐ দেশে দলীয় স্বার্থের কারণে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয় না। এই কারণেও দলীয় সংঘর্ষ তীব্র ও অকাম্য রূপ ধারণ করিতে পারে না। চতুর্থত, ঐতিহ্য পরম্পরায় সুইস্‌রা 'রাষ্ট্রনীতি লইয়া ব্যবসায়'কে ঘৃণা করে; ফলে জননেতৃবর্গ (demagogues) ও তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধিমূলক কার্যকলাপ কখনও সুইসদের নিকট সমাদর পায় নাই, এবং কখনও তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও ক্যাণ্টনসমূহের শাসন-ব্যবস্থা এরূপ দক্ষতা অর্জন করিয়াছে যে উন্নততর শাসন-পদ্ধতির প্রশ্ন বড় একটা উঠে না। ফলে সমালোচনা যাহাদের প্রকৃতি তাহাদিগকে সাধারণত নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে হয়। ষষ্ঠত,

এই পার্থক্যের কারণ

---

* Ghosh, *The Government of the Swiss Republic*

সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা মাত্র ১০-১২ সপ্তাহের জন্য অধিবেশনে থাকে। এই সময়টুকু প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং আইন-সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা, সুদীর্ঘ বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ প্রভৃতির বিশেষ স্থান নাই। সপ্তমত, সুইজারল্যাণ্ডের বৈদেশিক নীতি পুরাতন এবং একপ্রকার সর্বজন অনুমোদিত। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধেও এই পার্বত্য রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা বিশেষ টাল খায় নাই। ফলে দলীয় নেতারা এই দিক দিয়াও বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারেন না। অন্যান্য দেশের ন্যায় সরকারী বৈদেশিক নীতির দোষত্রুটি নির্বাচকগণের সম্মুখে ধরিয়া তাঁহাদিগকে দলে আকর্ষণ করিবার সুযোগ সুইস নেতাদের মোটেই ঘটিয়া উঠে না। অনুরূপভাবে দেশের অর্থ-ব্যবস্থাও দলীয় প্রচারকার্যের অনুকূল নহে। সুইজারল্যাণ্ডে সকলেই শিক্ষিত এবং সকলেই মোটামুটি ভাল খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থান পাইয়া থাকে। ঐ দেশে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বিশেষ ব্যাপক নহে। সুতরাং নিরক্ষরতা ও বুভুক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান এবং শ্রেণী সংঘর্ষ সুইস দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংগীভূত হইতে পারে নাই। সর্বশেষে, সুইস ঐতিহ্য রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে নেতা চায় না, চায় সেবক। যে ব্যক্তি নীরবে এবং অজ্ঞাতনামা থাকিয় দেশবাসীদের সেবা করিবেন তিনিই সুইসদের নিকট কাম্য। ফলে গ্ল্যাডষ্টোন, ম্যাক্সিমিক, নেহরু, আইসেনহাওয়ার এবং নাসেরের মত নেতা সুইস রংগমঞ্চে বড় একটা আবির্ভূত হন না, তাঁহাদেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায় যাঁহারা দেশের জন্য নীরবে কাজ করিয়া একদিন বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া যান।* তাঁহারা সেবাধর্মকে বরণ করেন বলিয়া ইতিহাসের পাতায় কোন দাগ কাটিতে পারেন না।

দলীয় সংগঠন (Party Organisation) : সুইজারল্যাণ্ডে দলীয় সংগঠন বিশেষ অসংহত। মোটামুটিভাবে সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দলই স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন ক্যাণ্টন দলের সমবায়ে গঠিত। ফলে সর্বক্ষেত্রে দলীয় সভ্যগণকে কঠিন নিয়মশৃংখলার অনুবর্তী হইয়া বা কেন্দ্রীয় সংগঠনের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে হয় না। ক্যাণ্টনের মধ্যেও নেতাদের পক্ষে নেতৃত্ব প্রকাশের অবকাশ ঘটে না। সেখানেও তাঁহারা জনগণের সেবক হিসাবে কার্য করেন, প্রভু হিসাবে নহে। আইনসভার সদস্যগণ আবার দলীয় নেতা হিসাবে কার্য করেন না, বিভিন্ন ক্যাণ্টনেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। অতএব, নানাদিক দিয়াই দলীয় সংগঠনের অসংহত রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের দলীয় সংগঠনের সহিত উহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দলীয় সংগঠনের রূপ অসংহত

* Ghosh. *The Government of the Swiss Republic*

প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল (Important Political Parties) : সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের মধ্যে তিনটিকে 'ঐতিহাসিক' বলিয়া বর্ণনা করা যায়। দল তিনটি হইল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দল (The Liberal Democratic Party), প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (The Progressive or Radical Democratic Party), এবং ক্যাথলিক রক্ষণশীল দল (The Catholic Conservative Party)। ১৮৪৮ সালের সংবিধান প্রণয়নের সময় প্রোটেষ্টাণ্ট ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে কয়েকটি ফরাসী ভাষার এবং কয়েকটি জার্মান ভাষার সপক্ষে দাবি জানাইতে থাকে। পরে এই ভাষাগত ভেদের ভিত্তিতে 'উদারনৈতিক' ও 'প্রগতিশীল' দল দুইটি গড়িয়া উঠে। চিরাচরিত প্রথানুসারে উদারনৈতিক দল স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*laissez faire*) এবং প্রগতিশীল দল সক্রিয় সরকারী হস্তক্ষেপের নীতি সমর্থন করিতে থাকে। পরে অবশ্য ১৮৭৭ সালের সংবিধান সংশোধনে উভয় দলই পরস্পরের সহায়তা করিয়াছিল এবং উভয় দলেরই মূলনীতি ঐ সংবিধানে গৃহীত হইয়াছিল।

তিনটি 'ঐতিহাসিক' দল

যে-সমস্ত ক্যাথলিক ক্যাণ্টন রাষ্ট্র-সমবায়ের বিরুদ্ধে ১৮৭৮ সালে বিদ্রোহ ঘোষণ করে এবং প্রধানত যাহাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য ১৮৭৮ সালের সংবিধান প্রণীত হয় তাহাদের নেতারাই পরে ক্যাথলিক রক্ষণশীল দল গঠন করেন। ক্যাথলিক রক্ষণশীল দল কখনও ১৮৭৮ সালের সংবিধানকে পুরাপুরি মানিয়া লয় নাই এবং সেদিন পর্যন্ত সংহতভাবে উহার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। ১৮৯১ সালে এই দল প্রগতিশীল দলের সহযোগে সম্মিলিত সরকার গঠন করিয়া প্রথম শাসন ক্ষমতা অধিকার করে।

ইহার পর উদারনৈতিক দলের প্রভাব ক্রমশ কমিতে থাকে এবং ইংল্যাণ্ডের উদারনৈতিক দলের ন্যায় উহা একটি গুরুত্বহীন ক্ষুদ্র দলে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে সামাজিক গণতান্ত্রিক দলের (The Social Democratic Party) উদ্ভব ঘটে এবং এই দল ক্রমশ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায়। পরে এই দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দেয় ১৯১৮ সালে গঠিত কৃষক, ক্ষুদ্রশিল্পী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দল (The Agrarians, Artisans and Middle Class Party)। ইহা সংক্ষেপে কৃষিজীবীদের দল (Farmers' Party) নামেও অভিহিত। ফলে, বর্তমানের চারিটি প্রধান দল হইল— প্রগতিশীল দল, ক্যাথলিক রক্ষণশীল দল, সামাজিক গণতান্ত্রিক দল, এবং কৃষিজীবীদের দল।

বর্তমানে চারিটি প্রধান দল

বর্তমানের চারিটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দলের মধ্যে ক্যাথলিক রক্ষণশীল দলের কর্মসূচীতে ক্যাণ্টনগুলির অধিক স্বাতন্ত্র্য, প্রগতিশীল দলের কর্মসূচীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধিক ক্ষমতা, কৃষিজীবীদের দলের কর্মসূচীতে কৃষির উন্নয়ন এবং সামাজিক গণতান্ত্রিক দলের কর্মসূচীতে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে রচিত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবুও বলা যায়, দলগুলির মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ব্যাপক বা গভীর কোনটাই নহে। ফলে সুইজারল্যাণ্ডে দলীয় সংঘর্ষও সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বিশেষ কোন আলোড়ন তুলে না বা বাহিরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

দলীয় কর্মসূচী

সংক্ষিপ্তসার

সুইজারল্যাণ্ডের দলীয় ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের দলীয় ব্যবস্থা হইতে পৃথক। বলা হয়, সুইস্ দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের উপর প্রলেপ মাত্র, উহার অংশীভূত নহে। এইরূপ হইবার বিভিন্ন কারণ আছে: ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ দল-নিরপেক্ষ বলিয়া নির্বাচনে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না, ২। গণভোট-পদ্ধতির জন্যও দলীয় ব্যবস্থা দানা বাঁধিতে পারে নাই, ৩। সরকারী চাকরির ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা নাই বলিয়া দলীয় সংঘর্ষ অকাম্য ও তীব্র হইতে পারে না, ৪। রাষ্ট্রনীতি লইয়া ব্যবসায়কে সুইসরা ঘৃণা করে, ৫। শাসনকার্য এত উন্নত প্রকৃতির যে বিশেষ সমালোচনার সুযোগ নাই, ৬। আইনসভার অধিবেশন দীর্ঘস্থায়ী নয় বলিয়া দলীয় বিতর্ক, বাদানুবাদ প্রভৃতি চরমে উঠে না, ৭। বৈদেশিক নীতি অতি পুরাতন ও সর্বজন অনুমোদিত বলিয়া ঐ সম্পর্কেও কিছু করিবার নাই, এবং ৮। অর্থ-ব্যবস্থাও দলীয় প্রচারের বিশেষ সুযোগ দেয় না। ফলে সুইস্ দলীয় নেতারা পেশাধরকেই বরণ করেন, রাষ্ট্রনীতিকে নহে।

দলীয় সংগঠন: দলীয় সংগঠনের রূপ বিশেষ অসংহত, নেতৃত্বের ও অধীনতার বিশেষ প্রকাশ সুইজারল্যাণ্ডের দলীয় ব্যবস্থায় দেখা যায় না।

প্রধান প্রধান দল: উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দল, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল এবং ক্যাথলিক রক্ষণশীল দল—এই তিনটিই হইল ঐতিহাসিক দল। ইহা ছাড়া পরবর্তী যুগে উদ্ভূত সামাজিক গণতান্ত্রিক দল এবং কৃষিজীবীদের দল আছে। বর্তমানে উদারনৈতিক দলের প্রভাব বিশেষ কমিয়া যাওয়ায় অপর চারিটিকেই প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল হিসাবে অভিহিত করা হয়।

দলীয় কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিক বা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায় না।

অনুশীলনী

1. Indicate the salient features of the Swiss Constitution.

(C. U. 1954, '56) (৮-১৩ পৃষ্ঠা)

2. Discuss in brief the nature of the Swiss Federation.

[ইংগিত : সংবিধানে সুইজারল্যাণ্ডকে রাষ্ট্র-সমবায় বলিয়া অভিহিত করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র। (১) এই যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি একটু বিশিষ্ট ধরনের। মোটামুটিভাবে কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা এবং ক্যাণ্টনগুলিকে অবশিষ্টাংশ প্রদান করা হইলেও কতকগুলি এমন বিষয় আছে যাহার একাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এবং অপরাংশ ক্যাণ্টনগুলির হস্তে ন্যস্ত। (২) সুইজারল্যাণ্ডে অনেক কেন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে ক্যাণ্টনগুলি। সুতরাং বলা যায়, সুইজারল্যাণ্ডে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণের সহিত সংবিধানের প্রাধান্য সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থারও বৈশিষ্ট্য। (৩) সংবিধানের পরিবর্তন বিষয়ে মিশ্র নীতি অনুসৃত হয়। এই কার্যে কেন্দ্র ও ক্যাণ্টনগুলির সরকার এবং গণভোটের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণও অংশগ্রহণ করে। (৪) সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের পর্যায়ভুক্ত নহে। কারণ, ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিবার কোন ক্ষমতা নাই। (৫) এই দেশের যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থায় আদালতের পরিবর্তে জনসাধারণের হস্তে আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে।...এবং ১৫-১৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

3. What are the distinctive features of Swiss Federation ?

(B. U. (P.1) 1963) (১৫-১৯ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the method of amendment of the Swiss Constitution.

(C. U. (P.1) 1962) (১৮ এবং ১৯-২১ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the composition, nature and functions of the Swiss Executive. (C. U. 1957 ; B. U. (O) 1962) (২২-২৯ পৃষ্ঠা)

6. Point out the characteristic features of the Federal Council of Switzerland, and discuss its position in relation to the Federal Assembly. (C. U. 1958, '60) (১২-১৩, ২২-২৫ এবং ৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

7. What are the features of the Swiss Executive which make it unique ? (C. U. (P.I) 1962) (১২-১৩ এবং ২২-২৫ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the position and powers of the President of the Swiss Confederation. (C. U. (P.I) 1963)

[ইংগিত: সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপতির পদ বলিয়া কিছু নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতিই ঐ নামে অভিহিত হন। পরিষদের প্রত্যেক সদস্য ১ বৎসরের জন্য সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। সভাপতির পদ মার্কিন রাষ্ট্রপতি বা ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদের সহিত তুলনীয় নহে। তিনি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রয়োজন হইলে নির্ণায়ক ভোট ব্যবহার করেন। তাঁহার যাহা কিছু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাহা হইল শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসাবে এবং সংশ্লিষ্ট শাসন বিভাগের কর্তা হিসাবে। তবে বর্তমানে তিনি বিভিন্ন শাসন বিভাগের কার্যের পর্যবেক্ষক হইয়া দাড়াইয়াছেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের বিভিন্ন কাজ —যেমন রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, রাষ্ট্রদূত প্রেরণ ইত্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন...এবং ১২-১৩, ২৪-২৫ পৃষ্ঠা]

9. Point out the differences between the nature of the British Cabinet and that of the Swiss Federal Council. (C. U. (P.I) 1963)

(২৯-৩৪ পৃষ্ঠা)

10. "A system of Government which falls in a class by itself, which differs fundamentally from the Presidential and Cabinet types, but which combines certain features of both, is that of Switzerland." Discuss the above statement.

(C. U. Hon. 1956) (২৯-৩৭ পৃষ্ঠা এবং বিশেষ অনুশীলনী দেখ।)

11. How are the judges of the Federal Court in Switzerland chosen? What is its role in maintaining the balance of power between the Confederation and the Cantons? (C. U. 1962)

[ইংগিত: বিচারকগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা দ্বারা ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারা পুনর্নির্বাচিত হইয়া বহুদিন পদে বহাল থাকেন।

ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করিয়া কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান কার্য। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও অনির্দিষ্ট এলাকার জন্য এই মৌলিক কার্য সম্পাদনে বিশেষ সমর্থ হয় নাই।...এবং ৩৩ ৩৬, ১৩ পৃষ্ঠা]

12. Discuss the working of the Referendum and Initiative in Switzerland. (৪৯ এবং ৫২-৫৪ পৃষ্ঠা)

13. (*a*) "The advantages of direct legislation far outweigh its defects." (*b*) "The advantages of direct democratic devices are more apparent than real." Discuss the above two statements with reference to the Swiss Constitution. (৫২-৫৪ পৃষ্ঠা)

14. Give a short account of Direct Popular Legislation in Switzerland. (C. U. 1959, '63 (P.I) 1963) (৪৯-৫৪ পৃষ্ঠা)

15. Comment on the part played by Direct Democracy in the Swiss Constitution. (B. U. (O) 1963) (৪৯-৫৪ পৃষ্ঠা)

16. Write a note on the Party System in Switzerland.

(৫৭-৬১ পৃষ্ঠা)

সোবিয়েত
ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা

ভূমিকা ঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাশিয়ার চিঠি'তে লিখিয়াছেন, "...আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কি অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে-প্রাণে হাজারখানা হ'য়ে আঁকড়ে থাকে, তার কতদিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ ধরে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হ'য়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভয় ভাবনা সংশয় কিছু মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে।"

এই যে নূতন, যাহার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ লাভ করিয়াছিলেন ১৯৩০ সালে—জারের শাসন অবলুপ্তির মাত্র তের বৎসর পরে তাহা আজ সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়া পূর্ণ বিশ্বজনীন পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

১৯৩০ সালেই রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, "ওদের (রাশিয়ানদের) প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপ যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে।" অনেক ইংরাজের মুখেও তিনি ওদের প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়াছিল, "ওরা অতি আশ্চর্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।"

এই পরীক্ষার সমাপ্তি আজও ঘটে নাই, কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল বিশ্বে এরূপ অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলিয়াছে যে 'রাশিয়া'কে উপেক্ষা করার দিন বহুপূর্বেই শেষ হইয়াছে। 'রাশিয়া' আজ শুধু নূতন মানব সমাজ-ব্যবস্থার পথিকৃৎই নয়, বিশ্বের দুইটি প্রধান শক্তিরও অন্যতর।

অথচ, মাত্র শতাব্দী পূর্বে রাশিয়ার কি অবস্থা ছিল? তুলনা করিয়া দেখিলে ঐ দেশকে ইতিহাসের অদ্ভুত উদাহরণ—অন্যতম বিস্ময় বলিয়া অভিহিত করাও অযৌক্তিক হইবে না।

এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ অদ্ভুত দেশের বর্ণনায় 'রাশিয়া' শব্দটির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিমূলক হইতে পারে। অনেক সময় আমরা যখন রাশিয়ার কথা বলি তখন বিরাট সোবিয়েত ইউনিয়নের ইয়োরোপভুক্ত ভূখণ্ডের কথাই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু এই রাশিয়া বা রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিক (The Russian Soviet Socialist Republic) সোবিয়েত ইউনিয়নের (USSR) পনেরটি আংগিক রিপাবলিকের অন্যতম মাত্র। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তাহার সাত বৎসর পূর্বে (১৯২৩ সালে) সোবিয়েত ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় রিপাবলিক বা রাশিয়ার কোন কোন অংশই

পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে 'রাশিয়ার চিঠি' নাম দেওয়া মোটেই অসংগত হয় নাই; কিন্তু আমাদের পক্ষে বিশাল সোবিয়েত ইউনিয়নের যে-কোন দিকের পরিচয়, বিশেষ করিয়া উহার শাসন-ব্যবস্থার বর্ণনায় রাশিয়া শব্দটির প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।

সোবিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ড পৃথিবীর মোট স্থলভাগের এক-ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং এই দেশের আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের দ্বিগুণ। এই বিশাল ভূখণ্ডের চারি-পঞ্চমাংশের মত এসিয়াতে অবস্থিত। সুতরাং সোবিয়েত ইয়োরোপ ও এসিয়া—উভয়েরই। পৃথিবীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এরূপ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। আবার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেও সোবিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ অসাধারণ। উত্তর-পশ্চিমে আছে পাইন ও ঝাউ-এর সুদৃশ্য অরণ্য। দক্ষিণে আছে সুবিস্তৃত সমভূমি। আরও দক্ষিণে গেলে দেখা যাইবে ককেশাসের তুষারধবল গিরিশৃংগসমূহ। পূর্বে কাস্পিয়ান হ্রদ পার হইয়া অগ্রসর হইলে পৌঁছানো যাইবে মরু ও যাযাবরদের দেশে। আরও পূর্বে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে পামির গিরিশৃংগ। এখানে মোটরযানের জন্য সড়ক নির্মিত হইলেও উট চলার পথ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। উত্তর-পূর্বে গেলে আসা যাইবে সেই সাইবেরিয়ার তৈগায় (taiga)—যাহা গভীর অরণ্য, অসংখ্য বন্যজন্তু ও বিরাট বিরাট হ্রদের দেশ।

সোবিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অপেক্ষা জনগণের বৈচিত্র্য কোন অংশে কম হয়। জনসংখ্যায় সোবিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানাধিকারী—চীন ও ভারতের পরই। কিন্তু উদ্ভবগত, ভাষাগত, আচারব্যবহারগত বৈচিত্র্যে সোবিয়েত জনগণ একপ্রকার অনন্য-সাধারণ। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক রাশিয়ান এবং এক-পঞ্চমাংশ উক্রেণীয়। ইহা ছাড়া প্রায় ১৮০টি বিভিন্ন ভাষা সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রচলিত।

ধর্মবৈচিত্র্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমভোগবাদী আদর্শের (Communistic ideal) অনুসরণে সোবিয়েত ইউনিয়ন অন্ধ ধার্মিকতাকে পরিহার করিলেও বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীকে বিলুপ্ত করিবার প্রচেষ্টা করে নাই। ফলে খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ এমনকি বেশ কিছু সংখ্যক ইহুদিও ঐ দেশে আপন ধর্মমত অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। তাহাদের এই ধর্মও উপাসনার স্বাধীনতা সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে।

অতএব, সোবিয়েত ইউনিয়ন যে শুধু নূতনত্বের সন্ধান দিয়াছে, তাহাই নহে—বিশালত্বের বিভিন্নতার সমস্যার সমাধান কি করিয়া করিতে হয় তাহারও পথ দেখাইয়াছে। আবার এই পথ ধরিয়াই ঐ দেশ উন্নয়নের অপূর্ব উদাহরণ পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছে। জারের শাসন সময়ে বা মাত্র অর্ধ-শতাব্দীরও কম পূর্বে 'রাশিয়ার' যে অবস্থা ছিল তাহার সহিত কিছুটা পরিচয় থাকিলেই এই উন্নয়নের প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে।

বিরাটত্ব ও বিভিন্নতার সমস্যার সমাধানেরও অপূর্ব উদাহরণ

জার-শাসিত রাশিয়া ছিল ইযোরোপ-আমেরিকার অন্যতম অনুন্নত দেশ। অতি অনুন্নত বলিলেও অতিশয়োক্তি করা হয না। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ঐ দেশেব যন্ত্রশিল্প ও খনিজ শিল্প ছিল একপ্রকার শৈশবাবস্থায় এবং আদিম পদ্ধতিতে অনুসৃত কৃষি ছিল অতি পশ্চাৎপদ। রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল অকল্পনীয়ভাবে স্বল্প এবং বড শহরগুলিব বাহিরে পাকা সডকের কোন অস্তিত্বই ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর মাত্র কযেকজন ছাডা মোটামুটি সকলেই ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত পবিচয়হীন এবং শতকরা ৭০ জন লোকেব কোন অক্ষবজ্ঞান ছিল না।

উন্নয়নেরও চরম দৃষ্টান্ত

জনসংখ্যাব অধিকাংশ ছিল সহাযসম্বলহীন কৃষক। ক্ষুদ্রাযতন কৃষিকার্য ও কুলাকদেব (Kulaks) শোষণেব দরুন তাহাদেব জীবনযাত্রাব মান ছিল ইয়োরোপের মধ্যে সবাপেক্ষা নিম্ন। কাবখানা-শ্রমিকেব অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না। যে মজুরি তাহারা পাইত তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে কোনমতে বাঁচিযা থাকাও চলিত না। বাসস্থানেব অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ম্যাক্সিম গর্কীর গল্পোপন্যাসে বর্ণিত কদর্য ব্যারাকেই অসংখ্য শ্রমিককে জীবন কাটাইতে হইত। সকল শ্রমিক আবাব সব সময কাজ পাইত না। বেকারাবস্থায় অনেক সময় তাহাদেব ভিক্ষা কবা ছাডা গত্যন্তর থাকিত না। ইহার দরুন এবং স্থাযী নিয়োগহীনতাব কারণে সমগ্র দেশ জুডিযা ছিল ভিক্ষুকেব প্রাদুর্ভাব।

তাব আজ কি পবিবর্তন ঘটিয়াছে? কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে বর্তমানে সোবিয়েত ইউনিযনেব স্থান সর্বপ্রথম। শিল্পজ উৎপাদন, পবিবহণ-ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রসার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতি বিষয়েও উহা পশ্চাতে পডিযা নাই। মহাকাশ অভিযানে সোবিয়েত ইউনিয়ন সবাগ্রে রহিযাছে। ক্রীডাজগতেও ঐ দেশের স্থান অতি উচ্চে—প্রথম ও দ্বিতীযেব মধ্যে। আজ আব দেশে বুভুক্ষা নাই, বেকাবত্ব নাই, ভিক্ষুকের অস্তিত্ব নাই। জীবনযাত্রার মান অতি উন্নত ধবনেব না হইলেও অন্তত যে ন্যনতম আরাম ও শালীনতাব পর্যায়ভুক্ত (minimum comfort and decency standard), এ-কথা সকলেই স্বীকাব কবেন।

কোন মন্ত্রবলে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে ইহা সম্ভব হইল? সংক্ষেপে বলা যায় যে, মন্ত্রের সন্ধান পাওযা যাইবে সোবিয়েত জীবন-পদ্ধতির (Soviet way of life) মধ্যে। এই জীবন-পদ্ধতিব মূলসূত্রটি ববীন্দ্রনাথের কাছে উক্ত ১৯৩০ সালেই ধবা পডিয়াছিল। 'বাশিযার চিঠি'তে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "মস্কৌএর রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলেছে। কেউ ফিটফাট নয়, দেখলেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেছে, সকলকেই স্বহস্তে কাজকর্ম কবে দিনপাত করতে হয়, বাবুগিরির পালিশ কোনো জাযগাতেই নেই।"

সোবিয়েত জীবন-পদ্ধতি

সকলকে এই সহস্তে কাজকর্ম করানোর দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সুতরাং সোবিয়েত রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ড হইতে ব্যাপকতর—তুলনাবিহীনভাবে ব্যাপকতর। ফলে সোবিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রও বিরাট এবং জটিল। বিশালত্বের সমস্যা বিরাটত্ব ও জটিলতার পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি করিয়াছে।

এই কারণে সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থাও অপর তিনটি দেশের কোনটির মতই নয়। আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'একেবারে মূলে প্রভেদ।' সেইজন্য সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থার পর্যালোচনায় তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ। ব্যাপকতর ক্ষেত্র হইল অসাধারণত্বের বিবরণ লইয়া। এই অসাধারণত্বের পরিচয় পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে যথাসম্ভব দেওয়া হইবে।

পরিশেষে, আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা একদলীয় ভিত্তিতে (on one party basis) প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঐ দেশকে পশ্চিমী লেখকগণের অধিকাংশ গণতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন না। ইঁহাদের মতে, গণতন্ত্রের উপাদান হইল একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল এবং মত-প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি কতিপয় অপরিহার্য সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। অপরদিকে সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থার সমর্থকরা বলেন যে, অর্থনৈতিক অধিকার উহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করিয়াছে তাহা পরম্পরাক্রমে অভিহিত কোন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। সুতরাং সোবিয়েত ইউনিয়নের গণতান্ত্রিকতার দাবি অন্যান্য দেশ হইতে অধিক। আমরা বিতর্কের মূল্যবিচার (value judgment) না করিয়া উহার পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্যের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব।

সোবিয়েত ইউনিয়নও গণতান্ত্রিক আদর্শ

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

(HISTORICAL SURVEY)

[জারের স্বৈরাচারী শাসন—১৯০৫ সালের অভ্যুত্থান ও শাসন-সংস্কার—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-অভ্যুত্থান—১৯১৭ সালে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা—দ্বৈত-শক্তি হিসাবে পাশাপাশি সোবিয়েত ও অস্থায়ী সরকারের অবস্থিতি—অস্থায়ী সরকারের অবসান ও সোবিয়েত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা—প্রথম সোবিয়েত সংবিধান—১৯২৪ সালের সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র—১৯৩৬ সালের সোবিয়েত সংবিধান]

বর্তমান সোবিয়েত রাষ্ট্রের ইতিহাস অতি অল্পদিনের। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও রুশ সাম্রাজ্যের প্রতাপ এবং জারের (Tsar) স্বৈরাচারী ক্ষমতা অব্যাহত ছিল। তখন দেশের অধিকসংখ্যক লোক ছিল সহায়সম্বলহীন নিপীড়িত কৃষক। অবশ্য কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মুষ্টিমেয় কুলাকশ্রেণী (Kulaks) সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং ইহাদের মহাজনী ব্যবসায় হইতে বিশেষ আয় হইত। মুষ্টিমেয় জমিদারশ্রেণীই ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া বসিয়াছিল। জমিদারদের অত্যাচার ও জারের যথেচ্ছাচার দেশের চারিদিকে বুভুক্ষা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ছড়াইয়া দিয়াছিল।* শোষণ ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি ধীরে ধীরে ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল এবং সহরের কারখানাগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হইতেছিল। সংগে সংগে রাষ্ট্রনৈতিক দলও গড়িয়া উঠিতেছিল এবং ইহারা নানা ভাবে জারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছিল। দলগুলির মধ্যে প্রধান ছিল সামাজিক গণতন্ত্রী দল (The Social Democratic Party)। এই দল কার্ল মার্কসের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। পরে এই দল বলশেভিক ও মেনশেভিক এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। লেনিন বলশেভিকদের নেতৃত্ব করেন।

জারের স্বৈরাচারী শাসন ও রুশ সমাজের শোচনীয় অবস্থা

১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে যখন রাশিয়া পরাজিত হইল সমগ্র দেশ তখন ভাঙিয়া পড়িল। ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও দাংগাহাংগামা ব্যাপক আকার ধারণ করিল। এই সময়েই ধর্মঘটের সংস্থা হিসাবে সোবিয়েতগুলির (The Soviets) উৎপত্তি হয়।

১৯০৫ সালের এই বিপ্লবকে জার নৃশংসভাবে দমন করেন। কিন্তু সামরিক পরাজয় এবং গণ-অভ্যুত্থানের ভয়ে তিনি ফতোয়া জারি করিয়া প্রতিনিধিমূলক

* "রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশাননের মত সম্রাট, তার সাম্রাজ্য অনেকখানিকেই অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিল, লেজের পাকে যাকে সে জড়িয়েছে তার হাড়গোড় দিয়েছে পিষে।" রবীন্দ্রনাথ

আইনসভা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ডুমা (The Duma) নামে যে-আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাতে জারের হস্তেই আসল ক্ষমতা রহিল। আন্দোলন দমন করিবার পর জার এই ডুমাকে আরও পংগু করিতে সাহসী হইলেন।

১৯০৫ সালের অভ্যুত্থান ও শাসন-সংস্কার

এইভাবে জারের স্বৈরাচারী শাসন কোনরকমে চলিতে লাগিল। তারপর আসিল ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ। ইহার চাপ আর জারের এই অক্ষম শাসন-ব্যবস্থা সহ্য করিতে পারিল না। চারিদিকে আবার বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ, শ্রমিক ধর্মঘট, ভুখা মিছিল এবং রাস্তাঘাটে জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রদর্শন এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। সকলের মুখেই 'জারের পতন হউক', 'খাদ্য ও শান্তি চাই' ইত্যাদি ধ্বনিত হইতে লাগিল। ডুমার উদারনৈতিক বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ শ্রমিক-শ্রেণীর এই অভ্যুত্থানকে সুনজরে দেখিলেন না। সীমার মধ্যে রাখিয়া তাঁহারা বিপ্লবকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অবস্থা চরমে পৌঁছিলে ১৯১৭ সালে জারের শাসনের অবসান ঘটিল। কিন্তু ক্ষমতা গিয়া ডুমা কর্তৃক নিযুক্ত একটি অস্থায়ী সরকারের (a provisional government) হস্তে পড়িল। এই অস্থায়ী সরকার দেশের কোন মৌলিক সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ১৯০৫ সালের মত ১৯১৭ সালে সংগ্রামের সংস্থা হিসাবে সোবিয়েতসমূহ সংগঠিত হয়। শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই নয়, সৈন্য এবং কৃষকদের মধ্যেও ইহারা প্রসারলাভ করে। জারের পতনের কিছু পরেই সেণ্ট পিটারস্‌বার্গের সোবিয়েত সমগ্র দেশের সোবিয়েতগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া এক সভা আহ্বান করে। সোবিয়েতগুলির শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ফলে "দ্বৈত-শক্তি"র (The Dual Power) উদ্ভব হয়। আইনগত শাসনক্ষমতা অস্থায়ী সরকারের হস্তে থাকিলেও প্রকৃত ক্ষমতা ক্রমশ সোবিয়েতগুলির হস্তে চলিয়া যাইতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-অভ্যুত্থান

১৯১৭ সালে জারের পতন ও অস্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা

সোবিয়েতের প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি

সোবিয়েত ও অস্থায়ী সরকার "দ্বৈত-শক্তি" হিসাবে পাশাপাশি কার্য করিতে থাকে

প্রথমদিকে সোবিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এই সময় লেনিনের নীতি হয় যে, বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে সমস্ত ক্ষমতা সোবিয়েতের নিকট হস্তান্তরিত করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করে এবং অস্থায়ী সরকার সোবিয়েতগুলিকে

সোবিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের প্রভাব বৃদ্ধি

দমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। লেনিন অনুভব করেন যে, অতি সত্বর সোবিয়েতগুলি যদি রাষ্ট্রশক্তি অধিকার না করে তবে সমস্ত ক্ষমতা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিব হস্তে গিয়া পড়িবে। ইত্যবসরে সোবিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বব বলশেভিক-দেব নেতৃত্বে পেট্রোগ্র্যাডে সোবিয়েত অস্থায়ী সরকারেব অবসান ঘটাইয়া সোবিয়েত বিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা কবে। তারপব ১৯১৮ সালে প্রথম সোবিয়েত সংবিধান গৃহীত হয়।

প্রথম সোবিয়েত সংবিধান

এই সময়ের সোবিয়েত রাষ্ট্রকে 'রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোবিয়েত বিপাবলিক' (The Russian Socialist Federated Soviet Republic) নামে অভিহিত করা হয়। জারের রাশিয়া অথবা বর্তমান সোবিয়েত ইউনিয়নেব একাংশ মাত্র তখনই এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য অংশ তখনও হস্তক্ষেপকারী জার্মানী, ফরাসী, মার্কিন এবং অন্যান্য দেশের সৈন্যবাহিনীর অধীনে থাকে। ক্রমশ বিদেশী সৈন্য বিতাড়িত হইতে থাকিলে দেশের অন্যান্য অংশে সোবিয়েত বিপাবলিকসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে ১৯২২ সালে ইউক্রেন, শ্বেত-রাশিয়া, ট্রান্স-ককেশিয়া এবং রুশ যুক্তরাষ্ট্রেব প্রতিনিধিগণ সোবিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রথম শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। ক্রমশ সোবিয়েত ইউনিয়নেব অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ইহাব ফলে প্রয়োজন হয় শাসনতন্ত্রকে পবিবর্তন কবিবার। ১৯৩৬ সালে বাস্তবেব দিকে দৃষ্টি বাখিয়া বর্তমান সংবিধান গৃহীত হয়। ইহা 'স্তালিন সংবিধান' নামে পবিচিত।

'রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোবিয়েত রিপাবলিক' গঠন

সোবিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি ও উহার সংবিধান

১৯৩৬ সালের 'স্তালিন সংবিধান'ই বর্তমানের শাসনতন্ত্র

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান সোবিয়েত রাষ্ট্রের ইতিহাস বেশীদিনের নহে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও রুশ সাম্রাজ্যের প্রতাপ এবং জারের স্বৈরাচারী শাসনক্ষমতা অব্যাহত ছিল। জারের শাসনাধীনে দেশ ছিল কৃষিপ্রধান, কিন্তু সাধারণ কৃষকগণ ছিল অত্যাচারিত, নিপীড়িত এবং শোষিত। দেশের মধ্যে ছিল বুভুক্ষা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার ব্যাপকতা। এই অবস্থার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে প্রতিবাদ ধূমায়িত হইতে থাকে এবং রাষ্ট্রনৈতিক দলেরও উদ্ভব ঘটে। দলগুলির মধ্যে প্রধান ছিল কার্ল মার্কসের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত সামাজিক গণতন্ত্রী দল। পরে এই দল বলশেভিক ও মেনশেভিক এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বলশেভিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন লেনিন।

১৯০৪-০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইলে দেশে ধর্মঘট ইত্যাদির ব্যাপকতা দেখা দেয়। এই সময়েই ধর্মঘটের সংস্থা হিসাবে সোবিয়েতগুলির উদ্ভব হয়। জার এই গণ-অভ্যুত্থান নৃশংসভাবে দমন করিলেও 'ডুমা' নামে প্রতিনিধিমূলক আইনসভা প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হন। আবার জার এই ডুমাকে পংগু করিতে সমর্থ হইলেও ১৯১৭ সালে জারের শাসনের অবসান ঘটিলে ডুমা বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ডুমা কর্তৃক নিযুক্ত এক অস্থায়ী সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকে। এই সরকার ও ডুমার কার্যে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা ধীরে ধীরে সোবিয়েতসমূহের অধীনে সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। শ্রমিক কৃষক ও সৈন্যদের প্রতিনিধি এই সোবিয়েতসমূহ লেনিন ও বলশেভিক দলের নেতৃত্বে ক্রমশ ক্ষমতা করায়ত্ত করে, এবং সোবিয়েত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯১৮ সালে প্রথম সোবিয়েত সংবিধান গ্রহণ করে।

এইভাবে গঠিত সোবিয়েত রাষ্ট্র ছিল বিশেষ ক্ষুদ্র। ক্রমশ উহা বৃহদাকার হইতে থাকে, এবং ফলে ১৯২৪ সালে সোবিয়েত ইউনিয়ন বা সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। ইহার পর ১৯৩৬ সালে বর্তমান সংবিধান বা 'স্তালিন সংবিধান' গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিউনিষ্ট মতবাদ অনুসারে সমাজবিকাশের ধারা ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি

(COMMUNIST THEORY OF SOCIAL DEVELOPMENT AND NATURE OF THE STATE)

[উৎপাদন-পদ্ধতি ও সমাজের গতি—শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণের প্রকৃতি—শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্র—সর্বহারা দলের একনায়কতন্ত্র—রাষ্ট্রের বিলুপ্তি—সমাজতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট সমাজের মধ্যে পার্থক্য]

সোবিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোকে বুঝিবার জন্য কমিউনিষ্ট মতবাদ অনুসারে সমাজ-বিবর্তন ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণার প্রয়োজন হয়। এই মতানুযায়ী সমাজের গতি ও প্রকৃতির মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে।

রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ধ্যানধারণা এবং প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হইল উৎপাদন-পদ্ধতি

কোন সমাজে মানুষ যেভাবে জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন ও বণ্টন করে মূলত তাহাই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় ঐ সমাজের প্রকৃতিকে—অর্থাৎ, উৎপাদন-পদ্ধতির (Mode of Production) উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য প্রকারের ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠান।*

---

* "The mode of production in material life determines the social, political and intellectual life process in general" Karl Marx

"Whatever is the mode of production of a society, such in the main is the society itself, its ideas and theories, its political views and institutions." Stalin

উৎপাদন-পদ্ধতি কিন্তু পরিবর্তনশীল। মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতির আবির্ভাব হইয়াছে। আর এই উৎপাদন-পদ্ধতির বিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রকারের সমাজও বিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনশীলতার কারণ নিহিত রহিয়াছে উৎপাদন-পদ্ধতিরই মধ্যে। উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক হইল (ক) উৎপাদন-শক্তি (The Forces of Production), এবং (খ) উৎপাদন-সম্পর্ক (The Relations of Production)। উৎপাদন-শক্তি বলিতে একদিকে যেমন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে বুঝায়, অন্যদিকে তেমনি আবার এই যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী শ্রমিক ও তাহার দক্ষতাকেও নির্দেশ করে। প্রচলিত ধনসম্পত্তি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া মানুষে মানুষে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই উৎপাদন-সম্পর্ক—যেমন, ধনতন্ত্রে প্রধানত এই সম্পর্ক মূলধন-মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক। এইরূপ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর মালিকানাস্বত্ব ভোগ করে মূলধন-মালিক, কিন্তু শ্রমিকদের শ্রম বিক্রয় ভিন্ন আর কোন উপায়ই থাকে না। উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় উৎপাদন-শক্তি এবং তাহার সংগে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে।*

সমাজ-বিবর্তনের মূলে রহিয়াছে উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতা

উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক :
১। উৎপাদন-শক্তি ও
২। উৎপাদন-সম্পর্ক

মার্কসীয় দৃষ্টিভংগিতে উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে সমাজের গতি শ্রেণী-বিরোধের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণের প্রকৃতি (Nature of Exploitation in Class State): কোন সমাজে উৎপাদিত দ্রব্য কিভাবে বণ্টিত হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণ-সমূহের মালিকানার প্রকৃতির উপর। আদিম যুগে মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে বনবনান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী ও মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত তখন উৎপাদনের উপকরণ ছিল অতি সামান্য এবং ব্যক্তিগত মালিকানাও দেখা যায় নাই। লাঠি পাথর বর্শা ইত্যাদি দ্বারা কায়িক পরিশ্রমের ফলে যে সামান্য শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ হইত তাহা গোষ্ঠী বা দলের সমস্ত লোকই সমভাবে ভোগ করিত। এই আদিম সাম্যবাদী সমাজে শোষণের কোন সুযোগ বা অবকাশই ছিল

সমাজজীবনের বিবর্তন :
১। আদিম সাম্যবাদী সমাজ

* "Productive forces are the most mobile and revolutionary element of production. First, the productive forces of society change and develop, and then, *depending* on these changes and *in conformity with them*, men's relations of production, their economic relations change." Stalin

না। তারপর ক্রমে মানুষ পশুপালন, কৃষিকার্য, ধাতুর ব্যবহার এবং উৎপাদনের অন্যান্য কলাকৌশল শিখিল। সংগে সংগে হইল শ্রমবিভাগের উন্নতি, পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব। আদিম সাম্যবাদী সমাজগুলির মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। এখন শ্রমবিভাগের উন্নতির ফলে মানুষের পক্ষে জীবনরক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হইল। ইহাতে উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের কোন পরিশ্রম না করিয়া অন্যের পরিশ্রমের উদ্বৃত্তাংশ (surplus) ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিল। মানব-ইতিহাসে প্রথম শোষণমূলক ব্যবস্থা-সমন্বিত দাস-সমাজ (Slave Society) প্রবর্তিত হইল। দাসরা পণ্যে পরিণত হইল এবং দাসপ্রভুরা দাস কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের উদ্বৃত্তাংশ ভোগ করিতে লাগিল।

শ্রমবিভাগের উন্নতি, পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব

২। দাস-সমাজ

ইহার পরবর্তী সামন্ততান্ত্রিক সমাজে (Feudal Society) ভূমি-দাস (Serf) সামন্তপ্রভুর জমিতে আবদ্ধ থাকিত এবং অংশত নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিন্তু প্রধানত সামন্তপ্রভুর জন্য কার্য করিতে বাধ্য হইত। এইভাবে সামন্তপ্রভুরা ভূমি-দাসের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত সময় আদায় করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিত।

৩। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

পরবর্তী বা ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকরা আইনত স্বাধীন হইলেও তাহাদের শ্রমবিক্রয় ব্যতীত জীবিকার্জনের আর কোন উপায় থাকে না, কারণ উৎপাদনের উপায়সমূহ মূলধন-মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যেহেতু মূলধন-মালিক শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে সেই হেতু যাহা শ্রমশক্তির সাহায্যে উৎপাদিত হয় তাহার মালিকানাও হইল মূলধন-মালিকের। এই উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয়া যে-মোট আয় হয় এবং উৎপাদনের জন্য শ্রমশক্তির যে-মজুরি দেওয়া হয় এই দুই-এর পার্থক্যই হইল মূলধন-মালিকের লাভ। এই লাভের কারণ হইল, নিঃস্ব শ্রমিকদের শ্রমবিক্রয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার চাপে মজুরির পরিমাণ আসিয়া দাঁড়ায় জীবন-ধারণের জন্য যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন ততটুকুতে। কিন্তু বর্তমান সময়ে উৎপাদনের কলাকৌশল এবং শ্রমবিভাগের উন্নতির ফলে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন একদিনে বা এক সপ্তাহে, একজন শ্রমিক তাহার জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। এই শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যমূল্য এবং শ্রমমূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ফলে যে-উদ্বৃত্ত (surplus) মূল্যের সৃষ্টি হয় তাহা হইল মূলধন-মালিকের আয়। সুতরাং মালিকশ্রেণীর লাভ হওয়ার অর্থ হইল শ্রমিকের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত মূল্য বা উদ্বৃত্ত সময় আদায় করা।

৪। ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং উদ্বৃত্ত মূল্য

সমাজতান্ত্রিক সমাজে (Socialist Society) অবস্থা অন্য প্রকারের। এখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্বের বিলোপসাধন করিয়া সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ; এবং মালিকানা যেমন সামাজিক, উৎপাদিত দ্রব্যের ভোগদখলও তেমনি সামাজিক। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে যে যেমন শ্রম করে সেই ভিত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টিত হয়, কিন্তু পুরাপুরি সমভোগবাদী বা কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহার যেমন প্রয়োজন সেই অনুযায়ী বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

৫। সমাজতান্ত্রিক সমাজ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, শ্রমবিভাগের প্রসার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে আদিম সাম্যবাদী সমাজসংস্থাগুলিতে ফাটল ধরিবার পর হইতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সমাজ দ্বন্দ্বশীল শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে। এই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি হইল, নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিভিন্ন দল বিভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া থাকে, উৎপাদনের উপকরণসমূহের সহিত উহাদের সম্পর্কও ভিন্ন হয় এবং এই সম্পর্কের ফলেই সামাজিক সম্পদের একটা বিশেষ অংশ ভোগ করে।* উদাহরণ দিয়া বলিতে গেলে, একদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব ভোগ করে বলিয়া শ্রমশক্তির সহযোগিতায় উৎপাদিত দ্রব্যের উপরও ব্যক্তিগত মালিকানা ভোগ করে; আর অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে মূলধন-মালিকের নিকট আপন শ্রম বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের মত শ্রমমজুরি আয় করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই যখন এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে তাহার শ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত করে তখন দুই শ্রেণীর মধ্যে বাধে সংঘর্ষ। ইহা ব্যতীত পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন এক শ্রেণীর শোষকের সহিত অন্য শ্রেণীর শোষকের দ্বন্দ্বও বাধে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব

কিন্তু বলা হয় যে, সমস্ত প্রকারের শ্রেণী-সম্পর্কই সংঘর্ষমূলক নয়। যেখানে শ্রেণী-সম্পর্ক শোষণের দ্বারা প্রভাবান্বিত নয় সেখানে দ্বন্দ্বও থাকে না। যেমন, সোবিয়েত ইউনিয়নে এখনও উৎপাদনের ভিত্তিতে সরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক এবং যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের কৃষক এই দুই শ্রেণী বিদ্যমান। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সহযোগিতা, সমস্বার্থ ও বন্ধুত্বের—শোষণের নয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-সম্পর্ক

শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্র (Class-struggle and the State): পূর্বেই ইংগিত দিয়াছি যে, সামাজিক পরিবর্তনের মূলসূত্র নিহিত রহিয়াছে উৎপাদন-

* "The fundamental feature that distinguishes classes is the place they occupy in social production and, consequently, the relation in which they stand to the means of production." Lenin

শক্তি, উৎপাদন-সম্পর্ক এবং শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্যে। মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহাকে নিজের প্রয়োজনে লাগাইতে এবং সংগে সংগে নিজের সুপ্ত শক্তিকেও জাগ্রত করিতে। স্বাভাবিকভাবেই ইহাতে উৎপাদন-শক্তির উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। তবে সম্প্রসারণশীল উৎপাদন-শক্তির সহিত সংগতিসম্পন্ন উপযোগী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রবর্তিত না হইলে উন্নত উৎপাদন-শক্তির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না। কিন্তু নূতন উৎপাদন-সম্পর্ক সহজে প্রবর্তিত হয় না, কারণ পূর্বতন উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাহারা পূর্বতন উৎপাদন-সম্পর্ককে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ইহার ফলে নূতন প্রগতিশীল উৎপাদন-শক্তির সহিত প্রতিক্রিয়াশীল পূর্বতন উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বাধে বিরোধ।* এই দ্বন্দ্ব রূপ পরিগ্রহ করে শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্য দিয়া। পূর্বেকার ক্ষয়িষ্ণু শোষণকারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে নূতন উৎপাদন-সম্পর্ক প্রবর্তিত করে এবং শৃংখলিত উৎপাদন-শক্তিকে মুক্ত করিয়া দেয়।

উৎপাদন-শক্তি, উৎপাদন-সম্পর্ক ও শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যেই রহিয়াছে সমাজ পরিবর্তনের মূলসূত্র

উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিরোধিতা এবং শ্রেণী-সংঘর্ষ

উদাহরণস্বরূপ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্য হইতে ধনতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ধীরে ধীরে ধনতন্ত্রের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে পণ্যের বাজার প্রসারলাভ করে, উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতি হয় এবং শিল্পের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই নূতন উৎপাদনী শক্তির সম্ভাবনাকে শৃংখলিত করিয়া রাখে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্বন্ধ। শ্রমিকের ভূমিতে দাস হিসাবে আবদ্ধ থাকা এবং ভূস্বামীদের নানাপ্রকার বাধানিষেধ, কর ইত্যাদি থাকায় শিল্পবাণিজ্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং বুর্জোয়া বা নবোদ্ভূত শিল্পপতিদের নেতৃত্বে সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং ধনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। সামন্তপ্রভু ও ভূমি-দাসের স্থান যথাক্রমে অধিকার করে মালিকশ্রেণী ও মজুরশ্রেণী এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়।

সামন্ততন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-সংঘর্ষ

ধনতন্ত্র যত ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হয় তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বও তত প্রকট রূপ ধারণ করে। বৃহদাকার শিল্পে সহস্র সহস্র শ্রমিকের সহযোগিতায় সামাজিক পদ্ধতিতে

* "At a certain stage of their development, material forces of production in society come into conflict with the existing relations of production, or what is but a legal expression for the same thing—with the property relations within which they have been at work before......then begins an epoch of social revolution." Karl Marx

উৎপাদনের সহিত উৎপাদিত দ্রব্যের মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগত ভোগদখলের মধ্যে যে-অসামঞ্জস্য থাকে তাহা বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। মুনাফাসন্ধানী শোষণের ফলে সমাজের ক্রয়শক্তি হইয়া যায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অর্থনৈতিক সংকট, বেকারাবস্থা, দুর্ভিক্ষ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমাজজীবনকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। শ্রমিকশ্রেণীর সংগে মালিকশ্রেণীর সংগ্রাম তীব্রতর হইয়া পড়ে। পরিশেষে, সর্বহারার দলের (Proletariat) নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং ধনতন্ত্রের উপর আসে চরম আঘাত।

ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ

বলা হয় যে, এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীবিহীন কমিউনিষ্ট সমাজ গঠন করা। এই শ্রেণীবিহীন সমাজের মূলধারা হইবে যে, প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্য অনুসারে সমাজকে দান করিবে এবং সমাজের নিকট হইতে প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি পাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার শক্তির সর্বাংগীণ বিকাশের সুযোগ পাইবে; মানুষ শ্রমকে আর অপ্রিয় প্রয়োজন বলিয়া মনে না করিয়া স্বতস্ফূর্ত আনন্দে কাজ করিয়া যাইবে। শোষণের কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকায় শক্তিপ্রয়োগের যন্ত্র রাষ্ট্রেরও অবসান ঘটিবে। কিন্তু এইরূপ সমাজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরদিনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়—ইহার জন্য প্রয়োজন হয় প্রস্তুতির ও সংগঠনের, উৎপাদন-শক্তিকে বহুগুণে বর্ধিত করিবার এবং মানুষের নৈতিক ও মানসিক চিন্তাধারাকে উন্নত স্তরে লইয়া যাইবার। বিপ্লবের পর অগ্রগতির প্রথম ধাপ হইল সর্বহারাদের একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যাহাতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয় তাহার জন্য প্রয়োজন হয় সর্বহারা দলের নিজস্ব রাষ্ট্রশক্তির, কারণ পরাজিত মালিকশ্রেণী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সকল সময়ই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা

সর্বহারাদের একনায়কত্ব

এই সর্বহারা দলের স্বরূপ কি তাহা বুঝিবার জন্য আমাদের কমিউনিষ্ট মতানুসারে রাষ্ট্র ও সামাজিক বিপ্লবের প্রকৃতি কি তাহা জানা প্রয়োজন। এই মতানুসারে রাষ্ট্র হইল শক্তিপ্রয়োগের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। জেল, পুলিস, সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, বিচারালয়, সরকারী আমলা ইত্যাদির মাধ্যমে এই বলপ্রয়োগ করা হয়। দমন শুধু শারীরিক নয়, মানসিকও বটে। উপযুক্ত ধ্যানধারণা ও আদর্শের প্রচারের সাহায্যে মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করা হয়। সমাজের অভ্যন্তরে যখন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব থাকে তখনই বিরোধ বা দ্বন্দ্বকে সংযত রাখিবার জন্য বলপ্রয়োগের এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র কোন শাশ্বত বা চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। এমন এক সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না। সমাজ-বিবর্তনের

কমিউনিষ্ট মতানুসারে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি

যে-স্তরে উৎপাদনের উন্নতি ও শ্রমবিভাগের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধনবৈষম্য এবং মানুষে মানুষে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে, বিবাদবিসংবাদ দেখা দিল সেই সময়েই উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের।*

প্রত্যেক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে-শ্রেণী আর্থিক বলে সর্বাপেক্ষা বলীয়ান— অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর মালিকানা যাহাদের, সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে এবং যে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তাহারা সুবিধা ভোগ করে সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে নিযোগ করে।* রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যেই মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর নিকট হইতে উদ্বৃত্ত সময় বা মূল্য আদায় করে। এই রাষ্ট্রমাত্রেই প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার। সুতরাং শ্রেণীদ্বন্দ্ব রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্ব-রূপে প্রকাশিত হয়। সামাজিক বিপ্লবের অর্থ হইয়া দাঁড়ায় এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীর হস্তে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি বা ক্ষমতা হস্তান্তর। অন্যান্য বিপ্লব হইতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য হইল এই যে, প্রথমোক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া এক মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণীর পরিবর্তে অন্য এক মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে কোন নূতন শোষকশ্রেণীর অভ্যুত্থান হয় না। মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান হয়। ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় উৎপাদনযন্ত্রের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীই রাষ্ট্রের মালিক

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সহিত অন্যান্য বিপ্লবের পার্থক্য

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই কিন্তু সমস্ত শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান ঘটে না। পরাভূত ধনিকশ্রেণী প্রমুখ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিপ্লবকে বানচাল করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সুতরাং সর্বহারার দল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে দমন ও বিলুপ্ত করিবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। 'সর্বহারা দলের একনায়কত্ব' বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Socialist State) অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশী

* "The state has not existed from all eternity There have been societies which have managed without it, which had no notion of the state or state power. At a definite stage of economic development, which necessarily involved the cleavage of society into classes, the state became a necessity because of this cleavage." Engels

* "As the state arose from the need to keep class antagonisms in check, but also in the thick of the fight between the classes, it is normally the state of the most powerful, economically ruling class." Engels

The State is "an organ of class rule, an organ for the repression of one class by another." Lenin

গণতন্ত্রসম্মত, কারণ এই রাষ্ট্র মুষ্টিমেয়ের হাতে লক্ষ লক্ষ লোককে নিপীড়ন ও শোষণ করিবার যন্ত্র নয় ; ইহা মেহনতী শ্রেণীর রাষ্ট্র। সমাজের বুক হইতে শোষণের বিলুপ্তিসাধন, সমাজতন্ত্র গঠন এবং সমাজতান্ত্রিক ও 'নিজস্ব' সম্পত্তিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহৃত হয়। যখন বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণীর সম্পূর্ণরূপে বিলোপসাধন করা হয় এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় তখন আর শ্রমিক-শ্রেণীকে 'সর্বহারা' বলা চলে না। যখন উৎপাদনের উপর মূলধন-মালিকের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকায় মালিকশ্রেণী ব্যক্তিগত মালিকানার বলে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে, তখনই কেবল শ্রমিকশ্রেণীকে 'সর্বহারা দল' (Proletariat) বলা হয়। যেমন, বর্তমান সোবিয়েত রাষ্ট্রকে আর সর্বহারা দলের একনায়কত্ব বলা হয় না। সোবিয়েত ইউনিয়নের শোষকশ্রেণীর অবসান করা হইয়াছে ; মালিকশ্রেণী বলিয়া আর কিছু নাই ; উৎপাদনের যন্ত্র-সমূহ এখন সাধারণের সম্পত্তি। সুতরাং সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান সংবিধান অনুসারে সোবিয়েত রাষ্ট্র হইল 'শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' (The Socialist State of Workers and Peasants)।

সর্বহারা দলের একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা

শ্রমিকশ্রেণীকে কখন সর্বহারা দল বলা হয়

সোবিয়েত রাষ্ট্রকে এখন আর সর্বহারা দলের একনায়কত্ব বলা হয় না

এখন প্রশ্ন হইল, রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ('withering away of the State') কিভাবে হইবে ? রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য হইতে হইয়াছে। সুতরাং সমাজের বুক হইতে যতই শোষণ এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান হইতে থাকিবে, যতই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসার ও অগ্রগতি লাভ করিবে, ততই রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তিপ্রয়োগ এবং সামাজিক সম্পর্কে হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। এইভাবে অবশেষে শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি

এখানে একটি প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। সোবিয়েত নেতৃবৃন্দের মতানুসারে সোবিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত শোষণকারী শ্রেণী—মূলধন-মালিক, জমিদার ও 'কুলাক' শ্রেণীর অবসান ঘটিয়াছে ; সোবিয়েত দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমভোগবাদী বা কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইয়াছে ; এই অবস্থায় সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রশক্তি বিলুপ্ত হইতেছে না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় : সোবিয়েত রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। যুদ্ধ ও গুপ্তচরের কার্যকলাপের সম্ভাবনা সকল সময়েই রহিয়াছে। এই বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সোবিয়েত রাষ্ট্রের প্রয়োজন। অবশ্য দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণীশোষণের অবসানের ফলে রাষ্ট্রের

সোবিয়েত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রশক্তি বিলুপ্ত হইতেছে না কেন

বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হ্রাস পাইয়াছে। রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল শান্তিপূর্ণভাবে অর্থ-ব্যবস্থার সংগঠন ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রসার করা। যে-পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে শোষণের অবসান এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয় সে-পর্যন্ত রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইবে না। এমনকি সোবিয়েত ইউনিয়নে যখন কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তখনও রাষ্ট্র থাকিবে যদি-না অবশ্য ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টন এবং বৈদেশিক আক্রমণের আশংকা দূরীভূত হয়।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট সমাজের মধ্যে পার্থক্য

এই প্রসংগে সমাজতন্ত্রের সহিত কমিউনিষ্ট সমাজের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমাজতন্ত্র হইল সমভোগবাদ বা কমিউনিজমের প্রথম স্তর। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের প্রধান উপকরণসমূহে সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান করা হয়। মুনাফার পরিবর্তে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে যাহা প্রয়োজন তাহাই উৎপাদন করা হয়। সমাজতন্ত্রের দুইটি প্রধান নীতি হইল : (১) 'যে পরিশ্রম করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না', এবং (২) 'প্রত্যেক ব্যক্তি পরিশ্রমানুপাতে সমগ্র উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ ভোগ করিতে পাইবে'।* অপরপক্ষে কমিউনিষ্ট সমাজে উৎপাদনের এত উন্নতি হইবে যে, 'যাহার যাহা প্রয়োজন সে তাহাই পাইবে'।**

সংক্ষিপ্তসার

সোবিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোর তাৎপর্য কমিউনিষ্ট মতবাদের মধ্যে নিহিত। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ধ্যানধারণা এবং প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হইল উৎপাদন-পদ্ধতি। সমাজ-বিবর্তনের মূলে রহিয়াছে এই উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতা। উৎপাদন পদ্ধতির দুইটি দিক আছে—উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় উৎপাদন-শক্তি ও তাহার সংগে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে। উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে সমাজের গতি শ্রেণীবিরোধের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণের প্রকৃতি : আদিম সাম্যবাদী সমাজ দীর্ঘদিন বিবর্তিত হইয়া ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হইল। এই ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকরা শুধু জীবনধারণোপযোগী মজুরি পায় এবং মূলধন-মালিক উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগ করে। ফলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বাধে সংঘর্ষ। উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগকারীদের মুনাফার তাগিদে সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা যখন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তখন সর্বহারাদের বিপ্লব ধনতন্ত্রের উপর চরম আঘাত হানে। এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বহারাদের

* "He who does not work, neither shall he eat." "From each according to his ability, to each according to his work." Article 12 of the Soviet Constitution

** "From each according to his ability, to each according to his needs."

একনায়কতন্ত্র। শোষিত নয় বলিয়া শ্রমিকদের এখন আর সর্বহারা বলা চলে না। অতএব, সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্র হইল 'শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।' শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীবিরোধের অবসান ঘটিতে ঘটিতে সমাজতন্ত্র যতই প্রসারলাভ করিবে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনও তত ফুরাইবে। অবশেষে, একদিন সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে। অবশ্য যতদিন এইরূপ সমাজতান্ত্রিক দেশ বহিঃশত্রু পরিবেষ্টিত থাকে, ততদিন রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে না। এই কারণে সোবিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আজও বজায় আছে। যেদিন সমগ্র পৃথিবী সমভোগবাদে অনুপ্রাণিত হইবে, সোবিয়েত রাষ্ট্রের প্রয়োজনও সেদিন ফুরাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

(MAIN FEATURES OF THE CONSTITUTION OF THE U. S. S. R.)

[সোবিয়েত ইউনিয়ন শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সোবিয়েত ইউনিয়ন একটি যুক্তরাষ্ট্র—সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়—সুপ্রীম সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা—সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রপ্রধানের স্থলে আছে প্রেসিডিয়াম—প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত—বিচারকগণ নির্বাচিত হন—সংবিধানে অধিকারের সহিত কর্তব্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে—সংবিধানে একমাত্র কমিউনিষ্ট দল স্বীকৃত]

(১) সংবিধানে প্রথমেই সোবিয়েত ইউনিয়নের অর্থ-ব্যবস্থা, সমাজের শ্রেণীর প্রকৃতি ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নকে 'শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' (Socialist State of Workers and Peasants) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।* সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা এবং উৎপাদনের যন্ত্র ও উপায়সমূহের উপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ভিত্তি। 'যাহার যতটা ক্ষমতা সে ততটা সমাজকে দিবে এবং কাযের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে সে সামাজিক উৎপাদনের অংশ ভোগ করিবে'—সমাজতন্ত্রের এই নীতি বর্তমানে সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রচলিত। সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি হইল মেহনতী জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সোবিয়েতসমূহ।

সোবিয়েত ইউনিয়ন শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

---

* ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) সংবিধান অনুযায়ী সোবিয়েত ইউনিয়ন হইল সমানাধিকারসম্পন্ন ১৫টি সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকের স্বেচ্ছামূলক মিলনের ভিত্তিতে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক 'রাষ্ট্র'গুলি 'ইউনিয়ন-রিপাবলিক' নামে পরিচিত। কেন্দ্রের হস্তে যে-সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রের ঐ সমস্ত ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে। তবে কেন্দ্রের আইনের সংগে আংগিক 'রাষ্ট্র'গুলির আইনের বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রের আইনই বলবৎ হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের পৃথক সংবিধান আছে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক যুক্তরাষ্ট্র হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে* এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কস্থাপন ও দূত বিনিময় করিতে পারে। কোন ইউনিয়ন-রিপাবলিকের সীমানার পরিবর্তন উহার সম্মতি ব্যতীত করা যায় না। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল সেখানকার সর্বোচ্চ আদালত সোবিয়েত ইউনিয়নের আইনের কোন ব্যাখ্যা করিতে পারে না; ঐ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের হস্তে।

সোবিয়েত ইউনিয়ন একটি যুক্তরাষ্ট্র

অংগরাষ্ট্রগুলির স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারও সংবিধানে আছে

কেন্দ্রীয় আইনের ব্যাখ্যার ভার আদালতের উপর নাই

(৩) সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সোবিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রত্যেক কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইলেই সংবিধানকে সংশোধন করা সম্ভব হয়। সংবিধানের কোন বিষয়েরই সংশোধনের জন্য আংগিক রাষ্ট্রসমূহের আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। অনেকের মতে, ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে লংঘন করা হইয়াছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়

(৪) সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা হইল কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েত। কেন্দ্রের সমস্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ইহার হস্তে ন্যস্ত। ইউনিয়নের সোবিয়েত (The Soviet of the Union) এবং জাতিপুঞ্জের সোবিয়েত (The Soviet of Nationalities) এই দুইটি কক্ষ লইয়া সুপ্রীম সোবিয়েত গঠিত। সুপ্রীম সোবিয়েতকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা হইয়াছে বহুজাতিসম্পন্ন সোবিয়েত দেশের বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের সমস্বার্থ এবং বিশিষ্ট স্বার্থের সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে। ইউনিয়নের সোবিয়েতের সদস্যগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন; আর জাতিপুঞ্জের সোবিয়েতের নির্বাচন-পদ্ধতি হইল যে,

সুপ্রীম সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা

* Article 17

জাতীয় ভিত্তিতে গঠিত প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক হইতে ২৫ জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন রিপাবলিক হইতে ১১ জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল হইতে ৫ জন এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা হইতে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করা। দুই কক্ষই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন এবং উভয়ের সম্মতি ব্যতীত কোন আইন পাস হইতে পারে না। ফলে সংখ্যালঘু জাতিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

সুপ্রীম সোবিয়েতের গঠন

(৫) অন্যান্য দেশে যেমন রাষ্ট্রপতি বা রাজা বা অন্য কোন নামে পরিচিত একজন করিয়া রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, সোবিয়েত ইউনিয়নে তাহা নাই। যাহা আছে তাহা হইল একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত 'প্রেসিডিয়াম' নামে পরিচিত এক সংস্থা। ইহাকে 'রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী' বলিয়া অভিহিত করা যায়। সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েতের দুই কক্ষ যুক্ত অধিবেশনে মিলিত হইয়া ইহাকে নির্বাচিত করে। প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন আহ্বান করে ও স্থগিত রাখে এবং দুই কক্ষের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা সম্ভব না হইলে সুপ্রীম সোবিয়েতকে ভাঙিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। অন্যান্য আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ইহার রহিয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের কার্যপালিকা শক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রি-পরিষদ। এই মন্ত্রি-পরিষদ সুপ্রীম সোবিয়েত কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং উহার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। অবশ্য সুপ্রীম সোবিয়েত অধিবেশনে না থাকিলে উহাকে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়িত্বশীল থাকিতে হয়।

সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রপতির স্থলে আছে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী

মন্ত্রি পরিষদ

(৬) আংগিক 'রাষ্ট্র'গুলির শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কেন্দ্রীয় কাঠামোর অনুরূপ। তবে উহাদের আইনসভাগুলি এককক্ষবিশিষ্ট।

(৭) নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক ১৮ বৎসর বয়সপ্রাপ্ত নাগরিকের নির্বাচনে ভোটপ্রদানের অধিকার রহিয়াছে। সমস্ত নির্বাচনই প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং প্রত্যক্ষ ও গোপন নির্বাচন

(৮) সোবিয়েত রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, বিচারকেরা নির্বাচিত হন এবং প্রত্যাগমনের আদেশের দ্বারা ইহাদের পদ হইতে অপসারিত করা যায়। সকল প্রকারের বিচারালয়েই বিচারকার্য সম্পাদিত হয় জনগণের এ্যাসেসরদের সহযোগিতায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হইল প্রোকিউরেটরের দপ্তরখানা। ইহার শীর্ষে আছেন প্রোকিউরেটর-জেনারেল (The Procurator-General)। প্রোকিউরেটরের দপ্তরখানার কার্য হইল যাহাতে

বিচারকগণ নির্বাচিত হন এবং বিচারকার্য জনগণের এ্যাসেসরদের সহযোগিতায় সম্পাদিত হয়

রাষ্ট্রের বা শাসনকার্য পরিচালনার কোন সংস্থা অথবা সরকারী কর্মচারীরা বেআইনী কাজকর্ম না করে, যাহাতে সোবিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অন্তর্ঘাতী কার্য অনুষ্ঠিত না হয়, যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত না হয়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

প্রোকিউরেটরের দপ্তরখানা ও প্রোকিউরেটর-জেনারেল

(৯) সোবিয়েত সংবিধানে একদিকে যেমন কর্মের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, বার্ধক্যে ও পীড়িত অবস্থায় প্রতিপালিত হইবার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, মতামত প্রকাশ ও সভাসমিতি সংগঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়াছে—অপরদিকে তেমনি সংবিধান ও আইনকানুন পালন, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি সংরক্ষণ, সামরিক কার্য, দেশরক্ষা ইত্যাদি নাগরিকদের দায়িত্বের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য উভয়ই উল্লিখিত হইয়াছে

(১০) সোবিয়েত সংবিধানে সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট দলকে একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। সংবিধান অনুসারে শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য মেহনতী শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন অংশ কমিউনিষ্ট দলে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকে। জনসাধারণের মধ্যে সংগঠনমূলক উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ সম্প্রসারণের জন্য শ্রমিক-সংঘ, সমবায় সমিতি, যুব সংঘ প্রভৃতি থাকিলেও কমিউনিষ্ট দল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধির সংগ্রামে মেহনতী জনসাধারণের পুরোভাগে থাকে এবং সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার পরিচালনার কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে কার্য করে। নির্বাচনে প্রার্থী-মনোনয়ন ব্যাপারে কমিউনিষ্ট দলের সহিত উপরি-উক্ত সংস্থাসমূহ সমান অধিকার ভোগ করে।

সংবিধানে একমাত্র কমিউনিষ্ট দল স্বীকৃতি-লাভ করিয়াছে

সংক্ষিপ্তসার

সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করা যায় : ১। সোবিয়েত ইউনিয়ন শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ২। সোবিয়েত ইউনিয়ন একটি যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যসমূহের স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার আইনত স্বীকৃত হইয়াছে। ৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে সংবিধান মোটামুটি দুষ্পরিবর্তনীয়। ৪। সুপ্রীম সোবিয়েতই রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা। সুপ্রীম সোবিয়েত দ্বিকক্ষসম্পন্ন এবং বহুজাতি-নীতির প্রতিফলন। ৫। সোবিয়েত ইউনিয়নে কোন রাষ্ট্রপতি নাই; তাঁহার স্থলে আছে একটি রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী। কার্যপালিকা-শক্তি বা শাসনক্ষমতা মন্ত্রি পরিষদের হস্তে ন্যস্ত। ৬। অংগরাজ্যগুলির কাঠামোও কেন্দ্রের অনুরূপ। তবে উহাদের আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট। ৭। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং প্রত্যক্ষ ও গোপন নির্বাচনের ব্যবস্থা ঐ দেশে আছে। ৮। বিচারকগণ নির্বাচিত হন এবং বিচারকার্য সম্পাদিত হয় জনগণের এ্যাসেসরদের সহযোগিতায়। ৯। সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য উভয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। ১০। সংবিধানে একমাত্র কমিউনিষ্ট দলকেই স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সোবিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক কাঠামো

(SOCIAL STRUCTURE OF THE SOVIET UNION)

[সংবিধানে বর্তমান সোবিয়েত সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে—সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা—সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির শ্রেণীবিভাগ—সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত সমাজের শ্রেণীর প্রকৃতি—সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি]

সংবিধানের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে সোবিয়েত ইউনিয়ন শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।* ইহা দ্বারা সোবিয়েত ইউনিয়নের অর্থ-ব্যবস্থা, সমাজের শ্রেণীর প্রকৃতি এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি কি তাহা বুঝানো হইয়াছে। সোবিয়েত নেতৃবৃন্দের মতে, সংবিধান ভবিষ্যতের কর্মসূচী নয়, উহা সমাজ যে-অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহারই প্রতিফলন। সুতরাং সোবিয়েত সমাজ আজ যে-অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাই বর্তমান সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বলা হয় যে, সোবিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হইতেছে।** ১৯৬১ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসে কমিউনিষ্ট বা সমভোগবাদী সমাজ গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্তমান সংবিধানে অবশ্য উক্ত সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত সমাজের বৈশিষ্ট্য-গুলিই বর্ণিত হইয়াছে।† সংবিধানের ৪ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সোবিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা এবং উৎপাদনযন্ত্র ও উপায়সমূহের উপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা। সমাজ-তান্ত্রিক সম্পত্তি দুই শ্রেণীর—(১) রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি (stato property), এবং (২) সমবায় ও যৌথখামারের সম্পত্তি (cooperative and collective

সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান সংবিধানের প্রকৃতি

সংবিধানে বর্তমান সোবিয়েত সমাজের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হইয়াছে

সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা

* "The Union of Soviet Socialist Republics is a socialist state of workers and peasants" *Article 1 of the Soviet Constitution*

** "Socialism, which Marx and Engels scientifically predicted as inevitable and the plan for the construction of which was mapped out by Lenin, has become a reality in the Soviet Union." *Resolution of the 22nd Congress of the C. P. S. U.*, October 31, 1961

† কমিউনিষ্ট সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে যত শীঘ্র সম্ভব সোবিয়েত সংবিধানের সংশোধন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

farm property)।* প্রথম শ্রেণীর সম্পত্তির উপর অধিকার হইল সকল লোকের ; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পত্তির উপর' অধিকার হইল যৌথ খামার ও সমবায় সমিতি-গুলির। সমস্ত জমি, খনিজ সম্পদ, জলভাগ, বনভূমি, মিল, কারখানা, রেল, জল ও বিমান পথ, ব্যাংক, সমাযোজন, রাষ্ট্র-পরিচালিত বৃহৎ কৃষি-প্রতিষ্ঠান, পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টাসমূহ, সহর ও শিল্পাঞ্চলের অধিকাংশ আবাসগৃহ হইল রাষ্ট্রীয়—অর্থাৎ, সমগ্র জনসাধারণের সম্পত্তি। যৌথ খামার ও সমবায় সমিতির সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাহাদের সাধারণ গৃহ, পশু এবং উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ যৌথ খামার এবং সমবায় সমিতিগুলির সাধারণ সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি। যৌথ খামারেব জমিজায়গা রাষ্ট্রীয় হইলেও উহা খামারগুলিকে বিনামূল্যে চিরকাল ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। সাধারণ যৌথ খামার প্রতিষ্ঠান হইতে যে-মূল আয় হয় তাহা ব্যতীত যৌথ খামারেব প্রত্যেক পরিবার 'নিজস্ব ব্যবহারের জন্য' (for personal use) একখণ্ড আবাসভূমি ভোগ করে। এই ভূমিখণ্ডে পরিচালিত পৃথক কৃষিকার্য, একখানি বাসগৃহ, পালিত পশুপক্ষী এবং কৃষিকাযেব ছোটখাট যন্ত্রপাতি উহা সমস্তই পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি (personal property)।

সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির শ্রেণীবিভাগ

ব্যক্তিগত ব্যবহারের সম্পত্তি

উপরি-উক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা ভিন্ন সোবিয়েত আইন কৃষক ও কারিগরদের নিজেদের পরিশ্রমের সাহায্যে ব্যক্তিগত কৃষি ও শিল্প পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছে। নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বসবাসগৃহ, গৃহে পৃথকভাবে পরিচালিত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ, গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং নিজস্ব সুখসুবিধা ও ব্যবহারের জিনিসপত্রাদিতে নাগরিকদের নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার থাকিবে। উপরন্তু, নিজস্ব সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইবার অধিকারও নাগরিকদের দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে জনসাধারণের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, যাহাতে মেহনতী জনসাধারণের জীবনে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়, যাহাতে সোবিয়েত ইউনিয়নের স্বাধীনতা এবং প্রতি-রক্ষার ক্ষমতা সুদৃঢ় হয় সেই উদ্দেশ্যে সোবিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত অর্থনৈতিক জীবন রাষ্ট্রের জাতীয় আর্থিক পরিকল্পনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, কারণ পরিকল্পনা ব্যতীত উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা এবং সমাজের কল্যাণসাধন করা সম্ভবপর নহে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে সংবিধান

জাতীয় আর্থিক পরিকল্পনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত অর্থনৈতিক জীবন

যদিও পরিকল্পিত উৎপাদনের সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়া থাকে তবুও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদন-শক্তি এতদূর উন্নতিলাভ করে না যাহাতে প্রত্যেকের প্রয়োজন সমভাবে মিটানো সম্ভবপর হয়। সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে বন্টননীতি অনুসারে প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী কার্য করিবে এবং কার্যানুযায়ী সামাজিক উৎপাদনের অংশ ভোগ করিবে। যখন পূর্ণ-কমিউনিজম বা সমভোগবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন সামাজিক উৎপাদন এত সম্প্রসারিত হইবে যে সকলেই প্রয়োজনমত ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সোবিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের প্রাচুর্য সৃষ্টি হয় নাই; সুতরাং প্রয়োজনানুযায়ী ভোগের ব্যবস্থা করা এখনই সম্ভব নয়।*

সংবিধান অনুসারে প্রত্যেকে শ্রম অনুযায়ী সামাজিক উৎপাদনের অংশ ভোগ করে

এইজন্যই সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে যে যেমন কাজ করিবে সে সেই অনুযায়ী সামাজিক উৎপাদনের অংশ ভোগ করিবে। কাজ করা একদিকে যেমন কর্তব্য অপরদিকে তেমনি সম্মানের বিষয়। প্রত্যেকে অনুভব করিয়া থাকে যে, সে অপরের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পরিশ্রম করিতেছে না, সে নিজের ও সমাজের স্বার্থে পরিশ্রম করিতেছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় সোবিয়েত সমাজে শ্রেণীর গঠনের পরিবর্তন

সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সোবিয়েত সমাজে শ্রেণীর গঠনও পরিবর্তিত হইয়াছে। বলা হয় যে, সমস্ত শোষকশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে সমাজের ব্যক্তিসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) শ্রমিকশ্রেণী (the working class), (২) কৃষকশ্রেণী (the peasant class), এবং (৩) বুদ্ধিজীবী (the intelligentsia)। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা যায় না। ইহারা সমস্ত শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ইহারা প্রধানত আসে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্য হইতে এবং সর্বসাধারণের কাজে লিপ্ত হয়। সোবিয়েত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী নূতন ধরনের শ্রেণী। শ্রমিকরা এখন আর সর্বহারার দল নয়। মালিকশ্রেণীর অবসান করিয়া উৎপাদনযন্ত্রের উপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত

বর্তমান সমাজে শ্রেণীবিভাগ

* "The bowl of communism is a bowl of abundance, and it must always be full. Everyone must contribute his bit to it, and everyone must take from it. It would be a fatal error to decree the introduction of communism. If we were to proclaim that we introduce communism when the bowl is still far from full, we would be unable to take from it according to needs." Khrushchov, *On the Programme of the Communist Party of the Soviet Union*

করায় শ্রমিকরা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সমানভাবে উৎপাদনযন্ত্রের মালিক। কৃষকরাও জমিদার, কুলাক প্রভৃতি শোষকের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, এবং আর বিচ্ছিন্ন ও অনুন্নত অবস্থায় নাই। তাহারা প্রায় সকলেই যৌথ খামারে সম্মিলিত হইয়া উন্নত কলাকৌশলের সাহায্যে এবং যৌথ সম্পত্তির ভিত্তিতে কৃষিকার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কারণ হইল যে, কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে চায় না।

বর্তমান অবস্থায় সোবিয়েত দেশে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী হইল নূতন ধরনের শ্রেণী

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন এইভাবে কৃষিতে যৌথ ও শিল্পে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এই দুই প্রকারের সম্পত্তিকে পাশাপাশি রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন কৃষিতে সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পে সরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যবস্থা পরস্পরের সহিত অসংগতির জন্য উৎপাদনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, এই দুই প্রকারের উৎপাদন-ব্যবস্থা থাকায় বাজারে ভোগ্যদ্রব্যের পণ্য হিসাবে ক্রয়বিক্রয় হয়। কৃষি-সমবায় কর্তৃক যাহা উৎপাদিত হয় তাহা সমবায়ের সম্পত্তি, সমগ্র সমাজের নয়। সুতরাং সমবায় তাহা বাজারে পণ্য হিসাবে বিক্রয় করিয়া অন্য দ্রব্য পণ্য হিসাবে ক্রয় করিতে প্রয়াস পায়। সমবায় কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য বিলিবণ্টন করিবার অধিকার সমগ্র সমাজের থাকে না। এই পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র হইতে কমিউনিজমে পৌঁছিবার পথে অন্তরায় হয়, কারণ যে-পর্যন্ত সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য বিলিবণ্টন করিবার ভার সমস্ত সমাজের হাতে তুলিয়া না দেওয়া যায়, সে-পর্যন্ত যাহার যাহা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী দ্রব্য বণ্টন করা সম্ভব হয় না। ইহা ব্যতীত দুই প্রকারের উৎপাদন-ব্যবস্থা থাকায় একই কেন্দ্রীয় সংস্থা সরাসরি সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদনের পরিকল্পনা করিতে পারে না। কেবলমাত্র মূল্যের মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহ যোগাইয়া পরোক্ষভাবে সমবায় কৃষির উৎপাদনের গতি ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। অতএব, উৎপাদনের উন্নতি করিয়া কমিউনিষ্ট সমাজ প্রবর্তিত করিতে হইলে সকল প্রকারের সম্পত্তিকে সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। ইহাই হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান সমস্যা। বর্তমানে দুই প্রকারের সম্পত্তির মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ অপসারিত হইতেছে।*

কৃষিতে যৌথ ও শিল্পে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি সোবিয়েত দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য

পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র হইতে কমিউনিজমে পৌঁছিবার পথে অন্তরায়

সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান সমস্যা

* "There is a tendency towards the obliteration of distinctions between cooperative and collective farm property, and state property." Prof. P. Romashkin, *The Soviet State and Law at the Contemporary Stage*

যেমন, অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি রাষ্ট্র এবং যৌথ খামার উভয়ের অর্থের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীর কথা সংবিধানের ১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ ধারায় সোবিয়েত ইউনিয়নকে শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি হইল মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোবিয়েতসমূহ। সমস্ত ক্ষমতা সহর ও গ্রামের মেহনতী জনগণের হস্তে ন্যস্ত। ইহাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে সোবিয়েতসমূহ।

সোবিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি

'সোবিয়েত' শব্দটির অর্থ হইল কাউন্সিল বা পরিষদ। কিভাবে উহাদের উদ্ভব হয়, কিভাবে উহারা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিয়া অবশেষে রাষ্ট্র-পরিচালনার প্রধান সংস্থা হইয়া দাঁড়ায়, সে-সম্বন্ধে পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে।*

সোবিয়েত দেশের প্রত্যেক গ্রামে, সহরে, জিলায় (District), এলাকায় (Area), অঞ্চলে (Region), এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে (Territory) একটি করিয়া মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোবিয়েত আছে। জনগণ ইচ্ছা করিলে প্রতিনিধিগণকে অপসারণ করিতে পারে। সোবিয়েতগুলি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী কমিটিসমূহ নির্বাচিত করে। এই কমিটিগুলি জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। এইভাবে জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। প্রত্যেক সোবিয়েত রিপাবলিক সোবিয়েতসমূহের সম্মিলিত জাতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। আবার এই সোবিয়েত রিপাবলিকগুলি সংযুক্ত হইয়া বহুজাতিসম্পন্ন সোবিয়েত ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে।

সোবিয়েতগুলির বর্তমান গঠন

সংক্ষিপ্তসার

সংবিধানে সোবিয়েত ইউনিয়নকে 'শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা সোবিয়েত ইউনিয়নের সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতি বুঝানো হইয়াছে। সোবিয়েত নেতৃবৃন্দের মতে, সংবিধান বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন, এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং সোবিয়েত সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিত হইয়াছে। এই সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্থ-ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রেই পরিস্ফুট। প্রথমত, অধিকাংশ সম্পত্তিই হইল রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি না সমবায় ও যৌথ খামারের সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহা কিছু আছে তাহা বিশেষ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত, এবং সর্বাংগীণ কল্যাণসাধনে নিয়োজিত। ঐ দেশের অর্থ-ব্যবস্থা পুরাপুরি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা।

---

* ৫-৭ পৃষ্ঠা দেখ।

এই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে জীবনযাত্রার মান দিন দিন উন্নত হইলেও সকলের সকল প্রয়োজন মিটানো এখনও সম্ভবপর হয় নাই। তাই সংবিধান অনুসারে যে যেমন কাজ করিবে সে সেই অনুযায়ী সামাজিক উৎপাদনের অংশ ভোগ করিবে। কাজ করা অন্যতম সামাজিক কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান শ্রেণীবিভাগ হইল—(১) শ্রমিক, (২) কৃষক, এবং (৩) বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের অবশ্য স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা চলে না, কারণ ইহারা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী হইতেই আসে। শ্রমিক ও কৃষকরা আর পূর্বের মত সর্বহারা নয়; তাহারা আজ উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক।

এইভাবে কৃষিতে সমবায়িক বা যৌথ এবং শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকায় অর্থ-ব্যবস্থায় বর্তমানে কিছুটা অসংগতি দেখা দিয়াছে, কারণ সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা একই সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইতে পারিতেছে না। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রের পরবর্তী পর্যায় কমিউনিজমে পৌছানো সম্ভবপর নয়। কি করিয়া উভয় প্রকার উৎপাদন-ব্যবস্থাকে একই নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা যায়, তাহাই হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান সমস্যা।

'সোবিয়েত' শব্দটির অর্থ হইল কাউন্সিল বা পরিষদ। এই পরিষদগুলি বর্তমানে মেহনতী জনতার প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, সোবিয়েত সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি হইল এই সোবিয়েতসমূহ। সোবিয়েত-সমূহ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও পিরামিডের আকারে সংগঠিত। প্রত্যেক 'সোবিয়েত রিপাবলিক' সোবিয়েতসমূহের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং সোবিয়েত রিপাবলিকসমূহই মিলিত হইয়া বহুজাতিসম্পন্ন 'সোবিয়েত ইউনিয়ন' গঠন করিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

(THE SOVIET FEDERATION)

[সোবিয়েত ইউনিয়ন একটি যুক্তরাষ্ট্র—অংগরাজ্য—ইউনিয়ন-রিপাবলিক—জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণ নীতি—ছোট ছোট সংখ্যালঘু জাতীয় জনসমষ্টির জন্য স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা—সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য—ক্ষমতা বণ্টন—সংবিধানের সংশোধন-পদ্ধতি—সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিচারালয়ের স্থান]

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো (Structure of the Federation): সংবিধান অনুসারে সোবিয়েত ইউনিয়ন একটি যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্র সমমর্যাদা-

সম্পন্ন সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বা রিপাবলিকসমূহের স্বেচ্ছামূলকভাবে সম্মেলনের ফলে সংগঠিত হইয়াছে।* সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই আংশিক সাধারণতন্ত্রগুলি 'ইউনিয়ন-রিপাবলিক' (Union Republic) নামে পরিচিত। ১৯২২ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৪টি, পরে ঐ সংখ্যা ১৬টিতে দাঁড়ায়। বর্তমানে ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির সংখ্যা ১৫টি।** এই ১৫টি রিপাবলিক হইল রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় রিপাবলিক (The Russian Soviet Federative Socialist Republic), ইউক্রেণের রিপাবলিক (The Ukrainian SSR), বাইলোবাশিযার রিপাবলিক (The Byelorussian SSR), উজবেক রিপাবলিক (The Uzbek SSR). কাজাক রিপাবলিক (The Kazakh SSR), জর্জিয়ার বিপাবলিক (The Georgian SSR), আজারবাইজান বিপাবলিক (The Azerbaijan SSR), লিথুয়ানিয়ার রিপাবলিক (The Lithuanian SSR), মোল্ডেভিযার রিপাবলিক (The Moldavian SSR), ল্যাটভিয়াব রিপাবলিক (The Latvian SSR), কিরঘিয রিপাবলিক (The Kirghiz SSR), তাজিক বিপাবলিক (The Tajik SSR), আর্মেনিয়ার রিপাবলিক (The Armonian SSR), তুর্কমেন রিপাবলিক (The Turkmen SSR), এবং এস্তোনিয়াব রিপাবলিক (The Estonian SSR)।

সংবিধানে সোবিয়েত ইউনিয়নকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে

১৫টি ইউনিয়ন-রিপাবলিক

এই প্রসংগে আমাদের একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ† ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণ নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সোবিয়েত দেশ বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতির সমাবেশ। সত্যকারের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একদিকে যেমন এই সমস্ত জাতির আপন বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি প্রকাশের স্বাধীনতা ও আর্থিক সমৃদ্ধিলাভের সুযোগসুবিধা থাকা উচিত, অপরদিকে তেমনি আবার প্রয়োজন হইল সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জাতিসমূহের

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

* "The Union of Soviet Socialist Republics is a *federal* state, formed on the basis of a *voluntary* union of equal Soviet Socialist Republics" *Article 13*

** ১৯৫৬ সালের কারেলো-ফিনিশ রিপাবলিককে (The Karelo-Finnish SSR) রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় রিপাবলিকের (The Russian Soviet Federative Socialist Republic) অন্তর্ভুক্ত কারেলীয় স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক (The Karelian Autonomous SSR) হিসাবে পুনর্গঠিত করার ফলে ইউনিয়ন-রিপাবলিকের সংখ্যা ১৬ হইতে কমিয়া ১৫টি হয়।

† "The nationality principle at the basis of the creation of the Soviet Union is the distinctive characteristic of the Soviet type of federation." Vyshinsky

জনগণের সমবেত শক্তিকে কাজে লাগাইয়া শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংগঠনের অধীনে দেশের সংহতিসাধনের। বলা হয়, সোবিয়েত ইউনিয়নে ইহাই করা হইয়াছে। সোবিয়েত রাষ্ট্রের গঠন সমাজতান্ত্রিক, ইহা জাতীয় নীতিসম্মত। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ জাতীয় নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন জাতির লোকের আপনাপন জাতীয় শাসন-সংস্থা আছে। ইহারা আবার আপন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সোবিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। এই দিক হইতে সোবিয়েত ইউনিয়নকে 'বহুজাতিবিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র' বলা হয়। উপরি-উক্ত আংগিক ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির নামকরণ করা হইয়াছে যে-যে জাতি উহাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহাদের নামানুসারে।

সোবিয়েত ইউনিয়নকে বহুজাতিবিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়

ইউনিয়ন-রিপাবলিক ব্যতীত ছোট ছোট সংখ্যালঘু জাতীয় জনসমষ্টির জন্য পৃথক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা আছে। ইহারা হইল ১৯টি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক (Autonomous Republics), ৯টি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল (Autonomous Regions) এবং ১০টি জাতীয় এলাকা (National Areas)। ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মত সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অংগ-'রাষ্ট্র' (constituent units) না হইলেও, ইহারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বায়ত্তশাসনক্ষমতা ভোগ করে। এমনকি কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় যাহাতে বিভিন্ন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় তাহার জন্য সোবিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা সুপ্রীম সোবিয়েতের দ্বিতীয় কক্ষ 'জাতিপুঞ্জের সোবিয়েতে' (The Soviet of Nationalities) প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক যেমন ২৫ জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করে তেমনি প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক ১১ জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল ৫ জন এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা ১ জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে।

ইউনিয়ন-রিপাবলিক ছাড়া অন্যান্য সংস্থার স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতি হইল সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সাধারণ সরকার এবং আংগিক সরকারগুলির মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যে, দুই সরকারই যেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে আইনগতভাবে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার এই মানদণ্ডে সোবিয়েত রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র বলা যায়, কারণ সোবিয়েত সংবিধানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-শক্তি সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং আংগিক ইউনিয়ন-রিপাবলিক-গুলির স্বাধীন ও সমমর্যাদার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য অধ্যাপক হোয়ারের (Prof. Wheare) মত অনেক লেখক আছেন যাঁহারা কেন্দ্রীয়

সোবিয়েত ইউনিয়নকে যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায় কি না

সরকারের ক্ষমতা ব্যাপক হওয়ার দরুন সোবিয়েত রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিতে রাজী নহেন।*

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of the Soviet Federation): সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টন কতকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অষ্ট্রেলিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষমতা বণ্টন-পদ্ধতির অনুরূপ। শেষোক্ত এই তিনটি দেশেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) ন্যস্ত করা হইয়াছে অংগরাজ্যগুলির হস্তে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে আর ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে অবশিষ্ট ক্ষমতা। যে-সমস্ত বিষয় কেন্দ্রীয় শক্তি সোবিয়েত ইউনিয়নের অধিকারভুক্ত করা হইয়াছে তাহা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিষয়বস্তুগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) বৈদেশিক সম্পর্ক এবং দেশরক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ হইল প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ইহার মধ্যে পড়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব; বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন, সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান, ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহের সহিত বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি-নির্ধারণ; যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ; সোবিয়েত ইউনিয়নের দেশরক্ষা-ব্যবস্থার সংগঠন; সোবিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীর পরিচালনা ও ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির সৈন্যবাহিনীর গঠন নিয়ন্ত্রণকারী নীতিসমূহ নির্ধারণ; রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংরক্ষণ; রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারের ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য; প্রভৃতি। (২) সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হইল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বিষয়গুলির মধ্যে আছে সোবিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ নির্ধারণ; সোবিয়েত ইউনিয়নের একত্রিত রাষ্ট্রীয় বাজেট এবং উহাকে কার্যকর করা সম্পর্কে রিপোর্টের অনুমোদন; সোবিয়েত ইউনিয়ন, রিপাবলিক ও স্থানীয় সংস্থাগুলির বাজেটে কোন্ কোন্ কর ও রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত করা হইবে তাহা নির্ধারণ; ব্যাংক, কৃষি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং সমগ্র ইউনিয়নের পক্ষে গুরুত্বসম্পন্ন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা; পরিবহণ ও সমাযোজন পরিচালনা; মুদ্রা ও লেনদেন ব্যবস্থা পরিচালনা, রাষ্ট্রবীমা সংগঠন; ঋণদান ও ঋণের চুক্তি সম্পাদন; ভূমিস্বত্ব,

১। ক্ষমতা বণ্টন—কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ: প্রথম শ্রেণীভুক্ত ক্ষমতাসমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ক্ষমতাসমূহ

* "......the U. S. S. R. does not provide an example of federal government, but of highly developed decentralised government." K. C. Wheare

খনিজ সম্পদ, বন ও জলের ব্যবহারের মৌলিক নীতি-নির্ধারণ ; জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিসংখ্যানের বিবিধ ব্যবস্থার সংগঠন। (৬) ইউনিয়নের তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতার উদাহরণ হিসাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের—যথা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, শ্রম প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। এই ক্ষেত্রটিতে আংগিক ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলি যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে, কারণ এই বিষযগুলি সম্পর্কে ইউনিয়নের কার্য হইল শুধু মৌলিক নীতিসমূহ নির্ধারণ করা মাত্র। (৪) ইউনিয়নের চতুর্থ শ্রেণীর ক্ষমতার বিষয়বস্তু হইল ইউনিয়ন বা ইউনিযন-রিপাবলিকগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া। ইহার মধ্যে আছে সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান যাহাতে যথাযথভাবে পালিত হয় এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির সংবিধানসমূহ যাহাতে সোবিয়েত ইউনিযনের সংবিধানের সহিত সংগতিসম্পন্ন হয় তাহা দেখা ; ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহের মধ্যে সীমানার পরিবর্তন ও নূতন রাষ্ট্রক্ষেত্র (Territories), অঞ্চল (Regions) ও স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল (Autonomous Regions) গঠনে সম্মতি প্রদান , ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ক্ষমতাসমূহ

চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত ক্ষমতাসমূহ

এই সকল ক্ষমতা ছাড়া বিচার-ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন, ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধির নীতি-নির্ধারণ, ইউনিযনের নাগরিক ও বিদেশীয়দের অধিকার সম্পর্কিত আইন, ইত্যাদি বিষয়েও ইউনিয়নের অধিকার রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য অধিকার

কেন্দ্র বা ইউনিয়নের অধিকারভুক্ত উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রহিয়াছে। ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির 'সার্বভৌম ক্ষমতা' সংরক্ষণের দায়িত্ব সোবিয়েত ইউনিয়নের হস্তে ন্যস্ত। ইহাদের সার্বভৌমিকতাসূচক যে-ক্ষমতাগুলি সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : (ক) প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের নিজস্ব সংবিধান রহিয়াছে। উহা রিপাবলিকের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তিশীল এবং কেন্দ্রীয় সংবিধানের সহিত সংগতি রাখিয়া প্রণীত। (খ) প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের স্বাধীনভাবে সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে।* বলা হয়, ইহার দ্বারা সোবিয়েত ইউনিয়ন যে স্বেচ্ছামূলকভাবে সংগঠিত যুক্তরাষ্ট্র তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে

ইউনিয়ন-রিপাবলিক-গুলি অবশিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে

ইহাদের সংবিধানে উল্লিখিত ক্ষমতাসমূহ

* "The right freely to *secede* from the U S.S.R. is reserved to every Union Republic" *Article 17*

এই ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলিকে দেওয়া হয় নাই।* (গ) সংশ্লিষ্ট রিপাবলিকের অনুমতি ব্যতিরেকে ইউনিয়ন-রিপাবলিকের ভৌগোলিক সীমানার কোন পরিবর্তন হইতে পারে না। (ঘ) প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের নিজস্ব সৈন্য-বাহিনী আছে। অবশ্য এই সৈন্যবাহিনীর সংগঠনের নীতিসমূহ স্থির করে সোবিয়েত ইউনিয়ন। (ঙ) ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করিতে সমর্থ। এ-ক্ষেত্রেও সমগ্র ইউনিয়ন সাধারণ নীতিগুলিকে স্থির করিয়া দেয়।

প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে

ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, সমগ্র ইউনিয়নের অধিকারভুক্ত অনেক বিষয় আছে—যেমন, জমিজায়গা ব্যবহার, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি—যে-সম্পর্কে সমগ্র ইউনিয়ন মৌলিক নীতিগুলি ধার্য করিয়া দেয় কিন্তু ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলি এই নীতিগুলিকে মানিয়া লইয়া আপনার বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপরি-উক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। দ্বিতীয়ত, শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং আংগিক রিপাবলিকগুলির প্রত্যেকের দুই জাতীয় মন্ত্রিদপ্তর আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরসমূহের দুই ভাগ হইল: (ক) সমগ্র-ইউনিয়ন মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (The All-Union Ministries), এবং (খ) ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (The Union-Republican Ministries)। আংগিক ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির মন্ত্রিদপ্তরসমূহের দুই ভাগ হইল: (ক) রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (The Republican Ministries), এবং (খ) ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (The Union-Republican Ministries)।

ক্ষমতা বণ্টনের দুইটি বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক সরকারের দুই জাতীয় মন্ত্রিদপ্তর

কেন্দ্রের সমগ্র-ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (The All-Union Ministries) নিজ নিজ অধিকারভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে অথবা অন্য কোন সংস্থা নিযুক্ত করিয়া তাহার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু কেন্দ্রের ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরগুলি (The Union-Republican Ministries) কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত আপন অধিকারভুক্ত বিষয়ের শাসনকার্য পরিচালনা করে আংগিক রিপাবলিকগুলির ইউনিয়ন-রিপাবলিক মন্ত্রিদপ্তরসমূহের (The Union-Republican Ministries)

শাসনকার্য পরিচালনার বৈশিষ্ট্য

* "The U S.S.R. is a voluntary union of Union Republics with equal rights. To delete from the constitution the article providing for the right of free secession from the U S.S.R would be to violate the voluntary character of this union." Stalin

মাধ্যমে। আংগিক রিপাবলিকের ইউনিয়ন-রিপাবলিক মন্ত্রিদপ্তরসমূহ ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রি-পরিষদ (The Council of the Ministers of the Union-Republic) এবং সমগ্র সোবিয়েত ইউনিয়নের ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তর-সমূহের অধীনে থাকিয়া কার্য করে। কিন্তু রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (The Republican Ministries) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রি-পরিষদের নিকট দায়ী থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও ইউনিয়ন-রিপাবলিকের আইনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে প্রথমোক্ত আইনই বলবৎ থাকে

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সমগ্র-ইউনিয়নের এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকের আইনের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে কি হইবে ? সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র-ইউনিয়নের আইনই বলবৎ থাকিবে।*

২। সোবিয়েত শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতি

ক্ষমতা বণ্টন ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আরও দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সংবিধানকে এরূপভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় করা প্রয়োজন যাহাতে সংবিধানের ক্ষমতা বণ্টন সম্পর্কিত ধারাসমূহ উভয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত পরিবর্তন করা যাইবে না। সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রত্যেক কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই সংবিধানকে সংশোধন করা যায়।** সংশোধন আংগিক রিপাবলিকগুলির আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার কোন প্রযোজন হয় না। অনেকের মতে, এই সংশোধন-পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে লংঘন করিয়াছে। ফলে ইউনিয়ন-রিপাবলিক-গুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অপরপক্ষে ইহার উত্তরে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষ জাতিপুঞ্জের সোবিয়েত (The Soviet of Nationalities) জাতীয় নীতির ভিত্তিতে গঠিত। ইহাতে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন-রিপাবলিক হইতে সমসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকে এবং এই উচ্চতর কক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন সংশোধন গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবারও কোন সম্ভাবনাই নাই।

অনেকের মতে, এই সংশোধন-পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিবিরোধী

পরিশেষে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় আইনকানুনের ব্যাখ্যা এবং উহা সংবিধানগত কি না তাহা বিচার করিবার জন্য একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকা প্রয়োজন।

---

* "In the event of divergence between a law of a Union Republic and a law of the Union, the Union law prevails." *Article 20*

** *Article 146*

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা কিন্তু অন্য রকমের। সেখানে সোবিয়েত ইউনিয়নের আইনের ব্যাখ্যার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের হস্তে। এ-ক্ষেত্রে আদালতের কোন এক্তিয়ার নাই। এই প্রেসিডিয়াম সোবিয়েত ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভা সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়িত্বশীল। প্রেসিডিয়ামই কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনের উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদ ও ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহের মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশসমূহ সংবিধানবিরোধী বা আইনসংগত না হইলে বাতিল করিয়া দেয়।

৩। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিচারালয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই

সোবিয়েত সংবিধানের এই ব্যবস্থাকে অনেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে, সংবিধানের আইনের চরম ব্যাখ্যাকার প্রেসিডিয়াম হইল একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা। সুতরাং ইহা নিরপেক্ষভাবে অংগরাজ্যগুলির ক্ষমতা ও স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে না। এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায় যে বহুজাতি অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া গণতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক নীতির ভিত্তিতে সোবিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম গঠিত হয়। ইহার সদস্যসংখ্যা ৩২ জন, তাহার মধ্যে প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক হইতে ১ জন করিয়া নিযুক্ত সহ-সভাপতি লইয়া ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির মোট ১৫ জন সহ-সভাপতি আছেন। ইহা ব্যতীত কোন রিপাবলিক দাবি জানাইলে গণভোটের (referendum) ব্যবস্থাও করিতে হয়।

সোবিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা

(Comparison between the Soviet and the American Federalism) : দুই দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে যথেষ্ট। সাদৃশ্য সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি উভয় দেশে কতকটা এক ধরনের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১ অনুচ্ছেদে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কংগ্রেসের আইন বিষয়ক ক্ষমতা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ১০ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যে-সকল ক্ষমতা সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রকে অর্পণ করা হয় নাই বা অংগরাজ্যগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই সেই সকল ক্ষমতা অংগরাজ্য বা জনগণের হস্তে সংরক্ষিত রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐ দেশে অবর্ণিত অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) ভোগ করে অংগরাজ্যগুলি

ক। সাদৃশ্য :
১। উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই বর্ণিত ক্ষমতা কেন্দ্রের হস্তে আর অবর্ণিত অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি অংগরাজ্যের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে

আর কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কতকগুলি বর্ণিত ক্ষমতা (enumerated powers) প্রয়োগ করে। সোবিয়েত সংবিধানেও অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। সোবিয়েত সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাভুক্ত বিষয়গুলি নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ১৫ অনুচ্ছেদে নির্দেশ রহিয়াছে যে ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলি—অর্থাৎ ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলি—স্বাধীনভাবে ভোগ করিবে। অন্যভাবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোবিয়েত ইউনিয়নে বর্ণিত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এবং অবর্ণিত অবশিষ্ট ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের ব্যাখ্যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ণিত ক্ষমতাগুলির মধ্যে কতকগুলি হইল অনন্য (exclusive) ক্ষমতা আর কতকগুলি হইল যুগ্ম (concurrent) ক্ষমতা। এই সকল যুগ্ম বিষয় সম্পর্কে অংগরাজ্যগুলিও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, যদি-না ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার সহিত রাজ্যের ব্যবস্থার বিরোধিতা থাকে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ যুগ্ম ক্ষমতার ব্যবস্থা না থাকিলেও উহার অনুরূপ ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। সোবিয়েত ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের দুই ধরনের মন্ত্রিদপ্তর আছে—(১) সমগ্র-ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (All-Union Ministries), এবং (২) ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (Union-Republican Ministries)। যে-সকল বিষয় সমগ্র-ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরসমূহের ক্ষমতাধীন সেগুলি সম্পর্কে অনন্য ক্ষমতা হইল কেন্দ্রের। আর যে-সকল বিষয় ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ পরিচালনা করে তাহার অধিকাংশ সম্পর্কে ক্ষমতা হইল যৌথ (joint)। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ (যেমন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) আংগিক সরকার ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহের অনুরূপ নামের মন্ত্রিদপ্তরসমূহের মাধ্যমে পরিচালনা করিয়া থাকে। এইভাবে ক্ষমতা ভাগাভাগির ভিত্তি হইল যে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির মূলনীতি নির্ধারণ করে আর অংগরাজ্যগুলি ঐ নীতি অনুযায়ী বিষয়গুলি সম্পর্কে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।*

এই প্রসংগে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করিতে হয়। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত সোবিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

---

* "The jurisdiction of the U.S.S.R. may be either exclusive—in which case it is exercised solely by the state organs of the Union—or joint—in which case it is exercised by the state organs of the Union and the Union Republics...." Zlatopolsky, *State System of the U.S.S.R.*

সোবিয়েত সংবিধানে বলা হইয়াছে সমগ্র-ইউনিয়নের আইনের সহিত ইউনিয়ন-রিপাবলিকের আইনের অসংগতি (divergence) দেখা দিলে ইউনিয়নের আইনই বলবৎ হইবে (২০ অনুচ্ছেদ)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে নির্দেশ রহিয়াছে যে সংবিধান এবং সংবিধান অনুযায়ী প্রণীত যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও চুক্তি দেশের চরম আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে (৬ অনুচ্ছেদ)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারালয়ের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত।*

২। উভয় দেশেরই সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে

অন্যান্য বিষয়েও কতকগুলি ক্ষেত্রে সোবিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠন-গত সাদৃশ্য রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান রহিয়াছে এবং উহার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিবার অধিকার অংগরাজ্যগুলির রহিয়াছে। যে-ক্ষেত্রে নূতন কোন রাজ্য গঠিত হয় সে-ক্ষেত্রে ঐ রাজ্য নিজের সংবিধান প্রণয়ন করে। অনুরূপভাবে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও অংগরাজ্যগুলির নিজেদের সংবিধান গ্রহণ ও পরিবর্তন করিবার অধিকার রহিয়াছে; অবশ্য ঐ সংবিধানকে সোবিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংবিধানের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।**

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোবিয়েত ইউনিয়নে অংগরাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান রহিয়াছে

ফাইনারের (Dr. Finer) মত অনেক লেখকের অভিমত হইল, অংগরাজ্যের সংবিধানকে এইভাবে সর্তাধীন করায় অংগরাজ্যের সংবিধান গ্রহণের স্বাধীনতার বিশেষ কোন মূল্য নাই। ইহার উত্তরে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমগ্র দেশের ঐক্যের সহিত অংগরাজ্যের স্বার্থের সমন্বয়সাধন করা হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সংবিধান ও অংগরাজ্যের সংবিধানের মধ্যে মূলনীতি সম্পর্কে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। বিশেষত, সোবিয়েত রাষ্ট্র হইল বহুজাতিবিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সমস্বার্থের সহিত বিভিন্ন জাতির পৃথক বৈশিষ্ট্যের ও স্বার্থের সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে। ইহাই ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির সংবিধানে প্রতিফলিত হইয়াছে। এমনকি যাহাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অংগরাজ্যের সংবিধান সর্তাধীন করা হইয়াছে। ঐ দেশের অংগ-রাজ্যের সরকারকে প্রজাতন্ত্রী (Republican) হইতে হয় এবং সরকার প্রজাতন্ত্রী কি না তাহা কেন্দ্রীয় সরকারই নির্ধারণ করে। ইহা ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

* "The long-standing rule that whenever otherwise valid national and State regulations conflict national law overrides the State law has been rigorously enforced" Allen M. Potter

** "Each Union Republic has its own constitution, which takes into account of the specific features of the Republic and is drawn up in full conformity with the constitution of the U.S.S R." *Article 16*

সংবিধানে স্মুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে যে অংগরাজ্যের সংবিধানে যাহাই থাকুক না কেন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানকেই মান্য করিয়া চলিতে হইবে।*

৪। উভয় দেশেই অংগ-রাজ্যের অনুমতি ব্যতিরেকে অংগরাজ্যের সীমানার পরিবর্তন করা যায় না।

আবার যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ব্যবস্থা রহিয়াছে যে কোন অংগরাজ্যের সীমানা উহার সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তিত করা যাইবে না, তেমনি সোবিয়েত রাষ্ট্রের সংবিধানে নির্দেশ রহিয়াছে যে কোন ইউনিয়ন-রিপাবলিকের ভূখণ্ড ঐ রিপাবলিকের সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তিত করা যাইবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোবিয়েত ইউনিয়নে দ্বৈত নাগরিকতার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলি উহাদের নিজস্ব নাগরিকতা স্থির করে। এইভাবে যাহারা কোন ইউনিয়ন-রিপাবলিকের নাগরিক অধিকার পায় তাহারা সরাসরি আবার ইউনিয়নের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হয়।। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সময় পর্যন্ত নাগরিকতা বলিতে প্রধানত অংগরাজ্যের নাগরিকতাকেই বুঝাইত। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন (Fourteenth Amendment, 1868) গৃহীত হওযার পর দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, ঐ সংশোধনে বলা হইয়াছে যাহারা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা আইনানুমোদিতভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের এক্তিয়ার ভুক্ত তাহারা একই সংগে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং যে-রাজ্যে বসবাস করে সেই রাজ্যের নাগরিক।**

৫। উভয় দেশেই দ্বৈত নাগরিকতার ব্যবস্থা রহিয়াছে

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি নীতির কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে জনসংখ্যা ও আয়তন নির্বিশেষে প্রত্যেক অংগরাজ্য হইতে সমসংখ্যক সদস্য প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সমপ্রতিনিধিত্বের নীতির সপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থার ফলে বৃহদাকারের অংগরাজ্যগুলি জনসংখ্যার বলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংগরাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতির প্রযোগ করা হইয়াছে। ঐ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। এই দুইটি কক্ষের মধ্যে নিম্নতর কক্ষের নাম জনপ্রতিনিধি সভা (The House of Representatives) এবং উচ্চতর কক্ষের নাম সিনেট (The Senate)। জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

৬। উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে সমপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা

* The Constitution and the Laws of the United States which shall be made in pursuance thereof ..*shall be the supreme law of the land ;* and the judges in every State shall be bound thereby, *anything in the Constitution.. of any State to the contrary notwithstanding* (Itals mine).—Art. VI. Cl. 2

** "All persons born or naturalised in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside." *Sec. I of the Fourteenth Amendment*

অপরদিকে সিনেটে প্রত্যেকটি রাজ্য হইতে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সিনেটের সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন।

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভাকেও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম কক্ষের নাম হইল ইউনিয়নের সোবিয়েত (The Soviet of the Union) এবং ইহার সদস্যগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় কক্ষের নাম হইল জাতিপুঞ্জের সোবিয়েত (The Soviet of Nationalities)। এই কক্ষে প্রথমত প্রত্যেক অংগরাজ্য ইউনিয়ন-রিপাবলিক (Union Republic) হইতে সমানসংখ্যক সদস্য প্রেরিত হন, অর্থাৎ আয়তন ও জনসংখ্যা নির্বিশেষে জাতীয় নীতির ভিত্তিতে গঠিত প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক হইতে ২৫ জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ইহা ব্যতীত সংখ্যালঘু অন্যান্য জাতির শাসন-সংস্থা হইতে সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে দ্বিতীয় কক্ষে সদস্য প্রেরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেমন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক ১১ জন করিয়া, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল ৫ জন করিয়া এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা ১ জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া থাকে।

প। বৈসাদৃশ্য :

১। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আর সোবিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় নীতির ভিত্তিতে দ্বিতীয় পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরিত হন

সোবিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষের গঠন-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হয় যে সোবিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় কক্ষ গঠিত হয় জাতীয়তার এবং জাতিসমূহের সমানাধিকারের ভিত্তিতে আর আমেরিকার সিনেটের সদস্যগণ নির্বাচিত হয় আঞ্চলিক ভিত্তিতে, জাতীয় নীতির ভিত্তিতে নয়। সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থার সমর্থকগণের অভিমত হইল যে বহুজাতিসম্পন্ন সোবিয়েত রাষ্ট্রে দ্বিপরিষদযুক্ত আইনসভার মাধ্যমে সোবিয়েত নাগরিকদের সমস্বার্থ (common interests) এবং উহাদের পৃথক জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বার্থের মধ্যে সার্থকভাবে সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিষদ প্রথম পরিষদের সহিত সমান ক্ষমতা ভোগ করে বলিয়া কোন জাতি জনসংখ্যা বলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবার সুযোগ পায় না। অপরদিকে ফাইনারের মত পশ্চিমী লেখকগণের অভিমত হইল যে বিভিন্ন রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন অঞ্চল প্রভৃতিতে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক দল না থাকায় বিভিন্ন জাতির স্বার্থ সম্যকভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে না।*

মার্কিন ও সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আর একটি অন্যতম পার্থক্য হইল যে সোবিয়েত ইউনিয়নে অংগরাজ্যের যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার রহিয়াছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অংগরাজ্যের এরূপ কোন অধিকার নাই। সোবিয়েত নেতৃবৃন্দের বক্তব্য

*Finer, *Governments of Greater European Powers*

হইল, গণতন্ত্রসম্মত কোন যুক্তরাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে সংগঠিত করা যায় না যদি-না বিভিন্ন জাতির লোক উহাকে স্বেচ্ছামূলকভাবে গ্রহণ করে। তাই সোবিয়েত সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের থাকিবে। দাবি করা হয় যে ইহার দ্বারা সোবিয়েত ইউনিয়ন যে স্বেচ্ছামূলকভাবে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমেরিকায় ইউনিয়ন হইতে অংগরাজ্যের বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই অধিকার লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ চলে। শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়া প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া যায়। ১৮৬৪ সালে টেক্সাস বনাম হোয়াইট মামলায় মার্কিন দেশের সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য অংগরাজ্য লইয়া গঠিত এক অবিচ্ছেদ্য ইউনিয়ন।* পশ্চিমী শাসনতন্ত্রবিদগণের অনেকের ধারণা হইল, সোবিয়েত ইউনিয়নে অংগরাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার যে অধিকার সংবিধানে দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকৃত ক্ষমতা নয়।**

২। সোবিয়েত ইউনিয়নে যুক্তরাষ্ট্র হইতে অংগরাজ্যের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ অধিকার কোন অংগরাজ্যের নাই

সংবিধানের সংশোধন-পদ্ধতিতেও মার্কিন ও সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কে বলা হয় যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মর্যাদা ও ক্ষমতা (status and powers) সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলি যেন কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সরকার এককভাবে পরিবর্তন করিতে সমর্থ না হয়। এরূপ সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং অঞ্চলগুলি উভয়েরই অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। এই দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধন-পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিসম্মত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধিত করিতে হইলে হয় কংগ্রেসের প্রত্যেক কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা অথবা দুই-তৃতীয়াংশ অংগরাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক সভা (convention) সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। এই প্রস্তাব আবার অংগরাজ্যগুলির তিন-চতুর্থাংশের দ্বারা সমর্থিত হইলে তবেই সংবিধান সংশোধিত হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের সংশোধন ব্যাপারে কেন্দ্র ও অংগরাজ্য উভয়েরই ভূমিকা রহিয়াছে। অপরদিকে কিন্তু সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোবিয়েতের

৩। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কেন্দ্রীয় আইনসভার পরিবর্তন করিতে পারে; অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংশোধনের জন্য কেন্দ্র ও অংগরাজ্য উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন হয়

* "The constitution in all its provisions looks to an indestructible union, composed of indestructible states" Chase C. J., in *Texas v. White*

** "It is indeed significant that the one modern government claiming to be federal which grants a right to secede, the U. S. S. R. is the one where the exercise of the right is least likely to be permitted." K. C. Wheare

উভয় কক্ষের প্রত্যেকটিতে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংশোধন গৃহীত হইলেই সংবিধান সংশোধিত হইয়া থাকে। মাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভার অনুমোদনক্রমে সংশোধন সম্ভব হয় বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে সোবিয়েত ইউনিয়নকে ঠিক যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ইহার উত্তরে বলা হয়, যেহেতু কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ জাতিপুঞ্জের সোবিয়েত অংগরাজ্যগুলির জাতিসমূহের সমানসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত এবং যেহেতু কোন আইন এই কক্ষের অনুমোদন ব্যতীত পাস হইতে পারে না সেই হেতু অংগরাজ্যগুলির স্বাধীনতা বা স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যতীত সোবিয়েত ইউনিয়নে গণভোটের (referendum) ব্যবস্থাও রহিয়াছে। যে-কোন ইউনিয়ন-রিপাবলিক দাবি জানাইলে প্রেসিডিয়ামকে গণভোটের ব্যবস্থা করিতে হয়।

আবার বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত থাকা প্রয়োজন। এই আদালত কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন এবং দুই সরকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সংবিধানের চরম ব্যাখ্যাকার হিসাবে কার্য করিবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের চরম ব্যাখ্যাকার হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট রহিয়াছে। ইহা শাসন বিভাগের কার্য ও আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিয়া থাকে। সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা কিন্তু অন্য ধরনের। এখানে আইনের চরম ব্যাখ্যার ভার আদালতের হস্তে ন্যস্ত হয় নাই, উহা ন্যস্ত করা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডিয়ামের হস্তে। প্রেসিডিয়াম সোবিয়েত ইউনিয়নের আইনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিতে পারে কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনকে বাতিল করিতে পারে না। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদ এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশকে অবৈধ বলিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে।

৩৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রেসিডিয়ামের হস্তে সংবিধান ব্যাখ্যার ভার ন্যস্ত

অনেকের মতে, সংবিধানের অভিভাবক ও আইনের চরম ব্যাখ্যাকার প্রেসিডিয়াম হইল একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা (a political body)। সুতরাং ইহা নিরপেক্ষভাবে অংগরাজ্যগুলির ক্ষমতা বা স্বার্থ বজায় রাখিতে পারে না। এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয়, প্রেসিডিয়াম যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে গঠিত। ইহাতে প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক হইতে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি সহ-সভাপতি হিসাবে কার্য করেন। সুতরাং আঞ্চলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া, ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কোন ইউনিয়ন-রিপাবলিক দাবি জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে গণভোটের ব্যবস্থা করিতে হয়।

অন্যান্য আরও কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে মার্কিন ও সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, সোবিয়েত ইউনিয়নের অংগ-রাজ্যগুলি অনেক বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলি হইতে অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন, প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গঠনের ক্ষমতা রহিয়াছে। আবার ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন, এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধি (diploma ic and consular representativos) বিনিময় করিতে সমর্থ। সোবিয়েত রাষ্ট্র-নীতিবিদগণের বক্তব্য হইল যে এই ব্যবস্থা অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সূচক। অপরদিকে, পশ্চিমী রাষ্ট্রনীতি-বিদগণের অভিমত হইল যে ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির এই সকল ক্ষমতার বিশেষ তাৎপর্য নাই, কারণ সর্ববিষয়ই কমিউনিষ্ট দলের নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হয়।

৫। সোবিয়েত ইউনিয়নে অংগরাজ্যগুলি যেমন সৈন্যবাহিনী গঠন, বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি ক্ষমতা ভোগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির তেমন ব্যাপক ক্ষমতা নাই

পরিশেষে বলা হয়, কোন কোন বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অংগরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত অধিক মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব অংগরাজ্যগুলির তুলনায় উহাদের ক্ষমতা কম। কারণ হিসাবে দুইটি বিষয়েব কথা উল্লেখ করা হয়। প্রথমত বলা হয়, সর্বাত্মক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকায় অংগরাজ্যগুলির বিশেষ স্বাধীনতা নাই, সকলই কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয়ত বলা হয়, আর্থিক ক্ষমতার (financial power) একচেটিয়া অধিকারী হইল কেন্দ্রীয় সরকার, কারণ সংবিধান অনুসারে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় বাজেট ও আয়-ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারই অনুমোদন করে। এই সকল যুক্তির উত্তরে বলা হয় যে সোবিয়েত ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার (democratic centralism) ভিত্তিতে গঠিত। সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় সর্বাংগীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং ইহাতে সকল অংগরাজ্যের সমস্বার্থ রহিয়াছে। তাই মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রিকতাকে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহার সংগে আবার বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট স্বার্থ-সংরক্ষণার্থে অংগরাজ্যগুলির হস্তে ব্যাপক ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও 'দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা'র (dualistic federalism) স্থান বর্তমানে অধিকার করিয়াছে 'সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' (cooperative federalism)। ইহার ফলে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে।

৬। বলা হয় যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা থাকার দরুন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ যত অধিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তত অধিক নয়

সংক্ষিপ্তসার

সোবিয়েত ইউনিয়ন সমমর্যাদাসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকসমূহের স্বেচ্ছামূলক সম্মেলনের ফলে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র। এই সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকসমূহ 'ইউনিয়ন-রিপাবলিক' নামে অভিহিত। ইহাদের বর্তমান সংখ্যা ১৫।

সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণ নীতির সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে। এইজন্য সোবিয়েত ইউনিয়নকে 'বহুজাতিবিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র' বলা হইয়াছে। ইউনিয়ন রিপাবলিক ছাড়া অন্যান্য সংস্থার স্বায়ত্তশাসন ও সুপ্রীম সোবিয়েতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যায় কি না, সে-বিষয়ে মতবিরোধ আছে।

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য : সোবিয়েত ইউনিয়নে অবশ্য ক্ষমতা বণ্টন ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি অনেকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির ন্যায়। এখানেও কেন্দ্রের হস্তে নির্দিষ্ট ক্ষমতা এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলিকে অবশিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা চারি শ্রেণীর, এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির অবশিষ্ট ক্ষমতা ছাড়াও সার্বভৌমিকতা-সূচক উল্লিখিত ক্ষমতাও আছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে নীতি স্থির করিয়া দেয় কেন্দ্রীয় সরকার, এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলি ঐ সকল নীতি অনুসারেই আইন প্রণয়ন করে।

কেন্দ্র ও ইউনিয়ন রিপাবলিক উভয় সরকারেই দুই প্রকার মন্ত্রিদপ্তর আছে। ইহাদের মধ্যে কেন্দ্রের এক মন্ত্রিদপ্তরের সহিত ইউনিয়ন-রিপাবলিকের এক মন্ত্রিদপ্তরের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

কেন্দ্রীয় আইন ও ইউনিয়ন-রিপাবলিক আইনের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে প্রথমোক্ত আইনই বলবৎ থাকে। সোবিয়েত ইউনিয়নে সংবিধান সংশোধনের ভার এককভাবে কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত এবং বিচারালয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই। এই দুই ব্যবস্থাই যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হয়।

সোবিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার তুলনা : সাদৃশ্য—(১) উভয় দেশেই ক্ষমতা বণ্টন-পদ্ধতি মোটামুটি এক ধরনের। (২) উভয় দেশেই কেন্দ্রীয় আইনের প্রাধান্য স্বীকৃত। (৩) উভয় দেশেই অংগরাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান রহিয়াছে। (৪) উভয় দেশেই অংগরাজ্যের সম্মতি ব্যতীত উহার ভূখণ্ডের পরিবর্তন করা যায় না। (৫) উভয় দেশেই দ্বৈত নাগরিকতার ব্যবস্থা রহিয়াছে। (৬) উভয় দেশেই কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে সমপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বৈসাদৃশ্য—(১) কিন্তু মার্কিন দেশে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রত্যেক রাজ্য হইতে সিনেটে ২ জন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন অপরদিকে সোবিয়েত ইউনিয়নে দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যগণ জাতীয় নীতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন-রিপাবলিকের প্রত্যেকটি হইতে ২৫ জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরিত হন। (২) সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার রহিয়াছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির এরূপ কোন অধিকার নাই। (৩) সোবিয়েত ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় আইনসভা সংবিধানের সংশোধন করিতে সমর্থ কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের সংশোধনের জন্য কেন্দ্র এবং অংগরাজ্য উভয়েরই অনুমোদন প্রয়োজন। (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রেসিডিয়ামই সংবিধানের ব্যাখ্যা করে। (৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যের তুলনায় বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, সৈন্যবাহিনী গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে সোবিয়েত ইউনিয়নের অংগরাজ্যগুলি ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। (৬) সমাজ-তান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকায় সোবিয়েত ইউনিয়নে কেন্দ্রিকতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অধিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েত

(THE SUPREME SOVIET OE THE U. S. S. R.)

[সুপ্রীম সোবিয়েত, ইউনিয়নের সোবিয়েত ও জাতিপুঞ্জের সোবিয়েত গঠন. পদচ্যুতি, ক্ষমতা, গণভোট—দ্বিতীয় কক্ষের সপক্ষে যুক্তি—সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রেসিডিয়াম: প্রেসিডিয়ামের বৈশিষ্ট্য, গঠন ও ক্ষমতা]

সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রকৃতি, গঠন ও কার্যাবলী (Nature, Organisation and Functions of the Supreme Soviet): সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েত। এই সুপ্রীম সোবিয়েতের সহিত অন্যান্য দেশের আইনসভার প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। অন্যান্য দেশ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ (Separation of Powers) এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের (Checks and Balances) নীতি অল্পবিস্তর মানিয়া চলে। এইরূপ করিবার যুক্তি হইল যে, এই নীতির অনুসরণের ফলে স্বৈরাচারের ভয় থাকে না এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। সোবিয়েত ইউনিয়ন এ-যুক্তিতে বিশ্বাসী নয়। উহার বক্তব্য হইল, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ফলে রাষ্ট্রশক্তির কার্যকারিতা নষ্ট হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভারসাম্যের নীতি কিংবা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উপর নির্ভর করে না। উহা নির্ভর করে শ্রেণী-সম্পর্কের প্রকৃতির উপর। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আইনসভাকে জনপ্রতিনিধিমূলক বলা হইলেও আসলে রাষ্ট্রের সকল বিভাগেই আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে। উপরন্তু, আনুষ্ঠানিকভাবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতি প্রবর্তিত থাকিলেও বর্তমানে শাসন বিভাগ ও আমলাকর্মচারীদের প্রাধান্য দেখা যায়—আইনসভা নিছক বিতর্ক সভায় পরিণত হয়। সোবিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান করা হইয়াছে—সমস্ত লোকই এখন পরিকল্পনার মাধ্যমে সমভোগবাদী সমাজ (communism) প্রতিষ্ঠা করিতে আগ্রহান্বিত। সুতরাং ইহাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ এক ও অভিন্ন। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তিতেও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।* এই কারণেই সুপ্রীম সোবিয়েত আইন শাসন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে

সুপ্রীম সোবিয়েতের সহিত অন্যান্য দেশের আইনসভার পার্থক্য

* "The most important difference in form between the Soviet government and that of a capitalist democracy is its unity of State power." Dr. Anna Louise Strong

সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করে। রাষ্ট্রশক্তির এই কেন্দ্রীভূত ব্যাপক ক্ষমতা দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত ও শোষণের অবসান হওয়ায় এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকায় সুপ্রীম সোবিয়েত ও রাষ্ট্রশক্তির অন্যান্য সংগঠন জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী কায করে। ইহা ব্যতীত সুপ্রীম সোবিয়েতের সদস্যদের সহিত জনসাধারণের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ এবং প্রয়োজন হইলে জনসাধারণ কোন সদস্যকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারে।

ইউনিয়নের সোবিয়েত (The Soviet of the Union) এবং জাতিপুঞ্জের সোবিয়েত (The Soviet of the Nationalities)—এই দুইটি কক্ষ লইয়া সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েত গঠিত। দুই কক্ষের সদস্যরাই নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক তিন লক্ষ লোকপ্রতি একজন প্রতিনিধি থাকিবে এই ভিত্তিতে ইউনিয়নের সোবিয়েত বা উচ্চতর কক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। জাতিপুঞ্জের সোবিয়েতের নির্বাচনের পদ্ধতি হইল যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক হইতে ২৫ জন প্রতিনিধি, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক হইতে ১১ জন প্রতিনিধি, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল হইতে ৫ জন প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা (National Area) হইতে ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। জাতি ধর্ম শিক্ষা আবাস সম্পত্তি প্রভৃতি নির্বিশেষে ১৮ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে। প্রত্যেক ২৩ বৎসর বয়স্ক নাগরিকের অধিকার রহিয়াছে কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রতিনিধি হইবার। নির্বাচকেরা পদচ্যুতি (Recall) পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিনিধিদের সদস্যপদ হইতে অপসারিত করিতে পারে।

সুপ্রীম সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা

গঠন

নির্বাচকদের প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিবার অধিকার আছে

প্রত্যেক কক্ষ একজন সভাপতি এবং ৪ জন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। সুপ্রীম সোবিয়েতের কার্যকাল হইল ৪ বৎসর, যদি-না অবশ্য উহাকে ইতিমধ্যেই ভাঙিয়া দেওয়া হয়। সাধারণত বৎসরে দুইবার করিয়া সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের আহ্বানক্রমে সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন বসে। প্রয়োজনবোধে বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সমগ্র সোবিয়েত ইউনিয়নের অধিকারভুক্ত যে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়িত্বশীল সংস্থাসমূহ—অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম, মন্ত্রি পরিষদ ও মন্ত্রিদপ্তরসমূহ প্রয়োগ করে তাহা ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েত নিজেই প্রয়োগ করিয়া থাকে। সোবিয়েত রাষ্ট্রের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি-নির্ধারণ কেন্দ্রীয়

ক্ষমতা :

সুপ্রীম সোবিয়েতের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন, সোবিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীর গঠন নীতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সমগ্র দেশের বাজেট ইত্যাদি বিষয় সুপ্রীম সোবিয়েত স্থির করে। সোবিয়েত ইউনিয়নে নূতন রিপাবলিকের প্রবেশ, ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির সীমানার পরিবর্তনের অনুমোদন, নূতন স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক এবং স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল গঠনে সম্মতি প্রদান প্রভৃতি ক্ষমতাও সুপ্রীম সোবিয়েত প্রয়োগ করিয়া থাকে।

বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ

সোবিয়েত রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাসন-সংস্থার কার্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও সুপ্রীম সোবিয়েতের। ইহা কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা পৃথকভাবে মন্ত্রীদের নিকট হইতে তাহাদের কার্যের রিপোর্ট চাহিতে পারে। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কর্মচারীদের কার্যাদি কিভাবে চলিতেছে তাহা অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধানকারী, হিসাবপত্র পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য কমিশন নিয়োগ করার অধিকার রহিয়াছে। সুপ্রীম সোবিয়েতের সদস্যগণ সোবিয়েত সরকার বা যে-কোন মন্ত্রীকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন। এই সকল জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর তিন দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কক্ষে উপস্থিত করিতে হয়।

সমগ্র সোবিয়েত ইউনিয়নের জন্য আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা হইল কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েতের। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের মৌলিক নীতিগুলি সুপ্রীম সোবিয়েত নির্ধারণ করে। ইহা ব্যতীত বিচার-ব্যবস্থা ও বিচার-পদ্ধতি, শ্রম, বিবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত আইনের নীতি নির্ধারণ করে। ভূমিস্বত্ব, খনিজ সম্পদ, বন ও নদনদীর ব্যবহার কি হইবে না-হইবে তাহা নির্ধারণ করে। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষানীতি সম্পর্কেও মূলনীতি সুপ্রীম সোবিয়েত স্থির করিয়া দেয়। সুপ্রীম সোবিয়েতের উভয় কক্ষ, প্রেসিডিয়াম, সোবিয়েত সরকার, উভয় কক্ষের কমিশন, সর্বোচ্চ আদালত, প্রোকিউরেটর-জেনারেল ইত্যাদির আইন উত্থাপনের ক্ষমতা রহিয়াছে। কমিউনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটিও সরাসরি সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট আইনের প্রস্তাব পেশ করিতে পারে।

আইনসংক্রান্ত

সুপ্রীম সোবিয়েতের আইনকে রদবদল করিবার ক্ষমতা অন্য কোন সংস্থার নাই। একমাত্র গণভোটের সাহায্যে জনসাধারণের নিকট ইহার প্রস্তাবিত আইনকে উপস্থিত করা চলে।

গণভোট

কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েতের দুই কক্ষ সমক্ষমতা ভোগ করে। দুই কক্ষেই সমভাবে আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে এবং প্রত্যেক কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত না হইলে কোন আইন পাস হইতে পারে না। সংবিধানের পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আইন পাস করিতে হইলে প্রস্তাবিত আইন প্রত্যেক কক্ষের

দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। কোন বিষয়ে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে মীমাংসার জন্য প্রত্যেক কক্ষ হইতে সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত একটি মীমাংসা কমিশন (Conciliation Commission) নিযুক্ত করা হয়। এই কমিশন যদি মীমাংসাকার্যে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে দুই কক্ষ প্রশ্নটির পুনর্বার বিচারবিবেচনা করে। তাহাতেও যদি প্রশ্নটির মীমাংসা করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম (The Presidium of the Supreme Soviet of the U. S. S. R.) সুপ্রীম সোবিয়েতকে ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দেয়। কোন আইন সুপ্রীম সোবিয়েত কর্তৃক পাস হওয়ার পর উহা সরকারীভাবে প্রেসিডিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কোন একটি ভাষায় মাত্র উহা প্রকাশিত হয় না। যতগুলি ইউনিয়ন-রিপাবলিক আছে উহাদের প্রত্যেকের ভাষায় উহাকে প্রকাশ করা হয়। এরূপ করিবার যুক্তি হইল যে সোবিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন ভাষাভাষী বহুজাতিসম্পন্ন রাষ্ট্র (Multinational State)। সুতরাং বিভিন্ন জাতির সম-অধিকারের নীতি অনুসরণ করিয়া আইনগুলিকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

কক্ষদ্বয় সমক্ষমতা-সম্পন্ন

উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসার পদ্ধতি

নিয়োগ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েতের ক্ষমতা বিশেষ ব্যাপক। কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম, সর্বোচ্চ আদালতের নির্বাচন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদ ও প্রোকিউরেটর-জেনারেল (The Procurator-General of the U. S. S. R.) নিয়োগ করে এই সুপ্রীম সোবিয়েত।

সুপ্রীম সোবিয়েতের নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা

সুপ্রীম সোবিয়েত নিজের কাযে সহায়তা করিবার জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিশন নিয়োগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক কক্ষে আইনের প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিশন (a commission of legislative proposals), বাজেট সংক্রান্ত কমিশন (a budgetary commission) ও বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত কমিশন (a commission of foreign affairs) এই তিনটি স্থায়ী কমিশন থাকে। ইহা ছাড়া জাতিপুঞ্জের সোবিয়েতে একটি অর্থনৈতিক কমিশন আছে। এই কমিটিগুলি পৃথকভাবে প্রত্যেক কক্ষ সদস্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করে। স্থায়ী কমিশন ছাড়া সুপ্রীম সোবিয়েত অস্থায়ী কমিশনও নিয়োগ করিতে পারে।

স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিশন নিয়োগ

কমিশনগুলির কার্য হইল সুপ্রীম সোবিয়েতের বিভিন্ন বিচার্য বিষয়গুলির বিশদ আলোচনা করিয়া নিজেদের সুপারিশগুলি সুপ্রীম সোবিয়েতের সংশ্লিষ্ট কক্ষ বা কক্ষদ্বয়ের নিকট পেশ করা।

সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েতকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করিবার যুক্তি (Reasons for making the Supreme Soviet of the U. S. S. R. Bicameral) ঃ অন্যান্য দেশে যে-যুক্তিতে বা যে-উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিষদ প্রবর্তিত হইয়াছে সেই যুক্তিতে বা সেই উদ্দেশ্যে সোবিয়েত ইউনিয়নে দ্বিতীয় পরিষদ প্রবর্তিত হয় নাই। অন্যান্য দেশে দ্বিতীয় পরিষদ সৃষ্টির পিছনে যে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহার মধ্যে অন্যতম যুক্তি হইল যে একপরিষদসম্পন্ন আইনসভা মুহূর্তের আবেগে অবিবেচনাপ্রসূত আইন পাস করিতে পারে। সুতরাং যদি দ্বিতীয় পরিষদ থাকে তাহা হইলে প্রত্যেকটি বিষয় পুংখানুপুংখভাবে আলোচিত হইতে পারে। ইহার ফলে প্রত্যেক বিলের দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং বিচারবিবেচনায় যে-কালক্ষেপ হয় তাহাতে অনেক সময়ই প্রথম পরিষদের ক্ষণিকের আবেগ অন্তর্হিত হয়। এইভাবে দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনা-প্রসূত আইন প্রণয়নকে দেশের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে (checks hasty legislation)।

অন্যান্য দেশে দ্বি-পরিষদত্বের সপক্ষে যুক্তি

এই যুক্তির সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই সমর্থন করে। ভারত ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে দ্বিতীয় পরিষদ জনপ্রিয় কক্ষ নয় এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হয় না। যেমন, ইংল্যাণ্ডের লর্ড সভার বেশীর ভাগ সদস্যই উত্তরাধিকারসূত্রে সদস্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ভারতে রাজ্যসভার সদস্যগণ অংশত রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং অংশত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। এই অবস্থায় দ্বিতীয় পরিষদকে জনপ্রিয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিলকে সংশোধন করিবার বা বিলম্ব করাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ অগণতান্ত্রিকতার সমর্থন করা। পশ্চিমী দেশগুলি দ্বিপরিষদ সম্পর্কে অন্যতম শাসনতন্ত্রবিদ ফাইনার যে-উক্তি করিয়াছেন তাহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার মন্তব্যটি হইল, যেখানেই স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠের হাত হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছে সেখানেই দ্বিতীয় পরিষদের দাবি করা হইয়াছে।* সহজ ভাষায় বলা যায়, আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী দ্বিতীয় পরিষদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ জনসাধারণের হাত হইতে সংরক্ষিত করিতেই চেষ্টা করে। ব্রিটিশ লর্ড সভার ইতিহাস হইতে এই সমালোচনার যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের উৎপত্তির গোড়ায়ও ঐ একই সম্পত্তি-সংরক্ষণের তাগিদ ছিল।

দ্বিতীয় পরিষদের সপক্ষে আর একটি প্রধান যুক্তি হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-

---

* "Wherever there are interests which desire defence from the grasp of the majority, a bicameral system will be claimed ; for even delay of an undesirable policy is already a gratifying deliverance." Finer

ব্যবস্থায় অংগরাজ্যগুলির স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সমপ্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি দ্বিতীয় পরিষদ থাকিবে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় পরিষদ প্রত্যেক অংগরাজ্য হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত।

সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রনেতাদের ধারণা হইল যে, সাধারণত দ্বিতীয় পরিষদ হইল প্রগতিবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ইহার কার্য হইল মালিকশ্রেণীর স্বার্থসাধন করা।* এই উদ্দেশ্যেই আবার ঐ সকল দেশের দ্বিতীয় পরিষদ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, দ্বিতীয় পরিষদের ইতিহাস যদি প্রতিক্রিয়াশীলতার ইতিহাসই হয় এবং সোবিয়েত রাষ্ট্রে যদি আর্থিক স্বার্থের সংঘর্ষ বিলুপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ দেশে দ্বিতীয় পরিষদ প্রবর্তিত করিবার কারন কি? ইহার উত্তরে বলা হয়, সোবিয়েত রাষ্ট্র একজাতিবিশিষ্ট (a single-nation State) হইলে দ্বিপরিষদবিশিষ্ট আইনসভার পরিবর্তে একপরিষদবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা অধিকতর কাম্য হইত। কিন্তু সোবিয়েত রাষ্ট্র একজাতিবিশিষ্ট নয়, বহুজাতিবিশিষ্ট (a multinational State)। এরূপ বহুজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্রে দ্বিতীয় পরিষদের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। সোবিয়েত নাগরিকদের যেমন একদিকে সমস্বার্থ রহিয়াছে সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো এবং প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার, অপরদিকে তেমনি আবার বিশিষ্ট স্বার্থ রহিয়াছে নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য, জীবনযাত্রা, ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের। এই দুই-এর মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সামঞ্জস্যবিধান করিবার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েতকে দ্বিপরিষদবিশিষ্ট করা হইয়াছে। সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রথম পরিষদ ইউনিয়নের সোবিয়েতে (The Soviet of the Union) প্রতিফলিত হয় সমস্ত নাগরিকের সাধারণ স্বার্থ, আর দ্বিতীয় পরিষদ জাতিপুঞ্জের সোবিয়েতে (The Soviet of Nationalities) প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট স্বার্থ। বিভিন্ন জাতি জাতিপুঞ্জের সোবিয়েতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া নিজ নিজ প্রয়োজন ও জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত বক্তব্য পেশ এবং আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। সুতরাং বলা হয়, অন্যান্য দেশের তুলনায় সোবিয়েত রাষ্ট্রের দ্বিতীয় পরিষদের উদ্ভবের কারণ ও ভূমিকার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।** সোবিয়েত রাষ্ট্রের দ্বিতীয় পরিষদের গঠন-পদ্ধতিও অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত। অন্যান্য দেশে মনোনয়ন, উত্তরাধিকার সূত্র, উচ্চতর যোগ্যতা প্রভৃতির ভিত্তিতে দ্বিতীয় পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হয়, সোবিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় পরিষদে

সোবিয়েত ইউনিয়নে ইহার সপক্ষে যুক্তি

* "Ordinarily the upper chamber degenerates into a centre of reaction and a brake upon forward movement." Stalin, *Report on the Draft of the USSR Constitution*

** "......the two-chamber system in the Supreme Soviet has a different origin and practice from the two-chamber system elsewhere common." A. L. Strong

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হয় আঞ্চলিক ভিত্তিতে, জাতীয় ভিত্তিতে নয়।* সোবিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন জাতীয় নীতির ভিত্তিতে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জাতি উভয়েরই প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা রহিয়াছে। ফলে কোন বৃহৎ জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য করিতে পারে না। জনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত প্রথম পরিষদও দ্বিতীয় পরিষদের বিরুদ্ধে যাইতে পারে না, কারণ আইন প্রণয়ন, সংবিধানের সংশোধন প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই উভয় পরিষদের অনুমোদন থাকা প্রয়োজন।

সুপ্রীম সোবিয়েতের সমালোচনা (Criticism of the Supreme Soviet): পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লেখকগণ সুপ্রীম সোবিয়েতের কার্যকারিতা বা গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে সংবিধান অনুসারে যদিও সুপ্রীম সোবিয়েত আইন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, কার্যক্ষেত্রে ইহার ক্ষমতা একাধিক কারণে সীমাবদ্ধ। অন্যতম শাসনতন্ত্রবিদ ফাইনার (Herman Finer) এই সম্পর্কে বলেন যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কমিউনিষ্ট দল ও প্রেসিডিয়ামের ভূমিকার দরুন সুপ্রীম সোবিয়েতের ক্ষমতা কার্যকরী নয়। সোবিয়েত দেশে আইনত একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল কমিউনিষ্ট দল। এই কমিউনিষ্ট দলই সুপ্রীম সোবিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে এবং সুপ্রীম সোবিয়েতের নীতি স্থির করে। সোবিয়েত রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান শাসন-সংস্থা হইল প্রেসিডিয়াম। এই প্রেসিডিয়াম একাধারে আইন-প্রণয়নকারী কমিটি অপরদিকে ক্যাবিনেট হিসাবে কার্য করে। সুপ্রীম সোবিয়েত যখন অধিবেশনে থাকে না তখন প্রেসিডিয়াম দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদিগকে পদচ্যুত করে। ইহা ব্যতীত এই সময় প্রেসিডিয়াম নির্দেশ বা ডিক্রি (decrees) জারি করিতে সমর্থ। এই নির্দেশ আইন হিসাবে প্রচলিত হয়। এখন সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন প্রেসিডিয়াম আহ্বান না করিলে হইতে পারে না। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে বৎসরে দুইবার আহ্বান করিতে হয়। সাধারণত প্রত্যেক অধিবেশন মাত্র ৮-১০ দিন ধরিয়া চলে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাজেট, আইন ইত্যাদি সম্পর্কিত কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রেসিডিয়ামেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

সুপ্রীম সোবিয়েতের সমালোচনা

কমিউনিষ্ট দল ও প্রেসিডিয়ামের প্রাধান্য থাকায় সুপ্রীম সোবিয়েতের কার্যকারিতা বিশেষ নাই

* "In bourgeois states .the second chamber is formed from 'administrative-territorial units. With this arrangement, national interests are not taken in account, so that the national pressure upon weak peoples is intensified" Vyshinsky

বলা হয়, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রেসিডিয়ামই সোবিয়েতগুলির উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। অন্য আর একভাবেও বলা যায় যে কমিউনিষ্ট দলই দেশের শাসনকার্য করিয়া থাকে, সোবিয়েতগুলির কার্য হইল বিনা প্রতিবাদে দলীয় কাযে সম্মতিজ্ঞাপন।* এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া টাউষ্টার (Julian Towster) বলেন যে সুপ্রীম সোবিয়েত তত্ত্বগতভাবে সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন সংস্থা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা অনুমোদনকারী সংস্থা ভিন্ন কার কিছুই নয়। কারণ, ইহা বৃহদাকারের এবং অল্প সময়ের জন্যই অধিবেশনে থাকে।**

উপরি-উক্ত সমালোচনার মূল বক্তব্য হইল একমাত্র কমিউনিষ্ট দল থাকার দরুন সোবিয়েত আইনসভা অগণতান্ত্রিক এবং প্রেসিডিয়ামের মত সংস্থা থাকায় উহার কাযকারিতা বিশেষ নাই। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে একাধিক দল থাকায় সংগঠিত বিরোধী দল সরকারের সম্যক সমালোচনা কবিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সুপ্রীম সোবিয়েতে এরূপ কোন সংগঠিত বিরুদ্ধ সমালোচনার ব্যবস্থা নাই। ইহা ব্যতীত একটিমাত্র দলই সুপ্রীম সোবিয়েতের নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, লোকের প্রার্থী নির্বাচনে কোনপ্রকার পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন বা স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলা হয় যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত আছে বলিয়া দলীয় দ্বন্দ্ব রহিয়াছে† এবং আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে নির্বাচন ও আইনসভা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। আইনসভায় যে তর্কবিতর্ক চলে তাহার দ্বারা সাধারণ লোকের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় না বা শোষণমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে না। সোবিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণীস্বার্থের সংঘর্ষ নাই—সকলেই সমাজের লক্ষ্য সম্পর্কে একমত এবং কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে সমভোগবাদী সমাজ-গঠনে দৃঢ়সংকল্প। কমিউনিষ্ট দলের জনপ্রিয়তা থাকিলেও নির্বাচনে অন্যান্য সংগঠনও প্রার্থী দাঁড় করাইতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। নির্বাচিত সদস্যগণকে আবার নির্বাচকদের নিকট কার্যাকাযের জন্য সকল সময়ই জবাবদিহি করিতে হয় এবং নির্বাচকরা সন্তুষ্ট না হইলে

সমালোচনার উত্তর

* "In democratic systems the legislature dominates the executive; in the U.S.S.R. in practice, and without constitutional denial, the Presidium dominates the Soviets" Finer

** "Though theoretically the sole legislating organ in the Soviet pyramid, the Supreme Soviet, like its predecessors—large in composition and meeting for a brief period in the course of the year—has so far operated primarily as a ratifying and propagating body" Julian Towster, *Political Power in the U S.S R.*

† "The existence of conflicting political parties is inconceivable without conflicting interests. And the only permanent divergences of interest between groups of citizens, sufficient to keep going a system of political parties are those of a class character." Pat Sloan

আইনসভার সদস্যকে সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতে হয়। একটি দল থাকা সত্ত্বেও সুপ্রীম সোবিয়েতে সরকারের শাসনকার্যের যথেষ্ট সমালোচনা হইয়া থাকে। লক্ষ্যের ঐক্য থাকায় সুপ্রীম সোবিয়েতের সমালোচনা ও বিতর্ক গঠনমূলক হয়, পশ্চিমী দেশের আইনসভার বিতর্কের মত মাত্র ফাঁকা বাকবিতণ্ডায় শেষ হয় না।* সুপ্রীম সোবিয়েতে অকার্যকারিতা ও প্রেসিডিয়ামের প্রাধান্যের অভিযোগ সম্পর্কে বলা হয় যে প্রেসিডিয়ামের হস্তে ডিক্রী বা নির্দেশ জারি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইলেও ঐ সংস্থাকে সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়িত্বশীল থাকিতে হয়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সুপ্রীম সোবিয়েত প্রেসিডিয়ামের সদস্যদের পদচ্যুত করিতে পারে। সুপ্রীম সোবিয়েত প্রণীত কোন আইন প্রেসিডিয়াম বা অন্য কোন সংস্থা রহিত করিতে পারে না; অপরপক্ষে প্রেসিডিয়ামের নির্দেশাদি সুপ্রীম সোবিয়েত বাতিল করিয়া দিতে পারে। বরং সোবিয়েত আইনসভার সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে আইনসভা বিশেষ কার্যকর নয় এবং শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন —যেমন, ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রি-পরিষদই আইনসভাকে পরিচালিত করিয়া থাকে—এমনকি ভাঙিয়া দিতে পারে। সকল আইনই প্রায় মন্ত্রি-পরিষদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয় এবং আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ইহা ব্যতীত ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইনকে বাতিল করিয়া দিতে পারে।

সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রেসিডিয়াম (The Presidium of the Supreme Soviet of the U.S.S.R.) :

সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রপতির স্থলে আছে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী

সোবিয়েত রাষ্ট্রের শীর্ষে কোন একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নাই: তাঁহার স্থলে আছে একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম (The Presidium) নামে পরিচিত এক সংস্থা। ইহাকে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী (a Collegium President) বলিয়াও আখ্যা দেওয়া যায়। সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন বৎসরে দুইবার বসে; অবশ্য বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থাও করা যায়। সুতরাং দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থার প্রয়োজন হয়। এই সংস্থাই হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রেসিডিয়াম।**

প্রথমেই এই প্রেসিডিয়ামের কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, প্রেসিডিয়ামের সকল সদস্যকেই সুপ্রীম সোবিয়েতের উভয়

* "The utter and complete absence of party quarrels (characteristics of bourgeoise parliaments) makes the work of the sessions of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. active and fruitful, and deputies' criticism efficient." Vyshinsky

** "The Presidium is a body elected by the Supreme Soviet to act as a sort of Executive Committee between its sessions." Pat Sloan, *How The Soviet State Is Run*

কক্ষ একত্র অধিবেশনে মিলিত হইয়া নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত করে। সমস্ত কার্যের জন্য প্রেসিডিয়ামকে সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়।

বৈশিষ্ট্য :
১। সদস্যগণ উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন

বর্তমান সংবিধানের খসড়ার আলোচনাকালে জনসাধারণ কর্তৃক প্রেসিডিয়ামের সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, ইহাতে সভাপতি জনপ্রতিনিধিসমন্বিত রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা সুপ্রীম সোবিয়েতে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িবেন।

(দ্বিতীয়ত, প্রেসিডিয়াম গঠনে আন্তর্জাতিক নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। ১ জন সভাপতি, প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক হইতে ১ জন করিয়া—অর্থাৎ, ১৫ জন

২। গঠন ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ

সহ-সভাপতি, ১ জন কর্মসচিব এবং অপর ১৬ জন সদস্য লইয়া প্রেসিডিয়াম গঠিত।* সহ-সভাপতিগণ জাতীয় ইউনিয়ন-রিপাবলিকের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রেসিডিয়ামে এইভাবে প্রত্যেক অংগরাজ্যের প্রতিনিধি থাকায় সোবিয়েত রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়াছে।** বিশেষ করিয়া যখন প্রেসিডিয়ামের হস্তে সোবিয়েত ইউনিয়নের আইনের ব্যাখ্যার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে তখন প্রেসিডিয়ামে অংগরাজ্যের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা যুক্তিসংগতই হইয়াছে।

তৃতীয়ত, প্রেসিডিয়ামের কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই। কেন্দ্রের আইন প্রণয়ন করিবার সর্বময় কর্তা হইল সুপ্রীম সোবিয়েত। প্রেসিডিয়াম শুধু সমগ্র

৩। ইহার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই কিন্তু আইনের ব্যাখ্যার ক্ষমতা আছে

ইউনিয়নের আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং আইনানুযায়ী আদেশ (decrees) জারি করিতে পারে। অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মত প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোবিয়েত প্রণীত আইনকে বাতিল করিতে পারে না। অপরপক্ষে, প্রেসিডিয়ামের ডিক্রী বা নির্দেশাদি সুপ্রীম সোবিয়েত বাতিল করিয়া দিতে পারে। সুতরাং সুপ্রীম সোবিয়েত প্রণীত আইনের মর্যাদা প্রেসিডিয়ামের নির্দেশ অপেক্ষা অধিক। বস্তুতপক্ষে সোবিয়েত রাষ্ট্রবিদদের মতে সুপ্রীম সোবিয়েত কর্তৃক প্রণীত নিয়মকানুনই হইল আইন।)

* Article 48 of the Constitution of the U.S.S.R. (as amended by the Seventh Session of the Fifth Supreme Soviet of the U.S.S.R.) সংবিধানে এইভাবে প্রেসিডিয়ামের সদস্যসংখ্যা ৩৩ জনের কথা উল্লেখ করা হইলেও ডেনিসভ (Denisov) এবং কিরিচেংকো (Kirichenko) কর্তৃক লিখিত এবং সরকারীভাবে প্রকাশিত 'Soviet State Law' নামক পুস্তকে প্রেসিডিয়াম ৩২ জন সদস্য (১ জন সভাপতি, ১৫ জন সহ-সভাপতি, ১ জন কর্মসচিব এবং অপর ১৫ জন সদস্য) লইয়া গঠিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

** "The number of Vice-Presidents of the Presidium (15 Vice-Presidents according to the number of the Union-Republics) shows that the structure of this state organ, like that of the Supreme Soviet, reflects the federative character of the Union of Soviet Socialist Republics." A. Denisov & M. Kirichenko, *Soviet State Law*

প্রেসিডিয়ামের প্রবর্তিত নিয়মকানুন হইল মাত্র নির্দেশ এবং এই নির্দেশ আইনের ঊর্ধ্বে যাইতে পারে না।

চতুর্থত, সুপ্রীম সোবিয়েতের দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধের মীমাংসা সম্ভব না হইলে সেই সময়েই শুধু প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোবিয়েতকে ভাঙিয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত স্বেচ্ছায় অন্য কোন অবস্থায় উহাকে ভাঙিয়া দিতে পারে না।

৪। উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা ছাড়া অন্য কোন কারণে ইহা সুপ্রীম সোবিয়েতকে ভাঙিয়া দিতে পারে না

প্রেসিডিয়ামের অন্যান্য ক্ষমতাকে সংক্ষেপে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ঃ

(ক) রাষ্ট্রনৈতিক ও সংগঠনমূলক বিষয়ে ক্ষমতা ঃ প্রেসিডিয়াম নিজের উদ্যোগে অথবা যে-কোন ইউনিয়ন-রিপাবলিক দাবি জানাইলে গণভোটের ব্যবস্থা করে। সুইজারল্যাণ্ডের মত সোবিয়েত ইউনিয়নে এইভাবে প্রস্তাবিত আইন সরাসরি জনসাধারণের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোবিয়েতের দুই কক্ষের কাযের সমন্বয়সাধন করে। ইহা সুপ্রীম সোবিয়েতের সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে এবং উহার মেয়াদ শেষ হইলে নির্বাচনের আদেশ প্রদান করে। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে নির্বাচন স্থগিত রাখিয়া সুপ্রীম সোবিয়েতের কার্যকালের মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারে। সুপ্রীম সোবিয়েতের সদস্য নির্বাচন ব্যাপারে প্রেসিডিয়াম কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিশন নিয়োগ করে, নির্বাচন-এলাকা গঠন করে এবং ভোটদাতাদের তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করে। উল্লেখ করা হইয়াছে সুপ্রীম সোবিয়েতের দুই পরিষদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা সম্ভব না হইলে উহাকে ভাঙিয়া দিতে পারে।

রাষ্ট্রনৈতিক ও সংগঠন-মূলক কায

(খ) বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষমতা ঃ প্রেসিডিয়াম বিদেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে এবং উহাদের প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করে। সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রেরিত অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়পত্র এবং উহাদের প্রত্যাগমনের আদেশপত্র গ্রহণ করা প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা। সোবিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন ও প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত। সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে সোবিয়েত ইউনিয়নের উপর সামরিক আক্রমণ হইলে অথবা আক্রমণের বিরুদ্ধে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির সর্ত পালনের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রেসিডিয়াম যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করে। ইহা সামগ্রিক বা আংশিকভাবে সৈন্য-সমাবেশের নির্দেশ প্রদান করে। দেশরক্ষার স্বার্থে অথবা রাষ্ট্রের শৃংখলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সোবিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র বা পৃথক পৃথক স্থানে সামরিক আইন জারি করিতে পারে। ইহা ব্যতীত

বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা

প্রেসিডিয়াম সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কদের নিয়োগ ও অপসারণ করিয়া থাকে।

(গ) শাসন বিভাগ ও শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা: কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহের অন্যান্য শাসনকার্য পরিচালনার সংস্থাসমূহের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সোবিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহের মন্ত্রি-পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ যদি সংবিধান কিংবা অন্য কোন আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ না হয় তাহা হইলে প্রেসিডিয়াম উহাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে। সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে মন্ত্রি-পরিষদের সভাপতির সুপারিশ অনুযায়ী প্রেসিডিয়াম সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করিতে পারে, কিন্তু পরে এরূপ নিয়োগ বা পদচ্যুতি সুপ্রীম সোবিয়েত কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রেসিডিয়াম কোন মন্ত্রী নিয়োগ বা পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও সামগ্রিকভাবে মন্ত্রি-পরিষদের পরিবর্তন করিতে পারে না।

শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা

(ঘ) অন্যান্য ক্ষমতা: উপরি-উক্ত ক্ষমতা ব্যতীত প্রেসিডিয়াম আরও কয়েকটি ক্ষমতা ভোগ করে। সম্মানসূচক খেতাব, সামরিক খেতাব, কূটনৈতিক মর্যাদা ইত্যাদি প্রেসিডিয়াম নির্বাচন করে। বিদেশীয়দের নাগরিকতা প্রদানের ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত। সোবিয়েত রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করার অধিকারও প্রেসিডিয়ামের। প্রেসিডিয়াম যে-কোন অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারে।

অন্যান্য ক্ষমতা

প্রেসিডিয়ামের মর্যাদা ও ক্ষমতার মূল্যায়ন (Evaluation of Status and Powers of the Presidium): সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থায় প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে সোবিয়েত রাষ্ট্রনীতিবিদগণের দাবি হইল যে ইহা গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তিশীল। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং তিনি তাঁহার কার্যের জন্য কোন জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থার নিকট দায়ী থাকেন না। উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে সোবিয়েত রাষ্ট্রের সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রেসিডিয়াম একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি যৌথ সংস্থা। ইহা সুপ্রীম সোবিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হয় এবং সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। প্রেসিডিয়ামের একজন সভাপতি আছেন। কিন্তু কতকগুলি আনুষ্ঠানিক কার্য ব্যতীত তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। বর্তমান সংবিধানের খসড়া আলোচনার সময় প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে সভাপতি জন-সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হউন। ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ হিসাবে বলা

সোবিয়েত রাষ্ট্রনীতিবিদগণ দাবি করেন যে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের তুলনায় সোবিয়েত প্রেসিডিয়াম অধিক গণতান্ত্রিক

হইয়াছিল যে, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইলে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি সোবিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবেন। আবার বলা হয় যে প্রেসিডিয়ামের গঠনের মধ্যেও উহার গণতান্ত্রিক রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত বিভিন্ন অংগরাজ্য ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির প্রত্যেকটি হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেসিডিয়ামে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। বহুজাতিসম্পন্ন সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে প্রকৃত গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়। প্রেসিডিয়াম একদিকে যেমন সকল জাতির সাধারণ স্বার্থ সাধন করে, অপরদিকে আবার তেমনি বিভিন্নজাতির বিশিষ্ট স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিকে নজর রাখে। অন্যান্য দেশে এরূপ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, ঐ দেশে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি প্রতিপত্তিশালী জাতিরই প্রতিভূ হন; নিগ্রো-জাতির মত কোন সংখ্যালঘু জাতির প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি-পদে বা উপরাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারেন না।

বলা হয় যে সোবিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রাধান্য বর্তমান ; প্রেসিডিয়াম উহার নিকট দায়িত্বশীল

ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয় যে, প্রেসিডিয়াম তাহার কাযের জন্য সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ জনপ্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রীয় সংস্থা সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়ী থাকে, ইহা কোন-ক্রমেই সুপ্রীম সোবিয়েতের ঊর্ধ্বে যাইতে পারে না। সুপ্রীম সোবিয়েত যে-কোন সময় প্রেসিডিয়ামের সদস্যদের পদচ্যুত করিতে সমর্থ। ইহার তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আইনসভার উপর শাসনকর্তৃপক্ষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডে শাসন বিভাগ আইনসভা প্রণীত আইনকে বাতিল করিয়া দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিরও আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলকে নাকচ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রেসিডিয়ামের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। বলা হয় যে, সোবিয়েত রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক আইনের (socialist laws) প্রাধান্য রহিয়াছে এবং এই আইন একমাত্র সুপ্রীম সোবিয়েতই প্রবর্তন করিতে পারে। প্রেসিডিয়াম এই আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং নির্দেশ বা ডিক্রী (decrees) প্রবর্তন করিতে পারে।

বলা হয়, আইন ও ডিক্রীর মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। কার্যকারিতা (juridical force) এবং মর্যাদায় আইন ডিক্রীর উপরে। আইন প্রণয়ন ও রহিত একমাত্র সুপ্রীম সোবিয়েতই করিতে পারে, অন্য কোন সংস্থা পারে না ; অপরপক্ষে প্রেসিডিয়াম-প্রবর্তিত ডিক্রী বা নির্দেশকে সুপ্রীম সোবিয়েত বাতিল করিয়া দিতে সমর্থ এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রেসিডিয়ামের নির্দেশ সুপ্রীম সোবিয়েতের অনুমোদনসাপেক্ষ। প্রেসিডিয়ামের আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত

ক্ষমতা সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহা দ্বারা আইনসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য সংরক্ষিত হয়—কারণ, আইনসভা নিজেই প্রেসিডিয়ামকে নিযুক্ত করে এবং আইনসভার নিকটই প্রেসিডিয়াম দায়ী থাকে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা হইল সুপ্রীম কোর্টের এবং এই সুপ্রীম কোর্টের মতামতই স্থির করিয়া দেয় কোন আইন আইন বলিয়া গ্রাহ্য হইবে কি না। ইহার ফলে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত কংগ্রেসের ইচ্ছা কার্যকর হইবে কি না, তাহা নির্ভর করে সুপ্রীম কোর্টের মতামত ও ধ্যানধারণার উপর। আইনসভা ভাঙিয়া দেওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, যদিও সুপ্রীম সোবিয়েতকে ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের রহিয়াছে কিন্তু প্রেসিডিয়াম এই ক্ষমতা নিজের ইচ্ছার ব্যবহার করিতে পারে না। যখন সুপ্রীম সোবিয়েতের দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধের মীমাংসা সম্ভব হয় না তখনই মাত্র প্রেসিডিয়াম আইনসভাকে ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারে। ইহার তুলনায় পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলির অনেক স্থানেই রাষ্ট্রপ্রধানকে জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভা ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের মন্ত্রীদের পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয় যে, প্রেসিডিয়াম সামগ্রিকভাবে সরকার পরিবর্তন বা নিয়োগ করিতে পারে না, মাত্র যখন সুপ্রীম সোবিয়েত অধিবেশনে থাকে না তখন মন্ত্রি পরিষদের সভাপতির পরামর্শক্রমে পৃথকভাবে কোন মন্ত্রীকে পদ হইতে অপসারণ এবং নূতন মন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারে। তবে এইরূপ কার্য পরে সুপ্রীম সোবিয়েত কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রেসিডিয়াম যে ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রি পরিষদের আদেশ ও নির্দেশ বাতিল করিতে পারে তাহার উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক আইন ও সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখা—অর্থাৎ, এই সকল আদেশ ও নির্দেশ সংবিধান ও সুপ্রীম সোবিয়েত প্রণীত আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ হইলে তবেই প্রেসিডিয়াম উহাদিগকে বাতিল করিয়া থাকে।

পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লেখকগণ সোবিয়েত রাষ্ট্রনীতিবিদগণের উপরি-উক্ত দাবি স্বীকার করেন না। ইহাদের মতে, সোবিয়েত দেশে তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রহিয়াছে। কাগজপত্রে জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভা সুপ্রীম সোবিয়েত হইল রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান এবং আইন প্রণয়নের একমাত্র সংস্থা। কিন্তু বাস্তবে সুপ্রীম সোবিয়েতের ভূমিকা অতি নগণ্য, প্রেসিডিয়ামই প্রাধান্য ভোগ করে। ফাইনারের উক্তি অনুসারে প্রেসিডিয়াম সদস্যসংখ্যায় কম হইলেও ইহা কার্যক্ষেত্রে ক্ষমতায় সুপ্রীম সোবিয়েতের উর্ধ্বে।* যদিও বলা হয় যে, সকল

পশ্চিমী লেখকগণের মতে, সোবিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোবিয়েতের পরিবর্তে প্রেসিডিয়ামের প্রাধান্য রহিয়াছে

* It (the Presidium) is the lesser self of the Soviet in numbers and its greater self in actual power, and practically this in the authority delegated to it"

কার্যের জন্য প্রেসিডিয়াম সর্বতোভাবে সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়িত্বশীল। কিন্তু সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন অতি অল্প দিন ধরিয়া চলে বলিয়া এই দায়িত্বশীলতার তাৎপর্য বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা ব্যতীত প্রেসিডিয়ামের প্রাধান্যের উৎস হইল কমিউনিষ্ট দল। কমিউনিষ্ট দলের প্রেসিডিয়ামের নীতিকে কার্যকর করার মাধ্যম হিসাবেই প্রেসিডিয়াম কার্য করে। এই কারণেই দলীয় প্রেসিডিয়ামের অনেক সদস্য সোবিয়েত রাষ্ট্রের প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন। এই অবস্থায় দলীয় নেতাদের লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়ামের কার্যাদি সম্পর্কে সুপ্রীম সোবিয়েতে বিতর্ক বা সমালোচনার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কারণ সুপ্রীম সোবিয়েতও কমিউনিষ্ট দলের মুখপত্র হিসাবে কার্য করে। বস্তুতপক্ষে, প্রেসিডিয়াম (এবং মন্ত্রি-পরিষদ) যাহা করে তাহার অনুমোদন ও প্রশংসা ভিন্ন সুপ্রীম সোবিয়েতের অন্য কোন কার্য নাই।* সোবিয়েত রাষ্ট্রনীতিবিদগণের দাবি যে, আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা হইল সুপ্রীম সোবিয়েত তাহাও অস্বীকার করা হয়। বলা হয় যে যদিও সোবিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোবিয়েত প্রণীত আইন (laws) এবং প্রেসিডিয়াম প্রবর্তিত নির্দেশ বা ডিক্রী (decrees) অথবা মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্তের (decisions) মধ্যে পার্থক্য করা হয়, কিন্তু আসলে প্রেসিডিয়ামের ডিক্রী বা মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত আইন হইতে ভিন্ন নয়; এবং এই সকল ডিক্রী ও সিদ্ধান্তের সংখ্যা সুপ্রীম সোবিয়েত প্রণীত আইনের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী।**

বলা হয় প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়ন প্রেসিডিয়াম (ও মন্ত্রি-পরিষদই) করে

ইহাদের সম্পর্কে সুপ্রীম সোবিয়েতের একমাত্র কার্য হইল প্রেসিডিয়াম বা মন্ত্রি-পরিষদ কর্তৃক প্রবর্তিত ডিক্রী বা সিদ্ধান্তকে পরে বিনা বিতর্কে গ্রহণ ও অনুমোদন করা। সোবিয়েত ইউনিয়নের আইনের ব্যাখ্যা এবং কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলির মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ বাতিল করিবার যে-ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের রহিয়াছে তাহার সমালোচনাও করা হয়। বলা হয় যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষমতা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকলইয়া গঠিত আদালতের হস্তে ন্যস্ত থাকে কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়নে উহা অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

প্রেসিডিয়ামের আইনের ব্যাখ্যা এবং কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলির মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করার ক্ষমতাও সমালোচিত হইয়াছে

* "The plain truth is that the Soviet has no function beyond the *unanimous* acceptance of the work of the Presidium and the Council of Ministers......" Dr. Finer

** "...the overwhelming majority of enactments do not come from the Supreme Soviet, but from the Presidium in the form of 'decrees' or from the government in the form of 'decisions and ordinances.'" Neuman, *European and Comparative Government*

সোবিয়েত প্রেসিডিয়ামের এই সকল সমালোচনার মূল বক্তব্য হইল যে সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থায় প্রেসিডিয়ামের প্রাধান্য রহিয়াছে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতিকে লংঘন করিয়া ইহার হস্তে আইনসংক্রান্ত, শাসনসংক্রান্ত এবং এমনকি গুরুত্বপূর্ণ বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা একত্রীভূত করা হইয়াছে। আবার প্রেসিডিয়ামের এই প্রাধান্যের পিছনে রহিয়াছে একমাত্র স্বীকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দল কমিউনিষ্ট দলের প্রাধান্য। পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ এইরূপ শাসন-ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রসম্মত বলিয়া মনে করেন না। ইঁহাদের মতে যে-দেশে আইনসভার উপর শাসন বিভাগ কর্তৃত্ব করে এবং একটিমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দলের নেতৃবর্গের নির্দেশে রাষ্ট্রের সকল কার্য ও সংস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সে-দেশে গণতন্ত্রের স্থান থাকিতে পারে না।

প্রেসিডিয়ামের প্রাধান্যের পিছনে রহিয়াছে কমিউনিষ্ট দলের প্রাধান্য

সংক্ষিপ্তসার

সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থার নাম হইল সুপ্রীম সোবিয়েত। ইহা একাধারে ব্যবস্থা, শাসন ও বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। অন্যান্য রাষ্ট্রে যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির ভিত্তিতে ব্যবস্থা, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, সোবিয়েত ইউনিয়নে তাহা নাই। ইহার কারণ, সোবিয়েত তত্ত্বানুসারে, সোবিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণীসম্পর্ক ও শোষণের অবসান ঘটায় ইহার কোন প্রয়োজনই নাই; বরং কমিউনিজমে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইল ঐক্যবদ্ধ শাসন সংস্থার।

সুপ্রীম সোবিয়েত দ্বিপরিষদসম্পন্ন। পরিষদ দুইটির নাম হইল 'ইউনিয়নের সোবিয়েত' এবং 'জাতি-পুঞ্জের সোবিয়েত'। উভয় কক্ষের সদস্যগণই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। নির্বাচকরা পদচ্যুতি পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিনিধিদের সদস্যপদ হইতে অপসারিত করিতে পারে।

সুপ্রীম সোবিয়েতের ক্ষমতা অতি ব্যাপক। ইহার নিকট দায়িত্বশীল সংস্থাসমূহ যে-সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে তাহা ব্যতীত অন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় ক্ষমতাই ইহার হস্তে ন্যস্ত। সুপ্রীম সোবিয়েত প্রণীত আইনের রদবদল করিবার ক্ষমতা অন্য কোন সংস্থার নাই, তবে প্রস্তাবিত আইনকে গণভোটে দেওয়া যাইতে পারে। সুপ্রীম সোবিয়েতের কক্ষদ্বয় সমক্ষমতাসম্পন্ন। সংবিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আইন পাস করিতে হইলে প্রস্তাব প্রত্যেক কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

সুপ্রীম সোবিয়েতকে দ্বিকক্ষসমন্বিত করিবার সপক্ষে যুক্তি: অন্যান্য দেশে যে-যুক্তিতে দ্বিতীয় পরিষদ গঠন করা হয় সোবিয়েত ইউনিয়নে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিষদ গঠন করা হয় নাই। সোবিয়েত ইউনিয়নে দ্বিপরিষদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বহুজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্রের রূপ প্রতিফলিত করিবার জন্য। অর্থাৎ, নাগরিকদের সাধারণ স্বার্থ ও বিভিন্ন জাতির স্বার্থের সমন্বয়সাধনের জন্যই সুপ্রীম সোবিয়েতকে দ্বিপরিষদসম্পন্ন করা হইয়াছে।

পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিশ্বাসীরা সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েতের বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, একমাত্র কমিউনিষ্ট দল ও প্রেসিডিয়ামের প্রাধান্য থাকায় সুপ্রীম সোবিয়েতের বিশেষ কার্যকারিতা নাই। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, একটিমাত্র দল থাকিলেও সুপ্রীম সোবিয়েতে সরকারের

যথেষ্ট সমালোচনা করা হইয়া থাকে ; তবে লক্ষ্যের ঐক্য থাকায় সমালোচনা সকল সময় গঠনমূলক হয়। দ্বিতীয়ত, প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়িত্বশীল, এবং সুপ্রীম সোবিয়েত গণতান্ত্রিক দেশসমূহের আইনসভার ন্যায় শাসন বিভাগের ক্রীড়নক নয়।

সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রেসিডিয়াম : সোবিয়েত ইউনিয়নে কোন রাষ্ট্রপ্রধান নাই ; তাঁহার স্থলে আছে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী বা প্রেসিডিয়াম। প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোবিয়েতের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন। প্রেসিডিয়ামের গঠনকার্যে আন্তর্জাতিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি উভয়ই অনুসরণ করা হয়। প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতাসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, (১) রাষ্ট্র-নৈতিক ও সংগঠনমূলক বিষয়ে ক্ষমতা, (২) বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং (৪) অন্যান্য ক্ষমতা। প্রেসিডিয়ামের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই, কিন্তু আইনের ব্যাখ্যার ক্ষমতা আছে। ইহার সুপ্রীম সোবিয়েতকে ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ।

প্রেসিডিয়ামের মর্যাদা ও ক্ষমতার মূল্যায়ন : সোবিয়েত নেতৃবৃন্দের মতে প্রেসিডিয়ামের গঠন ও ক্ষমতা গণতন্ত্রসম্মত ; অপরদিকে পশ্চিমী লেখকগণের অভিমত হইল যে সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থায় প্রেসিডিয়ামেরই প্রাধান্য রহিয়াছে, আইনসভা সুপ্রীম সোবিয়েতের বিশেষ তাৎপর্য নাই ; এবং প্রেসিডিয়ামের প্রাধান্যের পিছনে কমিউনিস্ট দলের প্রাধান্য থাকায় ঐ ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রি-পরিষদ

(THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE U.S.S.R.)

[গঠন—ক্ষমতা ও কার্যাবলী—সংবিধান দ্বারা ন্যস্ত ক্ষমতাবলী—মন্ত্রিদপ্তরগুলির কার্যপরিচালনা পদ্ধতি]

সোবিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কার্যপালিকা শক্তির আধার ও শাসনকার্য পরিচালনার সর্বোচ্চ সংস্থা হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রি-পরিষদ (The Council of Ministers of the U.S.S.R.)।* মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়োগ করে সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েত। এই সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকটেই ইহাকে দায়ী থাকিতে এবং জবাবদিহি করিতে হয়। অবশ্য সুপ্রীম সোবিয়েত অধিবেশনে না থাকিলে ইহার দায়িত্ব হইল প্রেসিডিয়ামের নিকট। মন্ত্রি-পরিষদ নিম্নলিখিত পদাধিকারিগণকে লইয়া গঠিত হয়—(১) সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রি-পরিষদের সভাপতি ; (২) সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রি-পরিষদের 'প্রথম' সহ-

ইউনিয়নের মন্ত্রি-পরিষদ শাসনকার্য পরিচালনার সর্বোচ্চ সংস্থা

* ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মন্ত্রি-পরিষদকে বলা হইত 'Council of People's Commissars'

সভাপতিগণ ; (৩) সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রি-পরিষদের সহ-সভাপতিগণ; (৪) সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিগণ ; (৫) মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি ; (৬) মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি ; (৭) মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় শ্রম ও মজুরি কমিটির সভাপতি ; (৮) মন্ত্রি-পরিষদের পেশা ও কলাকৌশলগত শিক্ষার রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি; (৯) মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় ইলেকট্রনিক ও কলাকৌশল সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি ; (১০) মন্ত্রি-পরিষদের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রশক্তি ও যন্ত্রনির্মাণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি , (১১) মন্ত্রি-পরিষদের বিমান কলাকৌশল সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি ; (১২) মন্ত্রি-পরিষদের প্রতিরক্ষা কলাকৌশল সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি ; (১৩) মন্ত্রি-পরিষদের রেডিও-ইলেক্‌ট্রনিকস সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি , (১৪) মন্ত্রি-পরিষদের জাহাজ নির্মাণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি ; (১৫) মন্ত্রি-পরিষদের রসায়নবিদ্যা সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি ; (১৬) মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় বাড়ীঘর সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি ; (১৭) মন্ত্রি পরিষদের কৃষি-খামারের উৎপন্ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি ; (১৮) মন্ত্রি-পরিষদের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি ; (১৯) মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিটির সভাপতি ; (২০) রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি , (২১) মন্ত্রি-পরিষদের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ডের প্রধান ; (২২) মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক গবেষণা পরিষদের সভাপতি, (২৩) মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় গবেষণাসমন্বয় কমিটির সভাপতি ; (২৪) মন্ত্রি-পরিষদের ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি ; (২৫) মন্ত্রি পরিষদের ইন্ধন-শিল্প সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি ; (২৬) মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় আণবিক শক্তি সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি ; (২৭) মন্ত্রি-পরিষদের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি , (২৮) কৃষির যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বোর্ডের সভাপতি। ইহা ব্যতীত ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির মন্ত্রি-পরিষদের সভাপতিগণও কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদের সদস্য।*

গঠন

মন্ত্রি-পরিষদের কার্যাবলী ও ক্ষমতা আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মন্ত্রি-পরিষদ যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত ও আদেশ জারি করে তাহাদের ভিত্তি হইল প্রচলিত আইন। এই সমস্ত আদেশ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হইতেছে কি না তাহা দেখার দায়িত্বও মন্ত্রি-পরিষদের। সংবিধান ইহার উপর আরও কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্তব্য মন্ত্রি-পরিষদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে।

মন্ত্রি-পরিষদের কার্য ও ক্ষমতা

* Article 70 of the Constitution of the U.S.S.R. (as amended by the Seventh Session of the Fifth Supreme Soviet of the U.S S R.)

(১) মন্ত্রি-পরিষদ কেন্দ্রীয় এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহের কার্য এবং অন্যান্য অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাযের পরিচালনা ও সামঞ্জস্যবিধান করে; (২) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বাজেট কার্যকর এবং লেনদেন ও অর্থ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করে; (৩) দেশে শান্তিশৃংখলা, রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নাগরিকদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে; (৪) বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশ প্রদান করে; (৫) সামরিক কাযের জন্য প্রতি বৎসর কতসংখ্যক নাগরিককে আহ্বান করা হইবে তাহা স্থির করে এবং সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ সংগঠন সম্পর্কে নির্দেশ দেয়, (৬) অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং দেশরক্ষা ব্যাপারে আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে বিশেষ বিশেষ কমিটি এবং কেন্দ্রীয় শাসন-সংস্থা গঠন করে। ইহা ব্যতীত শাসনকায ও অর্থ-ব্যবস্থার যে-সমস্ত ক্ষেত্রে সোবিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্ব রহিয়াছে সে-সমস্ত ক্ষেত্রে সোবিয়েত ইউনিযন বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদ সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীদের আদেশ ও নির্দেশ বাতিল করিতে পারে। কিন্তু ইহা ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহের মন্ত্রি-পরিষদগুলির সিদ্ধান্ত ও আদেশাদি মাত্র স্থগিত রাখিতে সমর্থ। আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ হইলে ঐগুলিকে বাতিল করিবার অধিকার হইল কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রেসিডিয়ামের।

সংবিধান দ্বারা ন্যস্ত বিশেষ কর্তব্যসমূহ

সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীরা সোবিয়েত ইউনিয়নের অধিকারভুক্ত বিভিন্ন শাসন বিভাগের পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহারা নিজ নিজ দপ্তরের এলাকার মধ্যে থাকিয়া প্রচলিত আইন এবং মন্ত্রি পরিষদের সিদ্ধান্ত ও আদেশের ভিত্তিতে আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করেন। এই সকল আদেশ ও নির্দেশ যাহাতে প্রযুক্ত হয় তাহার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সোবিয়েত ইউনিয়নের বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) সমগ্র-ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ, এবং (২) ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ। সমগ্র-ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরগুলি তাহাদের অধিকারভুক্ত বিষয়সমূহ—যেমন, বৈদেশিক বাণিজ্য, রেলপথ, বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র, নির্মাণকার্য, পরিবহণ ইত্যাদি হয় প্রত্যক্ষভাবে না-হয় উপযুক্ত সংস্থা নিয়োগ করিয়া পরিচালনা করে।*

মন্ত্রীদের কায

কেন্দ্রীয় সমগ্র-ইউনিয়নের মন্ত্রি-দপ্তরগুলির কায পরিচালনা-পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরগুলি তাহাদের অধিকারভুক্ত বিষয়সমূহ—যেমন, জনস্বাস্থ্য, দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বিষয়, কৃষি ইত্যাদি—সাধারণত আংশিক রিপাবলিকগুলির অনুরূপ নামের মন্ত্রিদপ্তরসমূহের মাধ্যমে পরিচালনা

* ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়কে উভয় এলাকাধীন যুগ্ম বিষয় বলা যাইতে পারে, কারণ ঐগুলির পরিচালনার কায চলিয়া থাকে কেন্দ্রীয় ও আংগিক সরকারগুলির পারস্পরিক সহযোগিতায়। অবশ্য প্রেসিডিয়াম কর্তৃক অনুমোদিত কতিপয় সীমিত ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

উভয় এলাকাধীন বিষয়সমূহ ও তাহাদের পরিচালনা

সংক্ষিপ্তসার

শাসনকায পরিচালনার সর্বোচ্চ সংস্থা হইল মন্ত্রি-পরিষদ। মন্ত্রি পরিষদ একজন সভাপতি ও বহু শ্রেণীর পদাধিকারিগণকে লইয়া গঠিত। মন্ত্রিদপ্তরসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: সমগ্র-ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ, এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ। মন্ত্রিগণ প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ও আদেশ জারি করেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের সংবিধান দ্বারা ন্যস্ত কতকগুলি বিশেষ কর্তব্য আছে। কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ আংগিক রিপাবলিকগুলির অনুরূপ নামের মন্ত্রিদপ্তরসমূহের মাধ্যমে তাহাদের কায পরিচালনা করিয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

ইউনিয়ন-রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক ইত্যাদির শাসন-ব্যবস্থা

(ADMINISTRATION OF THE UNION-REPUBLICS, THE AUTONOMOUS REPUBLICS, ETC.)

[ইউনিয়ন-রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক প্রভৃতির শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ—রিপাবলিকগুলির সুপ্রীম সোবিয়েত ও উহাদের ক্ষমতা—মন্ত্রিদপ্তরসমূহ—রাষ্ট্রক্ষেত্র, অঞ্চল প্রভৃতির রাষ্ট্রশক্তি জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোবিয়েত]

সোবিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশের শাসন-ব্যবস্থার সংগঠন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সংগঠনের অনুরূপ। প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক এবং প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন রিপাবলিকের রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে একটি করিয়া সুপ্রীম সোবিয়েত (Supreme Soviet) আছে। সংশ্লিষ্ট রিপাবলিকের আইন প্রণয়নের অনন্য ক্ষমতা ইহার হস্তে ন্যস্ত এই সুপ্রীম সোবিয়েত আবার সংশ্লিষ্ট রিপাবলিকের প্রেসিডিয়াম নির্বাচন এবং মন্ত্রি-পরিষদ নিয়োগ করে। প্রত্যেক সুপ্রীম সোবিয়েতকে সংশ্লিষ্ট

এই সকল অংশের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ

রিপাবলিকের জনসাধারণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করে। সুপ্রীম সোবিয়েতগুলি এককক্ষবিশিষ্ট। সংবিধানে ইউনিয়ন-রিপাবলিকের সুপ্রীম সোবিয়েতের যে-সমস্ত ক্ষমতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান: সুপ্রীম সোবিয়েত রিপাবলিকের সংবিধান গ্রহণ এবং সংশোধন করে; রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিকগুলির সংবিধান অনুমোদন করে; রিপাবলিকের বাজেট এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুমোদন করে; ইউনিয়ন-রিপাবলিকের আদালত কর্তৃক দণ্ডিত নাগরিকদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন-রিপাবলিকের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; রিপাবলিকের সামরিক বাহিনীর গঠন-পদ্ধতি নির্ধারণ করে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (ক) ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তর (The Union-Republican Ministries), এবং (খ) রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তর (The Republican Ministries)—এই দুই ভাগে বিভক্ত।

রিপাবলিকসমূহের সুপ্রীম সোবিয়েত এককক্ষসম্পন্ন

ইহাদের ক্ষমতা

মন্ত্রিদপ্তরসমূহ

উপরি-উক্ত কেন্দ্রীয় এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিক ও স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিকের শাসন-ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্রক্ষেত্র (Territories), অঞ্চল (Regions), স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল (Autonomous Regions), এলাকা (Areas), জিলা (Districts), সহর (Cities), এবং গ্রামাঞ্চলে (Rural Localities) রাষ্ট্রশক্তি ন্যস্ত রহিয়াছে মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোবিয়েতসমূহের (Soviets of Working People's Deputies) হস্তে। এই সোবিয়েতগুলির কাযকরী ও শাসনকার্য পরিচালনার সংস্থা হইল সোবিয়েতসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত এবং উহাদের নিকট দায়িত্বশীল কার্যকরী সমিতি (Executive Committees)। সোবিয়েতগুলির কার্য হইল অধস্তন শাসন-সংস্থাগুলির কার্য পরিচালনার তদারক করা, শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা; আইন-পালন ও নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করা; স্থানীয় বাজেট প্রস্তুত করা; প্রভৃতি।

অন্যান্য অঞ্চলের রাষ্ট্রশক্তি সোবিয়েত-সমূহের হস্তে ন্যস্ত

সংক্ষিপ্তসার

ইউনিয়ন-রিপাবলিক এবং স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিকসমূহের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ। তবে আইনসভা বা সুপ্রীম সোবিয়েতসমূহ এককক্ষসম্পন্ন। ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির মন্ত্রিদপ্তরসমূহ দুই অংশে বিভক্ত: ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তর, এবং রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তর।

রাষ্ট্রক্ষেত্র, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তি ন্যস্ত রহিয়াছে সোবিয়েতসমূহের হস্তে।

নবম অধ্যায়

বিচার-ব্যবস্থা

(THE JUDICIARY)

[সোবিয়েত ইউনিয়নের বিচার-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য—বিচারকদের নির্বাচন ও অপসারণ—জনগণের সহিত যোগাযোগ—বিচার-পদ্ধতির সরলতা—অপরাধের সামাজিক প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা—সোবিয়েত বিচারালয়সমূহ : সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট—ইউনিয়ন-রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্ট—রাষ্ট্রক্ষেত্র, অঞ্চল, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল, এলাকাসমূহের আদালতসমূহ—বিশেষ আদালতসমূহ—জনগণের আদালতসমূহ—প্রোকিউরেটরের দপ্তরখানা ; প্রোকিউরেটরের পদের প্রকৃতি—প্রোকিউরেটর-জেনারেল ও তাহার দপ্তরের কাষ]

বিচার-ব্যবস্থার স্বরূপ (Nature of the Judiciary): বলা হয় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা থাকার জন্য জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্যকভাবে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। বিচারকগণ বিচারের মানদণ্ড রাষ্ট্র ও ব্যক্তিসমূহের মধ্যে সমভাবে ধরিয়া ন্যায়বিচার করিয়া থাকেন। এখানে প্রশ্ন তোলা হয় যে, বিচারকগণের 'স্বাধীনতা' ও 'নিরপেক্ষতা'র তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে একদল চিন্তাশীল লেখক বলেন, বিচারকদের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা সমাজ-নিরপেক্ষ কোন বস্তু নয়। বিচারকগণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অথবা রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ বাধিলে আইন অনুযায়ী উহার মীমাংসা করেন; সুতরাং আইনকে কার্যকর করা বা আইনের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করাই ইহাদের কার্য। কিন্তু আইনের উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আবার নিহিত রহিয়াছে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এবং ঐ সমাজ-ব্যবস্থায় যে-শ্রেণী প্রতিপত্তিশালী থাকে তাহাদের ধ্যানধারণা ও স্বার্থই প্রধানত প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের আইনে এবং রাষ্ট্রশক্তির অন্যতম সংস্থা বিচার-ব্যবস্থায়।* যে-ক্ষেত্রে বিচারকদের নিজেদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের কোন অবকাশ থাকে সে-ক্ষেত্রেও তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও নিয়োগ-পদ্ধতি তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতামতকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যাভিমুখী করিয়া তুলে।

বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার তাৎপর্য

উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে

* "At bottom, the judicial function is a political one. It seeks to protect the state-purpose from invasion." Laski, *The Danger of Being a Gentleman*

"The court is an organ of power." Lenin

বিচারালয়গুলির লক্ষ্য হইল সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও আইনের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করা।* বিচারকগণ প্রশ্নের মীমাংসা করেন সমাজতান্ত্রিক আইনের ভিত্তিতে। এইজন্য সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, বিচারকগণ স্বাধীন এবং একমাত্র আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সহজ কথায় বলা যায় যে, সোবিয়েত সরকারের শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দমন করা, সোবিয়েত-শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা এবং মেহনতী জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা—এই তিন প্রকারের উদ্দেশ্যই সোবিয়েত আদালতগুলির মাধ্যমে সাধিত হইয়া থাকে। সোবিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন আদালত হইল : (১) ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট ; (২) ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির সুপ্রীম কোর্ট ; (৩) রাষ্ট্রক্ষেত্র, অঞ্চল, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল ও এলাকাগুলির আদালত, (৪) ইউনিয়নের বিশেষ আদালত (Special Courts), এবং (৫) জনগণের আদালত (People's Courts)। সোবিয়েত আদালতসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে হইল এইরূপ : প্রথমত, সমস্ত বিচারকই নির্বাচিত হন এবং ইঁহাদের পদ হইতে অপসারিত করা যায়। সমগ্র-ইউনিয়ন, ইউনিয়ন-রিপাবলিক এবং স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিকের সর্বোচ্চ বিচারালয়গুলির বিচারকগণ এবং রাষ্ট্রক্ষেত্র, অঞ্চল, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল ও এলাকার আদালতের বিচারকগণ এককালীন ৫ বৎসরের জন্য উহাদের নিজ নিজ সোবিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হন। জনগণের আদালতগুলির (The People's Courts) বিচারকগণকে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে গোপন ভোটের দ্বারা জিলাসমূহের (Districts) নাগরিকগণ ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করে। দ্বিতীয়ত, বিচারকার্যের সহিত জনগণের যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল জনগণকে রাষ্ট্রের কার্যে লিপ্ত করা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা, জাতীয় অর্থনীতি এবং দৈনন্দিন জীবন ও নৈতিক বোধ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভে সহায়তা করা। বিচারের সহিত জনগণের যোগসূত্র স্থাপিত করিবার পন্থা হইল তিনটি : (১) আইননির্দিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সমস্ত বিচারকার্য প্রকাশ্যভাবে সম্পাদন করা হয় ; (২) সকল প্রকারের বিচারালয়েই মামলার বিচার হয় জনগণের এ্যাসেসরদের (Assessors) সহযোগিতায় ; এবং (৩) জনগণের আদালতের (The People's Courts) মাধ্যমে জনগণকে বিচারকার্যে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।

সোবিয়েত ইউনিয়নের বিচার-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

বৈশিষ্ট্য :
১। বিচারকদের নির্বাচন ও অপসারণ ব্যবস্থা

২। জনগণের সহিত যোগাযোগ

জনগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের পন্থাসমূহ

* "The Soviet Court is an organ of state that administers justice on the basis of the laws of our Soviet Socialist State." Karpinsky

পরিশেষে, অন্যান্য তথাকথিত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশগুলির আদালতে যেমন আইনের ও বিচার-পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক জটিলতা ও কঠোরতার সৃষ্টি করা হয়, সোবিয়েত আদালতসমূহে তাহা করা হয় না। সোবিয়েত দেশের বিচার-পদ্ধতি সহজ, সরল ও সাধারণবোধ্য। ইহা আইনকে দৈনন্দিন জীবনের পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে না, অনুষ্ঠিত অপরাধের সামাজিক কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করে। শাস্তি-প্রদানকালে চেষ্টা করা হয় যাহাতে অপরাধী ভবিষ্যতে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক নাগরিক জীবনে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয়। মোটকথা, সামাজিক ব্যাধির সামাজিক কারণ অনুসন্ধান করিয়া সামাজিক প্রতিবিধানের চেষ্টা করা হয়।*

৩। সহজ, সরল ও সাধারণবোধ্য বিচার-পদ্ধতি

৪। সামাজিক ব্যাধির সামাজিক প্রতি-বিধানের চেষ্টা

সোবিয়েত বিচারালয়সমূহ (The Soviet Courts): সোবিয়েত ইউনিয়নের বিচারকার্য সম্পাদনের সংস্থাগুলি হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত (The Supreme Court of the U. S. S. R.); ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালতসমূহ (The Supreme Courts of the Union-Republics); রাষ্ট্রক্ষেত্র, অঞ্চল, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল, এলাকাগুলির আদালতসমূহ, সোবিয়েত ইউনিয়নের বিশেষ আদালতসমূহ (The Special Courts of the U. S. S. R.), এবং জনগণের আদালতসমূহ।

বিভিন্ন আদালত

সোবিয়েত বিচার-ব্যবস্থার ভিত্তিতেই রহিয়াছে জনগণের আদালত। ইহারা ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করে। নাগরিকদের নির্বাচন সংক্রান্ত অধিকার সংরক্ষণের ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত। জনগণের আদালতগুলির মামলার আপিল করা হয় রাষ্ট্রক্ষেত্র, অঞ্চল, এলাকা, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল এবং জাতীয় এলাকার আদালতগুলিতে। এই শেষোক্ত আদালতগুলি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির আত্মসাৎ ইত্যাদি গুরুতর অপরাধের ফৌজদারী মামলা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়ানী মামলার বিচার করে। স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিকের এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত রিপাবলিকের নিম্নতন আদালতসমূহের তত্ত্বাবধান, নিম্নতন আদালতসমূহের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল বিচার এবং নিজস্ব অধিকারভুক্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করে। সমগ্র সোবিয়েত

জনগণের আদালত-সমূহ ও ইহাদের কার্যাবলী

অন্যান্য আদালত ও ইহাদের কার্য

* "...the judges conceive themselves as bound to the task of the social healing." Laski

ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বিচার-প্রতিষ্ঠান হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালত ফৌজদারী, দেওয়ানী, সামরিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহের সমস্ত আদালতের তত্ত্বাবধানের ভার ইহার উপর ন্যস্ত। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার ব্যতীত ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির সুপ্রীম কোর্টসমূহ ও বিশেষ আদালতগুলির বিচারের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী এখানে হয়।

সোবিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত : ইহার গঠন ও কার্যাবলী

প্রোকিউরেটরের দপ্তরখানা (The Procurator's Office) :

সোবিয়েত রাষ্ট্রের প্রোকিউরেটরদের পদ কতকটা অন্যান্য দেশের ফৌজদারী মামলার অভিযোক্তা সরকারী উকিলদের মত। প্রোকিউরেটরদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইলেন সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর-জেনারেল (The Procurator-General of the U. S. S. R.)। ইনি সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েত কর্তৃক ৭ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। ইউনিয়ন-রিপাবলিক, রাষ্ট্রক্ষেত্র, অঞ্চল, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক এবং অঞ্চলসমূহের প্রোকিউরেটরগণ ৫ বৎসরের জন্য প্রোকিউরেটর-জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন। আর এলাকা, জিলা ও সহরের প্রোকিউরেটরগণ ইউনিয়ন-রিপাবলিকের প্রোকিউরেটরগণ কর্তৃক অনুরূপ সময়ের জন্য নিযুক্ত হন। অবশ্য এই নিয়োগ ব্যাপারে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর-জেনারেলের অনুমোদন থাকা আবশ্যক। প্রোকিউরেটরগণ কোন স্থানীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন নন। তাঁহারা একমাত্র সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর-জেনারেলের অধীন।

প্রোকিউরেটর-পদের প্রকৃতি

প্রোকিউরেটর-জেনারেল

প্রোকিউরেটরের দপ্তরের কার্য হইল যাহাতে রাষ্ট্রের বা শাসন পরিচালনার কোন সংস্থা অথবা সরকারী কর্মচারীরা আইনবিরোধী কাজকর্ম না করে এবং যাহাতে সোবিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কার্য অনুষ্ঠিত না হয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।* নিজের উদ্যোগে অথবা নাগরিকরা অভিযোগ জানাইলে প্রোকিউরেটর বেআইনী কার্য বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া থাকেন। সংবিধান অনুসারে সকল প্রকারের মন্ত্রিদপ্তর ও উহাদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান এবং সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও নাগরিক যাহাতে যথাযথভাবে আইন মান্য করিয়া চলে তাহার তত্ত্বাবধানের চরম ক্ষমতা হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর-জেনারেলের।** এই ক্ষমতা

সাধারণভাবে প্রোকিউরেটরের দপ্তরের কার্যাবলী

* "The Soviet Procurator's office stands guard over socialist legality." Karpinsky

** Article 113 of the Constitution of the U. S S. R.

তিনি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রোকিউরেটরের দপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রশক্তির নিকট অভিযোগ আনয়ন করা বা আবেদন করাই প্রোকিউরেটরের দপ্তরের কায

অবশ্য এখানে মনে রাখিতে হইবে, প্রোকিউরেটরের দপ্তর নিজে কোন শাসনকার্য করে না অথবা চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারে না। যখন কোন বেআইনী সিদ্ধান্ত বা বেআইনী কার্য অনুষ্ঠিত হয় তখন উহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তিব ঊর্ধ্বতন সংস্থার নিকট আবেদন করে। আবার যখন কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় তখন এই দপ্তর অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালতে ফৌজদাবী মামলা রুজু করে, অপরাধের কারণ অনুসন্ধান কবে এবং অপরাধ সংক্রান্ত সাক্ষীসাবুদ যোগাড করে।

সংক্ষিপ্তসার

সোবিয়েত ইউনিয়নে বিচার-ব্যবস্থার লক্ষ্য হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও আইনের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করা। এই বিচার-ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়: ১। বিচারকগণ নির্বাচিত হন এবং তাঁহাদের অপসারণের ব্যবস্থা আছে। ২। বিচারকার্যের সহিত জনগণের যোগাযোগ আছে। ৩। বিচার-পদ্ধতি সহজ সরল ও সাধারণবোধ্য। ৪। সামাজিক ব্যাধির সামাজিক প্রতিবিধানের প্রচেষ্টাই করা হয়।

বিচারালয়সমূহ: বিচার-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সংস্থা হইল সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট। ইহা ছাড়া ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলিরও সুপ্রীম কোর্ট আছে। রাষ্ট্রক্ষেত্র প্রভৃতির আদালত, সোবিয়েত ইউনিয়নের বিশেষ আদালত এবং জনগণের আদালত হইল বিচার-ব্যবস্থার অন্যান্য অংগ। সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের এলাকা ফৌজদারী, দেওয়ানী, সামরিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। ইহা অন্যান্য আদালতের কাযের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। ইহা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নবিচারের চূড়ান্ত আদালত নহে।

প্রোকিউরেটরের দপ্তরখানা: এই দপ্তরের কায হইল রাষ্ট্রশক্তির নিকট অভিযোগ আনয়ন করা। সোবিয়েত ইউনিয়নে একজন প্রোকিউরেটর জেনারেল এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক ও অঞ্চলে একজন করিয়া প্রোকিউরেটর আছেন।

দশম অধ্যায়

সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট দল

(THE COMMUNIST PARTY OF THE U. S. S. R.)

[সংবিধানে কমিউনিষ্ট দলের বিশেষ স্থান—কমিউনিষ্ট দলের গুরুত্ব ও কায—দলের মধ্যে আলোচনা ও সমালোচনা—কমিউনিষ্ট দলের গঠন : দলীয় কংগ্রেস, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় হিসাব-পরীক্ষা কমিটি—দলীয় নিয়ন্ত্রণ কমিটি—দলীয় কংগ্রেসের পরবর্তী পর্যায়ের দলীয় গঠন]

সংবিধানে কমিউনিষ্ট দলের বিশেষ স্থান

সোবিয়েত সংবিধান অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন অংশের অধিকার রহিয়াছে কমিউনিষ্ট দলে সংঘবদ্ধ হইবার। এই দল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি ও প্রসারের সংগ্রামে মেহনতী জনগণের অগ্রণী অংশ এবং মেহনতী জনসাধারণের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের পরিচালনার কেন্দ্রীয় শক্তি।* বলা হয় যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক-সংঘ, যুব-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের যে-সকল সংস্থা আছে তাহারা শৃংখলিতভাবে পরিচালিত হয় কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন কমিউনিষ্ট দলের একচেটিয়া অধিকার নয়; অন্যান্য সংস্থারও ঐ অধিকার আছে। এখানে প্রশ্ন করা স্বাভাবিক যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত শোষকশ্রেণীর যদি অবসান হইয়া থাকে তবে আদৌ কোন দলের প্রয়োজন কোথায়? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, যে-পর্যন্ত-না সমাজ সম্পূর্ণভাবে কমিউনিজমের স্তরে পৌছায়, যে-পর্যন্ত-না সমাজ সমস্ত প্রকারের বিরোধী শক্তি ও প্রভাব হইতে মুক্ত হয়, সে-পর্যন্ত দলের প্রয়োজন থাকে। এই দলের নেতৃত্বে মেহনতী শ্রেণীর যে-সংগ্রাম চলিতে থাকে তাহার উদ্দেশ্য হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজসেবী সংগঠনকার্যের প্রসারসাধন করা, শাসনক্ষেত্রে সর্বত্র গণতন্ত্রের বিস্তার করা এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী শিক্ষার সাহায্যে ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভংগির বিলুপ্তিসাধন করা।** এই প্রসংগে ১৯৬১ সালে কমিউনিষ্ট দলের দ্বাবিংশ কংগ্রেসে

কমিউনিষ্ট দলের গুরুত্ব ও কার্য

---

* "The most active and politically-conscious citizens in the ranks of the working class, working peasants and working intelligentsia voluntarily unite in the Communist Party of the Soviet Union, which is the vanguard of the working people in their struggle to build communist society and is the leading core of all organisations of the working people, both public and state." Article 126 of the Constitution of the U.S.S.R.

** এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণ) উনবিংশ অধ্যায় দেখ।

যে-কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কমিউনিষ্ট দল সমগ্র সোবিয়েত জনসাধারণের দলে পরিণত হইযাছে এবং ইহার মাধ্যমে পূর্ণমাত্রায় কমিউনিষ্ট সমাজ সংগঠনের কার্য চলিবে। সুতরাং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও কমিউনিষ্ট সমাজ সংগঠিত করিবার জন্য কমিউনিষ্ট দল থাকিবে এবং উহা শুধু থাকিবেই না, উহার ভূমিকা ও গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে একটি রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকায় মতামত প্রকাশ বা সমালোচনার কোন স্থান নাই—এই অভিযোগকেও অস্বীকার করা হয়। বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া শোষণমূলক কোন ব্যবস্থা—যেমন, ধনতন্ত্র প্রবর্তনের যদি চেষ্টা হয় তবে তাহা কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

কমিউনিষ্ট দলে আত্মসমালোচনা

কিন্তু কমিউনিষ্ট সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা করিবার ব্যাপক সুবিধা প্রদান করা হয়। এই প্রসংগে দলীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কমিউনিষ্ট দলের নিযমকানুনগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ঐ সকল নিয়মকানুন অনুসারে যাহাতে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে, যাহাতে কার্যের ত্রুটিবিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয় এবং যাহাতে ত্রুটিবিচ্যুতি অপসারিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক সদস্যের অবশ্য কর্তব্য। যাহারা সমালোচনা রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে তাহারা দলের শত্রু। কমিউনিষ্ট দলের গঠন সম্পর্কেও বলা হয় যে, উহা গণতন্ত্রসম্মত।

বলা হয় যে, ইহার গঠন গণতন্ত্রসম্মত

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণ নীতিই হইল ঐ গঠনের ভিত্তি। দলের নিম্নতন সংস্থা হইতে উচ্চতন সংস্থা পর্যন্ত সমস্তই নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। নির্বাচন গোপন ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় নীতি সম্পর্কে দলীয় সদস্যদের স্বাধীনভাবে আলোচনার অধিকার রহিযাছে। সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা সকলকেই মানিযা লইতে হয়। আবার উর্ধ্বতন দলীয় সংস্থার সিদ্ধান্তকে নিম্নতন সংস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকে। দলে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলা রক্ষিত হয়—কারণ হিসাবে বলা হয় যে, তাহা ব্যতীত সামাজিক সংগঠনকার্যে নেতৃত্ব করা এবং নেতৃত্বের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কার্য করা দলের পক্ষে সম্ভব হয় না। দলের কার্যের গুরুত্বের জন্যই দলীয় সদস্য হইতে হইলে প্রার্থী-সদস্য হিসাবে শিক্ষানবীসী করিতে হয়।

কমিউনিষ্ট দলের গঠন (Organisation of the Communist Party): সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট দলের সর্বোচ্চ সংস্থা হইল

দলীয় কংগ্রেস (The Party Congress)। সাধারণত প্রতি চারি বৎসরে অন্তত একবার এই কংগ্রেসের সভা আহ্বান করিতে হয়। অবশ্য বিশেষ সভার ব্যবস্থা আছে।

দলীয় কংগ্রেস হইল সর্বোচ্চ সংস্থা

ইহার গঠন ও কার্যাবলী

কংগ্রেস দলের কর্মসূচী ও নিয়মাবলী সংশোধন করে। প্রচলিত নীতির প্রধান প্রধান বিষয় সম্পর্কে দলীয় কর্মপন্থা স্থির করে, সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটি (The Central Committee of C.P.S.U.) ও কেন্দ্রীয় হিসাব-পরীক্ষা কমিশন (The Central Auditing Commission) নির্বাচন করে।

কেন্দ্রীয় কমিটিকে ছয় মাসে অন্তত একবার করিয়া পূর্ণ অধিবেশনে মিলিত হইতে হয়। এই কমিটির অন্যতম কর্তব্য হইল কেন্দ্রীয় সোবিয়েত ও জনপ্রতিষ্ঠানসমূহে এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে দলের সমস্ত কার্যকে পরিচালিত করা।

কেন্দ্রীয় কমিটি

কেন্দ্রীয় কমিটি আবার নিজের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে উহার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রেসিডিয়াম (Presidium) নামে একটি সংস্থা নিযুক্ত করে। ইহা ব্যতীত দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য একটি দপ্তরখানাও আছে। দলীয় শৃংখলা মান্য করা হইতেছে কি না তাহার তদারক এবং দলীয় নিয়মাদি ভংগের কারণে শাস্তিপ্রদান করার জন্য দলীয় নিয়ন্ত্রণ কমিটি (Party Control Committee) নামে আরও একটি সংস্থাকে কেন্দ্রীয় কমিটি নিযুক্ত করে।

ইহার পরবর্তী পর্যায় হিসাবে প্রতিষ্ঠানগুলি হইল অঞ্চল (Regions), রাষ্ট্রক্ষেত্র (Territories) এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির সর্বোচ্চ দলীয় আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রক্ষেত্রীয় কন্‌ফারেন্স এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকের কমিউনিষ্ট দলের কংগ্রেস। প্রতি দেড় বৎসরে অন্তত একবার করিয়া ইহাদের অধিবেশন বসে। ইহারা নিজ নিজ কংগ্রেসের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে। কমিটিগুলি আবার নিজস্ব কার্যকরী সংস্থা (Executive Body) এবং দপ্তরখানা নিয়োগ করে।

কেন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী পর্যায়ে দলীয় গঠন

অঞ্চল, রাষ্ট্রক্ষেত্র এবং রিপাবলিকগুলির অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহে (Areas) কন্‌ফারেন্স, কমিটি ইত্যাদি অনুরূপ দলীয় সংস্থা আছে। এই সকল এলাকা হইতে অঞ্চল বা রাষ্ট্রক্ষেত্রের কন্‌ফারেন্স ও ইউনিয়ন-রিপাবলিকের কংগ্রেসে যে-সমস্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয় তাহাদের নির্বাচন করে এলাকার কন্‌ফারেন্স।

ইহার পর আসে সহর (City) ও জিলার (District) দলীয় সংগঠনের কথা। এখানেও দলীয় কন্‌ফারেন্স, কমিটি ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। অঞ্চল ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের কন্‌ফারেন্স এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকের কংগ্রেসে সহর এবং জিলা হইতে যে-সমস্ত প্রতিনিধি প্রেরিত হন তাঁহাদের নির্বাচন করে সহর ও জিলার কন্‌ফারেন্স।

সহর ও জিলার দলীয় সংগঠন

কিন্তু কমিউনিষ্ট দলের প্রকৃত ভিত্তি হইল প্রাথমিক দলীয় সংস্থাগুলি (Primary Party Organisations)। মিল, কারখানা, রাষ্ট্রীয় খামার, যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর ষ্টেশন, যৌথ খামার, সৈন্য ও নৌ বাহিনী, গ্রাম, আপিস, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যদি তিন জন দলীয় সদস্য থাকে তাহা হইলেই প্রাথমিক দলীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়া থাকে। প্রাথমিক দলীয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চতন দলীয় সংস্থা হইল সদস্যদের সাধারণ সভা। প্রাথমিক দলীয় সংগঠনই জনগণ ও দলের মধ্যে সংযোগসাধন করিয়া থাকে।

কমিউনিষ্ট দলের প্রকৃত ভিত্তি হইল প্রাথমিক দলীয় সংস্থাগুলি

সংক্ষিপ্তসার

সোবিয়েত ইউনিয়নে একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল কমিউনিষ্ট দল। সংবিধানে এই দলেরই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সোবিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইহার বিশেষ স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে সকল সংস্থা শৃংখলিতভাবে পরিচালিত হয় এই দলের মাধ্যমে। এই দলে আত্মসমালোচনার ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া এবং ইহার গঠন গণতন্ত্রসম্মত বালয়া দাবি করা হয়।

গঠন: দলের সর্বোচ্চ সংস্থা হইল দলীয় কংগ্রেস। দলীয় কংগ্রেসের কার্যকরী সংস্থাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় কমিটি। কেন্দ্রীয় কমিটি অধিবেশনে না থাকিলে কার্যসম্পাদনের জন্য প্রেসিডিয়াম নামে একটি সংস্থা নিযুক্ত করে। দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির একটি দপ্তরখানা এবং দলীয় নিয়মাবি ভংগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের একটি নিয়ন্ত্রণ কমিটি আছে।

পরবর্তী পর্যায়ে আছে ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহের দলীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য অঞ্চল ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রক্ষেত্রীয় কনফারেন্স। এই সকল কংগ্রেস ও কনফারেন্সের কার্যকরী সংস্থা বা কমিটি ও দপ্তরখানা আছে। ইহার পর দলীয় সংগঠন সহর, জিলা প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত। কমিউনিষ্ট দলের প্রকৃত ভিত্তি অসংখ্য প্রাথমিক সংস্থাগুলি। তিনজন সদস্য মিলিয়া প্রাথমিক সংস্থা গঠন করিতে পারে। এই প্রাথমিক সংস্থাগুলিই জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে।

অনুশীলনী

1. Indicate the salient (unique) features of the constitution of the U.S.S.R. (C.U. 1953, '55; B.U. (O) 1962) (১৭-২০ পৃষ্ঠা)

2. Discuss how far the U.S.S.R. is a socialist state of workers and peasants. Is there any scope for private enterprise in the U.S.S.R.? (C.U. 1958) (১৭, ২১-২৫ পৃষ্ঠা)

3. Give in brief the unique characteristics of the Soviet Federalism. To what extent has the principle of nationality been respected in the constitutional system of the U.S.S.R.? (C.U. 1953)

[ইংগিত: (১) সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিক-

সমূহের স্বেচ্ছামূলক সম্মেলনের ফলে সংগঠিত। এই আংগিক রিপাবলিকগুলি ইউনিয়ন-রিপাবলিক নামে পরিচিত। ইউনিয়ন-রিপাবলিক ব্যতীত স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল, জাতীয় এলাকা প্রভৃতির জন্যও পৃথক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা আছে। (২) ক্ষমতা বণ্টনে সোবিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করিলেও কেন্দ্রের হস্তেই ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। (৩) কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। (৪) ক্ষমতা বণ্টনের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে—যথা, (ক) কতকগুলি কেন্দ্রীয় বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার মূলনীতি ধার্য করিয়া দেয় কিন্তু আংগিক 'রাষ্ট্র'গুলি এই নীতিসমূহকে মানিয়া লইয়া আপনাপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই সকল বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করে; (খ) শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও আংগিক রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের দুই জাতীয় মন্ত্রিদপ্তর আছে। ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েত এককভাবে (৫) সোবিয়েত সংবিধানের সংশোধন করিতে পারে। এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বলিয়া অনেকে মনে করেন। (৬) সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিচারালয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই।

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশকে জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। আংগিক রিপাবলিকগুলি ছাড়াও অন্যান্য জাতীয় অংশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আছে। প্রত্যেক আংগিক রিপাবলিককে আবার সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারও প্রদান করা হইয়াছে। উপরন্তু, প্রত্যেক আংগিক রিপাবলিকের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী আছে, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সরাসরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজস্ব সংবিধান গ্রহণ ও সংশোধন করিবাব অধিকার আছে, ইত্যাদি। এইভাবে সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থায় জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিফলিত করিয়া এই দেশকে বহুজাতিবিশিষ্ট শাসনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছে।... ...এবং ২৬-২৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

4. Describe the rights and duties of the Citizens of the U.S.S.R.
(বিশেষ অনুশীলনীর ১৮নং প্রশ্ন (৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা) দেখ।)

5. What, in your view, are the characteristics and significance of the Soviet system of rights? (B. U. (P. I) 1963) (৪, ২০ এবং বিশেষ অনুশীলনীর ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)

6. Describe the constitution and functions of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. (C. U. 1959) (৪২-৪৫ পৃষ্ঠা)

7. Explain fully the composition and constitutional importance of the Soviet of Nationalities.
(C.U. (P. I) 1963) (৪৩-৪৫ এবং ৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the composition, nature and functions of the Presidium of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. (C. U. 1962 ; B. U. (O) 1962) (৫০-৫৩ পৃষ্ঠা)

9. Describe the functions of the Presidium of the U.S.S.R. What is its relation to the Supreme Soviet ?
(B. U. (M) 1963) (৫১-৫৩ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the role of the Presidium of the Supreme Soviet in the government of the U. S. S. R. (C. U. (P. I) 1963) (৫৩-৫৭ পৃষ্ঠা)

11. Give in brief the composition and functions of the Council of Ministers in the Soviet Constitution. (C. U. (P. I) 1962)

What is the distinction between the All-Union Ministries and the Union-Republican Ministries of the U.S.S.R. ?

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত : শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও আংগিক রিপাবলিকগুলির প্রত্যেকের দুই জাতীয় মন্ত্রিদপ্তর আছে। কেন্দ্রীয় দপ্তর-সমূহের দুই ভাগ হইল : (ক) সমগ্র-ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ, এবং (খ) ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ ; আর আংগিক রিপাবলিকগুলির মন্ত্রিদপ্তরসমূহের দুই ভাগ হইল : (১) রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ এবং (২) ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ।

কেন্দ্রীয় সমগ্র-ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ নিজ অধিকারভুক্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা কোন সংস্থার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরগুলি শাসনকার্য পরিচালনা করে আংগিক রিপাবলিকগুলির মন্ত্রিদপ্তরের মাধ্যমে। আংগিক রিপাবলিকের ইউনিয়ন-রিপাবলিক মন্ত্রিদপ্তরসমূহ, ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রি-পরিষদ এবং সমগ্র সোবিয়েত ইউনিয়নের ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহের অধীনে থাকিয়া কার্য করে। কিন্তু রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রি-পরিষদের নিকট দায়ী।...এবং ৫৮-৬১, ৩১-৩২ পৃষ্ঠা দেখ।]

12. Discuss the role of the Communist Party in the Soviet system of Government. (C. U. (P. I) 1962) (৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা এবং এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণ) উনবিংশ অধ্যায় দেখ।)

13. Broadly indicate the structure of the State in the U.S.S.R.
(C. U. 1957) (২৬-২৮ পৃষ্ঠা)

14. Analyse the structure of the State in the U.S.S.R., and discuss in that connection the nature of the Soviet Federation.
(C. U. 1960) (২৬-২৮, ২৯-৩৩ পৃষ্ঠা)

15. Compare Soviet federalism with the federalism of the U.S.A.
(C. U. (P. I) 1963) (৩৩-৪০ পৃষ্ঠা এবং বিশেষ অনুশীলনীর ১২নং প্রশ্ন দেখ।)

বিশেষ অনুশীলনী

শাসন-ব্যবস্থাসমূহের তুলনামূলক প্রশ্নাবলী

[প্রশ্নগুলি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত। প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটিরই সংক্ষিপ্ত উত্তর এই গ্রন্থের 'ভূমিকা : শাসন-ব্যবস্থা চারিটির তুলনামূলক আলোচনা'য় পাওয়া যাইবে।]

1. To what extent has the principle of separation of powers been accepted in the constitutions of (a) England, (b) the U. S. A. and (c) Switzerland ?

[ইংগিত : (ক) ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতি বিশেষ প্রযোজ্য নহে। স্যর উইলিয়াম হলড্‌স্‌ওয়ার্থের ভাষায় বলা যায়, "ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতির সহিত কার্যক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার মিল কোন কালেই হয় নাই। কেবল আইন বিভাগই আইন সংক্রান্ত কার্য করে, শাসন বিভাগ শাসনকার্য করে, অথবা বিচার বিভাগ বিচারকার্য করে—এই কথা বলা ঠিক হইবে না।" বস্তুত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতি কোন অর্থেই ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। প্রথমত, এই দেশের শাসন-ব্যবস্থায় একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, শাসন পরিচালনার ভার হইল মন্ত্রিগণের উপর ; তাঁহারা আবার পার্লামেণ্টের সদস্য। শাসন ও আইন বিভাগ পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরস্পরের কাযে হস্তক্ষেপ করে। বিচার বিভাগ অবশ্য অপর দুই বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত। দ্বিতীয়ত, ইংল্যাণ্ডে এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে—যেমন, শাসন কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি একরূপ মোটেই প্রযোজ্য নহে। একমাত্র বিচার বিভাগ হইল মোটামুটিভাবে অন্যান্য বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত।...ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার ৩০-৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অন্যতম ভিত্তিই হইল ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ। সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ এমনভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ করিয়াছেন যাহাতে সরকারের তিনটি বিভাগই পরস্পর হইতে পৃথক থাকিয়া নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিতে পারে। এই শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং তাঁহার ক্যাবিনেট-মন্ত্রিবর্গ কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারেন না ; আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও উদ্যোগী হইতে পারেন না। অপরদিকে তাঁহাদের কংগ্রেসের নিকট দায়িত্বশীলতাও নাই। তৃতীয়ত, বিচার বিভাগ হইল অপর দুই বিভাগের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এবং ইহার স্বাধীনতা বিশেষভাবে প্রকট।

কার্যক্ষেত্রে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার উপরি-উক্ত নীতির বিশেষ

পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; প্রথাগত রীতিনীতির উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রপতি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন আইন বিষয়ক কার্য পরিচালনার সর্বাধিনায়ক এবং সিনেটের মাধ্যমে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার সুদৃঢ় সেতু রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিচার বিভাগ এখনও অন্য দুই বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া অনাকাংক্ষিতভাবে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিয়া যাইতেছে।...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ১০-১২ পৃষ্ঠা দেখ।

(গ) সুইজারল্যাণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বিশেষ অনুসৃত হয় না। সুতরাং আইনসভার হস্তে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কায ন্যস্ত রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষগুলির নির্বাচন, সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন প্রভৃতি শাসন বিভাগীয় কার্য এবং কয়েক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কার্য সম্পাদন করে।...সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ১২ পৃষ্ঠা দেখ।]

2. How can the constitutions of (*a*) the U. K., (*b*) the U. S. A., (*c*) the Soviet Union and (*d*) Switzerland be amended ?

[ইংগিত : (ক) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয়। তত্ত্বগতভাবে ইহার পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের জন্য কোন জটিল বা বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। পার্লামেণ্ট যে-উপায়ে সাধারণ আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন করে ঠিক সেইভাবেই শাসনতন্ত্র বিষয়ক আইন পাস করিতে পারে। উপরন্তু, ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা বহুলাংশে আচার-ব্যবস্থা, রীতিনীতি ও প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া বিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া উহার পরিবর্তন সহজসাধ্য। নূতন রীতিনীতি ও প্রথার প্রবর্তনের দ্বারা ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে অতি সহজেই সংস্কারসাধন করা যায়। পরিশেষে, যে-সকল শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের মূল অংশ তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নাই। ইহাদের ব্যাখ্যার পরিবর্তন দ্বারা শাসনতন্ত্রেরও পরিবর্তন করা অতি সহজেই সম্ভব।... ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার ২৮-২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অতিমাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয়। প্রথমত, সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করাই কঠিন কার্য। সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে : হয়, (১) উভয় পরিষদের প্রত্যেকটিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা জাতীয় আইনসভা বা কংগ্রেস অথবা, (২) দুই-তৃতীয়াংশ (৫০টির মধ্যে) অংগরাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক সভা (Convention)। এইভাবে সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করা হইলে প্রত্যেক রাজ্যের আইনসভার নিকট অথবা প্রত্যেক রাজ্যে এই উদ্দেশ্যে আহূত সভাসমূহের নিকট ঐ প্রস্তাবকে উপস্থিত করিতে হয়। যদি অংগরাজ্যগুলির অথবা আইনসভাসমূহের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করে তবেই ইহা কার্যকর হয়। সংশোধন বা পরিবর্তন পদ্ধতি এইরূপ জটিল ও দুরূহ বলিয়া বিগত ১৭০ বৎসরের উপর সময়ের মধ্যে মাত্র ২২টি সংশোধনী প্রস্তাব

কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু সংবিধানের পরিবর্তনশীলতা কেবল আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন পদ্ধতির উপরই নির্ভর করে না। অন্যান্যের মধ্যে ইহা নির্ভর করে বিচারালয়ের ব্যাখ্যা ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্ভবের উপর। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রও বিচারালয়ের ব্যাখ্যা দ্বারা অনেক সময় পরিবর্তিত হয়; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধিত হয় বিশেষভাবে। বস্তুত, বিচারালয়ের ব্যাখ্যাই দুষ্পরিবর্তনীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের একটি মাত্র রায়ের ফলে যে-কোন দিন ইহার যে-কোন ধারার অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। এই দিক দিয়া দেখিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও সুপরিবর্তনীয়। সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে অনেক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিও উদ্ভূত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ১৮-১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(গ) সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া অভিহিত করা যায়, কারণ উহার সংশোধনের পদ্ধতি সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতি হইতে পৃথক। কিন্তু সংশোধন আংগিক রিপাবলিকগুলির আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না—কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সুপ্রীম সোবিয়েত প্রত্যেক কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই সংশোধন কার্যকর হয় (১৪৬ অনুচ্ছেদ)। বলা হয়, এই সংশোধন-পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে লংঘন করিয়াছে। উত্তরে সোবিয়েত সংবিধানের সমর্থকগণ বলেন যে সুপ্রীম সোবিয়েতের উচ্চতর কক্ষ জাতিপুঞ্জের সোবিয়েত ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহ হইতে সমসংখ্যক সদস্যের ভিত্তিতে গঠিত হওয়ায় এবং সংবিধান-সংশোধনকার্যে এই কক্ষেরও দুই-তৃতীয়াংশের ভোট অপরিহার্য হওয়ায় ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলির স্বার্থ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অক্ষুণ্ণই আছে।...সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থার ১৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(ঘ) সংশোধন বিষয়ে সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অথবা ৫০ হাজার নির্বাচক সংবিধানের সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সংশোধন কার্যকর হইতে হইলে ইহা গণভোটে ভোট-প্রদানকারী অধিকাংশের দ্বারা এবং অধিকসংখ্যক ক্যান্টনের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে বিগত একশত বৎসরে মাত্র ৪৯ সংশোধন কার্যকর হইয়াছে। পরোক্ষভাবে অবশ্য কেন্দ্রীয় আইনসভা সাধারণ আইন পাস করিয়া কার্যত সংবিধানের রদবদল করিতে পারে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ইহা রহিত করিতে অসমর্থ।... সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ১৯-২১ পৃষ্ঠা দেখ।]

3 "The President of the U.S.A. is both more and less than a King. He is also both more and less than a Prime Minister." Elucidate.

[ইংগিত : উপরি-উক্ত উক্তিটি হইল অধ্যাপক ল্যাস্কির। প্রথমে বর্তমান দিনের নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ (limited) নৃপতির পদের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির তুলনা করিয়া ল্যাস্কি দেখাইয়াছেন যে, উভয়ে একই সংগে পরস্পর হইতে অধিক ও পরস্পর হইতে ন্যূন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক নৃপতি হইতে অধিক, কারণ রাষ্ট্রপতির হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা রহিয়াছে; নিয়মতান্ত্রিক নৃপতির কোন প্রকৃত ক্ষমতা থাকে না। অপরদিকে আবার রাষ্ট্রপতি নৃপতি হইতে ন্যূন, কারণ রাষ্ট্রপতি কোন মতেই চার বৎসরের অধিককাল তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না; কিন্তু নৃপতি আজীবনই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। উপরন্তু, ইমপিচ্‌মেণ্ট পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় কিন্তু কোন নৃপতিকে পদচ্যুত করিতে হইলে একরূপ বিপ্লবেরই প্রয়োজন হয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আবার কোন পার্লামেণ্টীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা একাধারে অধিক এবং ন্যূন।...প্রশ্নের এই অংশের উত্তরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ৩০-৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।]

4. Compare the Cabinet in the U. S. A. with that in the U. K.

Or, "The American Cabinet can hardly be regarded as a cabinet in the classic sense." Discuss.

[ইংগিত : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাবিনেটের সহিত পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্যাবিনেটের কোন সংগতি নাই বলিলেও চলে। প্রথমোক্ত ক্যাবিনেট হইল রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট; উহা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাগণকে লইয়া গঠিত। এই ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র, তাঁহার সহকর্মী নহেন। তাঁহারা প্রত্যেকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং যে-কোন সময় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুত হইতে পারেন। কোন ক্যাবিনেট সদস্যের পদচ্যুতি সামগ্রিকভাবে সরকারের পতন ঘটায় না।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট একটি পরিষদ (body) নহে, ইহার কোন যৌথ দায়িত্ব নাই। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল।

তৃতীয়ত, এই দায়িত্বশীলতা হইল রাষ্ট্রপতির নিকট, কংগ্রেসের নিকট নহে; এবং সমগ্র শাসন বিভাগের কার্যের জন্য রাষ্ট্রপতি এককভাবে দায়িত্বশীল।...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা দেখ।]

5. Compare and contrast the powers of the President of the U. S. A. with those of the British Prime Minister.

[মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।]

6. "A system of Government which falls in a class by itself, which differs fundamentally from the Presidential and Cabinet types, but which combines certain features of both, is that of Switzerland." Discuss.

[ইংগিত : সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বা শাসন বিভাগ একদিকে কতকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের অনুরূপ, অপরদিকে ইহা কতকটা ব্রিটেনের ক্যাবিনেট-ব্যবস্থার সদৃশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের সহিত সংগতির পরিচায়ক হইল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না এবং আইনসভাকে ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা পরিষদের নাই। অপরদিকে পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার অধিবেশনে যোগদান, আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং বিল উত্থাপন করিতে পারেন কিন্তু পরিষদের সভাপতি মার্কিন রাষ্ট্রপতির মত কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না। সুতরাং সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাদৃশ্য ও পার্থক্য উভয়ই রহিয়াছে।

এইরূপ সাদৃশ্য ও পার্থক্য আবার এই সুইজারল্যাণ্ডের শাসন বিভাগ ও ব্রিটেনের ক্যাবিনেট-ব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে। ব্রিটেনের ক্যাবিনেট-ব্যবস্থার ন্যায় পরিষদের সদস্যগণ সমক্ষমতাসম্পন্ন এবং সদস্যগণ আইনসভার কার্যে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে কিন্তু সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না, আইনসভার বিল প্রত্যাখ্যাত বা পরিবর্তিত হইলে তাঁহারা একক বা যৌথভাবে পদত্যাগ করেন না এবং পরিষদের সদস্যগণ একদলভুক্ত নহেন।

উপরি-উক্ত সাদৃশ্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ একরূপ সমান্তরালহীন। ডাইসি এই শাসন বিভাগকে যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনা করিয়াছেন।...সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ২৯-৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

7. How are Rights (Liberty) safeguarded in (*a*) England, (*b*) the U. S. A., and (*c*) the U. S. S. R. ?

[ইংগিত : প্রধানত ইংল্যাণ্ডে আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) মাধ্যমে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সংবিধানে অধিকার ঘোষণার দ্বারা, এবং সোবিয়েত ইউনিয়নে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করা হয়।...ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার ৩৭ পৃষ্ঠা ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ১৩, ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা ; সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থার ১৯ পৃষ্ঠা এবং এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (সপ্তম সংস্করণের) ১৮৫-১৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

8. Compare the Committee system in the U. S. A., with that in Great Britain.

[ইংগিত: ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের জন্য আইন প্রণয়নকার্যে ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি-ব্যবস্থার গুরুত্ব অধিক। ব্রিটেনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই আইন প্রণয়নকার্য পরিচালনার কেন্দ্র; ক্যাবিনেটের সদস্যগণই আইন প্রণয়নের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নেতৃত্ব গিয়া পড়িয়াছে বিভিন্ন কমিটির হস্তে এবং কমিটিগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইন-সভা।...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ৫০-৫২ পৃষ্ঠা দেখ।]

9. Compare the position of the Speaker of the British House of Commons with that of the Speaker of the U. S. House of Representatives.

[ইংগিত: ব্রিটিশ কমন্স সভার স্পীকার দল নিরপেক্ষ হন। তিনি আইন-প্রণয়নকার্য করেন না এবং ভোটাভুটির সময় মাত্র নির্ণায়ক ভোটই প্রদান করিয়া থাকেন। মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার কিন্তু খোলাখুলিভাবেই সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। সম্প্রতি অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকারের দল-নিরপেক্ষ হইবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে।...ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার ১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।]

10. Indicate the role of the Federal Judiciary in (*a*) the U. S. A., and (*b*) Switzerland.

[ইংগিত: (ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিচারালয়কে 'সংবিধানের অভিভাবক, জাতীয় প্রাধান্যের প্রতিরক্ষক এবং অংগরাজ্যসমূহের অধিকারের সংরক্ষক' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা আইনসভার যে-কোন বিধান ও শাসন বিভাগের যে-কোন কার্যের বৈধতা বিচার করিতে সমর্থ। সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক হিসাবে কার্য করিতে করিতে মার্কিন দেশের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগ ক্রমশ তাহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের শীর্ষস্থানীয় সুপ্রীম কোর্ট বর্তমানে হইয়া দাঁড়াইয়াছে জাতীয় আইনসভার চরম ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় কক্ষ।... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ৫৯-৬৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(খ) সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের চরম ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক নহে। ইহার সংবিধানগত বিচারের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও অনির্দিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করার ক্ষমতা ইহার নাই।

এই ক্ষমতা নাই বলিয়া ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের সমকক্ষ ত হইতেই পারে নাই, এমনকি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে নাই।......সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ৪৪-৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

11. "The judiciary in the United States has a competance far beyond that of the judiciary of the United Kingdom." Discuss.

[ইংগিত : ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার মৌলিকতম নীতি হইল পার্লামেণ্টের প্রাধান্য। পার্লামেণ্টের প্রাধান্যের দরুন বিচারালয়গুলি পার্লামেণ্টের অধীন। উহারা পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে; কিন্তু কোনক্রমেই উহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। বিচারালয়ের কোন সিদ্ধান্ত পছন্দ না হইলে পার্লামেণ্ট অতি সহজেই আইন পাস করিয়া উহাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার (কংগ্রেসের) পরিবর্তে রহিয়াছে লিখিত সংবিধানের প্রাধান্য। সুতরাং কোন কর্তৃপক্ষই সংবিধান-বিরোধী কোন কিছু করিতে পারে না। কিন্তু সংবিধান-বিরোধী কাজ করা হইয়াছে কি না, তাহার বিচার কে করিবে? এই ক্ষমতা গিয়া পড়িয়াছে বিচার-ব্যবস্থার, বিশেষ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের, হস্তে। ১৮০৩ সালে বিখ্যাত মারবারী বনাম ম্যাডিসন মামলায় সুপ্রীম কোর্ট প্রথমে এই ক্ষমতার দাবি করে। তখন হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্ট এ-বিষয়ে নিজেকে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে যে উহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে চূড়ান্ত কর্তৃত্বসম্পন্ন জাতীয় আইনসভার তৃতীয় কক্ষ।...ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার ১৭৯ পৃষ্ঠা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ৫৯-৬৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

12. Compare and contrast American federalism with Swiss federalism.

[ইংগিত : তত্ত্বগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ড একটি যুক্তরাষ্ট্র নয়, কয়েকটি রাষ্ট্র-সমবায় মাত্র। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য সুইজারল্যাণ্ডও একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র। তবে সুইজারল্যাণ্ডে অংগরাজ্যগুলি (Cantons) তাহাদের সংবিধান রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল বলিয়া সুইজারল্যাণ্ড একটি সার্থক (perfect) যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে নাই। ষ্ট্রং-এর মতে সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রীয়করণের এক অসম্পূর্ণ উদাহরণ। সুইজারল্যাণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতই অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) ক্যাণ্টনগুলির হস্তে এবং নির্দিষ্ট ক্ষমতা (enumerated powers) কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করা হইলেও ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে উভয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সুইজারল্যাণ্ডে যুগ্ম ক্ষমতার (concurrent powers) ব্যবস্থা আছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন

আইন প্রণয়নের যুগ্ম তালিকা (concurrent legislative list) নাই। তবে আদালতের ব্যাখ্যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ণিত ক্ষমতাগুলির মধ্যে কতকগুলি অনন্য (exclusive), আর কতকগুলি হইল যুগ্ম (concurrent)। সুইজারল্যাণ্ডের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই যুগ্ম ক্ষমতার পরিধি অধিক। দ্বিতীয়ত, সুইজারল্যাণ্ডে কতকগুলি বিষয়ে ক্ষমতার একাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এবং অপরাংশ ক্যাণ্টনগুলির হস্তে ন্যস্ত।

শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারেও সুইস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে অনেক কেন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে ক্যাণ্টনগুলি শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে ; এইরূপ ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই সংবিধানের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। তবে সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে নিয়ন্ত্রিত করে জনসাধারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করে বিচার বিভাগ। পরিশেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের হস্তে সংবিধান রক্ষার ভার ন্যস্ত, সুইজারল্যাণ্ডে কিন্তু এই ভার সমর্পিত আছে কেন্দ্রীয় আইনসভার উপর।…মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ১৫-১৯ পৃষ্ঠা এবং সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ১৫-১৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

13. Compare the Soviet federalism with the American federalism.

[ইংগিত : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলকথা হইল, সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আংগিক সরকারগুলির মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যে দুই সরকারই নিজস্ব ক্ষেত্রে আইনগতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে। এখন ক্ষমতা বণ্টন মোটামুটিভাবে দুই পদ্ধতিতে করা যাইতে পারে। হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্টভাবে বলিয়া দিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) অংগরাজ্যগুলির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, অথবা কানাডার সংবিধানের মত আংগিক সরকারগুলির ক্ষমতা নির্দিষ্টভাবে বলিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করা যাইতে পারে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টন-পদ্ধতির অনুরূপ। সোবিয়েত সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে ইউনিয়ন সরকারের ক্ষমতা বর্ণিত হইয়াছে এবং ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে অন্যান্য ক্ষমতা (residuary powers) ইউনিয়ন-রিপাব্লিকগুলির হস্তে থাকিবে। আরও বলা হইয়াছে যে, সমগ্র ইউনিয়নের আইনের সহিত ইউনিয়ন-রিপাবলিক প্রণীত আইনের অসংগতি দেখা দিলে ইউনিয়নের আইনই বলবৎ হইবে। এই দিক হইতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার সহিত সোবিয়েত ব্যবস্থার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের প্রাধান্য রহিয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির সীমানা উহাদের অনুমতি ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার একভাবে পরিবর্তন করিতে পারে না।

এইভাবে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে যথেষ্ট। পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অতিমাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয়। হয় কংগ্রেসের প্রত্যেক কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা অথবা দুই-তৃতীয়াংশ অংগরাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক সভা (convention) সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে ; এই প্রস্তাব আবার অংগরাজ্যগুলির তিন-চতুর্থাংশের দ্বারা সমর্থিত হইলে তবেই সংবিধান সংশোধিত হইতে পারে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধনকার্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অংগরাজ্যগুলি উভয়ই অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সুপ্রীম সোবিয়েত প্রত্যেক কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই সংশোধন কার্যকর হয়। পশ্চিমী অনেক লেখক বলেন যে, এই সংশোধন-পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে লংঘন করিয়াছে। ইহার উত্তরে বলা হয়, সুপ্রীম সোবিয়েতের উচ্চতর কক্ষ জাতিপুঞ্জের সোবিয়েত ইউনিয়ন-রিপাবলিকসমূহ হইতে সমসংখ্যক সদস্যের ভিত্তিতে গঠিত হওয়ায় এবং সংবিধানের সংশোধনকার্যের এই কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট অপরিহার্য হওয়ায় আংগিক রাজ্যগুলির স্বার্থ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অক্ষুণ্ণই থাকে। (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা বিচারের ভার সুপ্রীম কোর্টের হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আইনের চরম ব্যাখ্যাকার সুপ্রীম কোর্ট নহে ; এই ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডিয়ামের হস্তে। অনেকের মতে এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সহিত সংগতিপূর্ণ নহে, কারণ প্রেসিডিয়াম হইল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা ; সুতরাং উহা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে অংগরাজ্যগুলির স্বাধীনতা ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, প্রেসিডিয়ামে প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিক হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি সহ-সভাপতি হিসাবে কার্য করেন। সুতরাং অংগরাজ্যের স্বার্থহানির কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা ছাড়া কোন রিপাবলিক দাবি করিলে গণভোটের ব্যবস্থাও করিতে হয়। (৩) সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের স্বাধীনভাবে সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার রহিয়াছে। ইহার সপক্ষে বলা হয়, ইহার দ্বারা সোবিয়েত ইউনিয়ন যে স্বেচ্ছামূলকভাবে সংগঠিত যুক্তরাষ্ট্র তাহাই প্রতিপন্ন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অংগরাজ্যের এইরূপ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার নাই। (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যের তুলনায় সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যের অনেক বিষয়ে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত, প্রত্যেক ইউনিয়ন-রিপাবলিকের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন এবং কূটনৈতিক

প্রতিনিধি বিনিময় করিতে সমর্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির এই সকল ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতাগুলি সম্পর্কে পশ্চিমী লেখকগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এইগুলির বিশেষ তাৎপর্য নাই, কারণ সর্ববিষয়ে কমিউনিষ্ট দল প্রাধান্য ভোগ করিয়া থাকে এবং কমিউনিষ্ট দল চরম কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে সংগঠিত। (৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গঠনের তুলনায় সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন জটিল ও ভিন্ন প্রকৃতির। বলা হয় যে, সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণ নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন জাতির লোকের আপনাপন জাতীয় শাসন-সংস্থা রহিয়াছে। সেইজন্য সোবিয়েত ইউনিয়নকে বলা হয় 'বহুজাতিবিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র'। সমালোচকগণ বলেন যে, যাহাই বলা হউক না কেন বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য বিশেষ নাই, কারণ কমিউনিষ্ট দলের স্বার্থে সমগ্র দেশের শাসন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। (৬) বলা হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে অংগরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অধিক মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যের তুলনায় উহাদের ক্ষমতা কম। কারণ হিসাবে দুইটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, বলা হয় সর্বাত্মক সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা থাকায় অংগরাজ্যগুলির নিজেদের ব্যাপারেও বিশেষ স্বাধীনতা নাই, সকলই কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে আর্থিক ক্ষমতার (financial power) একচেটিয়া অধিকারী হইল কেন্দ্রীয় সরকার, কারণ সংবিধান অনুসারে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় বাজেট কেন্দ্রীয় সরকারই অনুমোদন করে।...সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থার ৩৩-৪০ পৃষ্ঠা দেখ।]

14. On what lines have powers been distributed between the centre and the units in the Constitutions of (a) the U.S.A., (b) Switzerland, and (c) the U.S.S.R.?

[ইংগিত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা (enumerated powers) কেন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশ (residuary powers) সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে অংগরাজ্যগুলির জন্য। ইহার উপর সংবিধান সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলির নাই।

সুইজারল্যাণ্ডেও কেন্দ্রের হস্তে নির্দিষ্ট ক্ষমতা এবং ক্যাণ্টনগুলির হস্তে অবশিষ্ট ক্ষমতা সমর্পিত আছে। তবে এই দেশে কতকগুলি কেন্দ্রীয় ক্ষমতা যুগ্ম ক্ষমতা (concurrent powers) মাত্র—এইগুলির উপর ক্যাণ্টনসমূহও আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

সোবিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি কতকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ,

কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর আংশিক রিপাবলিকগুলির (ইউনিয়ন-রিপাবলিক) হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে অবশিষ্ট ক্ষমতা। সোবিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতা বণ্টনের দুইটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সমগ্র-ইউনিয়নের অধিকারভুক্ত কয়েকটি বিষয়ে কেন্দ্রই নীতি-নির্ধারণ করিয়া দেয়, কিন্তু নীতিগুলিকে মানিয়া আপনাপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে আইন প্রণয়ন করে ইউনিয়ন-রিপাবলিকগুলি। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরের এক অংশ ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহের এক অংশের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে।·· মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ১৫-১৭ পৃষ্ঠা, সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ১৬-১৭ পৃষ্ঠা এবং সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থার ২৯ ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।]

15. Briefly describe the nature of the executive in (a) England, (b) the U.S A., (c) Switzerland, and (d) the U.S.S R.

[উত্তরের কাঠামো: পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে ইংল্যাণ্ডের শাসন বিভাগ দুই অংশে বিভক্ত—নামসর্বস্ব শাসন বিভাগ (the nominal executive) এবং প্রকৃত শাসন বিভাগ (the real executive)। নামসর্বস্ব শাসন বিভাগ রাজা (বা রাণী) এবং প্রিভি কাউন্সিল লইয়া গঠিত। এবং প্রকৃত শাসন বিভাগ মন্ত্রি-পরিষদ ও ক্যাবিনেট (The Ministry and the Cabinet) নামে অভিহিত।

আইনত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। বর্তমানে রাষ্ট্রপতির সহিত অনেকগুলি শাসন-সংস্থা জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও এই সংস্থাগুলিকে এক সংগে 'প্রেসিডেন্সি' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অপরদিকে আবার রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটও আছে। তবুও আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রপতিই একক রাষ্ট্রনৈতিক শাসক (political executive)। তিনি একাধারে রাষ্ট্রের পতি, শাসন বিভাগেরও কর্তা। সুতরাং বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একজন লইয়া গঠিত শাসন বিভাগ (singular executive) প্রবর্তিত।

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ হইল একটি পরিষদ। ইহার প্রকৃতি কতকটা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর মত। পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সভ্য থাকিতে পারেন না। তাঁহারা সকলেই সমক্ষমতাসম্পন্ন এবং পর্যায়ক্রমে পরিষদের সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে শাসন পরিষদকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ইচ্ছা ও প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার যন্ত্র এবং বহুজন লইয়া গঠিত শাসন বিভাগ (plural executive) বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন বিভাগের দুইটি অংশ আছে—প্রেসিডিয়াম এবং সোবিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রি-পরিষদ। প্রেসিডিয়ামকে কতকটা নামসর্বস্ব শাসন

বিভাগের সহিত এবং মন্ত্রি-পরিষদকে প্রকৃত শাসন বিভাগের সহিত তুলনা করা চলে।...ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার ২৯-৩০ পৃষ্ঠা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ২৭ পৃষ্ঠা, সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ২২-২৪ পৃষ্ঠা এবং সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থার ৫০, ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

16. Point out the differences between the nature of the British Cabinet and that of the Swiss Federal Council.

[ইংগিত: (১) ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের সদস্যগণ একদলভুক্ত হন, সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন দলভুক্ত হইতে পারেন। (২) ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর প্রাধান্য থাকে, সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সমমর্যাদা ও সমক্ষমতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি যৌথ সংস্থা (collegial body)। একজন সভাপতি আছেন বটে কিন্তু সভাপতি হিসাবে তাঁহার বিশেষ কোন তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষমতা নাই। (৩) ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য হন কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না। (৪) আইনসভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিলেও সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় ভোট দিতে পারেন না। (৫) ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা বা ক্যাবিনেট যৌথভাবে আইনসভার নিম্নতর কক্ষের নিকট দায়িত্বশীল থাকে এবং কক্ষের আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করে। অপরদিকে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ এইভাবে আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকে না। সদস্যগণ কাজের জন্য জবাবদিহি করিলেও ইঁহারা আইনসভার ভোটের ফলে পদচ্যুত হন না। ইঁহাদের কোন নীতিকে প্রত্যাখ্যান করা হইলে ইঁহারা আইনসভার ইচ্ছানুযায়ী নীতিকে পরিবর্তিত করিয়া লন। (৬) ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের এক সদস্য অপর সদস্যের বিরোধীতা করেন না কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে পরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় একে অপরের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিতে পারেন। ... সুইজারল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থার ২৯-৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

17. Compare the place of parties in the working of the constitutions of the United States, Great Britain and Switzerland.

[ইংগিত: ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা এবং সুইজারল্যাণ্ডের বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত বলিয়া দলীয় বন্ধনের মাধ্যমে ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগ গভীর সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ থাকে। এখানে দলীয় পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম এবং দলগত মনোভাব বিশেষ সুপরিস্ফুট। ফলে একদলীয় মন্ত্রিসভাই গঠিত হয় এবং সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়ই দলীয় নেতৃত্ব মানিয়া চলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির জন্য ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় নহে। তবুও দলীয় বন্ধনের জন্যই এই দুই বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার সূত্র রচনা করা সম্ভব হয়। অপরদিকে কিন্তু দলীয় পার্থক্য ততটা সুস্পষ্ট নহে। ফলে নির্দলীয় বা অপর দলীয় ব্যক্তিগণকেও শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায়। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্যে দলীয় ভূমিকা ইংল্যাণ্ডের মত গুরুত্বপূর্ণ নহে।

সুইজারল্যাণ্ডে বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা আরও কম গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে এই দেশে দলীয় নেতা অপেক্ষা সেবাধর্মীদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।... ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার ১৬৭-১৬৯ পৃষ্ঠা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ৬৮-৭১ পৃষ্ঠা এবং সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

18 Describe the rights and duties of the citizens of the U S S.R.

[উত্তরের কাঠামো : অন্যান্য দেশের সংবিধানের ন্যায় সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান শুধু নাগরিকের মৌলিক অধিকার স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহা নাগরিকের মৌলিক দায়িত্বসমূহেরও উল্লেখ করিয়াছে। এই অধিকার ও দায়িত্বের উল্লেখ সোবিয়েত সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত। সংবিধানে ১৬টি অনুচ্ছেদ (১১৮-১৩৩) এই উদ্দেশ্যেই সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

সোবিয়েত নাগরিকের মৌলিক অধিকারের জন্য নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(ক) কর্মের অধিকার। ইহা দ্বারা বুঝায় নিশ্চিত নিয়োগ এবং কর্মের পরিমাণ ও গুণানুসারে মজুরিপ্রাপ্তি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে উৎপাদনের সম্প্রসারণ এবং বেকারত্বের বিলোপসাধন দ্বারা এই অধিকারকে সার্থক করা হইয়াছে।

(খ) পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার। এই উদ্দেশ্যে সোবিয়েত ইউনিয়নে শ্রমের সময় (hours of work) হ্রাস করা হইয়াছে, পুরা বেতনে ছুটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক স্যানাটোরিয়াম বিশ্রামাবাস ক্লাব প্রভৃতি স্থাপন করা হইয়াছে।

(গ) পীড়িত বা অকর্মণ্য অবস্থা এবং বার্ধক্যের সংরক্ষণের অধিকার। এই অধিকারটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক অধিকার। ইহার জন্য সামাজিক বীমা (social insurance), চিকিৎসা ও বায়ু-পরিবর্তনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) শিক্ষার অধিকার। সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা (৭ম পর্যায় পর্যন্ত) সর্বজনীন এবং অবৈতনিক। মাধ্যমিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। নিম্নতন বিদ্যালয়ে একমাত্র মাতৃভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

(ঙ) সাম্যের অধিকার। সোবিয়েত সংবিধান অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্র-নৈতিক কোন ব্যাপারেই নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করে নাই।

(চ) জাতিপুঞ্জের সাম্যের অধিকার। সোবিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন 'জাতি'র (nationalities) সমবায়ে গঠিত। সকল জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্যের সম্পর্কের কথা সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। জাতিগত কারণে নাগরিকদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করা যায় না।

(ছ) ধর্মাচরণের অধিকার। রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ করিয়া এবং বিদ্যালয় হইতে সকল প্রকার ধর্মীয় শিক্ষা পরিহার করিয়া এই অধিকার কার্যকর করা হইয়াছে।

(জ) বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, শ্রমিক-সংঘ গঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই সকল মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারও সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও আছে ব্যক্তির অলংঘনীয়তা অধিকার (inviolability of persons)। কাহাকেও প্রোকিউরেটরের অনুমতি বা আদালতের নির্দেশ ব্যতীত গ্রেপ্তার বা আটক করা যায় না।

অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। সোবিয়েত সংবিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই সুপ্রচলিত উক্তিটিকে রূপ দিযাছে নাগরিকের বিভিন্ন মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখের দ্বারা।

(ক) সংবিধান সংরক্ষণ, আইন মান্য করার দায়িত্ব ইত্যাদি। ১৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব হইল স্থানিক সংবিধান সংরক্ষণ করিয়া চলা, আইন মান্য করা, শ্রমের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করা এবং সমাজতান্ত্রিক রীতিনীতির অনুবর্তী হওয়া।

(খ) সমাজ ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত দায়িত্ব। সাধারণ সমাজতান্ত্রিক ও যৌথ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক সোবিযেত নাগরিকের কর্তব্য।

(গ) প্রতিরক্ষার কর্তব্য। রাষ্ট্র ও মাতৃভূমির প্রতিরক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের অপরিহার্য কর্তব্য। এই কারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সৈন্যদল হইতে পলায়ন প্রভৃতিকে চরম দুষ্কৃতি বলিয়া গণ্য করা হয়।]

ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।

১১৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, লর্ড সভার সদস্যপদকে সকলে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন না। কারণ, একবার লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইলে উহা পরিত্যাগ বা উহার উত্তরাধিকার অস্বীকার করা যায় না, এবং কোন লর্ড কমন্স সভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে পারেন না। সম্প্রতি (আগষ্ট, ১৯৬৩ সাল) এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া আইন পাস করা হইয়াছে। এখন হইতে লর্ডগণ উপাধি ত্যাগ করিয়া কমন্স সভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন।